| স্ম | র | ণি | কা |

সুবর্ণজয়ন্তী

ইজতেমা ২০২২

50th NATIONAL IJTEMA 2022

MAJLIS KHUDDAMUL AHMADIYYA, BANGLADESH

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, বাংলাদেশ

হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ (রা.)
খলীফাতুল মসীহ্ সানী

“যুবকদের সংশোধন ব্যতিরেকে
জাতিসমূহের সংশোধন হতে পারে না”

50th
NATIONAL
IJTEMA
2022
MAJLIS KHUDDAMUL AHMADIYYA, BANGLADESH

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.) ও তাঁর খলীফাগণ

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহ্‌দী আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম
জন্ম : ১৮৩৫, মৃত্যু : ১৯০৮

হযরত আলহাজ্ব হাফেজ হেকিম নূরুদ্দীন (রা.)
খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (খিলাফতকাল: ১৯০৮-১৯১৪)

হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ (রা.)
খলীফাতুল মসীহ্ সানী (খিলাফতকাল: ১৯১৪-১৯৬৫)

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)
খলীফাতুল মসীহ্ খামেস (খিলাফতকাল: ২০০৩-বর্তমান)

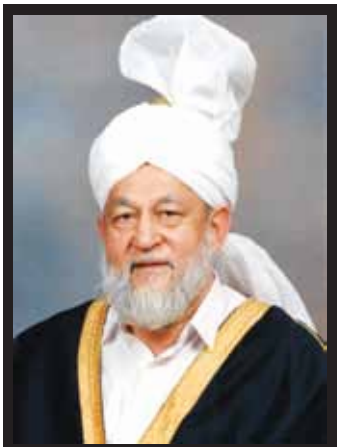

হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.)
খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (খিলাফতকাল: ১৯৮২-২০০৩)

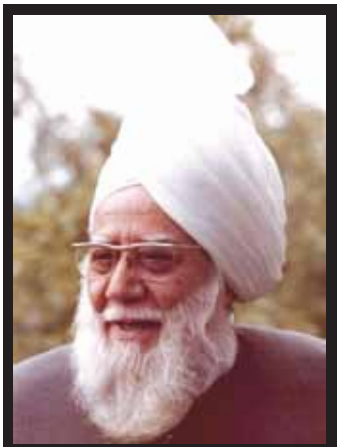

হযরত মির্যা নাসের আহমদ (রাহে.)
খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (খিলাফতকাল: ১৯৬৫-১৯৮২)

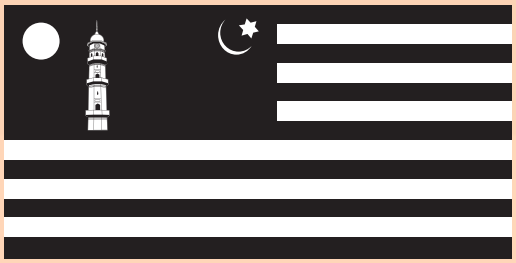

সুবর্ণ জয়ন্তী ইজতেমায় প্রকাশিত স্মরণিকা সম্পাদনা পর্ষদ

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি : **মুহাম্মদ জাহেদ আলী**

সম্পাদক : **মাহমুদ আহমদ সুমন**

সার্বিক সহযোগিতায় : মুহাম্মদ ফাহিম মিয়াজি
ডা. এখতিয়ার উদ্দিন শুভ
মুহাম্মদ আকমল হোসেন
মওলানা নাবিদ আহমদ লিমন
মওলানা আবু সালেহ আহমদ মণ্ডল
মুহাম্মদ মিরাজুল ইসলাম জুম্মন
খালেদ আহমদ
দেলোয়ার হোসেন ত্বাহা
মুবারিজ আহমদ

প্রচ্ছদ : মাহমুদুর রহমান রিয়েল
তাসরিফ সিরাজী

গ্রাফিক্স ডিজাইন : মুহাম্মদ আরিফ মৃধা

সংখ্যা : ১০০০ কপি

প্রকাশকাল : ৬ অক্টোবর ২০২২

প্রকাশনায় : মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া বাংলাদেশ
৪নং বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১

মুদ্রণে : বাড-ও-লিভস্
৮৯-৮৯/১, আরামবাগ, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০

আলহামদুলিল্লাহ্! আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের যুব সংগঠন মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, বাংলাদেশ আজ সুবর্ণ জয়ন্তী ইজতেমা উদ্‌যাপন করতে যাচ্ছে। খোদ্দামুল আহমদীয়ার ইজতেমা আমাদের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের অংশ। এ ইজতেমা আল্লাহ্ তা'লার অপার মহিমায় পঞ্চাশটি বছর পার করছে, আলহামদুলিল্লাহ্। সুবর্ণ জয়ন্তী ইজতেমা উপলক্ষ্যে প্রকাশিত আমাদের এ স্মরণিকায় মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, বাংলাদেশের শুরুর দিকের সেবকদের বেশ ক'জন তাদের স্মৃতি রোমন্থন করেছেন যা আমাদের কাছে পরম পাওয়া ও সৌভাগ্যের বিষয়। এছাড়া আমরা এবার চেষ্টা করেছি ইজতেমার স্মৃতিচারণমূলক অধিক সংখ্যক লেখকের লেখা দ্বারা স্মরণিকাটি সমৃদ্ধ করার।

আজ আমাদের হৃদয় আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে ওঠে যে, এ সংগঠনের সেবকগণ বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে সৃষ্টির সেবায় দিন রাত নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠাতা আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের দ্বিতীয় খলীফা হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ (রা.) যুবকদের উদ্দেশ্যে যেভাবে বলেছিলেন, "সৃষ্টির সেবা সম্বন্ধে আমার উদ্দেশ্য কেবল আহমদী বা মুসলমানদের সেবা নয় বরং ধর্ম ও জাতি নির্বিশেষে খোদার সব সৃষ্টির সেবা করা। এমনকি যদি শত্রুও বিপদের মধ্যে থাকে তবে তাকেও সাহায্য করা। এটাই সৃষ্টির সেবার প্রকৃত অর্থ।" (মাশআলে রাহ্, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৪৩) তাঁর এই নির্দেশের ওপর আমল করে খোদ্দামুল আহমদীয়ার সদস্যগণ বিশ্বজুড়ে ধর্ম-বর্ণ-গোষ্ঠী নির্বিশেষে সৃষ্টিসেবার এক বিশেষ ভূমিকা পালন করছেন। এর পাশাপাশি পারস্পরিক সম্প্রীতি, সৌহার্দ্য ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে সুদৃঢ় হয়ে খোদ্দামুল আহমদীয়ার সদস্যরা আজ সবার কাছে সমাদৃত।

ইজতেমার সুবর্ণ জয়ন্তীর এই ক্ষণে আমরা গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি তাদেরকে যারা আন্তরিকতা, কুরবানি আর নিষ্ঠায় এ সংগঠনটির একটি মজবুত কাঠামো তৈরি করে রেখে গেছেন।

পরিশেষে, মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, বাংলাদেশের ইজতেমার সুবর্ণ জয়ন্তীর সাফল্য কামনা করছি এবং এ উপলক্ষ্যে দেশবাসী ও প্রবাসী আহমদীসহ সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই। একইসাথে স্মরণিকা প্রকাশে যারা যেভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন আমরা সবার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি এবং দোয়া করছি আল্লাহ্ তাদেরকে উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করুন। এছাড়া আমাদের তথ্যে, উপাত্ত-উদ্ধৃতিতে কোনো ভুল বা বৈসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হলে তা আমাদের দুর্বলতা বলেই জানবেন এবং আমাদেরকে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন।

খোদ্দামুল আহমদীয়ার গৌরবগাঁথা ইতিহাস প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম একই আবেগ আর আদর্শ নিয়ে এগিয়ে যাবে- এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

সূচিপত্র

আল-কুরআন	০৭
আল-হাদীস	০৮
অমৃত বাণী	০৯
বিশ্ব আহমদীয়া খলীফা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.)-এর বাণী	১১
অদম্য সাহস ও বিশ্বজয়ের নেশা	১৫
সদর মজলিস-এর বাণী	১৮
নাযেম-ই আলা'র বাণী	২০
যুক্তরাজ্যের ২০২২ সালের বার্ষিক ইজতেমায় হুযূর (আই.)-এর সমাপনী বক্তব্যের মূল বিষয়বস্তু	২২
জাতিসমূহ তাঁর থেকে কল্যাণ লাভ করবে	২৯
আমাদের খোদ্দাম প্রধানগণ	৩৩
যুবকদের জন্য ইসলামী তা'লীম: প্রস্তুতি ও পদ্ধতি	৪১
ইজতেমার স্মৃতিচারণ	৪৬
খোদ্দামুল আহমদীয়ার স্মৃতি: সোনালী সেই দিনগুলো	৪৯
স্মৃতিতে খোদ্দামুল আহমদীয়া বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ইজতেমা	৫৩
ইজতেমা আহমদীয়া যুবকদের উজ্জীবিত রাখে	৫৫
কেন্দ্রীয় ইজতেমায় যোগদান ও কিছু স্মৃতি	৫৭
ইজতেমার গুরুত্ব এবং আহমদী যুবকের কাছে প্রত্যাশা	৬৫
জীবনের উপলবদ্ধি	৭৪
খোদ্দামুল আহমদীয়ার ইজতেমা ও এক উদাত্ত আহ্বান	৮১
যুবকদের সংশোধন ব্যতিরেকে জাতিসমূহের সংশোধন হতে পারে না	৮৩
ইজতেমা নিয়ে কিছু টুকরো স্মৃতি	৯০
ইজতেমার স্মৃতি ও ঐশী সাহায্য	৯৩
বর্ষ পরিক্রমায় মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার ইজতেমা	৯৭
আমার জীবনে ইজতেমার কিছু স্মৃতি	১০৭
বয়আত গ্রহণের পরে প্রথম ইজতেমার স্মরণীয় স্মৃতিগুলো	১১৩

স্মরণপটে খোদ্দামুল আহমদীয়ার ইজতেমা	১১৫
নানা রঙের দিনগুলি	১১৭
আমার জীবনে ইজতেমা	১১৯
তারুণ্যের উজ্জীবিত স্মৃতি রোমন্থন	১২১
আমার জীবনে ইজতেমা	১২৯
একজন ওয়াকেফে জিন্দেগী হিসেবে আমার জীবনে ইজতেমা	১৩১
আমার জীবনে ইজতেমা ও কিছু কথা	১৩৩
স্মৃতির পাতা থেকে কিছু কথা	১৩৫
ইজতেমায় যোগদানে আন্তরিকতা সৃষ্টি হয়	১৩৭
ইজতেমার কিছু স্মৃতি কিছু কথা	১৩৯
আহমদীয়া খিলাফতের ব্যবস্থাধীনে ইজতেমা স্থায়ী রূপ লাভ করেছে	১৪৫
ইজতেমা নেক কাজের প্রতিযোগিতার শিক্ষা দেয়	১৪৭
আমার জীবনের প্রথম ইজতেমা ও কিছু স্মৃতি	১৪৮
আমার জীবনে ইজতেমার গুরুত্ব	১৫১
ইজতেমার সুবর্ণে বর্ণিল হোক সবার অগ্রযাত্রা	১৫২
আমার জীবনের ইজতেমার অভিজ্ঞতা	১৫৩
ইজতেমায় অংশ নিয়ে আমি যা পেয়েছি	১৫৪
ইজতেমার আনন্দ ভুলবার নয়	১৫৫
আমার জীবনে ইজতেমা	১৫৬
ধর্মের প্রতি ভালবাসার শিক্ষা দেয় ইজতেমা	১৫৭
আমার জীবনে প্রথম ইজতেমা	১৫৮
আমরা আদর্শ হই	১৫৯
পায়ে হেঁটে ইজতেমায় অংশ নিতাম	১৬৩
আমার জীবনে প্রথম ইজতেমায় যোগদান	১৬৪
ধর্মের প্রতি আন্তরিকতার শিক্ষা দেয় ইজতেমা	১৬৫
আমার জীবনে শ্রেষ্ঠ ইজতেমা	১৬৬
প্রথম ইজতেমায় যোগদানের অনুভূতি	১৬৮
ইজতেমায় দোয়া কবুলিয়তের ঘটনা	১৬৯

আল-কুরআন

وَ اِنۡ تَعُدُّوۡا نِعۡمَةَ اللّٰهِ لَا تُحۡصُوۡهَا ؕ
اِنَّ اللّٰهَ لَغَفُوۡرٌ رَّحِيۡمٌ ﴿۱۹﴾

আর তোমরা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ গণনা করতে চাইলেও তা গুণে শেষ করতে পারবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল, বার বার কৃপাকারী।

(সূরা আন নাহল: ১৯)

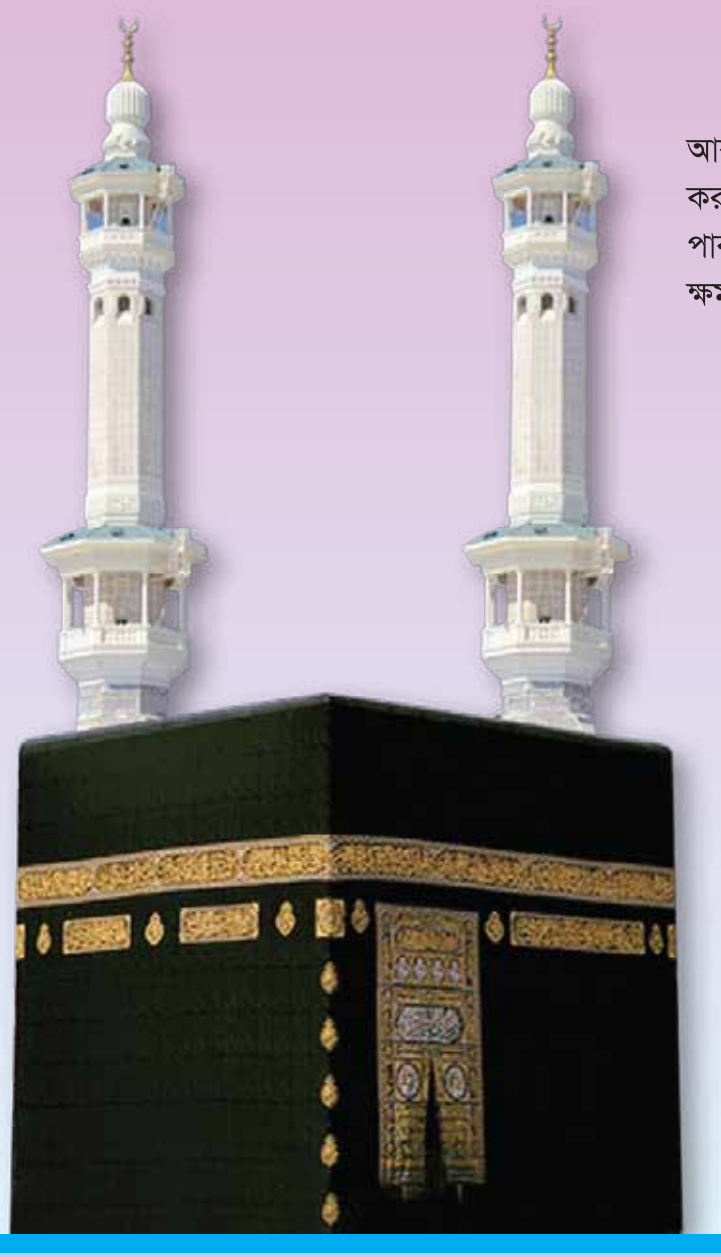

আল-হাদীস

হযরত নুমান ইবনু বাশির রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'তুমি ঈমানদারদের তাদের পারস্পরিক সহানুভূতি, বন্ধুত্ব ও দয়া-অনুগ্রহের ক্ষেত্রে একটি দেহের মত দেখবে। যখন দেহের কোনো অঙ্গ অসুস্থ হয় তখন পুরো শরীর তার জন্য বিনিদ্র ও জ্বরে আক্রান্ত হয়।'

(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত)

অমৃত বাণী

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন:

... "খোদা তা'লা আমাকে বারবার সংবাদ দিয়েছেন, তিনি আমাকে অনেক সম্মান ও মর্যাদা প্রদান করবেন, আর মানুষের হৃদয়ে আমার প্রতি ভালবাসা গেঁথে দিবেন। আমার জামা'তকে তিনি পৃথিবীর সর্বত্র বিস্তৃত করে দিবেন আর সকল দলের বিপক্ষে আমার জামা'তকে বিজয় দান করবেন। আমরা জামা'তের সদস্যগণ জ্ঞান ও তত্ত্বে এমন উৎকর্ষ লাভ করবে, যার মাধ্যমে তারা তাদের সত্যের জ্যোতি, দলিল-প্রমাণ এবং নিদর্শন প্রদর্শনের মাধ্যমে সকলকে নির্বাক করে দিবে। সকল জাতি এ ঝরনাধারা থেকে সুধা পান করবে। আর এই জামা'ত প্রবলবেগে বৃদ্ধি পাবে এবং সম্প্রসারিত হতে হতে শেষ পর্যন্ত সমগ্র পৃথিবীতে ছেয়ে যাবে। অনেক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হবে, অনেক বিপদাপদও দেখা দিবে কিন্তু খোদা এ সবকিছুর মধ্যখান থেকে অপসারণ করে দিবেন এবং নিজ প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করবেন। খোদা আমাকে সম্বোধন করে বলেছেন, আমি তোমাকে আশিসের পর আশিস দান করব এমনকি বাদশাহগণ তোমার বস্ত্র থেকে আশিস অন্বেষণ করবে।"

(তাজাল্লিয়াতে ইলাহিয়া)

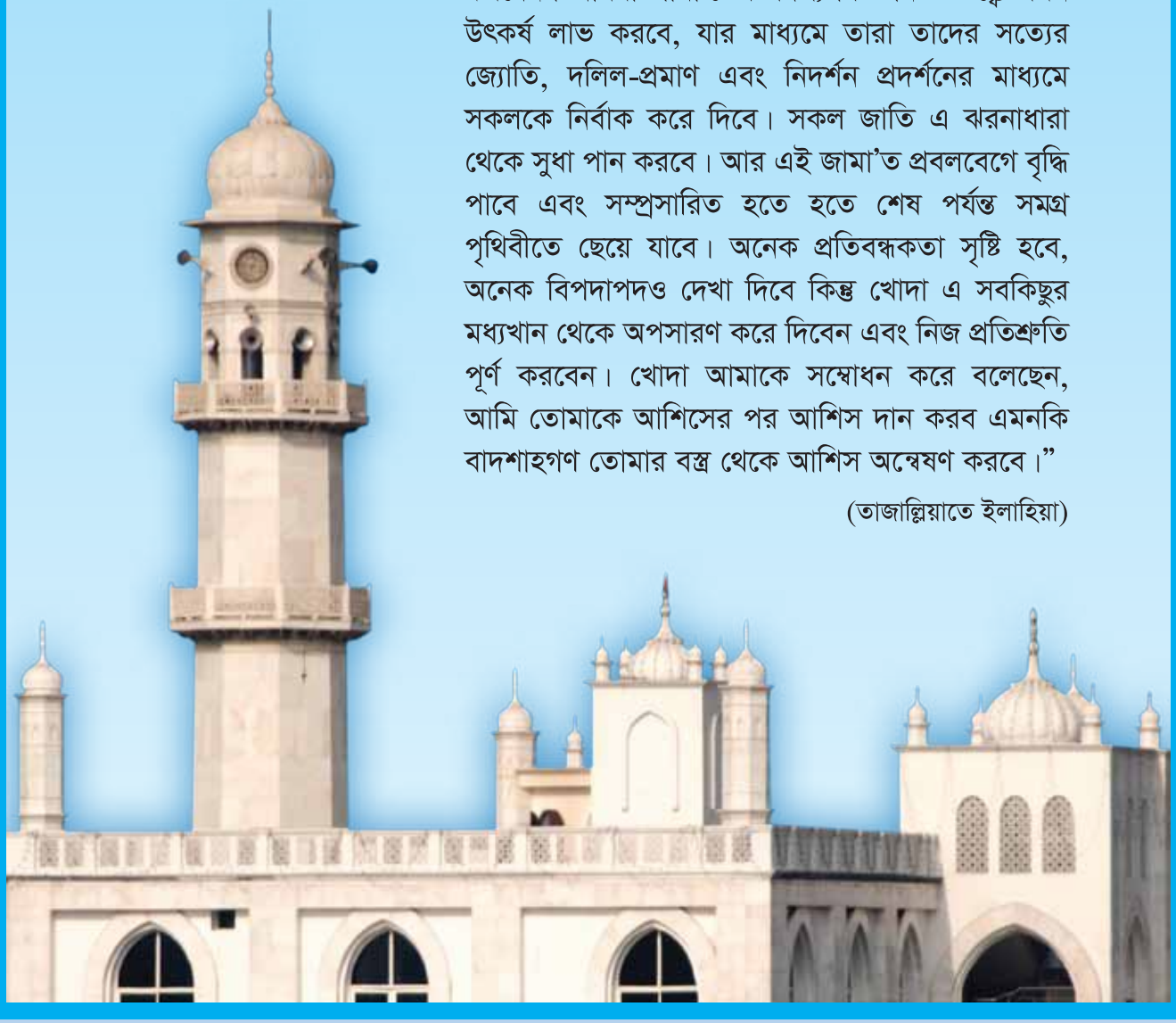

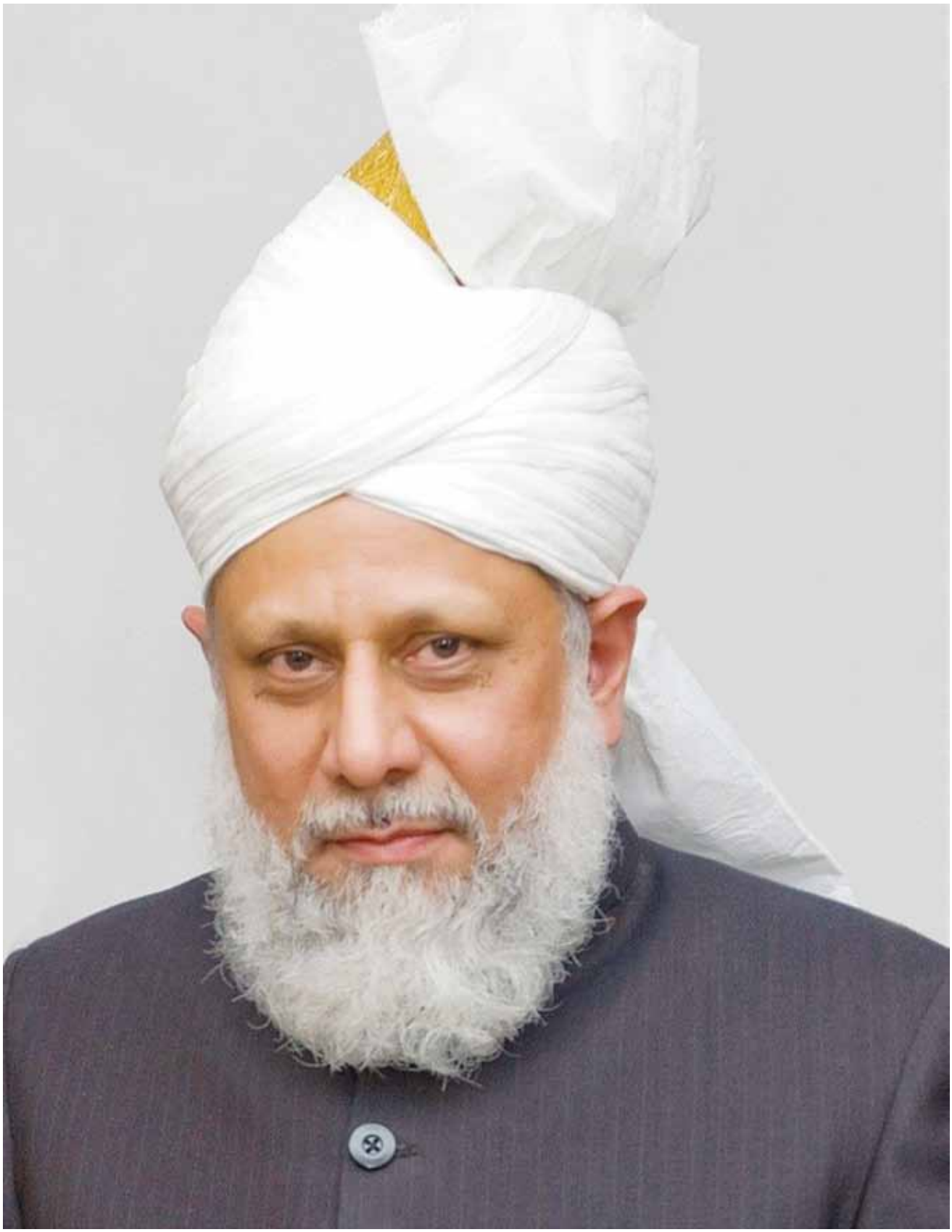

MIRZA MASROOR AHMAD
HEAD OF THE AHMADIYYA COMMUNITY
IN ISLAM

بسم الله الرحمن الرحيم
نحمده ونصلي على رسوله الكريم
وعلى عبده المسيح الموعود
خدا کے فضل اور رحم کے ساتھ
هو الناصر

Islamabad, UK
HM – 30-07-2022

Dear members of Majlis Khuddamul Ahmadiyya Bangladesh,

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَ بَرَكَاتُه

Your Sadr Sahib has requested me to write a message for you on the auspicious occasion of your 50th Annual National Ijtima.

My message for you on this blessed occasion is that Allah Ta'ala has sent the Promised Messiah (as) in this time and age according to the prophecy of the Holy Prophet of Islam (sa) to re-establish the essence of Islam that has faded away over time by the intervention of man-made laws, false beliefs, innovations and superstitions. The Promised Messiah (as) has brought back to humanity the original pristine message of Islam and has given the true light of guidance by providing direction to all those who sincerely wish to follow the right course.

After his demise, the blessed institution of Khilafat was established in order to perpetuate this sacred mission. By means of Khilafat-e-Ahmadiyya the teachings of Islam-Ahmadiyyat are being propagated with full force throughout the world and the guidance that the Promised Messiah (as) had brought is reaching all corners of the earth. Therefore, you, as members of Majlis Khuddamul Ahmadiyya Bangladesh have a great responsibility upon your shoulders, which is to carry the message of the Promised Messiah (as) and spread the pure teachings of Islam in country after country. The only way for you to discharge this great responsibility is by attaining spiritual and moral excellences as taught to us by the Holy Quran and the pure example of the Holy Prophet (sa).

Self-reformation is a key element when it comes to the propagation of Ahmadiyyat. Islam has taught us the art of self-reformation and has provided us with a complete spiritual solution to every human problem. The worship of Allah through our daily prayers and the recitation of the Holy Quran and acting upon each and every of its commandments is the most effective way to reform ourselves and

most importantly our hearts. This in fact is one of the prime objectives of our faith, which should be followed by every true Ahmadi in good spirit.

Moreover, having a loyal and sincere relationship with the institution of Khilafat-e-Ahmadiyya is a highly significant factor in the growth of our faith collectively as well as individually. Therefore, we should not only dedicate our services to uphold this blessed institution of Khilafat but also maintain the spirit of unity, mutual co-operation and brotherhood under its blessed shade.

Every Khadim should make it compulsory upon himself to listen to the Friday Sermon regularly and follow the advice that is given therein. This is because the sermons are a source of guidance for our spiritual development which fosters the spiritual and moral enrichment of our religion.

It is also essential that we form a strong bond of friendship with each other and live our lives in love and harmony. United under the divine leadership of Khilafat, we should endeavour to serve humanity with true love for Allah and the sole objective to earn His pleasure.

It is my hope and prayer that this message will become a means of strengthening your faith so that the banner of Islam-Ahmadiyyat will not only continue to spread amongst the youth of your country but the wider society as well.

May Allah bless your Ijtima in every way and enable you all to benefit from its various programs and activities. May Allah be always with you and keep you in His loving care. *Amin*

Wassalam

Yours sincerely,

MIRZA MASROOR AHMAD
Khalifatul-Masih V

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া বাংলাদেশের ৫০তম বার্ষিক জাতীয় ইজতেমা উপলক্ষ্যে বিশ্ব আহমদীয়া খলীফা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.)-এর

বাণী

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া বাংলাদেশের প্রিয় সদস্যবৃন্দ, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি বা বারাকাতুহু।

আপনাদের ৫০তম বার্ষিক জাতীয় ইজতেমা উপলক্ষে সদর সাহেব আমাকে আপনাদের জন্য একটি বার্তা লিখতে অনুরোধ করেছেন।

এই বরকতময় উপলক্ষ্যে আপনাদের জন্য আমার বার্তা হল, আল্লাহ্ তা'লা ইসলামের মর্মকে যা মানবসৃষ্ট আইন, ভ্রান্ত বিশ্বাস, উদ্ভাবন এবং কুসংস্কারের হস্তক্ষেপে সময়ের সাথে ম্লান হয়ে গেছে তা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার জন্য ইসলামের মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে এই সময়ে ও যুগে মসীহ মাওউদ (আ.)-কে প্রেরণ করেছেন। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) ইসলামের খাঁটি অবিকৃত শিক্ষা মানবতার কাছে ফিরিয়ে এনেছেন এবং যারা আন্তরিকভাবে সঠিক পথ অনুসরণ করতে চান তাদের নির্দেশনা প্রদান করে সঠিক পথের আলো দান করেছেন।

তাঁর (আ.) ইন্তেকালের পর এই পবিত্র মিশনকে টিকিয়ে রাখার জন্য খিলাফতের বরকতময় ধারা প্রতিষ্ঠিত হয়। আহমদীয়া খিলাফতের মাধ্যমে ইসলাম-আহমদীয়াতের শিক্ষা সারা বিশ্বে পূর্ণ শক্তির সাথে প্রচার করা হচ্ছে এবং হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) যে নির্দেশনা নিয়ে এসেছিলেন তা পৃথিবীর সব প্রান্তে পৌঁছে যাচ্ছে। অতএব, মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া বাংলাদেশের সদস্য হিসেবে আপনার কাঁধে একটি মহান দায়িত্ব রয়েছে, যা হল হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর বাণী বহন করা এবং ইসলামের খাঁটি শিক্ষা দেশে দেশে ছড়িয়ে দেওয়া। এই মহান দায়িত্ব পালনের একমাত্র উপায় হল আধ্যাত্মিক ও নৈতিক উৎকর্ষ সাধন করা যা পবিত্র কুরআন এবং মহানবী (সা.)-এর জীবনী দ্বারা আমাদের শেখানো হয়েছে।

আহমদীয়াতের প্রচারের ক্ষেত্রে আত্ম-শুদ্ধি একটি মূল উপাদান। ইসলাম আমাদের আত্মাকে পবিত্র করার উপায় শিখিয়েছে এবং প্রতিটি মানুষের সমস্যার সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক সমাধান প্রদান করেছে। আমাদের প্রতিদিনের নামায এবং পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত ও এর প্রতিটি আদেশের ওপর আমল করার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র ইবাদত করাই হল নিজেদের সংশোধনের এবং সর্বোপরি আমাদের আত্ম-শুদ্ধির সর্বোত্তম পন্থা। প্রকৃতপক্ষে এটি আমাদের বিশ্বাসের প্রধান উদ্দেশ্যগুলির মধ্যে একটি, যা প্রতিটি সত্য আহমদীর ভালভাবে অনুসরণ করা উচিত।

এছাড়াও, এককভাবে এবং সামষ্টিকভাবে আহমদীয়া খিলাফতের সাথে আনুগত্যের ও আন্তরিকতার সম্পর্ক থাকা আমাদের ঈমানের বিকাশের ক্ষেত্রে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অতএব, আমাদের এই বরকতময় খিলাফতের ধারাকে সমুন্নত রাখার জন্য শুধুমাত্র সেবাতেই নিবেদিত থাকা উচিত নয় বরং এর বরকতময় ছায়াতলে ঐক্য, পারস্পরিক সহযোগিতা ও ভ্রাতৃত্ববোধের চেতনা বজায় রাখা উচিত।

প্রত্যেক খাদেমের উচিত, সে যেন নিয়মিত জুমুআর খুতবা (হুযূরের) শোনাকে নিজের ওপর বাধ্যতামূলক করে নেয় এবং তাতে যে উপদেশ দেওয়া হয়েছে তা অনুসরণ করে। এর কারণ হল জুমুআর খুতবা আমাদের আধ্যাত্মিক বিকাশের জন্য নির্দেশনার উৎস যা আমাদের ধর্মের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক সমৃদ্ধি করে।

এটাও অপরিহার্য যে আমরা একে অপরের সাথে দৃঢ় বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করি এবং ভালবাসা ও সম্প্রীতির সাথে জীবন যাপন করি। খিলাফতের ঐশী নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হয়ে আল্লাহ্‌র প্রতি সত্যিকারের ভালবাসা এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনকেই একমাত্র লক্ষ্য মনে করে মানবতার সেবা করার চেষ্টা করা উচিত।

আমি আশা এবং দোয়া করি যেন, এই বার্তাটি আপনাদের বিশ্বাসকে দৃঢ় করার একটি মাধ্যম হয় যাতে ইসলাম-আহমদীয়াতের পতাকা শুধু আপনাদের দেশের যুবকদের মধ্যেই নয় বরং বৃহত্তর সমাজের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ে। আল্লাহ্ তা'লা আপনাদের ইজতেমাকে সার্বিকভাবে বরকতমণ্ডিত করুন এবং এর বিভিন্ন কর্মসূচি ও কার্যক্রম থেকে আপনাদের সকলকে উপকৃত হওয়ার তৌফিক দান করুন। আল্লাহ্ সর্বদা আপনার সাথে থাকুন এবং আপনাকে তাঁর ভালবাসার ছায়াতলে রাখুন। (আমিন)

ওয়াসালাম

আপনার বিশ্বস্ত,

মির্যা মাসরূর আহমদ
খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.)
তারিখ: ৩০/০৭/২০২২ইং

অদম্য সাহস ও বিশ্বজয়ের নেশা

মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী
ওয়াকেফে জিন্দেগী

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের স্বেচ্ছাসেবী যুব সংগঠনের নাম মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া। আল্লাহ্ তা'লা ও তাঁর সবচেয়ে প্রিয় রসূল হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.)-এর শিক্ষানুযায়ী ধর্মসেবা ও মানবসেবা করা আহমদী যুবকদের প্রধান দায়িত্ব। এ কাজ সম্পাদন করতে প্রয়োজন অদম্য সাহস আর অসামান্য দৃঢ়তা। নিয়মিত নামায, দোয়া ও ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লার সাথে যখন তাঁর বান্দার জীবন্ত সম্পর্ক স্থাপিত হয় তখন সে সৎসাহসী হয়ে যায় আর ঐশী জ্ঞানচর্চার মাধ্যমে সে ক্রমান্বয়ে শক্তিশালী হয়ে ওঠে। সব নবী-রসূল (আলাইহিমুস সালাম) নিজ নিজ যুগের সবচেয়ে সাহসী ও সবচেয়ে শক্তিশালী পুরুষ ছিলেন। এ কারণেই তাঁরা নিজ নিজ জাতির প্রচলিত ধ্যান-ধারণা ও প্রচলিত ভ্রান্ত বিশ্বাসের বিপক্ষে ঐশীজ্ঞানের ভিত্তিতে সত্য প্রচারের মত দুঃসাধ্য সাধন করতে পেরেছেন। পবিত্র নবী-রসূলদের মাঝে এক্ষেত্রে সবচেয়ে সাহসী ও শক্তিশালী বীরশ্রেষ্ঠ হলেন বিশ্বনবী মহানবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.)। তিনি নির্ভিক চিত্তে হিংস্র পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট শত্রুদের সাথে একা লড়তে পিছপা হন নি। মক্কার ১৩ বছরের নির্যাতিত জীবনেও তিনি এ সংগ্রাম করে গেছেন আর মদীনার ১০ বছরের সংঘাতময় জীবনেও তিনি তাঁর এই অতুলনীয় বীরত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধের মাঠে তিনি (সা.) বাহ্যত একা রয়ে গিয়েও এক মুহূর্তের জন্যও সাহস হারান নি বরং বীরদর্পে সম্মুখে অগ্রসর হয়েছেন। তাঁর আদর্শ ও শিক্ষায় প্রশিক্ষিত হয়ে সাহাবায়ে কেরাম (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) সাহসিকতা ও বীরত্বের অমর গাথা রচনা করেছেন।

ইসলামকে পুনরুজ্জীবিত ও পুনর্বাসিত করার উদ্দেশ্যে মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী এ যুগে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহদী হিসেবে আগমন করেছেন। তিনি এসে ইসলামের প্রচার ও প্রসারের উদ্দেশ্যে আল্লাহ্‌র আদেশে একটি ঐশী জামা'ত প্রতিষ্ঠা করেছেন। এই ঐশী জামা'তের অন্তর্ভুক্ত যুবকদের ধর্মসেবা ও মানবসেবার কাজে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত করবার জন্য হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাযি.) ১৯৩৮ সনে মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া প্রতিষ্ঠা করেন। তাই আহমদী যুবকদের প্রধান দায়িত্ব ও কাজ হল, তারা যেন অদম্য সাহস ও শক্তি অর্জনে সদা সচেষ্ট থাকে। এ প্রসঙ্গে হযরত আকদাস মসীহে মাওউদ (আ.)-এর একটি অতি প্রিয় অভিব্যক্তি তুলে ধরছি। এতে তাঁর অসাধারণ সাহস ও কঠিন সময়ে এগিয়ে যাবার অদম্য শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। হযরত মসীহে মাওউদ (আ.) বলেছেন:

..... **"সত্যবাদীরা তো বিপদের সময়ও অবিচল থাকেন আর তারা জানেন, অবশেষে খোদা তা'লা আমাদেরই সাহায্য করবেন। আর এই অধম এমন সত্যিকার বন্ধুদের পেয়ে যদিও খোদা তা'লার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে, কিন্তু একই সাথে একথাও বিশ্বাস করে, এদের একজনও যদি সঙ্গ না দেয় আর সঙ্গত্যাগ করে এরা যার যার পথ বেছে নেয় তবুও আমার কোনো ভয় নেই। আমি নিশ্চিত, খোদা তা'লা আমার সঙ্গে আছেন। আমাকে যদি পিষেও ফেলা হয় বা দলিত মথিতও করে দেয়া হয় অথবা আমি ধুলিকণা থেকেও তুচ্ছ হয়ে যাই আর চারিদিক থেকে কেবল নির্যাতন, গালাগালি ও লাঞ্ছনা-ভর্ৎসনা প্রত্যক্ষ করি– তথাপি পরিশেষে আমিই বিজয়ী হব। যিনি আমার সঙ্গে আছেন তিনি ছাড়া অন্য কেউ আমাকে চেনে না। আমি কখনই ব্যর্থমনোরথ হতে পারি না। শত্রুপক্ষের সমস্ত প্রচেষ্টা নিরর্থক আর বিদ্বেষীদের সকল চক্রান্ত-পরিকল্পনা নিষ্ফল!**

হে নির্বোধ ও অন্ধের দল! আমার পূর্বে কি কোনো সত্যবাদী ধ্বংস হয়েছে যে আজ আমি ধ্বংস হয়ে যাব? খোদা তা'লা কি আজ পর্যন্ত কোনো সত্যিকার নিষ্ঠাবানকে অপমৃত্যু দিয়েছেন যে আজ আমায় অপমৃত্যু দিবেন? স্মরণ রেখ আর মন দিয়ে শোন! আমার আত্মা ধ্বংস হবার আত্মা নয় আর আমার প্রকৃতিতে ব্যর্থতা বলেও কিছু নেই! আমাকে এমন সাহস ও দৃঢ়তা দান করা হয়েছে যার তুলনায় পাহাড়-পর্বতও নগণ্য। আমি কারও তোয়াক্কা করি না। আমি একা ছিলাম এবং একাকীত্বে (এখনও) অসন্তুষ্ট নই। আল্লাহ্ কি আমায় পরিত্যাগ করবেন? কক্ষনো পরিত্যাগ করবেন না! তিনি কি আমাকে বিফল করবেন? কক্ষনো বিফল করবেন না। (বরং) শত্রুরা হবে লাঞ্ছিত আর বিদ্বেষীরা হবে লজ্জিত। আর খোদা তাঁর এই বান্দাকে প্রতিটি ক্ষেত্রে বিজয় দান করবেন। আমি তাঁর সঙ্গে আছি আর তিনি আছেন আমার সঙ্গে। জগতের কিছুই আমাদের এই বাঁধন ছিন্ন করতে পারবে না। আর আমি তাঁরই মহামর্যাদা ও প্রতাপের নামে শপথ করে বলছি, তাঁর ধর্মের মহিমা প্রকাশিত হোক, তাঁর প্রতাপ বিকশিত হোক এবং চারিদিকে তাঁরই জয়জয়কার হোক– ইহকাল ও পরকালে আমার কাছে এর চেয়ে বড় প্রাপ্তি আর কিছুই নেই। তাঁর অনুগ্রহ থাকলে কোনো বিপদেই আমি মোটেও ভীত নই। একটি বিপদ কেন, কোটি কোটি বিপদ হলেও না। বিপদ-আপদের বিবিধ ক্ষেত্রে আর কষ্টের গহীন অরণ্যে আমাকে বিশেষ শক্তি দান করা হয়েছে–

من نہ آنستم کہ روز جنگ بینی پشت من آں منم کاندرمیان خاک وخوں بینی سرے

(অনুবাদ: আমি সে ব্যক্তি নই যাকে তুমি যুদ্ধের দিন পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পালাতে দেখবে, আমি হলাম সেই বীর যোদ্ধা যার দেহ– বিচ্ছিন্ন মস্তক তুমি রণক্ষেত্রে রক্ত ও ধূলিমাখা অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখবে।)"

(রুহানী খাযায়েন, নবম খণ্ড, আনওয়ারুল ইসলাম, পৃ. ২৩)

ছোট বয়সে জামেয়ায় অধ্যয়নকালে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-কে আমি প্রথমবার এই লেখার মূল অংশটি পড়তে শুনেছিলাম। এত প্রাণোজ্জ্বল ও জীবন্ত ছিল তাঁর সেই উচ্চারণ ও অভিব্যক্তি– আমার মনে হয়েছিল স্বয়ং হযরত মসীহে মাওউদ (আ.) যেন নিজ মুখে আমাদের সম্বোধন করছেন। এ লেখার অংশটি তখন আমার মত এক দুর্বল ও অযোগ্য ছাত্রকেও সতেজ ও সাহসী করে তুলেছিল। আজ আহমদী যুবকদের উদ্দেশ্যে এ লেখাটি তুলে ধরলাম যেন তারাও সাহসী ও দৃঢ়চিত্ত হয়ে ওঠে।

লেখার শেষাংশে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রাযি.)-এর রচিত একটি নযমের বঙ্গানুবাদ তুলে ধরছি। এতে আহমদীদের বিশাল মনমানসিকতা ও অদম্য সাহস অর্জন করার কথা বলা হয়েছে। তিনি (রাযি.) বলেছেন:

"আমার প্রিয়দের ক্ষেত্রে আমি কখনও চাইব না
তারা তুচ্ছ প্রাপ্তিতে সন্তুষ্ট হবে আর তাদের দৃষ্টিভঙ্গী থাকবে সঙ্কীর্ণ
তারা সামান্য ভুল-ভ্রান্তির বিষয়ে বাঘের মত হুঙ্কার দিবে
তারা সামান্য দোষ দেখলে বকতে বকতে মুখে ফেনা তুলে ফেলবে
তারা হীন ও তুচ্ছ প্রাপ্তির জন্য লালায়িত থাকবে
তারা তুচ্ছ তুচ্ছ মনোবাসনাকে নিজ জীবনের লক্ষ্য বানিয়ে বসবে
বাড়িতে বসে মুখে কথায় তারা শত্রু নিধন করে যাবে
আর কাজের বেলায় তারা ইতস্তত করবে, ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়বে
শৃগালের ন্যায় তারা বাঘের শিকার করা পশু খেতে উদগ্রীব থাকবে
আর বসে বসে তারা তাদের উচ্ছিষ্ট ভক্ষণের স্বপ্ন দেখবে।
হে আমার ভালবাসার অন্বেষী! এই হল আমার হৃদয়ের চিত্র
এবার তুমি নিজেকে যাচাই করে দেখ, তুমি নিজে এসব বিষয়ে কেমন!
তোমার সাহস যদি অল্প হয়ে থাকে, তোমার ইচ্ছা ও বাসনা যদি মৃত হয়ে থাকে
তোমার আশা-আকাঙ্ক্ষা যদি সীমিত হয়ে থাকে, তোমার চিন্তা-চেতনা যদি বিক্ষিপ্ত হয়ে থাকে–
তোমার সাথে সম্পর্ক গড়ে আমিও কি তবে ইতর হয়ে যাব?
আমি হলাম জান্নাতের সুউচ্চ মিনার, তোমার জন্য আমি কি তবে জাহান্নামে পদদলিত নিষ্পেষিত হব?
আমার ভালবাসা পেতে চাইলে তোমার দৃষ্টি প্রসারিত কর
জল্পনা-পরিকল্পনা বাদ দিয়ে সরাসরি খোদার তকদীরকে জয় করে নাও।
এক-অদ্বিতীয় খোদার আমি আদরের পাত্র আর সেই এক-অদ্বিতীয় খোদা হলেন আমার সবচেয়ে প্রিয়
নিজ ক্ষেত্রে তুমিও যদি অদ্বিতীয় হতে পার, তুমি আমার চোখের মনি হয়ে যাবে।
সমগ্র জগতে তুমি হবে অনন্য-অসাধারণ, তোমার কোনো তুলনা বা সমকক্ষ থাকবে না,
তুমি জগতকে দান করে বেড়াবে কিন্তু তোমার হাতে কখনও ভিক্ষার ঝুলি থাকবে না।
হে আমার ভালবাসার অন্বেষী! এই হল আমার হৃদয়ের চিত্র।
এবার তুমি নিজেকে যাচাই করে দেখ, তুমি নিজে এসব বিষয়ে কেমন!"

(কালামে মাহমুদ থেকে ৮৭ নম্বর নযম)

অতএব অদম্য সাহস ও আকাশচুম্বী দৃঢ়তা নিয়ে ধর্মসেবা ও মানবসেবার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়া আমাদের কর্তব্য। এ পর্যন্ত অনেক সময় আমরা হেলায় হারিয়েছি। তাই কালক্ষেপন না করে, আন্তরিক দোয়ার সাথে আমাদের আজ থেকেই তা'লীম, তরবিয়ত ও মানবসেবার কাজে নেমে পড়তে হবে। মাত্র কয়েকদিন আগে গত ১১ই সেপ্টেম্বর, ২০২২ তারিখে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) যুক্তরাজ্যের খোদ্দামুল আহমদীয়ার ইজতেমায় সমাপনী ভাষণ দেন। এতে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের পাশাপাশি তিনি খাদেমদের স্থায়ীভাবে নামায প্রতিষ্ঠা, নিজেদের অঙ্গীকার পূর্ণ করা, নোংরা ভাষার ব্যবহার বর্জন করা, আর্থিক বিষয়ে সততা ও স্বচ্ছতা অবলম্বন ও নিজেদের মাঝে পবিত্র পরিবর্তন সাধন করে তবলীগের কাজে আত্মনিয়োগ করতে বলেছেন। আল্লাহ্ আমাদের সবাইকে পূর্ণ নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে পূর্ণোদ্যমে এসব পুণ্যকর্ম সাধন করার সৌভাগ্য দান করুন, আমীন।

আমি আশা করব মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, বাংলাদেশের সাহসী ও শক্তিশালী যুবকরা বিশ্বজয়ের নেশায় মত্ত হয়ে অন্তত বাংলাদেশের মানুষের মন জয় করে দেখাবেন। আমি এ শুভ দিনের অপেক্ষায় রইলাম।

বাণী

আলহামদুলিল্লাহ্! সুবর্ণ জয়ন্তী ইজতেমা উপলক্ষ্যে মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, বাংলাদেশের পক্ষ থেকে বিশেষ স্মরণিকা প্রকাশ হচ্ছে। ঐতিহাসিক দিক থেকে এবারের ইজতেমার একটি ভিন্ন আঙ্গিক রয়েছে। হুযূর (আই.) আমাদেরকে এ ঐতিহাসিক ইজতেমা পঞ্চগড়ের আহমদনগরে বাংলাদেশ জামা'তের নিজস্ব জায়গায় বৃহত্তর পরিসরে আয়োজন করার সদয় অনুমোদন দান করেছেন, আলহামদুলিল্লাহ্। ইজতেমা উপলক্ষ্যে হুযূর (আই.) সদয় হয়ে আমাদের জন্য প্রাণসঞ্চারী বাণীও প্রেরণ করেছেন। এ ইজতেমা এই কারণে ঐতিহাসিক যে, এটি আমাদের ৫০তম জাতীয় ইজতেমা।

হুযূর (আই.) তাঁর বাণীতে আমাদেরকে নসীহত করেছেন, "আমাদের প্রতিদিনের নামায এবং পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত ও এর প্রতিটি আদেশের ওপর আমল করার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র ইবাদত করাই হল নিজেদের সংশোধনের এবং সর্বোপরি আমাদের আত্ম-শুদ্ধির সর্বোত্তম পন্থা। প্রকৃতপক্ষে এটি আমাদের বিশ্বাসের প্রধান উদ্দেশ্যগুলির মধ্যে একটি, যা প্রতিটি সত্য আহমদীর ভালভাবে অনুসরণ করা উচিত।

এছাড়াও, এককভাবে এবং সামষ্টিকভাবে আহমদীয়া খিলাফতের সাথে আনুগত্যের ও আন্তরিকতার সম্পর্ক থাকা আমাদের ঈমানের বিকাশের ক্ষেত্রে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অতএব, আমাদের এই বরকতময় খিলাফতের ধারাকে সমুন্নত রাখার জন্য শুধুমাত্র সেবাতেই নিবেদিত থাকা উচিত নয় বরং এর বরকতময় ছায়াতলে ঐক্য, পারস্পরিক সহযোগিতা ও ভ্রাতৃত্ববোধের চেতনা বজায় রাখা উচিত।

প্রত্যেক খাদেমের উচিত, সে যেন নিয়মিত জুমুআর খুতবা (হুযূরের) শোনাকে নিজের ওপর বাধ্যতামূলক করে নেয় এবং তাতে যে উপদেশ দেওয়া হয়েছে তা অনুসরণ করে। এর কারণ হল জুমুআর খুতবা আমাদের আধ্যাত্মিক বিকাশের জন্য নির্দেশনার উৎস যা আমাদের ধর্মের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক সমৃদ্ধি উন্নত করে।

এটাও অপরিহার্য যে আমরা একে অপরের সাথে দৃঢ় বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করি এবং ভালবাসা ও সম্প্রীতির সাথে জীবন যাপন করি। খিলাফতের ঐশী নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হয়ে আল্লাহ্‌র প্রতি সত্যিকারের ভালবাসা এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনকেই একমাত্র লক্ষ্য মনে করে মানবতার সেবা করার চেষ্টা জারী রাখা উচিত।

আমি আশা এবং দোয়া করি যেন, এই বার্তাটি আপনাদের বিশ্বাসকে দৃঢ় করার একটি মাধ্যম হয় যাতে ইসলাম-আহমদীয়াতের পতাকা শুধু আপনাদের দেশের যুবকদের মধ্যেই নয় বরং বৃহত্তর সমাজের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ে।" ইনশাআল্লাহ্ আমরা হুযূর (আই.) নির্দেশের ওপর আমল করার পূর্ণ চেষ্টা করব।

এবারের ইজতেমা যেমন অন্যান্য ইজতেমা থেকে আলাদা বিশেষত্ব রাখে, তেমনি এবারের ইজতেমা আমাদের সামনে কিছু চ্যালেঞ্জও ছুঁড়ে দেয়। এবার আমাদেরকে একটু বেশি সময় ও একটু বেশি আর্থিক কুরবানী করে এই ইজতেমায় অংশ নিতে হবে। মু'মিনের সামনে খোদার পথে যখন কোনো কুরবানীর বিষয় চলে আসে, তখন মু'মিন পিছিয়ে যাবার পরিবর্তে দৃঢ়তার সাথে সামনে অগ্রসর হয় এবং একে খোদার অধিক সন্তুষ্টি লাভের সুযোগ মনে করে।

একটি বিষয় আমাদের স্মরণে রাখা উচিত, খিলাফতের কোনো প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ থেকে যদি কেউ নিজেকে বিরত রাখে, তাহলে সেই প্রোগ্রামের কোনো ক্ষতি হয় না, বরং যিনি নিজেকে বিরত রাখছেন তিনি নিজেকেই এক মহান কল্যাণ থেকে বঞ্চিত রাখছেন। সময় কোনো না কোনোভাবে কেটে যাবে। আমাদের চেষ্টা থাকা উচিত, যতটা সম্ভব এই সময়গুলো যথাযথভাবে ব্যবহার করা। আহমদীয়া খিলাফতের সদস্য হওয়ায় আমাদের জন্য সময়ের যথাযথ ব্যবহার করার অনেক সুযোগ আছে, যেটা অন্যান্য মুসলমান ও ধর্মাবলম্বীদের নেই। ধর্মের জন্য সময় ব্যয় করার মাধ্যমে আমরা আমাদের সময়ের সর্বোত্তম ব্যবহার করতে করি। কাজেই আহমদী হওয়া সত্ত্বেও আমরা যদি আমাদের সময়ের যথাযথ ব্যবহার করতে ব্যর্থ হই তাহলে খোদার কাছে ওজর প্রদর্শনের সুযোগ আমাদের থাকবে না। আমাদের সামনে বছরের এ তিনটি দিন ঐশী কল্যাণের মাঝে কাটানোর সুযোগ থাকছে।

আমরা আশা করবো এ বিশেষ ইজতেমায় সকলের অংশগ্রহণে ইজতেমার মাঠ ভরপুর থাকবে। সেই সাথে ইজতেমায় অংশগ্রহণকারী প্রত্যেকের জন্য রইল আমাদের দোয়া। আল্লাহ্ তা'লা আপনাদের সকলকে নিরাপদে ইজতেমায় অংশগ্রহণ এবং নিজ নিজ গন্তব্যে ফিরে যাওয়ার তৌফিক দান করুন।

স্মরণিকা প্রকাশে যারা যেভাবে সহযোগিতা করেছেন তাদেরকে আল্লাহ্ তা'লা উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করুন, আমীন।

ওয়াস্‌সালাম

খাকসার

মুহাম্মদ জাহেদ আলী
সদর
মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, বাংলাদেশ

বাণী

প্রিয় খোদ্দাম ও আতফাল ভাইয়েরা!

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু।

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার যে কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়, তার মধ্যে অন্যতম হল জাতীয় ইজতেমা। এটি খাদেম ও তিফলদের মেধা ও মননশীলতার পাশাপাশি তাদের আধ্যাত্মিকতার মানোন্নয়নের জন্য ভূমিকা রাখে। ইজতেমায় অংশগ্রহণকারী পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববন্ধন এবং তাদের জ্ঞানের ভিতকে আরো শক্তিশালী করার সুযোগ পায়। বিগত বছরগুলিতে ৪৯টি ইজতেমা সুন্দর ও সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

আমাদের প্রাণ প্রিয় হুযূর হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) আগামী ৭-৯ অক্টোবর ২০২২ তারিখে ৫০তম (সুবর্ণ জয়ন্তী) ইজতেমা আহমদনগর পঞ্চগড় জামা'তের নিজস্ব জায়গায় করার অনুমতি দান করেছেন (আলহামদুলিল্লাহ্)। এই ঐতিহাসিক সুবর্ণ জয়ন্তী ইজতেমা সবার জীবনে আসে না, তাই এতে সর্বোচ্চ কুরবানি করে হলেও এই ঐতিহাসিক ইজতেমায় অংশগ্রহণ করে আমরা যেন সৌভাগ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত হই। এবারের ইজতেমা সুবিস্তৃত জায়গায় প্রাকৃতিক পরিবেশে অনুষ্ঠিত হবে, ইনশাআল্লাহ্।

এই ইজতেমায় খাদেম ও তিফলদের জন্য থাকবে অধিক সংখ্যক তা'লীমি প্রতিযোগিতা, একক ও দলীয় খেলাধুলা প্রতিযোগিতার পাশাপাশি থাকবে ঘোড়া চালানোর প্রশিক্ষণ। তাছাড়া ক্যারিয়ার গাইডলাইন ও তরবিয়তী বিষয়ক সেমিনার, খেদমতে খালক বিভাগের পক্ষ থেকে থাকছে রক্তদান কর্মসূচী, ব্লাড গ্রুপিং, চক্ষু পরীক্ষা, প্রাথমিক চিকিৎসা সেবা ও প্রশিক্ষণ এবং মাদক বিরোধী ক্যাম্পেইন ইত্যাদি।

তাই চলুন পুণ্যকর্মে অগ্রসর হওয়ার উদ্দেশ্যে সমস্ত শক্তি উজার করে দেই। তাই সর্বোচ্চ সময়, অর্থ ও মেধা খাটিয়ে সেচ্ছাশ্রমের মাধ্যমে এই ইজতেমাকে সফল করে তুলি। অধিক প্রস্তুতির মাধ্যমে এই ঐতিহাসিক ইজতেমায় সর্বোচ্চ সংখ্যক উপস্থিতি হয়ে নিজেকে ঐতিহাসিক ইজতেমার অংশীদার বানিয়ে নেই। সবাই ইজতেমার সফলতার জন্য বেশি বেশি দোয়া করুন। আল্লাহ্ তা'লা নিজ ফিরিশতা বাহিনী দিয়ে আমাদের সাহায্য করুন, আমীন।

মাহাবুবুর রহমান জেপী
নাযেম-ই আলা
সুবর্ণ জয়ন্তী ইজতেমা-২০২২
মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, বাংলাদেশ

আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে এলহাম করে বলেন—

اِنِّیْ مُهِیْنٌ مَّنْ اَرَادَ اِهَانَتَکَ وَ اِنِّیْ مُعِیْنٌ مَّنْ اَرَادَ اِعَانَتَکَ

অর্থ: "নিশ্চয় আমি প্রত্যেক সেই ব্যক্তিকে যে তোমাকে লাঞ্ছিত করার ইচ্ছা পোষণ করবে, আমি (অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা) তাকে লাঞ্ছিত করবো আর আমি প্রত্যেক সেই ব্যক্তিকে সাহায্য করব যে তোমাকে সাহায্য করার ইচ্ছা পোষণ করবে।"

[আয়েনায়ে কামালাতে ইসলাম, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড: ৫, পৃ: ১১]

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, যুক্তরাজ্যের ২০২২ সালের

বার্ষিক ইজতেমায় হুযূর (আই.)-এর সমাপনী বক্তব্যের মূল বিষয়বস্তু

নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম ও আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) গত ১১ সেপ্টেম্বর, ২০২২ মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, যুক্তরাজ্যের বার্ষিক ইজতেমায় সমাপনী বক্তব্য প্রদান করেন। হুযূর (আই.)-এর বক্তব্যের মূল বিষয়বস্তু উপস্থাপন করা হল–

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর (আই.) বলেন–

মহান আল্লাহ্‌র রহমতে কোভিডের প্রাদুর্ভাবের পর মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া ইউকে এ বছর একটি ইজতেমা করার সুযোগ পাচ্ছে। তাদের উদ্দেশ্য ছিল খেলাগুলো সম্পূর্ণভাবে আয়োজন করা, কিন্তু গ্রেট ব্রিটেনের রানির মৃত্যুর কারণে আমি সদর সাহেবকে বলেছিলাম, এই শোকে আমরা খেলাধুলার আয়োজন করব না। আমাদের রানি সত্তর বছর ধরে ব্রিটেনকে মর্যাদা ও সম্মানের সাথে নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং তাঁর নেতৃত্বে, গ্রেট ব্রিটেন বিশ্বজুড়ে ধর্মীয় স্বাধীনতার বাহক হয়েছে এবং রানি অন্যান্য দেশেও ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছেন, যার জন্য আমরা তার কাছে কৃতজ্ঞ। আমাদের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত যে, আমরা এখানে জামা'তের আন্তর্জাতিক

কেন্দ্র গড়ে তোলার সুযোগ পেয়েছি। আর এই রানির শাসনামলে, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহ.)-এর হিজরতের পর এখানে জামা'তের সদর দপ্তর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং আমরা স্বাধীনভাবে ইসলাম প্রচার, শিক্ষা ও অনুশীলন করার অনুমতি পেয়েছি। আমাদের গ্রেট ব্রিটেনের রানি এবং সরকারের কাছে কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত এবং আমরা নতুন রাষ্ট্রপ্রধান রাজা চার্লসের কাছেও আশা করি, এই জাতির ভালো ঐতিহ্য বজায় রাখবেন এবং ধর্মীয় স্বাধীনতাকে সমুন্নত রাখবেন।

হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, আমি দোয়া করি সকল অংশগ্রহণকারী এই ইজতেমা থেকে অনেক উপকৃত হন।

হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, কোন ব্যক্তি যে নিজেকে মুসলমান হিসেবে দাবি করে এটি তার জন্য আবশ্যক যে, সে যেন তার নামাযের হিফাজত করে আর তার ইবাদতের হিফাজত করার সম্পূর্ণ চেষ্টা করে আর এক্ষেত্রে আবশ্যক হচ্ছে, নিয়মিত নামায পড়া এবং নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে নামায নিয়মিত পড়ার চেষ্টা করা। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের জন্য নামায ফরজ করেছেন এর কারণ হলো, নামায ছাড়া মানুষের আধ্যাত্মিকভাবে জীবিত থাকা সম্ভব নয়। নামায ছাড়া মানুষের জীবন, বিশ্বাস, মানুষের আধ্যাত্মিক অবস্থা বা মানুষের আধ্যাত্মিক জীবনের নিশ্চয়তা লাভ করা সম্ভব নয়।

আল্লাহ্ তা'লার ফজলে অনেক আহমদী যুবক নামাযের বিষয়ে অনেক নিয়মিত আর তারা নিয়মিত নামায পড়ে আর আল্লাহ্ তা'লার সাথে তারা ব্যক্তিগত সম্পর্ক গড়ে তুলেছে। আমি ব্যক্তিগতভাবে তা পর্যবেক্ষণ করি। আমি এমন অনেক আহমদী যুবককে দেখি যাদের সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে আর তাদের চিঠি-পত্র পড়ে আমি বুঝতে পারি যে, আল্লাহ্ তা'লার সাথে তাদের কতটা দৃঢ় সম্পর্ক রয়েছে। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে আমরা আমাদের অবস্থা নিয়েই সন্তুষ্ট হয়ে বসে থাকব যে, আমাদের যা করার ছিল তা আমরা করে ফেলেছি। এবিষয়টি আমাদের কখনোই ভুললে চলবে না যে, আমাদের মান কখনোই নিম্নমুখী হওয়া উচিত নয়। আমাদের ইবাদতের মান, আল্লাহ্ তা'লার সাথে সম্পর্কের মান অনবরত উন্নত থেকে উন্নততর হওয়া উচিত। যেভাবে আমাদের দৈহিক প্রয়োজনে দেহকে সুস্থ রাখার জন্য খাবার খেতে হয়। ঠিক একইভাবে আমাদের সেই খাদ্যও গ্রহণ করা উচিত যা আমাদের আত্মার খোরাক।

অধিকাংশ মানুষ আল্লাহ্‌র সমীপে অবনত হয় ঠিকই এবং এমন সময় উপনীত হয় যখন তারা কোনো বিপদে জড়িয়ে পরে বা কোনো বিপদের সম্মুখীন হয়। আর যখনই তাদের সমস্যার সমাধান হয় বা আল্লাহ্ তা'লা তাদের সমস্যা দূর করে দেয় তখন তাদের আধ্যাত্মিকতার মান ও আধ্যাত্মিকতা চর্চার যে পরিবেশ থাকে সেই পরিবেশে খরা দেখা দেয় আর তাদের মাঝে নামাযে আর সেই একাগ্রতা আর দেখা যায় না। তাদের আধ্যাত্মিক অবস্থা পুরোপুরি পাল্টে যায়, যেমন বাহ্যিকভাবে আবহাওয়া পাল্টে যায়।

তাই আপনারা আপনাদের পুরো জীবনে এই বিষয়টি স্মরণ রাখবেন, নামায যেন আপনাদের সঙ্গী হয়ে যায়। আপনারা কখনো নামায থেকে পৃথক হবেন না। আর আল্লাহ্ তা'লা মুসলমানদের এই নির্দেশও দিয়েছেন যে, তোমরা তোমাদের নামায বাজামাত পড়বে বা বাজামাত আদায় করবে। বিগত কয়েক বছরে করোনা মহামারির কারণে আমাদের মসজিদগুলো বন্ধ ছিল বা যেভাবে করোনার পূর্বে মসজিদে বাজামাত নামায হচ্ছিল সেভাবে আর বাজামাত নামায হয় নি। জামা'তের সদস্যদের নির্দেশ দেয়া হয়েছিল আপনারা বাড়িতেই বাজামাত নামায পড়বেন। আল্লাহ্ তা'লার ফজলে আমরা বলতে পারি যে, আলহামদুলিল্লাহ্! এখন আগের চেয়ে অবস্থা ভালো হয়েছে আর এখন পুনরায় আমাদের জলসা, আমাদের ইজতেমা এবং আমাদের বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজন করার অনুমতি পেয়েছি এবং সরকারের পক্ষ থেকে যে বিধি-নিষেধ ছিল তাও তুলে নেয়া হয়েছে আর মানুষের যে দৈনন্দিন কাজকর্ম তাও আবার আগের মত শুরু করতে পেরেছে। কিন্তু এর পাশাপাশি বাড়িতে নামায পড়ার অভ্যাস মানুষের মাঝে এমনভাবে গড়ে উঠেছে যে, তারা মসজিদে বা নামায সেন্টারে আসার পরিবর্তে বাড়িতেই নামায আদায় করছে। বাড়িতে বাজামাত নামায পড়া এটি একটি সাময়িক আয়োজন ছিল কেননা তখন করোনার প্রকোপ খুব ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে পরেছিল। যেমন কোনো মানুষ যখন অসুস্থ হয় তখন তাকে অক্সিজেন দেয়া হয় যেন সাময়িকভাবে তার যে কষ্ট তা যেন দূর করা যায়।

আল্লাহ্ তা'লার ফজলে এখন যেহেতু পরিবেশ পরিস্থিতি পাল্টে গেছে তাই এখন অবশ্যক হচ্ছে মানুষ যেন মসজিদমুখী হয় আর মসজিদে আসা আরম্ভ করে। আল্লাহ্ তা'লা মুসলমান পুরুষদের জন্য ইবাদত ফরজ করেছেন তারা যেন নিজেদের স্থানীয় মসজিদে বা নামায সেন্টারে গিয়ে বাজামাত নামায আদায় করে, এটি পুরুষের জন্য আবশ্যক। মানুষের নৈতিক উন্নতির জন্য নামায আবশ্যক। নামায মানুষকে অশ্লীলতা থেকে রক্ষা করে এবং তাকওয়া, পুণ্য ও সৎ কর্মের দিকে ধাবিত করে। আমাদের জন্মের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে নামায। আর এছাড়াও আল্লাহ্ তা'লার রহমত ও বরকত লাভের মাধ্যম হচ্ছে এ নামায। নামায ও ইবাদত ছাড়া আমরা একটি মুত্তাকী জামা'তের অংশ হতেই পারব না এবং যুগ ইমামকে মান্যকারী বা মানার যে দাবি করি সে দাবি শুধুমাত্র বুলিসর্বস্ব হবে। আল্লাহ্ তা'লার প্রাপ্য প্রদানের মাধ্যম হচ্ছে নামায। এছাড়া আল্লাহ্ তা'লার সৃষ্টির প্রাপ্য প্রদানের মাধ্যমও হচ্ছে নামায। এটি আল্লাহ্ তা'লার অপার অনুগ্রহ যে, আমাদের জামা'তে বিভিন্ন বয়সের মানুষ রয়েছে যারা সর্বদাই

কুরবানির জন্য সদা প্রস্তুত থাকে। যখনই তাদেরকে কোনো ত্যাগ স্বীকারের জন্য আহ্বান জানানো হয় তখন তারা তাৎক্ষনিক ভাবেই সারা দেয় আর বলে আমরা শুনেছি ও আনুগত্য করেছি। এখন আমাদের বলুন আমাদের কি করতে হবে? আর যাকে যে সেবার জন্য আহ্বান জানানো হয় সে মন প্রাণ দিয়ে সেবার জন্য উপস্থিত হয়ে যায়।

সম্প্রতি হাজার হাজার নারী পুরুষরা জলসার ডিউটির জন্য নিজেদের উপস্থাপন করেছেন আর তারা তাদের দৈনন্দিন কাজ-কর্ম পরিত্যাগ করে নিজেদের জামা'তের সেবায় নিয়োজিত করেছিলেন। আর এই ইজতেমার জন্যও আপনারা এমনটিই করেছেন। তা সীমিত পরিসরে হলেও। অনেকেই এমন আছেন যারা কয়েকদিন পর্যন্ত তাদের ঘুমও পূর্ণ করে নি। কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যও তারা তাদের দায়িত্বকে অবহেলা করেন নি। তাদের এই ক্লান্তিকে তারা তাদের কাজের মাঝে অন্তরায় হতে দেন নি।

এছাড়াও যখনই জামা'তকে আর্থিক কুরবানীর জন্য ডাকা হয় তখন জামা'তে এমন অনেক নিষ্ঠাবান মানুষ আছেন যারা মন প্রাণ দিয়ে উদার মনে সানন্দে মোটা অংক তারা জামা'তের সেবার জন্য দিয়ে থাকেন। তারাও যেন ইসলামের তবলীগ ও প্রচারে ভূমিকা রাখতে পারেন তার জন্য এ কাজ করে থাকেন। এছাড়া এটিও আবশ্যক যে, আমাদের মনে রাখতে হবে এটিই যথেষ্ট নয় যে, মানুষ সাময়িক কুরবানির জন্য নিজেকে উপস্থাপন করবে বা কয়েকদিনের জন্য তাদের জীবন মুত্তাকীর জীবন হবে বরং আল্লাহ্ তা'লা চান মানুষের স্থায়ী অবস্থা যেন তাকওয়া সমৃদ্ধ হয়।

আমি পূর্বেও এ কথাগুলো কয়েকবার বলেছি, আপনাদের আধ্যাত্মিক অবস্থা অর্জনের মৌলিক মাধ্যম হচ্ছে নামায। আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনেও এ শিক্ষা দিয়েছেন– নামায কায়েম কর, নিশ্চয়ই নামায তোমাদের অশ্লীলতা থেকে বিরত রাখে এবং তোমাদেরকে মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে। এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা মুসলমানদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, নামায মানুষকে মন্দ কর্ম এবং অশ্লীলতা থেকে বিরত রাখার মাধ্যম এবং সে সকল কাজ থেকেও বিরত রাখে যা আল্লাহ্ তা'লা পছন্দ করেন না। তাই আমাদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নতির জন্য আমাদের জন্য আবশ্যক হচ্ছে মানুষ যেন দৈনিক পাঁচ বেলার নামায পড়ে এবং পুরো বিনয় ও আন্তরিকতা এবং নিষ্ঠার সাথে যেন নামায পড়ে।

এই সমাজে অনেক ধরনের নোংরামি আছে আর জীবনের প্রত্যেক মোড়ে এমন নোংরামি আছে যা পুরো সমাজ ধ্বংসের কারণ হতে পারে। এদের সব কিছু মিথ্যার ওপর নির্ভরশীল এবং সমাজের সকল শ্রেণিতে মিথ্যার প্রচার ও প্রসার আছে। মানুষ মনে করে জাগতিক সকল প্রয়োজন পূর্ণ করতে মিথ্যার বিকল্প আর কিছু নেই। যার কারণে তারা মিথ্যার আশ্রয় নেয়। মোটকথা তারা মনে করে যেন মিথ্যা বলা কোনো বিষয়ই নয়, এটি সামান্য একটি বিষয়। কিন্তু এর বিপরীতে আল্লাহ্ তা'লা ও মহানবী (সা.) মিথ্যাকে চরম ও বড় পাপ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। যা মানব সমাজের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর বলে উল্লেখ করেছেন।

মহানবী (সা.) একটি হাদিসে বলেছেন, চারটি অভ্যাস এমন যা একজন মুনাফেকের মাঝে পাওয়া যায়। প্রথমটি হচ্ছে, সে মিথ্যা বলে ও ধোকা দেয়। একজন মুনাফেকের পরিচয় হচ্ছে সে যখনই কথা বলে মিথ্যা বলে আর মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়। আর দ্বিতীয় ও তৃতীয় বদ অভ্যাস হচ্ছে সে অঙ্গীকার ভঙ্গ করে, সে যখনই অঙ্গীকার করে তখনই অঙ্গীকার ভঙ্গ করে। আর তার ওপরে যে দায়িত্ব অর্পণ করা হয় সে সেই দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করে না।

মানুষ যত ছোট ওয়াদা করুক না কেন ইসলামী শিক্ষা এবং তার জন্য আবশ্যক হচ্ছে তিনি যেন তার সেই ওয়াদা হুবহু পূর্ণ করেন। নতুবা মহানবী (সা.)-এর হাদিস অনুযায়ী সে মুনাফেক বিবেচিত হবে। আর একজন মুনাফেকের চতুর্থ যে বদ অভ্যাস তা হলো, সে যখনই কথা বলে তখনই নোংরা ভাষা ব্যবহার করে আর ঝগড়া-বিবাদের সময় সে গালি-গালাজ করে। একজন মু'মিনের জন্য এমনটি আশা করা যায় না যে সে নোংরা ভাষা ব্যবহার করবে বা কটু কথা বলবে। একজন মু'মিনকে সবসময় নিজের গাম্ভীর্য ও ভদ্রতার উন্নত মান প্রতিষ্ঠিত করতে হবে ও এটি দৃষ্টিপটেও রাখতে হবে।

আমরা মুসলমান হবার কারণে আমাদের ওপর দায়িত্ব হচ্ছে, আমরা যেন সব ধরনের কপটতা থেকে নিজেকে মুক্ত রাখি আর নিজেদের সকল অঙ্গীকার পূর্ণ করি। আমরা যুগ ইমামকে মানার ও হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-কে মান্যকরার দাবি করি। যিনি মহানবী (সা.)-এর সবচেয়ে প্রিয় ও নিষ্ঠাবান দাস ছিলেন। আর আমরা এই অঙ্গীকার করেছি, আমরা এমন মানুষে পরিণত হব যারা সর্বদা নিজেদের ধর্মকে জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য দিবে। কিছুক্ষণপূর্বে আপনারা এখানে দাঁড়িয়ে অঙ্গীকার করেছেন যে, আমরা সর্বদা ধর্মকে জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য দিব এবং সব কিছুর ওপর ধর্মকে প্রাধান্য দিব। এটি সেই অঙ্গীকার যা আমরা জামা'তের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে পাঠ করে থাকি কিন্তু তা শুধুমাত্র বুলিসর্বস্ব অঙ্গীকার হলে চলবে না। মানুষ যদি এই অঙ্গীকারকে সম্মান করে তাহলে এই অঙ্গীকারের সম্মান অক্ষুন্ন থাকবে।

এমন পরিস্থিতি যদি আসে যে মিথ্যা বলা ছাড়া কোনো উপায় নেই তখনো তোমরা মিথ্যা বলবে না আর নিজেদের অঙ্গীকারও কখনো ভঙ্গ করবে না। কখনো আপনাদের মুখ থেকে যেন কটু কথা না বের হয়, আর তাকওয়া ও ঈমানদারীর ওপর নির্ভর করে যেন আপনাদের সকল কার্যক্রম হয় যা সুন্দর ও স্বতন্ত্র সমাজের

নিশ্চয়তা প্রদান করে। আর যদি আপনারা এমনটাই করেন তাহলে আল্লাহ্ তা'লার সাথে নিবিড় সম্পর্ক গড়ার যোগ্য হয়ে যাবেন। আর এমন মানুষ হবেন যারা শুধুমাত্র নিজেদের জন্য নয় বরং সমাজের জন্য ও মানুষের জন্য পথ দেখাতে সক্ষম হবে।

এমন খোদ্দাম যারা বিভিন্ন পেশার সাথে যুক্ত আছেন, ব্যবসায় করেন বা চাকুরী করেন, আপনাদের এ কথা স্মরণ রাখতে হবে, কখনোই আপনারা নিজেদের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে ধোকা বা প্রতারণার আশ্রয় নিবেন না। অর্থাৎ যখনই আপনারা ট্যাক্স ফর্ম পূরণ করেন তখন আপনারা ট্যাক্স যথাযথভাবে দিবেন। আর আপনার ওপরে যতটুকু ট্যাক্স বর্তায় তা আপনি বিশ্বস্ততার সাথে প্রদান করবেন।

হুযূর (আই.) বলেন, আমি অল্প বয়স্ক খোদ্দাম ও আতফালদের বলব, যারা স্কুলে আছে বা এখনও পড়াশুনা করছে, আমি তাদেরকে বলছি আপনারা এ বিষয়টি মাথায় রাখবেন, আপনাদের সঙ্গী কারা? আপনারা কাদের সাথে ওঠাবসা করছেন? আপনাদের বয়সে আপনাদের বন্ধু নির্বাচন এবং আপনাদের সহপাঠী খুব সহজে আপনাদের ওপরে প্রভাব বিস্তার করতে পারে। তাদের মন্দ প্রভাব আপনাদের ওপরে পরতে পারে। আপনার যদি মন্দ স্বভাবের লোকদের সাথে ওঠাবসা হয় তাহলে আপনার মধ্যে মন্দ স্বভাব গড়ে উঠবে। যেমন, মিথ্যা বলার বদ অভ্যাস, ঝগড়া-বিবাদ করতে থাকা, সত্যের ওপরে প্রতিষ্ঠিত না থাকা, স্বভাবের মাঝে কোমলতা না থাকা এসব বিষয় মন্দ সাহচর্যের প্রভাবে হয়ে থাকে। আর মন্দ সাহচর্যের কারণে এমন মন্দ অভ্যাস গড়ে উঠে। এমন লোকদের বন্ধু নির্বাচন করুন যারা ঈমানদার, নিষ্ঠাবান এবং যারা কোনো ধরনের অনৈতিক কাজকর্মে জড়িত নয়। আর ধীরে ধীরে আপনাদের বয়স বাড়বে আর আপনারা এ বিষয়ে আরো মজবুত হবেন যেন আপনাদের ঈমান আরো মজবুত হয়। কখনো আপনারা ঝগড়া বিবাদে জড়াবেন না আর কখনো আপনাদের মুখ থেকে কঠোর শব্দ বের হবে না। আর কখনো এমন কথা বলবেন না যাতে অন্যরা রেগে যায় বা অন্যরা কষ্ট পায়। আমি বড় বয়সের খোদ্দামদের বলব, আপনারা এ কথাটি মাথায় গেঁথে নিন। নয়তো মসীহ মাওউদ (আ.)-কে মান্য করা সত্ত্বেও আর এই দাবি করা সত্ত্বেও যে আমরা তাঁর শিক্ষার ওপরে আমল করি, তাহলেও আপনারা তাঁর শিক্ষা থেকে দূরে থাকবেন, যে শিক্ষা নিয়ে তিনি আবির্ভূত হয়েছেন। এ যুগে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) আমাদের যে কথা শিখিয়েছেন, যে শিক্ষা তিনি দিয়েছেন তা হুবহু কুরআন ও হাদীস সম্মত। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) প্রতারণাকে অত্যন্ত নোংরা আখ্যা দিয়েছেন এবং তিনি বলেছেন, অন্যান্য নোংরামির শিকর হচ্ছে এটি এবং সামাজিক বিভিন্ন সমস্যা ও নৈতিক পতনের মাধ্যম হচ্ছে এই প্রতারণা।

মিথ্যা সম্পর্কে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেছেন, 'সত্যিকার অর্থে যতক্ষণ পর্যন্ত এক ব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে মিথ্যা বলা পরিত্যাগ না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত সে ব্যক্তি নিষ্ঠাবান হতে পারে না। জাগতিকতার পুজারি মানুষ মনে করে মিথ্যা ছাড়া আমাদের চলবেই না কিন্তু এটি একেবারেই ভুল কথা। সত্যর সাথে এর দূরতম সম্পর্কও নেই'।

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেছেন, পরিতাপের বিষয় হল এরা আল্লাহ্ তা'লাকে সেই পদমর্যাদা দেয় না যেটা আল্লাহ্ তা'লার প্রাপ্য। তারা মিথ্যা বলে। আল্লাহ্ তা'লার ফজল ও দয়া ছাড়া কোনো মানুষ এই গুণ ও বৈশিষ্ট্য লাভ করতে পারে না কিন্তু তারা মনে করে মিথ্যার নোংরামি বা মিথ্যা তাদের রক্ষা করবে। কিন্তু এটা কখনোই সম্ভব নয়। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেছেন, এজন্য আল্লাহ্ তা'লা মিথ্যাকে প্রতিমার সাথে তুলনা করেছেন।

আজ আহমদী যুবকদের দায়িত্ব হলো, তারা যেন রীতিমত এটিকে নিঃশেষ করার সর্বাত্মক চেষ্টা করে। প্রত্যেক খাদেম ও তিফলদের এই অঙ্গীকার করতে হবে, সে কখনো মিথ্যা বলবে না। কেননা মিথ্যা শিরক-এর সমতুল্য। আমরা একদিকে গর্ব করে বলি আমরা সেই জামা'ত যারা আল্লাহ্ তা'লার সামনে বিনত হই আর একই সাথে আমাদের মাঝে এমন লোকও থাকে যারা অনবরত মিথ্যার মাঝে নিজেদের বিষয়াদির সমাধান খুঁজে কিন্তু সেটি সমীচীন নয়। তাদের স্মরণ রাখা উচিত, তারা আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য লাভ করতে পারবে না। এখন প্রত্যেক খাদেমের জন্য সেই সময় এসে গেছে যেন তারা পরিপূর্ণভাবে মিথ্যাকে পরিত্যাগ করে আর আপনারা এমনভাবে চেষ্টা করুন যেন সত্যের সাথে থাকতে পারেন। আর আল্লাহ্ তা'লার ইবাদতকারী হবার চেষ্টা করুন আর আল্লাহ্ তা'লার ইবাদতকে আরো উন্নত থেকে উন্নত পর্যায়ে উপনিত করার চেষ্টায় রত থাকুন।

আমাদের যুবকরা যদি সকল প্রকার মিথ্যাকে পরিত্যাগকারী ও সকল প্রকার সত্যকে গ্রহণকারী হয় তাহলে ইনশাআল্লাহ্ তাদের মাঝে প্রত্যেক নৈতিক ও চারিত্রিক পরিবর্তন সাধিত হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, যে ব্যক্তি মিথ্যাকে পরিত্যাগ করে সে কখনোই প্রতারণা করতে পারবে না আর সে নিজের অঙ্গীকারও ভঙ্গ করতে পারবে না। বরং এমন নারী বা পুরুষ নিজের চারিত্রিক অবস্থাকে এমনভাবে সাজাবে যা সামাজিক সৌন্দর্যকে বৃদ্ধি করবে আর যারা নিজেদের অঙ্গীকার পালনকারী হবে। বর্তমানে মানুষের মাঝে এসবের অভাব রয়েছে আর এ কারণে সমাজে বিশৃংখলা দেখা দেয়।

আহমদী যুবকরা যদি এই মানে উপনীত হতে পারে তাহলে সমাজে এক বিপ্লব সাধিত হবে, এমন বিপ্লব যা খাদেমদের কাছে করা হয় আর সে আশা হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) করেছিলেন। যেমনটি তিনি স্পষ্টভাবে বলেছিলেন, 'যুবকদের সংশোধন ব্যতিরেকে জাতিসমূহের সংশোধন হতে পারে না।' আমাদের স্মরণ রাখা উচিত, হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.)-এর এই যে উজ্জ্বল বাণী এটি শুধু ইজতেমায় খাদেমদের দেখানোর জন্য নয় বরং কয়েক বছর পূর্বে আমি খোদ্দামুল আহমদীয়াকে বলেছিলাম, এই যে নীতি রয়েছে এর ব্যাজ তৈরী করুন যাতে এর মাধ্যমে অনবরত সবার স্মরণ হতে থাকে বা স্মরণ করানোর কারণ হয়। আর এটি সাময়িক যেন না হয়ে যায়। আপনারা যতটুকু ব্যাজ বানান বা ব্যানার বানান কিন্তু যতক্ষণ আমাদের যুবকদের মাঝে ব্যবহারিকভাবে তারা নিজেদের সংশোধন না করবে ততদিন এই ব্যাজ বা ব্যানার তাদের মাঝে কোনো ধরনের পরিবর্তন আনতে পারবে না। প্রত্যেক খাদেমকে এটি তাদের ব্যক্তিগত মিশন হিসেবে অবলম্বন করা উচিত। প্রত্যেক আহমদীর এটি দায়িত্ব যেন প্রকৃত ইসলামের বাণী তা তবলীগের মাধমে পৃথিবীর কোণায় কোণায় পৌঁছানোর চেষ্টা করে। তাই আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য ও সমর্থন যাচনা করে ব্যক্তিগত পর্যায়েও এই চেষ্টা করতে হবে। আর হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এর এই মিশনকে পূর্ণ করার চেষ্টা করা উচিত। আর নিজেদের রুহানী ও আধ্যাত্মিক মানকে উন্নত করুন সেই ক্ষেত্রে কোনো ধরনের দুর্বলতা প্রদর্শন করা উচিত নয়।

আপনারা যা বলবেন আর যা করবেন তার মাঝে কোনো ধরনের যেন পার্থক্য না থাকে। আপনাদের কথা ও কর্ম যেন এক হয়, যেন এর বিপরীত না হয়। আর যদি তা আপনাদের মাঝে থেকে থাকে তাহলে আপনারা মিথ্যাবাদী সাব্যস্থ হবেন। মিথ্যাবাদী আল্লাহ্ তা'লার দৃষ্টিতে মুনাফেক হয়ে থাকে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে প্রত্যেক খাদেম, তিফল, কর্মকর্তা বা কর্মী বরং প্রত্যেক আহমদীর হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.)-এর এই বাণীর প্রতি যেন বিশেষভাবে দৃষ্টি দেয়। এই যে গুরুত্বপূর্ণ বাণী যা হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) আমাদের দিয়েছেন তা শুধু নারা বা ধ্বনি নয় বরং এটি এমন শব্দ যার প্রতি আমাদের দৃষ্টি দেয়া উচিত এবং এর ওপরে আমল করা উচিত। এটি এমন এক উদ্দেশ্য যা প্রত্যেক খাদেমের মাঝে বিপ্লব সৃষ্টি করতে পারে যার ফল স্বরূপ আপনারা জগতে একটি ইতিবাচক পরিবর্তন সৃষ্টি করতে পারবেন। আর এ ধরনের পদক্ষেপ আপনাদের উন্নতির কারণ হবে আর আপনাদের উন্নতি জামা'তের উন্নতির কারণ হবে।

আমি এটিও বলতে চাই, যারা নতুন খোদ্দাম হয়েছেন তারা এটি ভাববেন না যে, এটি শুধু খেলাধুলা ও আনন্দ করার বয়স। আপনারা এমন এক বয়সে উপনীত হতে যাচ্ছেন যেখানে আপনাদের চিন্তা চেতনা আর আপনাদের আমল এই বয়সে দিন দিন পাকা পোক্ত হতে থাকবে। আমি অনেক দিন ধরেই ইসলামের প্রাথমিক যুগের ঘটনা তুলে ধরে আসছি যেখানে অনেক যুবকের ঘটনাবলীও রয়েছে। তাদের বয়স এমন ছিল যে তারা আপনাদের চেয়ে অনেক বেশি বড়ও ছিল না কিন্তু তাদের কুরবানি এমন ছিল যা সর্বদা সবার জন্য উদাহরণ হয়ে থাকবে। আর তারা তা ইসলামের জন্য এসব কুরবানি করেছেন। তাদের সামনে যখন কোনো চ্যালেঞ্জ এসেছে তারা সেই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছে আর ইসলামের উন্নতির জন্য নিজেদেরকে উৎসর্গ করে দিয়েছেন। তারা নিজেদের জন্য আবশ্যক করে নিয়েছিলেন যে, তারা আল্লাহ্

তা'লার ইবাদতের মান ও নিজেদের চারিত্রিক মানকে উন্নত করবেন। যদিও তাদের বয়স কম ছিল তবুও তারা নিজেদের সৃষ্টির যে উদ্দেশ্য তা অনুধাবন করতে পেরেছিলেন আর এ কারণেই তারা পুরো সমাজকে পরিবর্তন করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। এমন এক সমাজ যা সব ধরনের নোংরামিতে নিমজ্জিত ছিল আর এর ফলে তাদের মাধ্যমে এমন এক বিপ্লব সাধিত হয়েছিল যা পৃথিবীবাসী দেখেছে। আর তা পরবর্তীদের জন্য এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে গেছে। মহানবী (সা.)-এর উম্মতের মধ্য থেকে এখন এটি আপনাদের দায়িত্ব যে আপনারা সবসময় সততা অবলম্বন করবেন তা আপনাদের ব্যক্তিগত বিষয় হোক বা অঙ্গীকার হোক অর্থাৎ যেসব কথা আপনারা বলেন, সর্বক্ষেত্রে যেন সততা থাকে আর আপনাদের কথা যেন সকল প্রকার নোংরামি ও অশ্লীলতা মুক্ত যেন হয়। আল্লাহ্ তা'লার যিকির সর্বদাই যেন আপনাদের মুখে থাকে। আজ থেকে আপনারা এর ওপর আমল করা আরম্ভ করুন। নিজেদের মাঝে সেই মন-মানসিকতা সৃষ্টি করুন যার মাধ্যমে আপনারা আপনাদের দায়িত্ব বুঝতে পারবেন।

যেমনটি আমি বলেছি, আপনারা সবাই আজকেও এই অঙ্গীকার করেছেন, ধর্মকে জাগতিক বিষয়াবলীর ওপরে প্রাধান্য দিবেন। এটিকে আপনারা কোনো সামান্য বা হালকা মনে করবেন না বরং এটি একটি বড় দায়িত্ব যা আপনাদেরকে অনুধাবন করতে হবে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, তোমরা নিজেদের ওয়াদা পূর্ণ কর নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সেসব অঙ্গীকার সম্পর্কে প্রশ্ন করবেন। প্রত্যেক ব্যক্তির নিজের ওয়াদার জন্য জবাবদিহি করতে হবে। তাই শুধু এ ধারণাতেই থাকবেন না যে, এখানে দাঁড়িয়ে অঙ্গীকার করে নিলেন বা বয়আতের অঙ্গীকার করে নিলেন আর হয়ে গেল বরং আপনাদের উচিত এসব বিষয় অনুধাবন করা। আপনারা এই যে অঙ্গীকার করছেন তা খলীফার সাথে দাঁড়িয়ে অঙ্গীকার করছেন, প্রতিটি দিন প্রতিটিক্ষণ এই কথা স্মরণ রাখতে হবে যে, আল্লাহ্ তা'লা আপনাদের প্রতিটি কাজের হিসাব নিবেন। আপনারা যখন এই অঙ্গীকার করেছেন যে ধর্মকে সকল পার্থিব বিষয়াদির ওপরে প্রাধান্য দিবেন, তাই আপনাদের প্রতিটি সময় যেন সাক্ষ্য দেয় আপনারা পূর্ণ আন্তরিকতা ও ঈমানদারীর সাথে আপনাদের অঙ্গীকার পালন করেছেন যা আপনারা খলীফায়ে ওয়াক্তের সাথে ও হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর সাথে করেছেন।

তাই আপনারা অনবরত চেষ্টা করতে থাকুন, আপনারা জাতির সেবার জন্য এবং নিজের দেশের সেবার জন্য উত্তম কর্মের মাধ্যমে এই দায়িত্ব পালন করবেন। আপনাদের চরিত্র উত্তম হওয়া উচিত আর এটি প্রত্যেক খাদেমদের জন্য কর্তব্য।

আল্লাহ্ তা'লা করুন আপনাদের যেন এই সৌভাগ্য লাভ হয়। আল্লাহ্ তা'লা আপনাদের এই তৌফিক দিন যেন আপনারা নিজেদের নামাযের সুরক্ষাকারী হন, আপনাদের যেন উন্নত মানের চরিত্র হয়, আল্লাহ্ তা'লা আপনাদেরকে তাদের মাঝে অন্তর্ভুক্ত করুন যারা সততার ওপরে প্রতিষ্ঠিত আর তারা সকল প্রকার মিথ্যা ও ভ্রান্ত কথা থেকে নিজেদের সুরক্ষাকারী হবেন। বাহ্যত কোনো ছোট বিষয় বা বড় বিষয়ে মিথ্যা বলা যাবে না। আল্লাহ্ তা'লা করুন আপনারা যেন সকল নেকির বিষয়ে অগ্রসর হন ও আপনারা যেন আপনাদের সেই অঙ্গীকার পালনকারী হতে পারেন যে, আপনারা ইসলামকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছানোর কারণ হবেন।

আল্লাহ্ তা'লা করুন আপনাদের মাঝে যেন সেই নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা সৃষ্টি হয় যা আপনারা মহানবী (সা.)-এর পতাকাকে এই পৃথিবীতে উড্ডীয়মান করবেন। সেই ইসলামকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছাবেন যা আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর মাধ্যমে এই পৃথিবীতে পুনরায় আমাদের সামনে স্পষ্ট করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা করুন আপনাদের কর্ম যেন উন্নত মানের হয়। যেন আপনারা সততার দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করতে পারেন আর ঈমানদারীর দৃষ্টান্ত হতে পারেন আর পুরো পৃথিবী যেন আপনাদের দেখে শিখতে পারে। নিশ্চয়ই আপনারা সেই মান অর্জনকারী হবেন। আর যদি আপনারা এই মানে উপনিত হতে পারেন তাহলে আপনারা এই দেশে এক বিপ্লব সাধন করতে পারবেন। আপনারা ইসলামের পতাকাকে সব পতাকা থেকে উঁচুতে উড্ডীন করার কারণ হতে পারবেন। আর প্রকৃত ইসলামকে এই পৃথিবীতে বিস্তার করার কারণ হবেন। যেমনটি আমি বলেছি প্রাথমিক যুগের উন্নতির কারণ এই যুবকরাই ছিল। কখনোই নিজেদের মান ও মর্যাদাকে কম মনে করবেন না আর নিজেদেরকে স্বল্প বয়স্ক মনে করবেন না। আপনারা সমাজে বিপ্লব সাধন করতে পারেন তা আপনাদের বয়স যাই হোক না কেন। প্রত্যেক সুযোগকে গনিমত মনে করুন যে, আপনি ইসলামের সেবা করার সুযোগ লাভ করেছেন। এটিকে এমন মনে করুন যেন এটিই শেষ সুযোগ।

অতএব প্রত্যেক খাদেম নিজের বয়স ও নিজের চিন্তা ভাবনা অনুযায়ী হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর মিশনকে পূর্ণতার জন্য চেষ্টা করতে পারে আর এর প্রথম পন্থা হল ইবাদতের দায়িত্ব পালন করা আর সবচেয়ে উত্তম পন্থা হল নামাযকে নিজেদের মাঝে প্রতিষ্ঠত করা এবং সর্বদা নিজেদের অঙ্গীকার পালন করা।

আল্লাহ্ তা'লা করুন আপনাদের মাঝে যেন সেই সব বিষয় সৃষ্টি হয় যেমনটি আমি বলেছি। আল্লাহ্ তা'লা করুন আপনারা সবাই আহমদীয়াতের উজ্জ্বল তারকায় যেন পরিণত হতে পারেন। যারা তাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্যকে অনুধাবন করতে পারে। আল্লাহ্ তা'লা করুন খোদ্দামুল আহমদীয়ার ওপর তিনি যেন নিজের কৃপা বর্ষণ করতে থাকেন।

উপস্থাপনায়: **মওলানা আবু সালেহ আহমদ মণ্ডল**

জাতিসমূহ তাঁর থেকে কল্যাণ লাভ করবে

মওলানা মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দীকি
মুরব্বী সিলসিলাহ্

হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ 'আল মুসলেহ মাওউদ' (রা.) সম্পর্কে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) অনেক ভবিষ্যদ্বাণী পেয়েছেন। হযরত মুসলেহ মাওউদ সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মাওউদ ও ইমাম মাহদী (আ.) যে সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণী পেয়েছেন, তার মাঝে আছে:

"আওর কওমেঁ উস সে বরকত পায়েঙ্গী"
অর্থাৎ, জাতিসমূহ তাঁর থেকে কল্যাণ লাভ করবে।

হযরত মির্যা নাসের আহমদ, খলীফাতুল মসীহ সালেস (রাহে.) খেলাফতের আসনে সমাসীন হবার পূর্বে মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার সদর ছিলেন। হুযূর (রাহে.) বলেন, "কোনো সময় যখন অন্ধকার দেখছিলাম, তখন হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.)-এর খুতবাসমূহ আমাকে সাহস যুগিয়েছে। আপনার মনে যখন কোনো হতাশা দেখা দেয়, যখন কালো মেঘ আপনাকে ঘিরে ফেলে, অথবা আপনার

ভাবনা হয় যে, এত বিরাট, এত মহান কতর্ব্যভার কিভাবে আপনি আপনার দুর্বল কাঁধে বহন করবেন, তখন আপনি ঐ খুতবাগুলো পড়বেন.... তখন আপনি সাহস ও দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে নিজের কাজে দাঁড়িয়ে যাবেন।" (মাশআলে রাহ, প্রথম খণ্ড, ভূমিকা)

হযরত খলীফাতুল মসীহ সালেস (রাহে.) আরো বলেন, "আমি আশা করি আপনারা যারা খোদ্দাম, ঐ খুতবাগুলো মনোযোগ দিয়ে পড়বেন। হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) যা বলেছেন সবাই সেগুলো চর্চা করবেন। এর ফল হবে এই যে, সব জায়গার মজলিসগুলো খোদ্দামুল আহমদীয়ার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং কর্মপদ্ধতি ভালোভাবে বুঝতে শুরু করবে এবং মজলিসগুলোর কাজে উন্নতি হবে, ইনশাআল্লাহ। হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.)-এর এসমস্ত খুতবা যুবকদের প্রতি হুযূর (রা.)-এর বিরাট অবদান। এর প্রতিদান তো এটাই হওয়া উচিত যে, হুযূর (রা.)-এর দিক-নির্দেশনাগুলোকে কাজে পরিণত করা। (মাশআলে রাহ, প্রথম খণ্ড, ভূমিকা)

হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) বলেন:

"প্রত্যেক জাতির জীবন তার যুবকদের সাথে সম্পৃক্ত। যত বেশি শক্তি ও পরিশ্রম দিয়ে কোনো কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা হোক না কেন যদি পরবর্তীতে সেগুলোকে চালিয়ে নেয়ার জন্য যোগ্য লোক না থাকে তাহলে সমস্ত পরিশ্রম ব্যর্থ হয়ে যাবে। আমাদের জামা'ত যদিও আধ্যাত্মিক জামা'ত; কিন্তু ওপরে বর্ণিত বিধানও আল্লাহ্‌র বিধান। অতএব আমরা এর বাইরে নই।" (মাশআলে রাহ, প্রথম খণ্ড, ভূমিকা)

এবার আহমদীয়া জামা'তের কেন্দ্র রাবওয়ার মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার বার্ষিক ইজতেমার কথা স্মরণ করছি। ১৯৬৯ সাল থেকে অনেক বছর পর্যন্ত রাবওয়ার ইজতেমাগুলোতে অংশগ্রহণের সৌভাগ্য হয়েছে। প্রথমে জামেয়া আহমদীয়ার ছাত্র হিসেবে পরে মুরব্বী হিসেবে কর্মরত থাকাকালে অনেকগুলো ইজতেমায় অংশগ্রহণ করেছি। আবার বিভিন্ন দায়িত্বও পালন করেছি।

রাবওয়া'তে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) নিজে দেখে জামা'তের জন্য জমি ক্রয় করেছেন। হুযূর (রা.) নিজ পরিকল্পনা মোতাবেক এ শহর বানিয়েছেন। ১৯৪৮ সালে কাজ শুরু হয়েছিল। এক সারিতে প্রথমে আমাদের জামেয়া আহমদীয়া, এরপর তা'লীমুল ইসলাম হাইস্কুল, এরপর তা'লীমুল ইসলাম কলেজ অবস্থিত। কলেজের সামনে বিরাট খোলা মাঠে ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রায় চার কিলোমিটার দীর্ঘ মাঠ।

ঐ যুগে আমরা খোদ্দামরা নিজেদের বিছানার চাদর অথবা এ জাতীয় চাদর হাতে সেলাই করে নিজেদের জন্য তাঁবু বানাতাম। প্রত্যেক গ্রুপে ১০জন খোদ্দাম থাকতো। দেশের জেলাগুলো থেকে খাদেমরা আসতেন। তারা শহর বা অঞ্চলভিত্তিক গ্রুপ ও তাঁবু ব্যবহার করতেন।

কেন্দ্রীয় মজলিস নিজেদের প্রয়োজন মতো ডেকোরেটার ডেকে তাঁবু বা সামিয়ানা নির্মাণ করতেন। বিশাল ইজতেমাগাহ। চারিদিকে রশি দিয়ে ঘেরা হতো। ইজতেমার তিনদিন সবাই এর ভেতরে থাকতে হতো। চারিদিকে খাদেমরা পাহারায় নিয়োজিত থাকতেন।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ (আই.) ইজতেমা উদ্বোধন করতেন অথবা কোনো বুযূর্গ ব্যক্তিকে দায়িত্ব দিতেন। তবে সমাপনী ভাষণ হযরত খলীফাতুল মসীহ্ (আই.) নিজে প্রদান করতেন। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ হতো।

সদর সাহেব হুযূর (আই.)-এর খেদমতে বার্ষিক রিপোর্ট উপস্থাপন করতেন। প্রতি বছর পূর্বের তুলনায় অধিক সংখ্যক খোদ্দাম উপস্থিত হতেন। পূর্বের তুলনায় অধিক সংখ্যক মজলিসের প্রতিনিধিত্ব জরুরী হতো।

ইজতেমায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে সকল খাদেমের শারীরিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি হয়েছে। জ্ঞান বৃদ্ধি হয়েছে। হযরত আমীরুল মু'মিনীনের সাথে সম্পর্ক হওয়ার কারণে রূহানী উন্নতি হয়। ইজতেমার বিভিন্ন কর্মকাণ্ড পরিচালনার মাধ্যমে খাদেমদের মাঝে নেতৃত্ব তৈরি হয়। হুযূরের দোয়া যারা বেশি নিতে পারেন তারা পরবর্তীতে অনেক উন্নতি করেন। ইজতেমায় অংশগ্রহণ করে এত কিছু অর্জন করা যায় যা অন্যভাবে সম্ভব হয় না।

১৯৮৪ সালের পরে সেখানে ইজতেমা এবং তার সাথে অনেক সাংগঠনিক ও জামা'তী কর্মকাণ্ড স্থবির হয়ে আছে। এখন কেবল নামায, রোযা, দোয়া-দরূদ ইবাদত জারি আছে। তাদের জন্য দোয়া করা সকল আহমদীর কর্তব্য।

আল্লাহ্ তা'লা শীঘ্রই অবস্থার পরিবর্তন করুন। আমরা যেন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.)-এর হাতে পাকিস্তানে আহমদীয়াতের বিজয় দেখি, ইনশাআল্লাহ্।

THE WEEKLY AL HAKAM
www.alhakam.org

Bangladesh Khuddam spiritually recharged following mulaqat with Huzoor

12th February 2021

Abdul Munim Khan Chowdhury, Bangladesh Correspondent

Bangladesh's national amila gathered in Dar al-Tabligh Mosque, Dhaka, for their online mulaqat with Huzoor[aa] | Photo credit: MTA International

The national amila of Majlis Khuddam-ul-Ahmadiyya Bangladesh had the blessed opportunity to have a virtual mulaqat with Hazrat Amirul Momineen[aa] on 7February 2021.

This was, in every aspect, a revolutionary and historic moment for Khuddam of Bangladesh and will be remembered forever by the participants.

Members of Majlis Khuddam-ul-Ahmadiyya

Sadr Sahib, upon watching Huzoor[aa] graciously take out his time for various departments of some countries virtually, was inspired to request Huzoor[aa] for a meeting on behalf of the amila of Majlis Khuddam-ul-Ahmadiyya Bangladesh. So, he

wrote to Huzoor[aa] requesting a virtual mulaqat with the national amila.

Huzoor[aa] graciously approved this mulaqat and 7 February 2021 was fixed for this meeting.

After this faith-inspiring meeting, the participants expressed their sentiments and impressions.

Mishkatul Haque Sahib, Additional Motamid, said:

"This day is nothing short of an Eid day for me, being able to meet Huzoor[aa]. My exams were supposed to be held on the day of meeting, but I decided to meet with Huzoor[aa] no matter what. By the grace of Allah, my exam was postponed at the last moment."

Muhammad Mubasher Ali Sahib, Muhasib, said:

"This was my first ever mulaqat with Huzoor[aa]. When we saw him on the screen, I felt as if I was meeting him in person. Alhamdulillah for this blessed opportunity. May Allah enable me and my family to stick to Khilafat till our last breath. Amin."

Muhammad Ataur Rahman Sahib, Mohtamim Khidmat-e-Khalq, said:

"Before the mulaqat, I was extremely anxious. But after seeing Huzoor[aa] on the television screen, I felt truly enlightened. I feel completely at peace."

Al-Ikraam Khan Sahib, Mohtamim Tarbiyat, said:

"I am truly blessed to have spoken to our Khalifa directly."

Muhammad Mahbubur Rahman Sahib, Naib Sadr, said:

"I had longed to meet Huzoor[aa] for such a long time and alhamdulillah, today was that blessed day."

Tareq Ahmed Sahib, Mohtamim Mal, said:

"I feel extremely fortunate to have met Huzoor[aa] directly. The opportunity to meet Allah's most loved person in this era brought a feeling that is impossible to express in words."

Muhammad Solaimaan Sahib, Muavin Sadr, said:

"This virtual meeting with Huzoor[aa] felt like it was in person. I felt such peace upon seeing his pure face. All the participants of this meeting fell down in Sajda-e-Shukr once Huzoor[aa] concluded this meeting."

Mahmud Ahmad Sumon, Mohtamim Ishaat, said:

"My heartfelt gratitude to Huzoor[aa] for this incredible opportunity of meeting him directly. I could not hold back my tears upon seeing the holy face of Huzoor[aa]."

Muhammad Zahed Ali, Sadr Khuddam-ul-Ahmadiyya Bangladesh, said:

"I have never had the opportunity to meet any emperor or head of state, but today, I had the opportunity to meet Huzoor[aa], the spiritual leader of the time and my insignificant soul was standing in front of him. My heartfelt gratitude and a million thanks to Huzoor[aa] for making time from his extremely busy schedule for this meeting, alhamdulillah! May Allah forgive us all. Amin."

May this faith-inspiring meeting with Huzoor[aa] bring revolutionary changes among the Khuddam of Bangladesh. Amin.

আমাদের খোদ্দাম প্রধানগণ

মোহতরম মৌলভী সৈয়দ সাঈদ আহমদ

(প্রথম প্রেসিডেন্ট, কার্যসাল: ১৯৩৮-১৯৪০)

তিনি মওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াহেদ সাহেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র। এদেশে গঠিত মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার প্রথম প্রেসিডেন্ট হিসেবে তিনি একান্ত নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি যখন খোদ্দামুল আহমদীয়ার প্রথম প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন তখন জামা'তের মুখপত্র পাক্ষিক আহমদী'তে এভাবে এই সংবাদটি আসে, 'মরহুম মৌলানা আব্দুল ওয়াহেদ সাহেব (রহ.) যেমন বঙ্গদেশে সর্বপ্রথম আহমদীয়াতের আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছেলেন তদ্রুপ তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র মৌলভী সাঈদ আহমদ সাহেব বঙ্গদেশের মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার শাখা সমিতির সর্বপ্রথম সূচনা করেন। বঙ্গদেশের আহমদীয়া ইতিহাসে ইহা চির স্মরণীয় হইয়া থাকিবে।' (পাক্ষিক আহমদী, ৩১ মার্চ সংখ্যা, ১৯৪০)

এছাড়া তিনি 'আল হেদায়াত' পত্রিকার সম্পাদকও ছিলেন। তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জুমানে আহমদীয়ার চীফ সেক্রেটারী, ম্যানেজার, ইন্সপেক্টর বায়তুল মাল এবং মোবাল্লেগ হিসেবেও যথাযথভাবে নিজ দায়িত্ব পালন করেন। ৭ নভেম্বর ১৯৮৩ সালে তিনি আপন প্রভুর সান্নিধ্যে মিলিত হন।

মোহতরম মৌলভী ইসহাক লস্কর

(প্রথম কায়েদ, কার্যসাল: ১৯৪০-...*)

ছবি পাওয়া যায় নি

১৮৯৪ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার সদর থানার ঘাটুরায় পিতা মরহুম আব্দুল রাজ্জাক লস্কর ও মাতা রহিমা বেগম সাহেবার ঘরে তার জন্ম। বাংলাদেশে আহমদীয়াতের সূচনালগ্নেই মাত্র ১৮ বছর বয়সে তিনি আহমদীয়াত গ্রহণ করেন এবং পবিত্র ভূমি কাদিয়ান সফর করেন। পরবর্তীতে তিনি রাবওয়াও সফর করেন। এই অঞ্চলে মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার প্রথম কায়েদ হিসাবে তার নাম স্মরণীয় হয়ে আছে। এ দেশের মজলিসকে সরাসরি কেন্দ্র রাবওয়া থেকে তত্ত্বাবধান করা হয়। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি একজন সরকারি দলিল লেখক ছিলেন। স্থানীয় মক্তবে তিনি আরবী পড়াতেন। ১৯৯৯ সালের ৭ রমযান সোমবার রাত ১০টায় ১০৫ বছর বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

* (কতদিন পর্যন্ত তিনি দায়িত্বে ছিলেন এর কোন সঠিক তথ্য পাওয়া যায় নি)

মোহতরম ডা. আব্দুস সামাদ খান চৌধুরী

(প্রথম রিজিওনাল কায়েদ, কার্যসাল: ১৯৫৫-১৯৫৮)

ডা. আব্দুস সামাদ খান চৌধুরী নাটোরের সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তান। পিতা মরহুম আবুল কাশেম খান চৌধুরী ও মাতা সৈয়দা হুসনে আরা বানু। তিনি তাঁর আপন বড় চাচা খান বাহাদুর আবুল হাশেম খান চৌধুরী সাহেবের আমন্ত্রণে শৈশবে কাদিয়ানে পড়াশুনা করতে যান এবং সেখান থেকেই মেট্রিক পাশ করেন। রাজশাহী কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট এবং কলকাতা মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস ডিগ্রী লাভ করেন। পরবর্তীতে তিনি লাহোর থেকে ডিপিএইচ সম্পন্ন করেন।

চাকুরি জীবনে তিনি ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহকুমার এসডিএমও হিসাবে সরকারি পদে নিযুক্ত ছিলেন। শৈশবে কাদিয়ানে পাঁচ বছর কাটানোর সুবাদে তিনি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) ও অনেক বুযূর্গ সাহাবীদের সাহচর্য লাভ করেন। পরবর্তীতে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস এবং হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর সাথেও সাক্ষাতের সৌভাগ্য লাভ করেন। এদেশে মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার প্রথম রিজিওনাল কায়েদ হিসাবে তিনি দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়াও তিনি মজলিস আনসারুল্লাহ্ বাংলাদেশের নাযেমে আলা এবং নায়েব ন্যাশনাল আমীরসহ জামা'তের অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজে নিয়োজিত ছিলেন। ১৯৯৩ সালের ২৩ মে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

মোহতরম হাজী শাহ মোহাম্মদ সোলায়মান

(রিজিওনাল কায়েদ, কার্যসাল: ১৯৫৮-১৯৬১)

১৯২৮ অথবা ১৯২৯ সালের দিকে ঢাকা জেলার দ্বিতীয় পরিবার হিসাবে বয়আত গ্রহণকারী আহমদী সদস্য জনাব হেকিম আব্দুল বারী সাহেবের ৪ সন্তানের মধ্যে তিনি ছিলেন সবার বড়। ১৯৩২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ঢাকা জেলার চকবাজারে তার জন্ম। তিনি ন্যাশনাল সেক্রেটারীসহ মজলিস ও জামা'তের অনেক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন। ব্যক্তিগত জীবনে বি.কম পাশ এই বুযূর্গ একজন সফল ব্যবসায়ীও ছিলেন। ২০০৭ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

মোহতরম আলহাজ্জ আহমদ তৌফিক চৌধুরী

(রিজিওনাল কায়েদ, কার্যসাল: ১৯৬১-১৯৬৪)

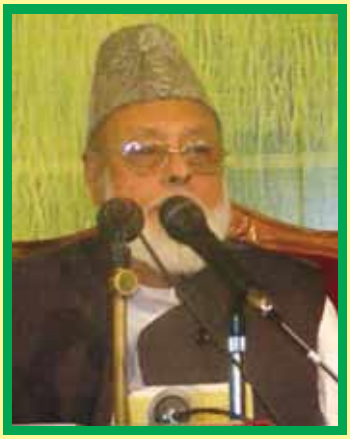

সুনামগঞ্জ জেলার সেলবরসের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে পিতা মরহুম জিলানী চৌধুরী ও মাতা আশরাফুন্নেসা চৌধুরীর ঘরে তার জন্ম। তিনি ১৯৫৩ সালে সিটি কলেজিয়েট স্কুল ময়মনসিংহ থেকে মেট্রিক পাশ করেন।

পূর্ব বাংলা মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার রিজিওনাল কায়েদ হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়াও তিনি ১৯৬০ সালে নিজেকে অনারারী মোয়াল্লেম হিসাবে উৎসর্গ করেন। তিনি বাংলাদেশের ন্যাশনাল আমীর হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন।

নিজ উদ্যোগে সাপ্তাহিক আল মিনার ও দ্বি-মাসিক ঋতুপত্র নামে দুটি পত্রিকার প্রকাশনা ও সম্পাদনার মাধ্যমে আহমদীয়াতের প্রচার করেছেন। তিনি একাধারে একজন সুলেখক ও সুবক্তা ছিলেন। দেশ-বিদেশে তার বক্তৃতার অনেক সুখ্যাতি ছিল।

তিনি সর্বধর্ম সম্মেলনসহ দেশ-বিদেশে অনেক ধর্মীয় সম্মেলনে বক্তৃতা করে শ্রোতাদের মন জয় করেছেন। তার লেখা শতাধিক পুস্তক আজও জ্ঞান পিপাসুদের ক্ষুধা মিটিয়ে যাচ্ছে। ২০০৫ সালের ১০ আগস্ট তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

মোহতরম অধ্যক্ষ মোসলেহ উদ্দীন খাদেম

(রিজিওনাল কায়েদ-২, কার্যসাল: ১৯৬৭-১৯৭২)

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার খড়মপুর গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে ১৯২৯ সালে এই মহতী পুরুষ জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম মরহুম গোলাম মাওলা খাদেম সাহেব।

শৈশবে ও কৈশোরে তিনি কাদিয়ানে লেখাপড়া করেন। পরবর্তীতে তিনি 'নুসরত জাঁহা' স্কীমে জীবন উৎসর্গ করে আফ্রিকার ঘানায় চলে যান। সেখানে তিনি একটি আহমদীয়া স্কুলে শিক্ষকতা করেন। স্বাধীন বাংলাদেশ হওয়ার পর তিনি মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার রিজিওনাল কায়েদ-২ হিসাবে দায়িত্ব লাভ করেন।

এই বুযূর্গ ছাত্রাবস্থায় হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর সান্নিধ্য লাভ করেন। তিনি খুব ভালো সাঁতার জানতেন এবং হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর সাথে সাঁতার কাটার সৌভাগ্য লাভ করেন। তিনি একজন সুলেখকও ছিলেন।

The Golden Teaching of Islam এবং Advent of Jesus তার লেখা দুটি বিখ্যাত ইংরেজি বই।

মোহতরম অধ্যাপক মোহাম্মদ আবুল খালেদ

(রিজিওনাল কায়েদ-১, কার্যসাল: ১৯৬৭-১৯৭২)

চুয়াডাঙ্গা জেলার উথুলীতে ১৯৩৫ সালের ১ অক্টোবর বাবা মরহুম মোহতরম এরশাদ আলী বিশ্বাস ও মাতা মরহুমা পণ্ডিতুন নেসার ঘরে তার জন্ম। ৭ ভাইয়ের মধ্যে তিনি ছিলেন ৪র্থ। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ পাশ করার পর তিনি আপন চাচার প্রতিষ্ঠিত উথুলী বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা প্রধান শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

পরবর্তীতে চুয়াডাঙ্গা সরকারী কলেজ ও মেহেরপুর সরকারী কলেজে অত্যন্ত সুনামের সঙ্গে অধ্যাপনা করেন এবং মেহেরপুর সরকারী কলেজ থেকে উপাদ্যক্ষ হিসেবে তার চাকুরী জীবন সমাপ্ত করেন। তিনি একজন সুদক্ষ হোমিওপ্যাথি ডাক্তার ছিলেন এবং হোমিওপ্যাথি প্যারামেডিকেলের বিভাগীয় চেয়ারম্যান হিসেবে দীর্ঘদিন দায়িত্ব পালন করেন।

তিনি উথুলী মজলিসের স্থানীয় কায়েদ, চুয়াডাঙ্গা ও উথুলী জামা'তের স্থানীয় প্রেসিডেন্ট, খুলনা বিভাগের বিভাগীয় কায়েদ এবং ন্যাশনাল পর্যায়ে সেক্রেটারীসহ মজলিস ও জামা'তের অনেক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) এবং খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর সাথে সাক্ষাতের সৌভাগ্য লাভ করেন।

উল্লেখ্য, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) খলীফা হওয়ার পূর্বে যখন বাংলাদেশ সফরে আসেন তখন তার বিয়ের এলান করা হয়। ১৯৯৮ সালের ২১ জানুয়ারি মোতাবেক ২১ রমযান এই বুযূর্গ ইহলোকের মায়া ছেড়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

মোহতরম মোহাম্মদ খলিলুর রহমান

(প্রথম নায়েব সদর, কার্যসাল: ১৯৭২-১৯৮১)

১৯৪৩ সালের ১ আগস্ট রংপুর জেলার বদরগঞ্জের শ্যামপুরে বাবা মোহতরম নিজাম উদ্দীন আহমদ ও মাতা জাহিদা খাতুন সাহেবার ঘরে তার জন্ম। পাঁচ ভাই ও পাঁচ বোনের মধ্যে তিনি হলেন পঞ্চম।

তিনি খোদ্দামুল আহমদীয়া ঢাকার কায়েদ, সেক্রেটারী তা'লীম, ঢাকা জামা'তের আমীর, বাংলাদেশ জামা'তের নায়েব আমীরসহ মজলিস ও জামা'তের অনেক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন। দারুত তবলীগ মসজিদ নির্মাণ কমিটির সেক্রেটারীও তিনি ছিলেন।

তিনি অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে পবিত্র কুরআনের বাংলা তরজমা ও সংক্ষিপ্ত তফসীরের বঙ্গানুবাদও দেখে দিয়েছেন। তারই তত্ত্বাবধানে মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া বাংলাদেশের বিখ্যাত পুস্তক 'ইসলামী ইবাদত' ১৯৭৫ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়।

তিনি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.), খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) এবং খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.)-এর সাথে সাক্ষাৎ লাভের পরম সৌভাগ্য লাভ করেন। তিনি দীর্ঘদিন আমেরিকায় অবস্থানের পর বর্তমানে নিজ গ্রামের বাড়িতে অবস্থান করে আহমদীয়া জামা'তের সেবায় রত আছেন।

মোহতরম প্রফেসর মোহাম্মদ হাবীব উল্লাহ্

(প্রথম নায়েব সদর-২, কার্যসাল: ১৯৮০-১৯৮১ এবং
প্রথম ন্যাশনাল কায়েদ, কার্যসাল: ১৯৮১-১৯৮৬)

১০ জানুয়ারি ১৯৫৩ সালে জামালপুর জেলায় পিতা মরহুম ওয়াসিম উদ্দীন আহমদ ও মাতা বেগম সালেহা খাতুনের ঘরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। আট ভাই ও তিন বোনের মধ্যে তিনি ছিলেন ৪র্থ। ধর্ম-সেবায় তিনি বর্ণাঢ্য কর্মময় জীবনের অধিকারী ছিলেন।

তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল– ন্যাশনাল কায়েদ, মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া বাংলাদেশ, সদর-মজলিস আনসারুল্লাহ বাংলাদেশ, জেনারেল সেক্রেটারী আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ, ন্যাশনাল সেক্রেটারী তালীম, অবশেষে মৃত্যুকালে তিনি ন্যাশনাল সেক্রেটারী তরবিয়ত, ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক- পাক্ষিক আহমদী বাংলাদেশ, সেক্রেটারী বোর্ড অব গভর্নরস (জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ), সদস্য-পবিত্র কুরআন অনুবাদ কমিটি হিসাবে দায়িত্ব পালন করে গেছেন।

এছাড়া জামা'তী বিভিন্ন পুস্তকের পূর্ণাঙ্গ বাঙ্গানুবাদ করেছেন। অধিকন্তু পবিত্র কুরআনের ত্রিশ পারার অনুবাদ অডিও রেকর্ড করানোর মাধ্যমে আহমদীয়া মিডিয়া জগতে বিশেষ অবদান রেখে গেছেন।

ব্যক্তি জীবনে তিনি ঢাকা সিটি কলেজে রসায়ন শাস্ত্রে শিক্ষকতা করেছেন। চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণের পর জীবন ওয়াকফ্ করেছিলেন। ওয়াকেফে জিন্দেগী হিসেবে তিনি জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অন্যান্য দায়িত্বের পাশাপাশি কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের একজন সক্রিয় সদস্য হিসাবে দায়িত্ব পালনের সৌভাগ্য লাভ করেন। জীবদ্দশায় তিনি হযরত খলীফাতুল মসীহ সালেস (রাহে.) এর সাথে রাবওয়াতে সাক্ষাত লাভেরও সৌভাগ্য লাভ করেন। ২০২১ সালের ১লা জানুয়ারি রোজ শুক্রবার এই বুযূর্গ ইহলোকের মায়া ছেড়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

মোহতরম আলহাজ্জ মোহাম্মদ আব্দুল হাদী

(ন্যাশনাল কায়েদ, কার্যসাল: ১৯৮৬-১৯৮৯ এবং প্রথম সদর, কার্যসাল: ১৯৮৯-১৯৯৩)

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার সদর থানায় পিতা মরহুম আব্দুল বারী ও মাতা হাজেরা বারীর ঘরে ২৫ আগস্ট ১৯৫৩ সালে মোহাম্মদ আব্দুল হাদী জন্মগ্রহণ করেন। তিন ভাই ও ছয় বোনের মধ্যে তিনি সবার বড়। তিনি একাধারে একজন সফল ন্যাশনাল কায়েদ এবং মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া বাংলাদেশের প্রথম সদর হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি ছিলেন মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া বাংলাদেশের একমাত্র মুখপত্র 'মাসিক আহ্বান'-এর প্রতিষ্ঠাতা। দায়িত্ব থাকাকালীন সময়ে তার ঐকান্তিক চেষ্টা-প্রচেষ্টা এবং জামা'তের উদ্যোগে হোটেল শেরাটনে (বর্তমানে রূপসী বাংলা) সর্বধর্ম সম্মেলন এবং প্রেসক্লাব মিলনায়তনে সিরাতুন্নবী (সা.) জলসা আয়োজন করা হয়েছিল। ১৯৮৮ সালের ভয়াবহ বন্যায় তার নেতৃত্বে খোদ্দামুল আহমদীয়া অসাধারণ খেদমতের সুযোগ লাভ করে। ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধেও তিনি বীরত্বের সাথে দেশ-মাতৃকার সেবায় এগিয়ে এসেছিলেন। বর্তমানে তিনি লন্ডনে বাংলা বিভাগে বিভিন্ন সেবা প্রদান করছেন।

মোহতরম কে.এম. মাহমুদুল হাসান

(সদর, কার্যসাল: ১৯৯৩-১৯৯৫)

১৯৫৯ সালে বগুড়া জেলায় পিতা মোহতরম খন্দকার আজমল হক ও মাতা রওশন আরা বেগমের ঘরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। জামা'তের লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠায় তিনি অসামান্য অবদান রেখেছেন। মাসিক আহ্বানের 'মুক্তোঝরা' তারই মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়। মজলিসের সারা বছরের কর্মকাণ্ড নির্ধারনের লক্ষ্যে তিনি প্রথমবারের মতো Research & Analysis Cell গঠন করেছিলেন। তিনি একাধারে একজন সুবক্তা এবং সুলেখক। তার লেখা অসংখ্য গবেষণাধর্মী বই বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত হয়েছে। লেখালেখির জন্য তিনি অনেক রাষ্ট্রীয় পুরস্কারও লাভ করেছেন। তিনি ঢাকার রিজিওনাল কায়েদ, ন্যাশনাল মোতামাদসহ মজলিসের অনেক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন। দুদিনের ছুটি, দেশে দেশে আহমদীয়াত, অমর জীবনের কিছু কথা, জার্মানিতে প্রথম বাঙালি মিশনারী (US কংগ্রেস লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত) তার লেখা কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ধর্মীয় বই। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকে কর্মরত ছিলেন। ২০২১ সালের ২৮ জানুয়ারি তিনি ইহলোকের মায়া ছেড়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

মোহতরম ড. মুহাম্মদ সেলিম খান

(সদর, কার্যসাল: ১৯৯৫-২০০০)

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার শালগাঁওয়ে পিতা মোহতরম আব্দুল আজিজ মাষ্টার ও মাতা মোসাম্মত মেহেরুন্নেসার ঘরে তার জন্ম। তিনি একজন সফল সদর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। মোহতামীম আতফালসহ খোদ্দামুল আহমদীয়া এবং জামা'তের অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ নিষ্ঠার সাথে পালন করেছেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি একজন সুদক্ষ চিকিৎসক।

তিনি মেডিকো মামা নামে মাসিক আহ্বানে নিয়মিত চিকিৎসা বিষয়ক তথ্য লিখতেন। জামা'তের কাজে জীবন উৎসর্গ করে তিনি আফ্রিকার কঙ্গোতে আর্ত-মানবতার সেবায় একজন সফল চিকিৎসক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। বর্তমানে তিনি কানাডায় বিভিন্নভাবে জামা'তের সেবা প্রদান করছেন।

মোহতরম মোহাম্মদ আবুল কালাম আজাদ

(সদর, কার্যসাল: ২০০০-২০০১)

কুষ্টিয়া জেলার ভেড়ামারা উপজেলায় বাহাদুরপুর গ্রামে বাবা মোহতরম মোহাম্মদ তজির উদ্দিন ও মাতা রুকেয়া খাতুনের ঘরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি রাজশাহী পলিটেকনিকেল ইনিষ্টিটিউট থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপ্লোমা অর্জন করেন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং-এ গ্রাজুয়েশন করেন। পরবর্তীতে ইলেক্ট্রিকেল কন্ট্রোল সিস্টেম-এর ওপর জার্মানী হতে উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন করেন।

উচ্চ শিক্ষার্থে জার্মানিতে অবস্থানকালে জুমুআর নামায আদায় করতে গিয়ে দুইজন বাঙালি আহমদীর সাথে পরিচয় হয় এবং আহমদীয়াতের সুসংবাদ পান। পরবর্তীতে ১৯৯৩ সালে খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-কে স্বপ্নে দেখেন এবং এর কয়েকদিন পর হুযূর জার্মানিতে আসলে তাঁর হাতে বয়আত করেন। চার ভাই ও এক বোনের মধ্যে তিনি সবার বড়। তিনি বগুড়া মসলিসের স্থানীয় কায়েদ, জেলা কায়েদ এবং নায়েব সদর হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি শিক্ষা মন্ত্রনালয়ের অধীনে Skill Development Project-এ সহকারী পরিচালক হিসাবে কর্মরত আছেন। বর্তমানে তিনি তাঁর নিজ গ্রামে জামা'তের সেবায় রত আছেন।

মোহতরম মাহবুবুর রহমান

(সদর, কার্যসাল: ২০০১-২০০৭)

২০ সেপ্টেম্বর ১৯৭০ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার তারুয়াতে পিতা মোহতরম আব্দুল ওয়াহিদ ও মাতা রাশিদা বেগমের ঘরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ৭ ভাই-বোনের মধ্যে তিনি ৪র্থ। তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ব্যবস্থাপনায় অনার্স ও মাষ্টার্স করেন।

তিনি চট্টগ্রামের স্থানীয় কায়েদ মজলিস ও বাংলাদেশ জামা'তের ন্যাশনাল সেক্রেটারী ওসীয়্যতসহ অনেক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন এবং আজও করে যাচ্ছেন। বর্তমানে তিনি আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের জেনারেল সেক্রেটারীর গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করছেন।

মোহতরম আবু নঈম আল মাহমুদ

(সদর, কার্যসাল: ২০০৭-২০১১)

২৪ ডিসেম্বর ১৯৭২ সালে রংপুর জেলাস্থ বদরগঞ্জের শিবপুর নিবাসী পিতা মোহতরম মোহাম্মদ জাহিদুর রহমান ও মাতা মাহমুদা আক্তার সাহেবার ঘরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদার্থে অনার্স করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের IBA থেকে ফিনান্সে MBA সম্পন্ন করেন।

তিনি মোহতামীম মাল, নায়েব সদর, ঢাকা জামা'তের সেক্রেটারী তালীম, বাংলাদেশ জামা'তের ন্যাশনাল সেক্রেটারী তাহরিকে জাদীদসহ মজলিস ও জামা'তের অনেক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন এবং আজো করে যাচ্ছেন। তিনি মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার 'লায়ে আমল'-এর প্রকাশনায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে কর্মরত আছেন।

মোহতরম মুহাম্মদ আব্দুল মোমেন

(সদর, কার্যসাল: ২০১১-২০১৫)

১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৮২ সালে টাঙ্গাইল জেলার চাঁনতারায় পিতা মোহতরম মাষ্টার আবু বকর আকন্দ ও মাতা সুফিয়া বেগম সাহেবার ঘরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা চাঁনতারা জামা'তের প্রথম আহমদী ও প্রতিষ্ঠাতা প্রেসিডেন্ট ছিলেন। তিনি তিন ভাইয়ের মধ্যে দ্বিতীয়।

তিনি মুয়াবিন সদর, নায়েব সদর, মোতামাদ, মোহতামীম আতফাল, মোহতামীম ওয়াকারে আমল, বাংলাদেশ জামা'তের এডিশনাল সেক্রেটারী ওয়াকফে জাদীদ নও-মোবাঈনসহ মজলিস ও জামা'তের অনেক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন।

তাঁর নেতৃত্বকালীন সময়ে খোদ্দামুল আহমদীয়া ঐতিহাসিক প্লাটিনাম জুবিলী উদ্‌যাপন করেছে। এজন্য প্রচার-প্রকাশনাসহ তার সুযোগ্য নেতৃত্বে স্মারক মসজিদ 'বাইতুল আফিয়্যাত' নির্মাণ হয়। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি একজন ফার্মাসিস্ট। ফার্মাসিতে M.Pharm করে বর্তমানে তিনি যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করছেন।

মোহতরম মাহমুদ আহমদ (বিপ্লব)

(সদর, কার্যসাল: ২০১৫-২০১৭)

৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৮৪ সালে টাঙ্গাইল জেলার চাঁনতারা গ্রামে পিতা মোহতরম আবুবকর আকন্দ ও মাতা সুফিয়া বেগম সাহেবার ঘরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রসায়নবিদ্যায় স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেন।

তিনি ১৯৯৬ সালে মজলিস আতফালুল আহমদীয়া, ঢাকার সেক্রেটারী ওয়াকারে আমল হিসেবে কাজের মধ্য দিয়ে মজলিসের সেবা শুরু করার তৌফিক লাভ করেন। পরবর্তীতে মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, ঢাকার বিভিন্ন পদে সেবার পর মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, বাংলাদেশের মোহতামীম আতফাল, মোতামাদ, মুআবিন সদর এবং ২০১৫-২০১৭ কার্যসালে সদর হিসেবে সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করেন।

এছাড়া বর্তমানে তিনি আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের নায়েব ন্যাশনাল আমীর হিসেবে জামা'তের সেবায় রত আছেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে কর্মরত আছেন।

মোহতরম মুনাদিল ফাহাদ

(সদর, কার্যসাল: ২০১৭-২০১৯)

১৯৭৯ সালের আগস্ট মাসে ঢাকায় পিতা মুহাম্মদ আখতারুজ্জামান, মাতা আমাতুল শাফী জাকিয়া সাহেবার ঘরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর নানা মরহুম মির্যা আলী আকন্দ বেশ কয়েকটি জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা। পিতার চাকুরী সূত্রে তাঁর ছোটবেলা কেটেছে রাজশাহী, ময়মনসিংহ, সিলেট ও মুন্সিগঞ্জে। মজলিসের কাজে প্রথম অংশগ্রহণ ১৯৯৬ সালে মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া মিরপুরের নাযেম হিসেবে। রিজিওনাল কায়েদ ঢাকা, মোহতামীম তাজনীদ, মোহতামীম তা'লীম, মোহতামীম আতফাল, নায়েব সদর এবং ২০১৭-২০১৯ কার্যসালে সদর হিসেবে সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করেন। বর্তমানে মজলিস আনসারুল্লাহ বাংলাদেশের কায়েদ তরবিয়ত, মিরপুর জামা'তের সেক্রেটারী তরবিয়ত ও নায়েব আমীর হিসাবে খেদমত করার তৌফিক লাভ করছেন।

তিনি মুন্সীগঞ্জ থেকে ১৯৯৬ সালে এসএসসিতে জেলার মধ্যে ছেলেদের মধ্যে প্রথম স্থান অর্জনকারী। ঢাকা কলেজ থেকে ১৯৯৮ সালে এইচএসসি পাস করেন। বুয়েট থেকে ২০০৫ সালে ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে স্নাতক, ২০১১ সালে বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অফ প্রফেশনালস থেকে ফাইন্যান্স এক্সিকিউটিভ MBA করেন। বর্তমানে তিনি একটি টেলিকম অপারেটরে ইঞ্জিনিয়ারিং ডিভিশনে কর্মরত আছেন।

মোহতরম মুহাম্মদ জাহেদ আলী

(সদর, কার্যসাল: ২০১৯-বর্তমান)

১৭ মে ১৯৯০ সালে ঢাকার মিরপুরে পিতা হাফেজ মুহাম্মদ সেকান্দার আলী, মাতা: মোবারেকা বেগম সাহেবার ঘরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। পিতা-মাতার চার সন্তানের মাঝে তিনি সর্বকনিষ্ঠ। তাঁর পিতা মরহুম হাফেজ মুহাম্মদ সেকান্দার আলী সাহেব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের একজন একনিষ্ঠ সেবক ওয়াকেফে জিন্দেগী মোয়াল্লেম ছিলেন। তিনি ১৯৬৪ সালে বয়আত গ্রহণ করে আহমদীয়া জামা'তে প্রবেশ করেছিলেন। বয়আত গ্রহণের পর থেকেই আহমদীয়া জামা'তের প্রচারে রত হন এবং জাতীয় ও স্থানীয় জলসায় ঈসা (আ.)-এর মৃত্যুতে ইসলামের জীবন, রসূল করীম (সা.)-এর শ্রেষ্ঠত্ব সহ বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করে সবার মন জয় করতেন।

জনাব মুহাম্মদ জাহেদ আলী সাহেব খুব অল্প বয়স থেকেই মজলিসের বিভিন্ন কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেন। তিনি মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া মিরপুরের নাযেম তরবিয়ত, নাযেম তালিম, নাযেম আতফাল হিসেবে নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। ২০১০-১১ কার্যসালে মিরপুর মজলিসের নাযেম আতফাল থাকাকালীন সময়ে প্রথমবারের মতো শ্রেষ্ঠ মজলিস আতফাল হিসাবে পুরস্কার লাভ করেছিলেন। এছাড়া ২০০২ ও ২০০৪ সালে দু'বার শ্রেষ্ঠ আতফাল হিসাবেও পুরস্কার লাভ করেন।

তিনি মিরপুর জামা'তের সেক্রেটারী ওসীয়্যত হিসেবেও দায়িত্ব পালনেরও সৌভাগ্য পেয়েছেন। এছাড়া মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া বাংলাদেশের জাতীয় আমেলায় মোহতামীম আতফাল (২০১১-২০১৪), ন্যাশনাল মোতামাদ (এপ্রিল ২০১৪-২০১৮), হিসেবে তার ওপর অর্পিত দায়িত্ব তিনি যথাযথভাবে পালন করেছেন। সেই সাথে সদর নির্বাচিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তিনি মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া বাংলাদেশের এডিশনাল ন্যাশনাল মোতামাদ-১ (২০১৮-২০১৯) হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন।

তিনি ঢাকা বোর্ডের অধীনে ২০০৬ সালে ব্যবসায় শিক্ষা বিষয়ে (ইসলামী আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়, মিরপুর) এস.এস.সি করেন। বিসিআইসি কলেজ, ঢাকা ২০০৮ সালে ব্যবসায় শিক্ষা বিষয়ে এইচ.এস.সি করেন। বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস এন্ড টেকনোলজি থেকে একাউন্টিং এ ব্যাচেলর অব বিজনিস এডমিনিস্ট্রেশন থেকে (বিবিএ) করেছেন। পেশাগত জীবনে তিনি একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে কর্মরত আছেন।

তথ্য সংগ্রহ: ফিরে দেখা গৌরবের ৭৫ বছর ও ব্যক্তিগত যোগাযোগ।

যুবকদের জন্য ইসলামী তা'লীম: প্রস্তুতি ও পদ্ধতি

মুহাম্মদ খলিলুর রহমান মণ্ডল
সাবেক প্রথম নায়েব সদর
মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, বাংলাদেশ

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, বাংলাদেশের ৫০তম জাতীয় বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হচ্ছে জেনে অনেক আনন্দিত হলাম। এই আনন্দে যুবকদের জন্য ইসলামী তা'লীম বিষয়ে পবিত্র কুরআন-হাদীসের কিছু নির্দেশনা তুলে ধরার চেষ্টা করবো।

পূর্ণতম জীবনবিধান হিসেবে মানব জীবনের সকল বিষয়ে সঠিকভাবে পথনির্দেশ করেছে। (সূরা মায়েদা: ৪)। একদিকে যেমন ইসলামের প্রচার বা তবলীগ করা এবং বিশ্বব্যাপী এই ধর্মের যুক্তিপূর্ণ শিক্ষা সমূহ উপস্থাপন করা প্রয়োজন, তেমনিভাবে অন্যদিকে ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা বা তা'লীম এবং নিয়মশৃংখলার প্রশিক্ষণ বা তরবীয়তের ব্যবস্থা পরিচালনা করাও সমধিক গুরুত্বপূর্ণ। কেননা প্রকৃত তা'লীম ও তরবীয়ত ব্যতিত ধর্মীয় আদর্শের প্রচার কখনই সত্যিকার অর্থে ফলপ্রসু হতে পারে না। আজ যদি সমগ্র পৃথিবীর মানুষ ইসলাম গ্রহণ করে, অথচ ইসলামী জীবনযাপন না করে তাহলে ইসলাম প্রসারকে সত্যিকার অর্থে সাফল্য বলা যেতে পারে না। তাই ইসলামের তবলীগ, তা'লীম ও তরবীয়ত যুগপৎভাবে সুসংগঠিত এবং পরিচালিত হওয়া অত্যাবশ্যক। এরূপ যুগপৎ এবং সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার ফলে ইসলামের আবির্ভাব যুগে একটি নিরক্ষর জাতি অল্পকালের মধ্যে সুসভ্য এবং সুশিক্ষিত জাতিতে পরিণত হয়েছে– যে সভ্যতা ও শিক্ষা কালক্রমে নতুন বিশ্ব সভ্যতার গোড়াপত্তন করেছে। বর্তমান যুগেও মানব সভ্যতা এমন একটি ক্রান্তিলগ্নে এসে পৌঁছেছে যখন সত্যিকার ইসলামী আদর্শের পূর্ণপ্রচার এবং সেই সংগে ইসলামী তা'লীম ও তরবীয়তের অনুসরণ ব্যতিত সমস্যা, বিক্ষুব্ধ মানব সভ্যতাকে রাহুমুক্ত করার দ্বিতীয় কোনো পথ বা পন্থা নেই। আমাদের এই বিশ্লেষণ এবং বিশ্বাস যুক্তি-জ্ঞানের কষ্টি পাথরে কতখানি গ্রহণযোগ্য এবং হৃদয়গ্রাহী তা বুঝতে হলে আনুষঙ্গিক কতগুলো বিষয়ের পর্যালোচনা করো প্রয়োজন। আমরা আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের সদস্য এবং আমরা বিশ্বাস করি, ব্যক্তি, পরিবার এবং জাতিসমূহ যত দ্রুত এই সর্বাঙ্গীন সুন্দর ইসলামী শিক্ষা ও নিয়মশৃঙ্খলাপূর্ণ জীবন ব্যবস্থাকে বাস্তবক্ষেত্রে পরীক্ষা করে দেখবে এবং অনুসরণ করবে, ততই মানব কল্যাণ ও বিশ্বশান্তি নিশ্চিততর হবে।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের দ্বিতীয় খলীফা খোদ্দাম ভাইদের উদ্দেশ্যে উপদেশ দিয়েছেন এবং বলেছেন: "যুবকদের সংশোধন ব্যতিরেকে জাতিসমূহের সংশোধন হতে পারে না।"

ইসলাম জ্ঞানার্জন এবং সেই অর্জিত জ্ঞানকে মানবসেবা ও জনকল্যাণের জন্য ব্যবহারের শিক্ষা দিয়েছে। সেই শিক্ষা অনুযায়ী ইসলামের আবির্ভাব যুগের মনীষী, বিজ্ঞানী এবং পণ্ডিত ব্যক্তিগণ বিশ্বব্যাপী শুধু একটি ধর্মীয় আন্দোলন সৃষ্টি করেন নাই, সেইসঙ্গে পার্থিব শিক্ষা

ও সভ্যতার ক্ষেত্রে এক মহা আলোড়নের সৃষ্টি করেছিলেন। খ্রিস্টীয় সপ্তম হতে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত বিশ্ব সভ্যতার ইতিহাস একথার সাক্ষ্য বহন করেছে। আমরা বিশ্বাস করি যে একটি জীবন্ত ধর্ম ও পূর্ণাঙ্গ জীবন-দর্শন হিসেবে ইসলাম বর্তমান যুগে এসে তার কার্যকারিতা হারায় নাই। তাই ঐশী পরিকল্পনা অনুযায়ী ইসলামী শিক্ষা ও আদর্শের পুনপ্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে আহমদীয়া আন্দোলন নামে ইসলামী পুনর্জাগরণের যুগ সূচিত হয়েছে হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহ মাওউদ (আ.)-এর আবির্ভাবের মাধ্যমে। পৃথিবীব্যাপী তা'লীম বা জ্ঞান চর্চার মাধ্যমে এবং সেইসঙ্গে ইসলামী তরবিয়ত বা নিয়মশৃঙ্খলাপূর্ণ প্রতিপালন ব্যবস্থার মাধ্যমে ইসলামী রেনেসাঁ তথা পুনর্জাগরণ ব্যবস্থাকে বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে পৃথিবীব্যাপী আহমদীয়া জামা'ত শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।

তা'লীমি পদ্ধতির প্রথম ও প্রধান কথা হল শৈশব হতে ছেলেমেয়েদের পবিত্র কুরআনের শিক্ষা দিতে হবে। এই উদ্দেশ্যে প্রত্যেক পরিবার এবং স্থানীয় শাখা সংগঠনসমূহ এমন ভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে যেন কোনো পরিবারে এমন কোনো সদস্য না থাকে যে সাধ্যানুযায়ী পবিত্র কুরআন পড়তে জানেনা এবং এমন কোনো বয়স্ক সদস্য না থাকেন যিনি কুরআন করীম এর অর্থ জানেন না।

একজন মুসলমান হিসেবে আমরা আল্লাহ্, রাসূল, ঐশী কেতাব, ফিরিশতা ও কেয়ামত দিবসের এবং তকদীরের ওপর ঈমান রাখি (সূরা বাকারা: ১৭৮)। এই বিশ্বাসের তাৎপর্য এবং অন্তর্নিহিত তত্ত্ব উপলব্ধি করার জন্য যথোপযুক্ত জ্ঞান অনুশীলনসহ ইবাদত এবং সৎকর্ম সম্পন্ন করতে হবে।

ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভ অর্থাৎ কলেমা, নামায, রোযা, যাকাত এবং বিধি অনুযায়ী হজ্জ পালন করতে হবে। সেই সঙ্গে ব্যক্তি সমাজ জাতি আন্তর্জাতিক জীবনে এই সকল ইবাদত বন্দেগী এবং ওইগুলির অন্তর্নিহিত শিক্ষা দ্বারা বিশ্বব্যাপী মানব কল্যাণের ধারাকে সমন্বিত ও সঞ্জীবিত করতে হবে।

সার্বিক কল্যাণ লাভের জন্য দোয়া করতে হবে এবং কঠোর পরিশ্রম ও মনোনিবেশ সহকারে পার্থিব জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা করতে হবে।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা বলেছেন–

"আমাদের সম্প্রদায়ের লোক এরূপ জ্ঞান ও তত্ত্বজ্ঞানে পূর্ণতা অর্জন করবে যে নিজেদের সত্যতার আলোকে এবং যুক্তি-প্রমাণ এবং নিদর্শন-সমূহের দ্বারা তারা সকলের মুখ বন্ধ করে দিবেন। আর প্রত্যেকে এই প্রস্রবন থেকে পানি পান করবে। আর এই সংগঠন এমন দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পাবে এবং ফুলেফলে সুশোভিত হবে যে পৃথিবী-পৃষ্ঠকে আচ্ছন্ন করে ফেলবে।" (তাজ্জালিয়াতে ইলাহিয়া পুস্তক, পৃ: ১৭)।

পার্থিব জ্ঞান-বিজ্ঞান ও লেখাপড়ার ক্ষেত্রে অগ্রগামী হতে হবে।

প্রাতিষ্ঠানিক পরীক্ষা এবং প্রতিযোগিতা-মূলক পরীক্ষা সমূহে উত্তম ফল লাভের জন্য কয়েকটি বিষয়ের প্রতি শিক্ষার্থী বন্ধুদের এবং তাদের অভিভাবকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

(ক) **সংকল্প:** সর্বপ্রথম শিক্ষার্থীকে মনে-প্রাণে আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ ও কৃপা প্রার্থী হয়ে এই মর্মে দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করতে হবে যে সে উত্তমভাবে জ্ঞান-চর্চা করবে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরীক্ষা সমূহে অবশ্যই উত্তম ফল লাভ করবে। পবিত্র কুরআনের নির্দেশ "সৎকাজে প্রতিযোগিতা করো" (সূরা বাকারা: ১৪৯) অনুযায়ী তাকে আধ্যাত্মিক, নৈতিক এবং পার্থিব সকল নেক কাজকর্মে এবং কর্তব্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে উচ্চস্থান অধিকারের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করতে হবে।

(খ) **সময়ের সদ্ব্যবহার:** প্রত্যেক শিক্ষার্থীর উচিত আজে-বাজে কাজে সময় নষ্ট না করে নিয়মিত পড়াশোনা করা এবং ভালো বই-পুস্তক পাঠ করার জন্য লাইব্রেরীতে যাওয়া। নিয়মিত বৈকালিক খেলাধুলা করা যাবে, তবে অবশ্যই সেই খেলা নেশাহীন ধরনের হতে হবে। মোটকথা নিরর্থক কাজকর্ম যেমন আড্ডা দেওয়া, টিভি, নাটক, মোবাইল-নেটের অপব্যবহার করা এবং গাল-গল্প করে সময় নষ্ট করা, আজেবাজে পুস্তক-পত্রিকা পড়া ইত্যাদি কাজ সর্বতোভাবে পরিহার করা সাফল্য লাভের অন্যতম পূর্ব শর্ত (সূরা মু'মিনুন: ৪)। কেননা স্বাস্থ্য-শক্তি ও সময় যদি নিরর্থক কাজ বা অভ্যাসের কারণে নষ্ট হয়ে যায় তাহলে পরীক্ষায় উত্তমভাবে ফল লাভ করা সম্ভব নয়। যারা পরীক্ষায় খারাপ করে তাদের প্রায় সকলেই সময়ের সদ্ব্যবহার করে না। তারা অবহেলা অলসতা এবং অ-নিয়মানুবর্তিতার জন্যই এরূপ দুঃখজনক পরিণতির শিকার হয়।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) আহমদীয়া সদস্যদের উদ্দেশ্যে বলেছেন–

"কোনো কোনো ব্যক্তি সকল পরাজয়ের উর্ধ্বে থাকে। তারা পরাজয়ের নামও শুনতে পছন্দ করে না। তারা পাহাড়-পর্বত কাটতে তৎপর হয় এবং নদীগুলোকে টেনে আনতে উদ্ধত হয়ে পড়ে। আপনি কি এরকম কাজ করতে সদা প্রস্তুত?"

(গ) **অগ্রীম পড়াশোনা:** পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করার জন্য অন্যতম গোপন তথ্য বা সিক্রেট এই যে স্কুল-কলেজ বা যে কোনো প্রতিষ্ঠানের পড়াশোনার ক্ষেত্রে সর্বদা অগ্রীম পড়াশোনা করার অভ্যাস করতে হবে। অগ্রীম পড়াশোনা করার ফলে পঠিতব্য বিষয়ে ক্লাসে আলোচনা কালে বিষয়টি স্পষ্টতর এবং

সহজেই বোধগম্য হয়। প্রথমতঃ পাঠ্যপুস্তক সমূহ দু-একবার মোটামুটি পড়ে ফেলতে হবে (কোনো বিষয়ে বুঝতে না পারলেও)। এর ফলে শিক্ষার্থীর মনে সিলেবাসের পরিধি এবং পাঠ্য বিষয়াদির পারস্পারিক সম্পর্ক সম্বন্ধে প্রশস্ততর ধারণা জন্মাবে। দ্বিতীয়তঃ ক্লাসে আগামীকাল যা পড়ানো হবে সে সম্বন্ধে অগ্রীম পড়াশোনা করে মোটামুটি পূর্ব প্রস্তুতি নিয়ে ক্লাসে যেতে হবে, এর ফলে ক্লাসের পড়াশোনার সময় বিষয়টি সহজতর হবে। তৃতীয়তঃ পাঠ্যপুস্তক ছাড়াও লাইব্রেরী হতে সাহায্যকারী বই পাঠ করতে হবে এবং নোট নিতে হবে। চতুর্থতঃ পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য কোনো কোনো বিষয়ে মুখস্থ করাও প্রয়োজন যাতে পরীক্ষা চলাকালীন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বিষয়বস্তু উপস্থাপন করা সম্ভবপর হতে পারে। পঞ্চমতঃ সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত এমন কোনো বিষয় থাকতে পারবে না যে বিষয়ে শিক্ষার্থী না বুঝেও বুঝার ভান করে। বিষয়টি পরীক্ষায় নাও আসতে পারে, এই ঝুঁকি কোনোক্রমেই নেওয়া যাবে না। প্রয়োজনে শিক্ষকের সঙ্গে বিশেষভাবে আলোচনা করতে হবে।

(ঘ) **পরীক্ষার প্রস্তুতি ও সতর্কতা:** এ সম্বন্ধে কতকগুলো জানা বিষয় সকলের সুবিধার্থে এখানে একত্রিতভাবে উল্লেখ করা হলো। প্রথমতঃ পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য প্রাসঙ্গিক বিষয়াদি ভালোভাবে বুঝতে হবে। দ্বিতীয়তঃ পরীক্ষায় কোনো প্রশ্নের উত্তর যেন বাদ না পড়ে সেদিকে সর্বদা খেয়াল রাখতে হবে। তৃতীয়তঃ পরীক্ষার বেশ কিছুদিন আগে সম্ভব হলে পরীক্ষার মহড়া দিতে হবে এবং পূর্ববর্তী বছরের পরীক্ষার প্রশ্ন অথবা মডেল প্রশ্ন বানিয়ে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সমাধান করে নিজে নিজেই মূল্যায়ন করা যেতে পারে। চতুর্থতঃ অন্যান্য সময় ছাড়াও পরীক্ষার আগে এবং পরে অবশ্য অবশ্যই খলিফায়ে ওয়াক্তের নিকট দোয়ার জন্য বিশেষভাবে লিখতে হবে। সেই সঙ্গে নিজেও দোয়া করতে হবে যাতে আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ এবং কৃপার দ্বারা পরীক্ষা সংক্রান্ত কার্যাবলী সহজতর হয়। পঞ্চমতঃ পরীক্ষার হলে শান্ত মনে প্রবেশ করা প্রয়োজন, এর জন্য পরীক্ষার পূর্বের রাতে অধিক রাত জেগে পড়াশোনা না করাই ভালো। ষষ্ঠতঃ পরীক্ষার খাতায় এমনভাবে লিখতে হবে যেন সহজেই পরীক্ষকের মন জয় করা যায়। যেমন মার্জিন রাখা, প্যারাগ্রাফ করা, হাতের লেখা স্পষ্ট করে লেখা এবং প্রাসঙ্গিকতা বজায় রেখে উত্তর লেখার প্রয়োজন। সাধারণত কোনো প্রশ্নের উত্তর যে পৃষ্ঠায় শেষ হলো ওই পৃষ্ঠায় অন্য আরেকটি প্রশ্নের উত্তর শুরু না করাই উত্তম অর্থাৎ পরবর্তী প্রশ্নের উত্তর যথেষ্ট ফাঁকা জায়গা রেখে অথবা নতুন পৃষ্ঠা হতে শুরু করা আবশ্যক। সম্ভব হলে প্রশ্নোত্তরগুলো পুনরায় দেখা উচিত।

(ঙ) **নিয়মানুবর্তিতা:** প্রত্যেককে মনে রাখতে হবে যে মানুষের শক্তি ও সময় খুবই সীমিত। কিন্তু এতদ্সত্ত্বেও নিয়মিত রুটিন অনুযায়ী পড়াশোনা করলে অনেক বেশি কাজ করা সম্ভব হবে।

"ভবিষ্যতে সুশিক্ষা ছাড়া কারো পক্ষে টিকে থাকা সম্ভব হবে না। প্রত্যেককে যথাসম্ভব উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে। কেননা মানুষ স্বভাবতই জ্ঞানী লোকের কথা বেশি গুরুত্বসহ গ্রহণ করে।"

দৃষ্টান্তস্বরূপ একজন শিক্ষার্থীর পক্ষে অংক বইয়ের দশটা অধ্যায় একদিনে বা দুইদিনে আয়ত্ত করা সম্ভবপর নয়। কিন্তু দশ দিনে অথবা ২০ দিনে সেটা সহজেই সম্ভব। তাই যারা কাজকর্ম বা পড়াশোনা অবহেলা করে ফেলে রাখে এবং পরীক্ষার পূর্বে রাত-দিন জেগে পড়াশোনা করে তাদের পক্ষে রেজাল্ট খারাপ করাটাই স্বাভাবিক। তাই প্রত্যেক বুদ্ধিমান শিক্ষার্থী এবং সকল বুদ্ধিমান কর্মজীবী মানুষকেই (কেননা আমরা সকলেই জীবনব্যাপী শিক্ষার্থী বটে) নিয়মিত পড়াশোনা ও কাজকর্ম করার দিকে বিশেষ যত্নবান হওয়ার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।

আহমদীয়া ছাত্রদের প্রতি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল-খামেস (আই.)-এর নির্দেশাবলী:

"প্রত্যেক আহমদী ছাত্রের এই কথা মনে রেখে লেখাপড়া করা উচিত যে তাকে সবচেয়ে ভালো ফলাফল অর্জন করতে হবে। সেই সাথে এটাও মনে রাখতে হবে যে জ্ঞানার্জন করাটা তার ওপর একটি ইসলামিক দায়িত্ব এবং তাকে অবশ্যই তার অর্জিত জ্ঞানকে মানবতার কল্যাণে ব্যবহার করতে হবে। ভবিষ্যতে সুশিক্ষা ছাড়া কারো পক্ষে টিকে থাকা সম্ভব হবে না। প্রত্যেককে যথাসম্ভব উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে। কেননা মানুষ স্বভাবতই জ্ঞানী লোকের কথা বেশি গুরুত্বসহ গ্রহণ করে। যদি আহমদীরা ধার্মিক, ন্যায়-পরায়ণ এবং সেই সাথে শিক্ষিত হয় তাহলে সাধারণভাবে অন্যদের দৃষ্টি তাদের প্রতি আকৃষ্ট হবে। যদি ধর্মের উদ্দেশ্যে জাগতিক জ্ঞান অর্জন করা হয় সেক্ষেত্রে জাগতিক জ্ঞানও যেন ধর্মীয় জ্ঞানে পরিণত হবে।" (বিস্তারিত দেখুন আহ্বান পত্রিকা ৯/২০১১)।

আমাদের যুবকদেরকে এ পদ্ধতিগুলো মেনে চলার তৌফিক দান করুন, আমীন।

(۸۷) کلام محمود

میں اپنے پیاروں کی نسبت
ہر گز نہ کروں گا پسند کبھی

وہ چھوٹے درجہ پہ راضی ہوں
اور ان کی نگاہ رہے نیچی

وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر
شیروں کی طرح غراتے ہوں

ادنیٰ سا قصور اگر دیکھیں
تو منہ میں کف بھر لاتے ہوں

وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر
امید لگائے بیٹھے ہوں

وہ ادنیٰ ادنیٰ خواہش کو
مقصود بنائے بیٹھے ہوں

شمشیر زباں سے گھر بیٹھے
دشمن کو مارے جاتے ہوں

میدان عمل کا نام بھی لو
تو جھینپتے ہوں گھبراتے ہوں

گیدڑ کی طرح وہ تاک میں ہوں
شیروں کے شکار پہ جانے کی

اور بیٹھے خوابیں دیکھتے ہوں
وہ ان کا جوٹھا کھانے کی

اے میری الفت کے طالب!
یہ میرے دل کا نقشہ ہے

اب اپنے نفس کو دیکھ لے تو
وہ ان باتوں میں کیسا ہے

گر تیری ہمت چھوٹی ہے
گر تیرے ارادے مردہ ہیں

گر تیری امنگیں کوتہ ہیں
گر تیرے خیال افسردہ ہیں

کیا تیرے ساتھ لگا کر دل
میں خود بھی کمینہ بن جاؤں

ہوں جنت کا مینار، مگر
دوزخ کا زینہ بن جاؤں

ہے خواہش میری الفت کی
تو اپنی نگاہیں اونچی کر

تدبیر کے جالوں میں مت پھنس
کر قبضہ جا کے مقدر پر

میں واحد کا ہوں دل دادہ
اور واحد میرا پیارا ہے

گر تو بھی واحد بن جائے
تو میری آنکھ کا تارا ہے

تو ایک ہو ساری دنیا میں
کوئی سا جھی اور شریک نہ ہو

تو سب دنیا کو دے لیکن
خود تیرے ہاتھ میں بھیک نہ ہو

اخبار الفضل جلد ۱۷، ۱۰ جنوری ۱۹۳۰

‘অদম্য সাহস ও দৃষ্টির প্রসারতা’

আমার প্রিয়দের ক্ষেত্রে আমি কখনও চাইবো না

হযরত মুসলেহ মাওউদ খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)

“আমার প্রিয়দের ক্ষেত্রে আমি কখনও চাইব না
তারা তুচ্ছ প্রাপ্তিতে সন্তুষ্ট হবে আর তাদের দৃষ্টিভঙ্গী থাকবে সঙ্কীর্ণ
তারা সামান্য ভুল-ভ্রান্তির বিষয়ে বাঘের মত হুঙ্কার দিবে
তারা সামান্য দোষ দেখলে বকতে বকতে মুখে ফেনা তুলে ফেলবে
তারা হীন ও তুচ্ছ প্রাপ্তির জন্য লালায়িত থাকবে
তারা তুচ্ছ তুচ্ছ মনোবাসনাকে নিজ জীবনের লক্ষ্য বানিয়ে বসবে
বাড়িতে বসে মুখে কথায় তারা শত্রু নিধন করে যাবে
আর কাজের বেলায় তারা ইতস্তত করবে, ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়বে
শৃগালের ন্যায় তারা বাঘের শিকার করা পশু খেতে উদগ্রীব থাকবে
আর বসে বসে তারা তাদের উচ্ছিষ্ট ভক্ষণের স্বপ্ন দেখবে।
হে আমার ভালবাসার অন্বেষী! এই হল আমার হৃদয়ের চিত্র
এবার তুমি নিজেকে যাচাই করে দেখ, তুমি নিজে এসব বিষয়ে কেমন!
তোমার সাহস যদি অল্প হয়ে থাকে, তোমার ইচ্ছা ও বাসনা যদি মৃত হয়ে থাকে
তোমার আশা-আকাঙ্ক্ষা যদি সীমিত হয়ে থাকে, তোমার চিন্তা-চেতনা যদি বিক্ষিপ্ত হয়ে থাকে–
তোমার সাথে সম্পর্ক গড়ে আমিও কি তবে ইতর হয়ে যাব?
আমি হলাম জান্নাতের সুউচ্চ মিনার, তোমার জন্য আমি কি তবে জাহান্নামে পদদলিত নিষ্পেষিত হব?
আমার ভালবাসা পেতে চাইলে তোমার দৃষ্টি প্রসারিত কর
জল্পনা-পরিকল্পনা বাদ দিয়ে সরাসরি খোদার তকদীরকে জয় করে নাও।
এক-অদ্বিতীয় খোদার আমি আদরের পাত্র আর সেই এক-অদ্বিতীয় খোদা হলেন আমার সবচেয়ে প্রিয়
নিজ ক্ষেত্রে তুমিও যদি অদ্বিতীয় হতে পার, তুমি আমার চোখের মনি হয়ে যাবে।
সমগ্র জগতে তুমি হবে অনন্য-অসাধারণ, তোমার কোন তুলনা বা সমকক্ষ থাকবে না,
তুমি জগতকে দান করে বেড়াবে কিন্তু তোমার হাতে কখনও ভিক্ষার ঝুলি থাকবে না।
হে আমার ভালবাসার অন্বেষী! এই হল আমার হৃদয়ের চিত্র।
এবার তুমি নিজেকে যাচাই করে দেখ, তুমি নিজে এসব বিষয়ে কেমন!”

(কালামে মাহমুদ থেকে ৮৭ নম্বর নযম)

ইজতেমার স্মৃতিচারণ

আলহাজ্জ মুহাম্মদ আব্দুল হাদী
প্রথম সদর, মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, বাংলাদেশ

ইজতেমার অর্থ ধর্মীয় সমাবেশ। আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের দ্বিতীয় খলীফা হযরত মির্যা বশির উদ্দীন মাহমুদ আহমদ (রা.) কাদিয়ান থেকে ১৯৩৮ সনের ডিসেম্বর মাসে প্রথম ইজতেমার সূচনা করেন। তারপর থেকে সারা বিশ্বের আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের অংগসংগঠন আতফালুল আহমদীয়া (বালকদের সংগঠন) মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া (যুবকদের সংগঠন) মজলিস আনসারুল্লাহ (বৃদ্ধদের সংগঠন) নাসেরাত ও লাজনা ইমাইল্লাহ্ (মেয়েদের সংগঠন) গুলো প্রতি বছর কোন কোন সময় শিক্ষা ও প্রতিযোগিতা এবং কুরআন করীমের উপদেশ মতো তাকওয়ার মান উন্নয়নে তালিম ও তরবিয়তী আলোচনা অনুষ্ঠান করে থাকেন।

ইজতেমায় অংশগ্রহণকারীরা সর্বদা দোয়া ও ইস্তেগফারে রত থেকে মহান আল্লাহ্‌র শুকরিয়া জ্ঞাপন করেন।

ইজতেমার স্মৃতিপটে আমার বয়স তখন আনুমানিক দশ বছর আতফালের ছোট কর্মকর্তা হিসাবে জীবনের ১ম ইজতেমায়

> “ইজতেমাকে আমরা বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব বন্ধন ও যুব সমাজের সংশোধনমূলক সমাবেশ এবং সকলের আধ্যাত্মিক উন্নতির চালিকা শক্তি বলতে পারি। কেননা এই সমাবেশ আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি লাভের জন্য দোয়ার আবেগ বৃদ্ধি করত সমাবেশে আগত সকলকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে আসার এবং জগদ্বাসীকে ধ্বংসের কবল থেকে বাঁচানোর একটি সময়োপযোগী মাধ্যম।”

যোগদানের সৌভাগ্য হয়। আল্‌হামদুলিল্লাহ। তৎকালিন পুর্ব পাকিস্তানের আমলে ১৯৬২ সালের ৪ ও ৫ নভেম্বর ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরের ঐতিহাসিক লোকনাথ টেংকের ময়দানে প্রথম আঞ্চলিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। এতে রাবওয়া থেকে সাহেবযাদা মির্যা রাফী আহমদ সাহেব বিশ্ব মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার সদর হিসাবে আগমন করেন। একই স্থানে পরের বছর ১৯৬৩ সনে দ্বিতীয় আঞ্চলিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হলে এতে ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী এবং খুলনা বিভাগ থেকে বহু সংখ্যক খোদ্দাম ও আতফাল অংশগ্রহণ করেন। ১৯৬৩ সনের ৩ নভেম্বর ইজতেমা সমাপ্তির পর আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের "সালানা জলসা" চলাকালে বিরুদ্ধবাদীদের প্রচণ্ড আক্রমণে উসমান গনী (খোদ্দাম) ও আব্দুর রহীম (আনসার) দুজন শহীদ হন এবং শতাধিক আহত হয়, খাকসারও মাথায় ঢিল পরে আহত হই।

বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর ১৯৭২ সালের ৬ অক্টোবর দারুত তবলীগ ৪নং বকশীবাজার রোডে প্রথম কেন্দ্রীয় বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। তারপর থেকে প্রতি বছর নিয়মিত ইজতেমা চালু রয়েছে এবং চলতি বছর মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া বাংলাদেশের ৫০তম জাতীয় ইজতেমা বিশেষ আয়োজনে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে।

ইজতেমাকে আমরা বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব বন্ধন ও যুব সমাজের সংশোধনমূলক সমাবেশ এবং সকলের আধ্যাত্মিক উন্নতির চালিকা শক্তি বলতে পারি। কেননা এই সমাবেশ আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি লাভের জন্য দোয়ার আবেগ বৃদ্ধি করত সমাবেশে আগত সকলকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে আসার এবং জগদ্বাসীকে ধ্বংসের কবল থেকে বাঁচানোর একটি সময়োপযোগী মাধ্যম। বর্তমান জামানার এই চরম অবক্ষয়ের সময়ে বিশ্ববাসীর ভাগ্য পরিবর্তন করে শান্তির রাস্তায় আনার জন্য কোন বিশাল সম্পদের প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন কেবল তাকওয়ার। তাকওয়া অর্জনের মাধ্যমেই মানুষ দুনিয়া এবং আখেরাতের মঙ্গল অর্জন করতে পারে। বর্তমানে দুনিয়াবাসী কেবল ব্যাস্ত আরো চাই আরো চাই, চাওয়ার আর শেষ নাই। লোভ লালসা, ধবংস ও আগুনের দিকে ছুটে চলেছে। এই ধ্বংসলিলার পথ থেকে একমাত্র ইজতেমা বা ধর্মীয় সমাবেশেই মানবজাতিকে সঠিক পথে নিয়ে আসতে পারে।

আজ মোবাইলের কারণে পরিবারের মধ্যে একে অপরের সাথে ভালো সুসম্পর্ক নেই। মোবাইলে ব্যস্ত থাকায় পরিবারের সদস্যদের মধ্যে কুশল বিনিময় হয় না, কারো সাথে ভালোভাবে কথা বলার সময় নেই। ফলে সবার ওপর থেকে সম্মান, স্নেহ, ভালবাসা, গুরুত্ব সবই কমে যাচ্ছে। তাই বলছি আসুন আমরা সবাই সচেতন হই। পরিবারকে ভালোবাসবো, ভালো রাখবো। ইনশাআল্লাহ্।

আমার এই ক্ষনস্থায়ী প্রবাসী জীবনে দেশে এবং বিদেশে যতগুলো ইজতেমায় যোগদানের তৌফিক মহান আল্লাহ্ দান করেছেন যা গভীরভাবে স্মৃতিপটে উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের অঙ্গ-সংগঠনগুলো সমগ্র বিশ্বে শতাধিক দেশে স্থানীয়, জেলা এবং দেশীয় পর্যায়ে নিয়মিত ইজতেমার আয়োজন করে থাকেন।

খাকসার লন্ডনে আসার পর ১৯৯৫ সনে প্রথম মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার ইউকে'র ইজতেমায় মেহমান হিসাবে আমন্ত্রণ পাওয়ার সৌভাগ্য হয়। তারপর থেকে প্রতিটি মজলিস আনসারুল্লাহ্ ইউকে'র ইজতেমায় নিয়মিত অংশগ্রহণ করি। বার্ষিক ইজতেমা সাধারণত খোলা ময়দানে হয়ে থাকে এবং বিভিন্ন মজলিস থেকে আগতদের তাবু এবং মার্কিতে থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। প্রধান বা মেইন মার্কিতে বিশাল আকারের ষ্টেইজ থাকে যেখানে শ্রোতামণ্ডলী বসে বক্তৃতা শুনেন এবং বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে থাকেন। মার্কির ভিতরে যে সকল বিষয়ে প্রতিযোগিতা হয়ে থাকে তার মধ্য উল্লেখযোগ্য কুরআন তেলাওয়াত, আযান, নযম, বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতা, সাধারণ জ্ঞান, কুইস, প্রবন্ধ ইত্যাদি। বাহিরের মাঠে যে সকল খেলাধুলার প্রতিযোগিতা হয়ে থাকে তা হলো ফুটবল, ভলিবল, দৌড়, কাবাডি, দড়ি দিয়ে টানাটানি, হাতকেলাই, ক্রিকেট এবং সাঁতার ইত্যাদি। ইজতেমার শেষ দিন সমাপ্তি অধিবেশনে প্রধান অতিথির হাত দিয়ে প্রতিযোগিতায় ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান লাভকারীদের এবং নামায, পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা, মেধা, প্রবন্ধ লেখা, মেরাথনে (Charity Walk) ইত্যাদিতে যারা স্থান লাভ করেছে তাদেরকে পুরুস্কার দেয়া হয়। পুরস্কার হিসাবে মেডেল, ট্রফি, বই, ক্র্যাফট ইত্যাদি হয়ে থাকে।

এখানে উল্লেখ্য, ইউকে এবং বিভিন্ন দেশে অনেক সময় খলীফাতুল মসিহ (আই.) প্রধান অতিথির স্থান অলংকৃত করেন এবং সমাপ্তি অধিবেশনে মূল্যবান ভাষণ দান করেন এবং দোয়া করে ইজতেমার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

বার্ষিক ইজতেমায় কোন একদিন বৈকালিক সন্ধায় বারবিকিউ বানানোর প্রতিযোগিতা এবং সুন্দর পার্টির ব্যবস্থাপনা করা হয়। প্রতিটি মজলিস আলাদা আলাদা ভাবে বারবিকিউ মেশিনে জ্বলন্ত আগুনে কয়লা জ্বালিয়ে বারবিকিউ বানানোর প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে অবিভাবক ও বিশেষ মেহমানদের আমন্ত্রণ জানানো হয়।

ইজতেমায় শুরুতে প্রতিদিন সম্মিলিত তাহাজ্জুদ ও ফজর নামাযের পর কুরআন এবং হাদীসের দরস দিয়ে সুচনা করা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান সাধারণত সদর মজলিসের সভাপতিত্বে কুরআন তেলাওয়াত ও দোয়ার মাধ্যমে শুরু হয়। তারপর উপস্থিত সকলে দাঁড়িয়ে সদর সাহেবের পরিচালনায় "আহাদ নামা" পাঠ করা হয়। সদর মজলিস উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দান করেন।

বৃটেনে ইজতেমায় হুযূর (আই.) উপস্থিত থাকলে হুযূর আহাদনামা পড়ান এবং পরে অনেক সময় প্রতিযোগিতা দেখার জন্য ইজতেমার মাঠে আসেন এবং বিকেলে মেইন মার্কিতে প্রশ্ন উত্তর অধিবেশনে খোদ্দাম ও আতফালদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন। বার্ষিক ইজতেমায় প্রতিযোগিতার ফলাফলে মজলিস ও সদস্যদের স্বাস্থ্য ও দ্বীন দুনিয়াবীর জ্ঞানের উন্নতির মাককাঠি পরিলক্ষিত হয়।

আজকাল ইজতেমায় সারা বছরের কার্যক্রমের ওপর সুন্দর ও অপূর্ব প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। অনেকে বলে বক্তৃতা বা নসিহত এক কান দিয়ে শুনার পর অন্য কান দিয়ে বের হয়ে যায় কিন্তু প্রদর্শনী দুই চোখ দিয়ে দেখার পর পিছন দিক দিয়ে বের হতে পারেনা। তবে বক্তৃতা মনোযোগ দিয়ে শুনলে অন্তরে গেঁথে যায়। ইজতেমায় এসে একে অপরের সাথে দেখা সাক্ষাৎকারের এক অনন্য মিলন মেলার বন্ধনে আবদ্ধ হয়। এতে প্রতিটি সদস্য এক রূহানি মহলে থেকে আধ্যাত্মিক পরিবেশে নতুনভাবে বন্ধুত্বের সুযোগ হয়।

ছুঁড়িতে জংকার পরলে দুটি ছুঁড়ি ঘষাঘষি করলে যেমন ধার বা তেজ হয় ঠিক তেমনি মু'মিন সদস্যদের মাঝে ইজতেমায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে এক নতুন রূহানী পরিবেশে থেকে একে অপরের সাথে ভাব বিনিময়ে নতুনভাবে কাজে আগ্রহ সৃষ্টি হয়। এতে নিজ নিজ মজলিসে গিয়ে নতুন উদ্দীপনায় জামা'তের সেবামুলক কাজে সুষ্ঠ পরিকল্পনায় আত্মনিয়োগ করতে পারে।

হযরত মির্যা বশীর উদ্দিন মাহমুদ আহমদ খলীফাতুল মসীহ আল মুসলেহ মাওউদ (রা.) ১৯৩৮ সালের এক খুতবায় বলেছেন:

"জাতীয় উন্নতির প্রচেষ্টার সময় ছোট বড়, অক্ষম, দুর্বল সবাই যুবকদের থেকে এই প্রত্যাশা করে, তারা তাদের ফুটন্ত যুব শক্তি ও সাহস নিয়া জাতির উন্নতি ও মঙ্গলের জন্য চেষ্টা করবে এবং জাতীয় জীবনের দায়িত্ব উপলব্ধি করে ধৈর্য ও অধ্যবসায় সহকারে সুখোদান পৌঁছাতে সাহায্য করবে।

কিন্তু দেশ বিজয়ের জন্য যেমন পূর্ব হতেই সেনা সংগঠন ও সৈন্যের ট্রেনিং আবশ্যক তদরূপ ধর্ম-যুদ্ধের জন্যও যুবকগণের সংগঠন ও সুশিক্ষার আবশ্যক এবং তাদের মধ্যে ঈমান জনিত এখলাস বা নিষ্ঠা, কষ্ট, সহিষ্ণুতা, ত্যাগ ও আজ্ঞানুবর্তীতার স্পৃহা সৃষ্টি করা আবশ্যক। যুবকগণকে আমি নিজেদের অবস্থা সংশোধন করতে এবং ধর্ম-সেবার উদ্দেশ্যে নিষ্ঠা ও অধ্যবসায় অবলম্বন করতে উপদেশ দিতেছি।

হে যুবকগণ! সাহসে কোমর বেঁধে উঠ এবং নিজ প্রিয় গুরুর আদেশে 'লাব্বায়েক' বলে উঠ। সেই গুরুর আদেশে যে হস্তে তোমার আপন ধন-প্রাণ সর্বস্ব বিক্রয় করেছ যাঁর সাথে সম্পর্ক করে তোমরা জগতের প্রতি মুখ ফিরিয়েছ, আত্মীয়স্বজন ছেড়েছ। উঠ এবং নিষ্ঠা প্রদর্শনে যেন কারো পিছনে না থাক; জীবন্ত ও জাগ্রত থাকার, কর্তব্য পরায়ণতা ও দায়িত্ব জ্ঞানের প্রমাণ দাও এবং হুযূরের আদেশনুযায়ী "হেজবুল্লাহ" (ঐশী সেনাদল) সাজ। ইসলাম ও আল্লাহ্ তা'লার মহব্বত এবং পুণ্যবান ও সত্যবাদী সাহস হৃদয়ে সৃষ্টি কর এবং মানবজাতির সেবার আগ্রহ হৃদয়ে পোষণ কর এবং ইসলামের পূর্ণ নমুনা বা আদর্শ হও। তারপর দেখ, কেমন করে আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য তোমাদেরকে কৃতকার্য করে।

যাঁর প্রতি আমরা চিরকৃতজ্ঞ

Hazrat Hakim Muhammad Hussain Qureishi[ra]

প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহদী(আ.)-এর একজন নিষ্ঠাবান সাহাবী হযরত হেকিম মোহাম্মদ হোসেন কুরাইশী(রা.) হলেন সেই মহান ব্যক্তিত্ব যার মাধ্যমে আহমদীয়াতের সংবাদ প্রথম বাংলাদেশে পৌঁছে। ১৯০২ সনের ২৭শে অক্টোবর ব্রাহ্মণবাড়িয়া বারের এডভোকেট মুন্সি দৌলত আহমদ খাঁ লাহোরের হযরত হেকিম মোহাম্মদ হোসেন কুরাইশী(রা.)-এর নিকট মুফাররাহে আম্বারী নামক হেকিমী হালুয়া প্রেরণের জন্য পত্র প্রেরণ করেন। উর্দূতে এ পত্রটি লিখে দেন মওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াহেদ(রহ.)। নভেম্বর মাসের মাঝামাঝিতে হেকিম সাহেব এডভোকেট সাহেবের নিকট ভিপি যোগে প্রেরিত হেকিমী ঔষুধের সাথে হযরত ইমাম মাহ্দী(আ.)-এর শুভাগমনের সুসংবাদসমৃদ্ধ 'তফসীরে সূরা জুমুআ' নামক এক বিজ্ঞাপন প্রেরণ করেন। এর লেখক ছিলেন হযরত মওলানা হেকিম হাফেয নূরুদ্দীন(রা.), যিনি পরবর্তীকালে হযরত খলীফাতুল মসীহ আউয়াল হিসেবে খিলাফতের মসনদে সমাসীন হয়েছিলেন। যোগাযোগের এই সূত্র ধরেই বাংলার মাটিতে আহমদীয়াতের আনুষ্ঠানিক সূচনা। ফাজাযাহুমুল্লাহু আহসানাল জাযা।

খোদ্দামুল আহমদীয়ার স্মৃতি: সোনালী সেই দিনগুলো

ড. সেলিম মুহাম্মদ খান
সাবেক সদর, মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, বাংলাদেশ

খোদ্দামুল আহমদীয়ার কাজের সাথে আমি সক্রিয়ভাবে জড়িত হই ব্রাহ্মণবাড়িয়ায়। তখন খন্দকার মোস্তাক আহমদ সাহেব স্থানীয় কায়েদ ছিলেন। মৌড়াইলে হালকা মসজিদে নামাযের পর দরস এবং তালিম তরবিয়তী প্রোগ্রামে অংশগ্রহণের মাধ্যমে আহমদীয়াত সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান লাভ করি। সেখানে হালকা এবং স্থানীয় পর্যায়ের ইজতেমাগুলোই ছিলো আমার জীবনের প্রথম ইজতেমায় অংশগ্রহণের ঘটনা। সেখানে ব্রাহ্মণবাড়িয়া মজলিস ও জেলা মজলিসে বিভিন্ন ছোটখাট কাজ করার সুযোগ হয়েছিল। মনে পড়ে, শুক্রবারে আমরা রেললাইন ধরে হেঁটে মৌড়াইল থেকে আহমদীপাড়ায় মসজিদে মোবারকে জুমুআর নামায পড়তে যেতাম। সেখানে মৌলবী সলিমউল্লাহ সাহেব মধুর সুরে ছন্দে নামাযে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করতেন, যা আমাদের বিমোহিত করতো। উনার এবং মৌলবী শামসুজ্জামান সাহেবের কাছে অনেক কিছু শিখার সুযোগ হয়েছে। বিশেষকরে চট্টগ্রাম বিভাগীয় তা'লীম তরবিয়তী ক্লাস এবং ইজতেমাগুলো ব্রাহ্মণবাড়িয়াতেই অনুষ্ঠিত হতো। সেখান থেকেই তৈরী হয়ে ঢাকার জাতীয় তা'লীম তরবিয়তী ক্লাস ও ইজতেমায় যোগদান করার সুযোগ হয়। তারপর ১৯৮৭ সালে যখন ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মসজিদ মোল্লারা দখল করে নেয়– তখন আমি অন্নদা স্কুল থেকে এসএসসি পরীক্ষা দিয়ে ঢাকায় জাতীয় তা'লীম তরবিয়তী ক্লাসে যোগদান করতে এসেছিলাম। এরপর আর ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ফিরে যাওয়া হয় নি। প্রথমে নটরডেম ও পরে ঢাকা কলেজে ভর্তি হয়ে সেখানেই পড়াশুনা করতে থাকি।

ঢাকায় আসার পর আল্লাহ্ তা'লার ফযলে সবগুলো কেন্দ্রীয় ইজতেমায় যোগদানের সুযোগ হয়। মনে পড়ে ইজতেমায় তা'লীমি এবং বিভিন্ন খেলাধুলা প্রতিযোগিতার, বিশেষ করে মওলানা সালেহ আহমদ সাহেব, যিনি তখনও খাদেম, তাঁর সাথে

হাইজাম্প প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়ার কথা। ঢাকায় প্রথমে মাত্র কিছুদিন মোহাম্মদপুরে ছিলাম এবং পরে ঢাকা কলেজের হলে চলে যাই। ঢাকায় আমার কাছের বন্ধু ছিলেন বর্তমান মওলানা শামসুদ্দিন মাসুম সাহেব, আহসান খান চৌধুরী সানী সাহেব আমরা একসাথে কলেজে পড়তাম। জনাব আব্দুল আলীম খান চৌধুরী সাহেব আমাদের একটু সিনিয়র এবং ধানমন্ডি হালকার যয়ীম ছিলেন। সেসময়ে তাদের সাথে আরো বেশি করে জামা'তের কার্যক্রমে জড়িত হই। ঢাকায় প্রথমে আমি ধানমন্ডি হালকার যয়ীমের দায়িত্ব পাই। রীতিমত বকশী বাজার যেতাম, দরস শোনতাম। তখন ন্যাশনাল কায়েদ ও পরে প্রথম সদর খোদ্দাম জনাব আব্দুল হাদী সাহেবের আমেলায় প্রায় ৫ বছর যাবত আমার নাযেম আতফাল ও মোহতামীম আতফালের দায়িত্ব পালন করার সুযোগ হয়। সেই সুবাদে তখন বাংদেশের বিভিন্ন মজলিস সফর করারও সুযোগ হয়। পরে জনাব মাহমুদুল হাসান সাহেবের আমেলায় ন্যাশনাল মোতামাদের দায়িত্ব পাই।

তখন ন্যাশনাল আমীর ছিলেন মোহতারম মোস্তফা আলী সাহেব, উনার প্রজ্ঞাপূর্ণ কথাবার্তা মন ও মননকে উদ্বেলিত করত, চিন্তাভাবনা করতে উদ্বুদ্ধ করত। একবার উনার নির্দেশে আমি এবং ডা. গোলাম রহমান সাহেব ওয়াকফে আরজি করতে রঘুনাথপুর জামা'তে যাই। মনে পড়ে আমীর সাহেব আমাদের পাঁচশত টাকা দিয়ে সেখানে একটি মসজিদ নির্মাণের নির্দেশ দিয়েছিলেন। আমরা স্থানীয় খোদ্দামদের নিয়ে ওয়াকারে আমল করে– নিজেরা মাটি কেটে, বাঁশ কেটে একটি কাঁচা মসজিদ নির্মাণ করি এবং জুমুআর নামায পড়ানোর মাধ্যমে তা উদ্বোধন করি। সেদিন মসজিদ নির্মাণকারী মিস্ত্রী আমাদের কাছে বয়আত করেছিলেন– যা আমাদের জন্য অনেক আনন্দের কারণ ছিল।

তখন জামা'তের বইপত্র নিজে থেকে পড়া শুরু করি। আগেও যে পড়ি নি তা না, তবে সেগুলো ছিলো কেবল ইজতেমা বা তা'লীম তরবিয়তী ক্লাসের সিলেবাসের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। সেই পড়াশুনা থেকে আমার মাঝে আমি একটি পরিবর্তন লক্ষ্য করি। আমি বুঝতে পারি যে এতদিন কেবল জন্মগত আহমদী ছিলাম এখন সময় হয়েছে নিজের জ্ঞানে বুঝেশুনে বয়আত করে সঠিক আহমদী হওয়ার। যেই ভাবনা সেই কাজ– একদিন মসজিদে গিয়ে মওলানা আব্দুল আজিজ সাদেক সাহেবের কাছে বয়আত ফরম ফিলাপ করে বয়আত গ্রহণ করি। কিশতিয়ে নূহ বা আমাদের শিক্ষা বইটি আমার জীবনে আমুল পরিবরর্তন এনে দিয়েছিল। তখন মসীহ মাওউদ (আ.)-এর এ কথাগুলো মনে সারাক্ষণ বাজতো। 'হে বন্ধুগণ! এখন ধর্মের সেবার যুগ, এ যুগকে আর ফিরে পাবে না।' এইচএসসি পরীক্ষার পর আমার বন্ধু শামসুদ্দিন আহমদ মাসুম এবং আরো কয়েকজন একসাথে জীন্দেগী ওয়াকফ করে রাবওয়ায় জামেয়া আহমদীয়াতে মিশনারী কোর্সে পড়তে যাওয়ার জন্য খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.)-এর নিকট ন্যাশনাল আমীর সাহেবের মাধ্যমে দরখাস্ত করি। তখন তা মঞ্জুরও হয়। কিন্তু ঢাকায় অবস্থিত পাকিস্তানী এম্বেসী আমাকে ভিসা দেয় নি। সেসময়ে আমি আল্লাহ্‌র ফযলে মেডিকেলেও চান্স পেয়েছিলাম। বিষয়গুলো খলীফা হুযূর (আই.)-কে জানালে তিনি আমাকে মেডিকেলে পড়ার অনুমতি দেন। মেডিকেলে পড়ার সময়েই, যখন আমি চতুর্থ বর্ষের ছাত্র, ১৯৯৫ সালে অকস্মাৎ আমার ওপর সদরের দায়িত্ব অর্পিত হয়। তখন আমার বয়স মাত্র ২৪।

প্রথমে মনে হয়েছিল যেন মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়েছে কিন্তু আল্লাহ্‌র রহমতে অনেক সহযোগী পেয়েছি, যাদের বলতে পারি সুলতানুন নাসিরা। আমার নায়েব সদর হিসেবে জনাব আব্দুস সামী সাহেব, আহমদ তবশির চৌধুরী সাহেব, মাহবুব আযম রেজা সাহেব, আবুল কালাম আজাদ সাহেব প্রমুখকে পেয়েছি। উনারা সবাই আমার থেকে অনেক সিনিয়র, বয়স এবং অভিজ্ঞতা উভয় দিক থেকে আমার ওপরে ছিলেন। মোতামাদ হিসেবে সাইফুল ইসলাম, মাহবুবুর রহমান সাহেব (যিনি পরে সদর হয়েছেন), মোহতামীম মাল হিসেবে নাসের আহমদ নাটাই, আবু নঈম আল মাহমুদ সাহেব অসাধারন কাজ করেছেন। তাছাড়া জনাব জাফর আহমদ প্রধান (নারায়ণগঞ্জ), মুরাদুজ্জামান সাহেব, নূরুল ইসলাম মিঠু সাহেব, আবু জাকির সাহেব, বেলাল আহমদ তুষার সাহেব যথাক্রমে আহ্বান এবং আমাদের সময়ে চালু করা মুক্তোঝরার জন্য উল্লেখযোগ্য কাজ করেছেন। এ তো হল কিছু উল্লেখযোগ্য সহযোগীর কথা। আরো অনেকে ছিলেন এবং তাদের সবার অবদানই অনস্বীকার্য। শুধু সময়ের সল্পতার জন্য সবার নাম উল্লেখ করতে পারছি না।

আমার সময়ে উল্লেখযোগ্য কাজের মধ্যে সংগঠনকে দৃঢ় ভিত্তির ওপর দাঁড় করানো, স্থানীয়, জিলা, রিজিওনাল পর্যায়ে সংগঠনকে মজবুত করা, সে লক্ষ্যে অধিকহারে মজলিস সফর করা– যাতে আমেলার সকল সদস্যগণের, বিভাগীয় ও জিলা পর্যায়ের কর্মকর্তাগণের বিপুল অবদান রয়েছে। বিশেষ করে মোহতাতীম মাল সাহেবগণ– যে দু'জনের নাম ওপরে উল্লেখ করেছি, উনারা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন এবং তাঁর ফলশ্রুতিতে মজলিসের বাজেট তিনগুণের বেশী হয়েগিয়েছিল। এতে আমার কোনো কৃতিত্ব নেই, আমেলার সদস্য এবং বাংলাদেশ মজলিসের খাদেমদের প্রচেষ্টার বরকত যা আল্লাহ্ তা'লাই দান করেছিলেন।

খলীফায়ে ওয়াক্তের দেয়া দিকনির্দেশনা বাস্তবায়ন এবং খাদেমদের অবদানের ব্যাপারে যতদূর মনে পড়ে একবার তিন দিনের নোটিশে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ একটি পদে নির্বাচনের জন্য সবগুলো জামা'তে খবর পৌঁছানোর দায়িত্ব দেয়া হয় খোদ্দামুল আহমদীয়াকে, সেসময় তো মোবাইল ফোন ছিল না, ইন্টারনেট-ইমেইলও চালু হয় নি। আমাদের খাদেমরা

সারাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের জামা'তগুলোতে সফর করে সেই প্রোগ্রামকে সাফল্যমণ্ডিত করেছিলেন।

দ্বিতীয়ত, ১৯৯৯ সালের ৮ই অক্টোবর খুলনায় আমাদের মসজিদে যখন জুমুআর নামাযের সময় বোমা বিস্ফোরণ ঘটে এবং আমাদের খোদ্দামসহ মোট ৮জন শহীদ হন, আরো ৩০ জন গুরুতর আহত হন। যখন আহত নিহতদের নিয়ে আমরা সবাই ব্যস্ত ঠিক তখনি এর দু'দিন পর ১০ই অক্টোবর ঢাকায় কেন্দ্রীয় মসজিদে এবং মিরপুর মসজিদে অবিস্ফোরিত দুটি বোমাসনাক্ত হয়। তখন খোদ্দামরা রাতদিন মসজিদে ও হাসপাতালে অবিরত দায়িত্ব পালন করেছে। নিজ পেশার সুবাদে কিছু সংখ্যক রোগীকে আমার নিজ হাতে সেবা করার সুযোগ হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ।

সদর থাকাকালীন আল্লাহ্ তা'লার কাছ থেকে পাওয়া নিদর্শন এবং আল্লাহ্ তা'লার সাথে সুসম্পর্ক ও ভালবাসার ঘটনা তো অনেক। তবে যেটা এখনকার কর্মীদের জন্য উৎসাহব্যঞ্জক হবে বলে আমার মনে হয় সেটা বলছি। আমার খুব ভয় ছিল যে মজলিসের কাজে সময় দেয়ার ফলে আমি যথেষ্ট পড়াশুনা করছি না, তাই পাশ করতে পারবো কি পারবো না? কারণ চোখের সামনে দেখছিলাম অনেক সিনিয়র ভাই রাজনীতি করা বা অন্যান্য কারণে এমনকি দশ দশ বছর পর্যন্ত পাশ করতে না পেরে আটকে আছেন। খুব ভয়ে ভয়ে দোয়া করতাম– হে আল্লাহ্! তোমার ঐশী সংগঠনের কাজ করার ফলে আমার পড়াশুনায় যেন বরকত হয় এবং আমি ফেল করে যেন সংগঠনের বদনাম না করি।

আল্লাহ্ তা'লার ফযলে আমি একবারেই এবং খুব ভালোভাবে তিনটি ফাইনাল সাবজেক্টেই– মেডিসিন, সার্জারী, গাইনী অবসে পাশ করে বের হই, আলহামদুলিল্লাহ। প্রতিটি বিষয়ে পরীক্ষার সময়েই এক একটা মোজেযা দেখেছি এবং জেনে গেছি যে আমার পাশ হয়ে গেছে, যার ফলে পরীক্ষা দেয়ার পর আমার আর পাশ করবো কি করবো না সেটা নিয়ে দুশ্চিন্তার মধ্যে থাকতে হয় নি। এর মধ্যে একটা ঘটনা বলি– যা সবার জন্য বুঝতে সুবিধে হবে, তেমন কোনো টেকনিক্যাল বিষয় এতে নেই। সেটা গাইনি অবস পরীক্ষার ব্যাপারে। পরীক্ষার আগের দিন রাতে আমি একটি কেস স্টাডি খুব ভালো করে পড়ি। বলে রাখা জরুরী পরিক্ষায় লটারী করে ১৫/২০ টা রোগীর মধ্যে থেকে একটা যেটা ড্রতে আসবে সেটার বিষয়ে পরীক্ষা হয়। মানে সেই রোগীটাকেই আমার চেক করতে হবে, কি হয়েছে তা বলতে হবে, কি কি চিকিৎসা দিতে হবে ইত্যাদি ইত্যাদি। এখন ওই যে আগের দিন রাতে যে একটি কেস ভালো ভাবে পড়েছিলাম, আমার ড্রতে সেটিই উঠে আসে, কেউ একে কাকতালীয়ও বলতে পারেন। কিন্তু আমি যেহেতু আগেই দোয়া করেছিলাম তাই সেটি আমার জন্য কাকতালীয় ছিল না, তবে আমি মোজেজা বলবো না, সেটা তো আল্লাহ্র নেক বান্দারা দেখে বা পেয়ে থাকেন বরং আমি বলতে পারি যে সেটা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আমার জন্য একটা দয়ার নিদর্শন ছিল। আমি ঠিকঠাক সব বলে দেয়ার পর এক্সটারনাল প্রফেসর ম্যাডাম বলেন, তুমি ছেলে মানুষ এত গাইনি পড়ার কি দরকার যাও পাশ। অন্য দুটি পরীক্ষায়, মেডিসিন এবং সার্জারীতেও এরকম কিছুই হয়েছিল এবং আমি পরীক্ষা দিয়েই জেনে যাই যে আমি পাশ করে গেছি। তারপর আর কি! লম্বা করে মজলিস সফরের কর্মসূচী। পরীক্ষার পর পাশ ফেলের কোনো দুশ্চিন্তায় না ভোগে নিশ্চিন্তে ঘুরাঘুরী করা– দেশের একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে মনের আনন্দে মজলিসের কাজ করা।

আমি সহকর্মীদের নিয়ে প্রায় প্রতি সপ্তাহান্তে মজলিস সফরে বের হয়ে পরতাম। একবার মনে আছে সফর করতে করতে আমরা সিলেট পৌঁছি, তারপর সেখান থেকে আমার ইচ্ছা সুনামগঞ্জ যাবো– যেন সেখানে প্রতিষ্ঠিত নতুন জামা'ত ইসলামগঞ্জের নির্যাতিত খাদেমদের সাথে দেখা করতে পারি। তারা অনেক মোখালেফাতের মধ্যে ছিলেন। কিন্তু সফরসঙ্গী অন্যদের চাকুরি বা অন্যান্য কারণে ঢাকায় ফিরতে হবে, তারা সিলেট থেকে ফিরে এলেন। আমি আল্লাহ্র নাম নিয়ে সফর শুরু করলাম। সিলেট থেকে লঞ্চে প্রায় একদিনের সফর এবং এরপর আরো প্রায় আরও একদিন বিলের মধ্য দিয়ে হেঁটে যেতে হয়েছিল। যখন ইসলামগঞ্জের কাছাকাছি পৌঁছালাম, তখন প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় এবং আমার সামনে একটি পাহাড়ি নদী দেখতে পাই যার ওপর কোনো ব্রিজ ছিল না এবং পানির প্রচণ্ড স্রোতের জন্য কোনো নৌকাও ছিল না। আমি পাড়ে বসে পড়লাম, নিরুপায় হয়ে দোয়া করলাম আল্লাহ্ আমি তোমার মজলিসের কাজে বের হয়েছি, তুমিই আমাকের সাহায্য কর। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখালাম ছোট একটি ছেলে ডিঙ্গি নৌকা নিয়ে আসছে এবং আমাকে ডাকছে। আমি গিয়ে নৌকায় বসলাম এবং সে আমাকে ওপারে নামিয়ে দিয়ে কোনো টাকা পয়সা না চেয়ে চলে গেল। আমি পেছনে ফিরে আর তাঁকে দেখতেও পেলাম না। যখন ইসলামগঞ্জে আমাদের খাদেমদের সাথে মিলিত হলাম তারা জিজ্ঞেস করলো, সদর সাহেব আপনি নদী কিভাবে পার হলেন? আমি ছোট ডিঙ্গি নৌকার কথা বললাম কিন্তু তারা আশ্চর্য হলো যে এসময়ে এখানে ডিঙ্গি নৌকা কোথা থেকে আসবে? আমার তখন উপলব্ধি হলো যে এটা আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য ছিল। আমি নিজে তো অত্যন্ত নগন্য একটা মানুষ কিন্তু যখন আল্লাহ্র মজলিস ও জামা'তের কাজে বের হয়েছি আল্লাহ্ তা'লা তখন তাঁর পবিত্র মসীহ এবং তার পবিত্র খলীফার খাতিরে অলৌকিকভাবে এ অধমের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন।

খোদ্দামুল আহমদীয়ায় সেই দিনগুলো আল্লাহ্ তা'লার ফযলে আমার জীবনের সোনালী দিন ছিল। মনে হয় আরেকবার যদি সেই দিনগুলোতে ফিরে যাতে পারতাম তাহলে কত ভালোই না হতো।

১৯৯১ সালে কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিগণের সাথে মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া বাংলাদেশের জাতীয় আমেলা।

ছবি পরিচিতঃ ডান দিক থেকে বসা, সর্বজনাব আব্দুর রব, মওলানা মোবাশ্বের আহমদ কাহলুন (রাবওয়াহ), মোহতরম মোহাম্মদ মোস্তফা আলী (ন্যাশন্যাল আমীর), মওলানা চৌধুরী শাব্বির আহমদ (রাবওয়াহ), মোহাম্মদ আব্দুল হাদী (সদর), তাসাদ্দক হোসেন ও মওলানা সালেহ আহমদ। পেছনে দাঁড়ানো ডান দিক থেকে মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম (বর্তমানে ক্যানাডা), শামীম আহমদ (বর্তমানে সদর আনসারুল্লাহ বেলজিয়াম), শফিক আহমদ, সেলিম খান, শহিদুল ইসলাম বাবুল, আজহার উদ্দিন খন্দকার (বেলজিয়াম), কাউসার আহমদ (হল্যান্ড), এনামুল হক ভুইয়া, আব্দুল আলীম খান চৌধুরী সালমান, রফিক আহমদ, আহমদ তবশির চৌধুরী এবং মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান।

১৯৯৩ সালে মাওলানা সুলতান মাহমুদ আনওয়ার সাহেবের সাথে মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া বাংলাদেশের জাতীয় আমেলা।

ছবি পরিচিতঃ ডান দিক থেকে বসা সর্বজনাব কে. এম. মাহমুদুল হাসান, শহিদুল ইসলাম বাবুল, মোহাম্মদ আব্দুল হাদী (সদর), মওলানা সুলতান মাহমুদ আনওয়ার (নাযের ইসলাহ ও ইরশাদ, রাবওয়াহ), মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী ও আহমদ তবশির চৌধুরী। পেছনে দাঁড়ানো ডান দিক থেকে সর্বজনাব আবুল হাশেম শামীম, মোহাম্মদ নাসিরুদ্দিন, সাইফুল ইসলাম, জাফর আহমদ, শাফিক আহমদ, রফিক আহমদ, নাসের আহমদ, মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম মিঠু এবং আব্দুল আলীম খান চৌধুরী সালমান।

স্মৃতিতে খোদ্দামুল আহমদীয়া বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ইজতেমা

মাহবুবুর রহমান
সাবেক সদর, মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, বাংলাদেশ

আমার বয়স যখন ০৪ বছরের কম সে থেকেই আমরা পিতার চাকুরীর কারণে পরিবারসহ সবাই চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্তর আবাসিক এলাকার ১৫নং বাসা যেটি আমার বাবার নামে বরাদ্দ ছিল এবং আমরা সেখানেই থাকতাম। সেনাবাহিনী থেকে অবসর গ্রহণের পর আমার বাবা আমাদের শিক্ষার বিষয়টি সামনে রেখে বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকুরীতে যোগদান করেন। তাই আমার প্রাথমিক শিক্ষা থেকে স্নাতকোত্তর পর্যন্ত শিক্ষা এ বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডিতেই সম্পন্ন হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন থাকতাম তখন আমি মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া চট্টগ্রামের সদস্য। সে সময়কার সুযোগ সুবিধা বিবেচনায় সময়ে সময়ে কেন্দ্রীয় ইজতেমায় আসার সুযোগ আমার অনার্স পড়া কালীন সময়েই সুযোগ হয়েছিল। তবে চট্টগ্রাম মজলিসের স্থানীয় ইজতেমা এবং সময়ের বিরতিতে চট্টগ্রাম সিলেট রিজিওনের রিজিওনাল ইজতেমার প্রতিযোগিতা ও ব্যবস্থাপনায় অংশ গ্রহণ করার সুযোগ হয়েছিল। ১৯৯৫-১৯৯৭ মেয়াদে সদর মজলিস আমার ওপর চট্টগ্রাম মজলিসের কায়েদের গুরুদায়িত্ব অর্পন করেন এবং সে সময়ও সেখানে স্থানীয় ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ইজতেমাতে সদস্যদের অংশগ্রহণ বাড়াতে আগ্রহী করে তোলার বিষয়ে স্থানীয় আমীর সাহেব, খোদ্দামের আমেলা, জেলা কায়েদ এর পরামর্শ নিয়ে আমরা কাজ করেছি। উপস্থিতিও আমরা বেশি পেয়েছি।

১৯৯৭ সালে আমি চাকুরী নিয়ে চট্টগ্রাম থেকে ঢাকায় চলে আসি। তখন খোদ্দামুল আহমদীয়ার সদর ছিলেন জনাব ডা: মুহাম্মদ সেলিম খান। তিনি আমাকে খোদ্দামুল আহমদীয়ার জাতীয় আমেলায় কাজ করার সুযোগ দিয়েছেন। চেষ্টা করেছি যথাযথভাবে দায়িত্ব পালনের। ১৯৯৭ থেকে ২০০০ সাল এ ৪ (চার) বছর আমি কেন্দ্রীয় ইজতেমার ব্যবস্থাপনার সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত থাকার কারণে ইজতেমায় খোদ্দাম আতফালের উপস্থিতি, মজলিসগুলির উপস্থিতি, বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় তাদের অংশ গ্রহণের আগ্রহ, অনাগ্রহ ইত্যাদি তথ্য বিশ্লেষণ করেছি। আমরা চিন্তা করলাম যে, কি পদ্ধতি অবলম্বন করলে ইজতেমায় সব ক্ষেত্রে আমরা উপস্থিতি ও স্বতঃস্ফূর্ত

অংশগ্রহণ বাড়াতে পারি। কারণ ইজতেমায় সদস্যরা বেশ কয়েকটি লক্ষ্য নিয়ে অংশগ্রহণ করে, যেমন তা'লীমি প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ, খেলাধুলা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের পাশাপাশি কেন্দ্রে ঘুরে যাওয়া, সদর সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ, কেউ কেউ আসেন অন্য মজলিসের সদস্যদের সাথে বসে নিজ নিজ মজলিসের বিষয়ে আলোচনা করতে, কেউ আসেন ইজতেমার পর ঢাকায় বিভিন্ন দর্শনীয় স্থান ঘুরে দেখতে ইত্যাদি।

হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) বিভিন্ন সময়ে খোদ্দামুল আহমদীয়াকে নসিহত করতে গিয়ে বলেছিলেন অনেক দুষ্ট খাদেম রয়েছে যাদেরকে খেলাধুলার প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে সংশোধন করা যায়। আমরা আরও ভেবে দেখলাম যে দূরত্ব ও আর্থিক সক্ষমতা না থাকার কারণে অনেক খোদ্দাম আতফাল কেন্দ্রীয় ইজতেমায় আসার সুযোগ পায় না তাছাড়া কেন্দ্র থেকে আর্থিক সহযোগিতা দিয়ে আনাও সম্ভব নয় বিধায় আমরা পরিকল্পনা করি জেলা পর্যায়ে যদি ০৩ দিনের তরবিয়তি ক্লাস শুরু করে ৪র্থ ও ৫ম এ ২ দুই দিন ইজতেমা করা হয় তাহলে ঐ জেলা মজলিসের অধীন স্থানীয় মজলিস সমূহের বেশী বেশী সংখ্যক খোদ্দাম আতফাল অংশগ্রহণ করতে পারবে এবং কেন্দ্র থেকে প্রতিনিধি পাঠিয়ে ইজতেমাগুলিকে সমৃদ্ধ করা। এভাবেই পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ শুরু হয় এবং আমার যতটুকু স্মরণ আছে আমরা ১৩টি স্থানে জেলা ইজতেমা করেছি এবং সেগুলিতে ৮০০এর বেশী খোদ্দাম এবং ৩০০ এর বেশি আতফাল অংশগ্রহণ করে। যেখানে বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার কারণে সব মিলিয়ে কেন্দ্রীয় ইজতেমায় ৫০০-৬০০ এর বেশী উপস্থিতি করানো যায় নি। জেলা ও রিজিওনাল কায়েদ সাহেবদের নিয়ে কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত ত্রৈমাসিক পর্যালোচনা সভায় জেলা ইজতেমাগুলিতে উপস্থিতি বাড়ানোর জন্য জেলা মজলিস সমূহের কায়েদ সাহেবদের লক্ষ্য নির্ধারন করে দেয়া হত এবং রিজিওনাল মজলিসগুলোর দায়িত্ব ছিল জেলা মজলিসের ওপর দেয়া লক্ষ্য অর্জনে পরামর্শ, সহযোগিতা এবং তদারকি করা। আমরা দেখেছি যে জেলা ইজতেমাগুলোতে খোদ্দাম আতফালদের উপস্থিতি প্রতি বছরই বেড়েছে। জেলা ইজতেমার ব্যয় নির্বাহের জন্য আমরা খোদ্দামুল আহমদীয়া বাংলাদেশের ইজতেমার বাজেট থেকে আর্থিক মঞ্জুরী দিয়ে ইজতেমা নিবিঘ্নে চালু রাখার প্রচেষ্টা অ্যবাহত রেখেছিলাম এবং আমার পরবর্তিতে যারা সদর হিসাবে দায়িত্ব প্রাপ্ত হয়েছিলেন তারাও সেই ধারাবাহিকতা অব্যাহত রেখেছেন।

ইজতেমার মধ্যে বৈচিত্র আনতে ন্যাশনাল আমীর সাহেবের সাথে পরামর্শ করে আমরা খলিফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর নিকট ২০০৬ সালের কেন্দ্রীয় ইজতেমা ডিসেম্বরে সুন্দরবন জামা'তে আয়োজনের অনুমতির আবেদন করি এবং সে সাথে এ আবেদনও করেছিলাম আমাদের কেন্দ্রীয় ইজতেমা খাতে আদায়কৃত চাঁদা পরবর্তি অর্থবছরে খরচ করা। খলিফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) একান্ত দয়াপরবশ হয়ে আমাদের আবেদন মঞ্জুর করেন এবং অনুমোদনের পর আমরা ইজতেমা আয়োজনের জন্য এগিয়ে যাই এবং সেটি ছিল আমাদের ইজতেমায় নতুন অধ্যায়। সেখানে রিজিওন ভিত্তিক আলাদা আলাদা টেন্টে থাকা এবং খাওয়ার ব্যবস্থা ছিল। সে ইজতেমায় যে খেলাধুলা প্রতিযোগিতা হয়েছিল সেগুলিতে খোদ্দাম আতফাল খুব উৎসাহ ও আনন্দের সাথে অংশগ্রহণ ও উপভোগ করেছে। ইজতেমায় রিজিওন ভিত্তিক বিভিন্ন প্রতিযোগিতার বাছাই হয়েছে এবং চুড়ান্ত প্রতিযোগিতা হয়েছে রিজিওন ভিত্তিক প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকারীর মধ্যে। সে ইজতেমার আরেকটি উল্লেখযোগ্য অংশ ছিল ট্রলারে সুন্দরবন ভ্রমণ। বেশ কয়েকটি বড় বড় নৌকা করে খোদ্দাম আতফালদের বনে নিয়ে ঘুড়িয়ে আনা হয়েছে। এতে খোদ্দাম আতফালরা দারুন ভাবে উপভোগ করেছে।

২০০৭ সালের কেন্দ্রীয় ইজতেমা সদর হিসাবে আমার শেষ ইজতেমা ছিল। আমাদের সে ইজতেমার সময় দারুত তবলীগ কমপ্লেক্স এর কাজ চলছিল এবং ৫ম ও ৬ষ্ঠ তলার ছাদ নির্মান সম্পন্ন হয়েছিল। আমাদের যেহেতু ইজতেমায় স্থান সংকুলান হত না সে জন্য আমরা আগে থেকেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে, ইজতেমায় খাওয়া দাওয়া, পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা, বাছাই প্রতিযোগিতা ইত্যাদি রিজিওন টেন্ট ভিত্তিক হবে সে অনুযায়ী রিজিওনগুলোকে পৃথক পৃথক টেন্ট এর আওতায় আনা হয়েছিল যাতে অল্প সময়ে ইজতেমার আনুসঙ্গিক কাজ করতে পারি। রিজিওন ভিত্তিক বিভিন্ন ইলমী প্রতিযোগিতায় বাছাইকৃতদের মধ্য থেকে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অর্জনকারীদের নিয়ে চূড়ান্ত প্রতিযোগিতা হতো এবং ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারীদের পুরস্কৃত করা হতো। এটার উদ্দেশ্য ছিল যে প্রতিযোগিতা যেন সমকক্ষদের মধ্যে হয় এবং অন্য সদস্যরা তা থেকে উপকার লাভ করে। যতদূর মনে রাখতে পেরেছি সে ইজতেমায় ৭৮ মজলিস থেকে প্রতিনিধি উপস্থিত হয়েছিল এবং উপস্থিতি ৬০০এর বেশি ছিল।

কেন্দ্রীয় ইজতেমায় রিজিওন ভিত্তিক কার্যক্রমের জন্য কেন্দ্রীয় মোহতামীম, রিজিওনাল ও জেলা কায়েদদের দায়িত্ব অনেক বেশি ছিল এবং সকলেই সাধ্যমত কাজ করেছেন, সহযোগিতা করেছেন এবং ইজতেমাকে সফলতায় নিয়ে গেছেন।

আমরা প্রতিবারই ইজতেমার আগে এটি লক্ষ্য রাখতাম, যে মজলিসগুলো কেন্দ্রীয় ইজতেমায় অনুপস্থিত থাকে সেগুলাকে ইজতেমায় উপস্থিত করানো। বর্তমানে খোদ্দামুল আহমদীয়ার সকল পর্যায়ের কর্মকর্তারা যদি এ লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে এগিয়ে যান তাহলে ধীরে ধীরে শতভাগ স্থানীয় মজলিস গুলোকে ইজতেমায় উপস্থিত করাতে পারবেন বলে আমি দৃঢ় বিশ্বাস রাখি। আল্লাহ্ তা'লা খোদ্দামুল আহমদীয়া বাংলাদেশকে সেই তৌফিক দিন, আমীন।

ইজতেমা আহমদীয়া যুবকদের উজ্জীবিত রাখে

মুনাদিল ফাহাদ
সাবেক সদর, মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, বাংলাদেশ

ইজতেমা অঙ্গ সংগঠনের গঠনতন্ত্র কর্তৃক নির্ধারিত একটি বার্ষিক প্রোগ্রাম। প্রশাসনিক প্রোগ্রাম ছাড়া আর কোন প্রোগ্রামের কথা এভাবে সরাসরি গঠনতন্ত্রে উল্লেখ পাওয়া যায় না। ইজতেমা যে অঙ্গ সংগঠনের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রোগ্রাম এটি সেদিকেই আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করে। এই ইজতেমাকে ঘিরে প্রতি বছর খাদেমদের মধ্যে উৎসাহ উদ্দীপনার এক রেশ বয়ে যায়, যা তাদেরকে অনেকদিন উজ্জীবিত রাখে।

অন্য আহমদী ভাইদের সাথে সুমধুর সুরে কুরআন তিলাওয়াতের প্রতিযোগিতা, খোদা ও রসূল (সা.)-এর ভালোবাসায় রচিত নযমের প্রতিযোগিতা খোদ্দামদেরকে এক অনাবিল আধ্যাত্মিক পরিবেশে মাতিয়ে রাখে। ফুটবল, ভলিবল এসব খেলায় দলগত নৈপুণ্য প্রদর্শনের সুযোগ থাকে ইজতেমায়। একক খেলা, পুস্তক প্রদর্শনী, মজলিসগত নৈপুণ্যের প্রকাশক দৃষ্টিনন্দন দেয়ালিকা এরকম আরো বিভিন্ন মনমাতানো আয়োজনে ইজতেমার মিলনমেলার তিনটি দিন যেন নিমিষেই কেটে যায়।

ইজতেমার আয়োজনগুলোকে নিছক আনন্দের অনুষঙ্গ হিসাবে না দেখে আমরা যদি এর প্রতিটি আয়োজনের পিছনের শিক্ষনীয় দিকটির দিকে দৃষ্টি দেই তাহলে আমরা ইজতেমা থেকে অনেক বেশি কল্যাণ লাভ করতে পারবো, ইনশাআল্লাহ্।

বছরের শুরুতেই ইজতেমার জন্য কেন্দ্র থেকে যে তালীমি সিলেবাস দেয়া সেটির ওপর যদি আমরা সারা বছর অল্প অল্প করে প্রস্তুতি নেই তাহলে ইজতেমায় এসে প্রথম তিনজনের মধ্যে থাকতে না পারলেও যে জ্ঞান আমরা লাভ করবো তা সারা জীবন আমাদের কাজে লাগবে।

আমরা সারা বছর বিভিন্ন সময় খেলাফতের আনুগত্যের কথা বলে থাকি। স্থানীয় কায়েদ সাহেবের আনুগত্যের পাশাপাশি আমাদেরকে সদর মজলিসেরও আনুগত্য করতে হয়। সবার ওপরে যুগ খলীফার আনুগত্য শিরধার্য। ইজতেমায় দলীয় খেলাতে এই শিক্ষার একটি রূপ আমরা পেয়ে থাকি। দলনেতার আনুগত্যে খেলা, দলনেতার উপরে রেফারীর সিদ্ধান্তকে শিরধার্য করা এসবই আনুগত্যের শিক্ষার বাস্তবায়ন।

পয়গামে রেসানী নামে একটি মজাদার খেলা প্রায় সকল ইজতেমাতেই হয়ে থাকে। একটি নির্দিষ্ট বার্তা একজন থেকে আরেকজনের কাছে শুনে শুনে শেষ পর্যন্ত পৌঁছানোর এই খেলায় আমরা দেখি মূল বার্তাটি বিকৃত হয়ে যায় ধীরে ধীরে। মহানবী (সা.) তিরোধানের প্রায় শত বছর পরে হাদিস সংগৃহিত হয় বিভিন্ন ব্যক্তির কাছ থেকে শুনে শুনে। এভাবে শুনে শুনে কোন কিছু সংরক্ষণ করার বিষয়টি যে কতটা কঠিন এটা যেমন আমরা

পয়গামে রেসানী খেলা থেকে উপলব্ধি করতে পারি ঠিক তেমনি শুনেই কোন কথা বিশ্বাস করা যে ঠিক নয় সেই বিষয়টিও আমরা উপলব্ধি করতে পারি।

ইজতেমায় কুরআন, নযম, আযান প্রভৃতি প্রতিযোগিতায় যারা বিচারক থাকেন তারা সাধারণত সে বিষয়ে পারদর্শী পুণ্যবান ব্যক্তিগণ হয়ে থাকেন। এই প্রতিযোগিতাগুলোতে অংশ নিয়ে আমরা তাদের পুণ্য সাহচর্য লাভ করতে পারি ইজতেমার মাধ্যমে। একইভাবে যারা কেন্দ্রীয় কর্মকর্তা আছেন তাদের পুণ্য সাহচর্যও ইজতেমার কল্যাণে আমরা লাভ করে থাকি। পুণ্যবান ব্যক্তিদের সাহচর্য লাভ ইজতেমার একটি বড় দিক। আল্লাহ্‌র নৈকট্য অর্জনের কয়েকটি প্রমাণিত পদ্ধতির মধ্যে পুণ্যবান সাহচর্য লাভ একটি অন্যতম পন্থা।

ইজতেমা আয়োজনে যেমন খরচ আছে, যারা অংশ নেয় তাদেরকেও যাত্রার খরচ ও সময় ব্যয় করেই ইজতেমায় আসতে হয়। তবে একটা বিষয় সবার জেনে রাখা ভালো আর তা হলো ইজতেমার আয়োজন ও অংশগ্রহণে আসলে কোন খরচ নেই! আশ্চর্য হচ্ছেন?

হ্যাঁ, ধর্মের কোন কাজেই খরচ নেই। আমরা যা ব্যয় করি সেগুলোর কোনটাই খরচ নয় সেসবই ইনভেস্টমেন্ট বা বিনিয়োগ, যা আল্লাহ্‌র ওয়াদা অনুযায়ী তিনি বর্ধিত করে দিবেন। আমরা যে আর্থিক ও অন্যান্য কষ্ট স্বীকার করে ইজতেমায় অংশ নেই তার সবই আমাদের জন্য সঞ্চয়।

আমরা পড়াশুনায় খরচ করলে সেটা আমাকে একসময় রিটার্ন দেয়। এ কারণে পড়াশুনায় সময় ও অর্থ খরচ করাকে বলা হয় অপরচুনিটি কস্ট। এটাকে সরাসরি কস্ট বা খরচ বলা হয় না। ঠিক একইভাবে আমাদের আধ্যাত্মিক কল্যাণের জন্য যতগুলো প্রোগ্রাম আছে সেগুলোতে ব্যয়িত অর্থ ও সময়কে ইনভেস্টমেন্ট বা বিনিয়োগ হিসাবে দেখতে হবে। যদি আমরা এই বিনিয়োগে কার্পণ্য করি তাহলে মূলত আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ কল্যাণের জন্য বিনিয়োগ করা থেকে বিরত থাকলাম!

যখন কোন ইজতেমা কোন বিশেষত্ব নিয়ে হাজির হয় তখন সেই ইজতেমাকে অন্য ইজতেমাগুলো থেকে একটু আলাদা করেই রাখতে হয়। ২০২২ সালের ইজতেমা খোদ্দামুল আহমদীয়া বাংলাদেশ ৫০তম ইজতেমা! যারা এই ৫০তম আয়োজনের সঙ্গী হচ্ছেন তারা অবশ্যই সৌভাগ্যবান। তাদেরকে অবশ্যই চেষ্টা করা উচিত এই ইজতেমা থেকে অন্যান্য ইজতেমার চেয়েও অধিক আধ্যাত্মিক ফায়দা হাসিলের।

মহান আল্লাহ্ সকল খাদেম ও তিফলকে এই সৌভাগ্য দান করুন, আমীন।

খোদ্দামুল আহমদীয়া'র পতাকা পরিচিতি

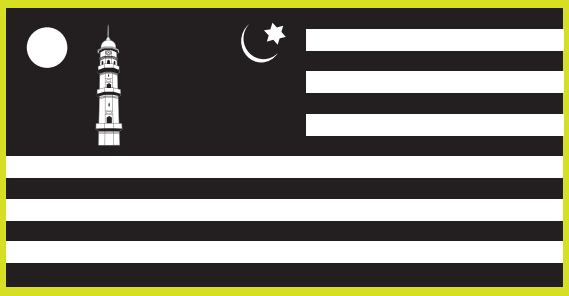

১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দের ২৮ ডিসেম্বর লিওয়ায়ে আহমদীয়া (আহমদীয়াতের পতাকা) উত্তোলন করার পর হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) নিজ পবিত্র হাতে প্রথম বারের মত 'লিওয়ায়ে খোদ্দামুল আহমদীয়া' উত্তোলন করেন।

পতাকার দৈর্ঘ্য ১৮ ফুট এবং প্রস্থ ৯ ফুট। এক-তৃতীয়াংশে লিওয়ায়ে আহমদীয়ার মত নকশা করা এবং বাকী অংশ তেরটি সাদাকালো রেখায় বিভক্ত। এর তেরটি রেখা ইসলামের তের শতাব্দীর প্রতীকরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। মোহতরম মালেক আতাউর রহমান সাহেব এই পতাকার ডিজাইনার ছিলেন।

কেন্দ্রীয় ইজতেমায় যোগদান ও কিছু স্মৃতি

মুহাম্মদ জাহেদ আলী
সদর, মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, বাংলাদেশ

জীবনের প্রথম কেন্দ্রীয় ইজতেমায় আসা হয়েছিলো ১৯৯৬ অথবা ১৯৯৭ সালে। আমি তখন ক্লাস ওয়ানে বা টু'তে পড়ি। মাত্র লিখা শিখেছি। বাসায় বা স্কুলে স্লেট-চক দিয়ে লিখতাম এবং শুধুমাত্র স্কুলের পরীক্ষা পেন্সিল দিয়ে দিতাম। তখন বকশী বাজারে বাবার হাত ধরে ময়মনসিংহ মজলিস থেকে আমরা ২ ভাই ইজতেমায় অংশগ্রহণ করতে আসি। লিখিত পরীক্ষা হচ্ছিলো। আমি কলম দিয়ে খাতায় লিখার সুযোগ পাই। কিন্তু আমি তো প্রশ্ন পারি না বা তখনো বুঝার বয়স হয় নি। আমি সবার দেখাদেখি পরীক্ষা দিতে বসলাম এবং প্রশ্নটাই হুবুহু লিখে দিয়েছিলাম। প্রশ্নটি ছিলো ২ পাতার। আমি প্রশ্নটির প্রথম পাতাটি লিখে ক্লান্ত হয়ে যাই। তখন যিনি পরীক্ষার গার্ড ছিলেন, যদি ভুল না করি তিনি ছিলেন মিরপুর মজলিসের সানাউল হক রিংকি সাহেব। তাকে আমি ডাকি এবং বলি যে এক পাতা লিখেছি বাকিটুকু কি লিখতে হবে? তিনি আমার খাতাটি হাতে নিয়ে কিছু সময় দেখেন এবং বলেন, হ্যাঁ, অবশ্যই লিখতে হবে। অর্থাৎ তিনি আমাকে না পারার বিষয়টি একটুও বুঝতে দেন নাই। এই ঘটনাটি আমাকে অনেক বড় শিক্ষা দিয়েছে। কিভাবে একজন তিফলকে স্নেহ,

২৭ তম কেন্দ্রীয় বার্ষিক ইজতেমা ৯৮
মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, বাংলাদেশ
ইজতেমা স্মারক

২৯তম কেন্দ্রীয় বার্ষিক ইজতেমা '২০০০
মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, বাংলাদেশ
ইজতেমা স্মারক

ভালবাসা এবং তাকে গুরুত্ব প্রদান করতে হয় আমি এই ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছি।

জীবনে প্রথম ইজতেমায় একটি কাঁচের মগ পুরস্কার পেয়েছিলাম। আর এটি এতোটাই যত্ন করে রেখেছিলাম যে কখনো ব্যবহার করি নি নষ্ট হয়ে যাওয়ার ভয়ে। এমনটি ২০২০ সাল পর্যন্ত এটি আমার মায়ের কাছে সংরক্ষিত ছিল। ২০১০ সালে অক্টোবর মাসের জাতীয় ইজতেমায় লিখিত পরীক্ষা প্রথম পত্রে (নৈর্বিত্তিক) প্রথম স্থান অর্জন করার সুযোগ পাই, আলহামদুলিল্লাহ্। সদর মজলিসের হাত থেকে একটি পুরস্কার পাই যার আকার অনেক বড় ছিলো। এটিও জীবনের স্মরণীয় ঘটনা। আমি আমার ডাইরিতে লিখে রেখেছি।

আর ছোট বেলায় এটি আমার জন্য বিস্ময় এবং কৌতুহলের কারণ ছিলো যে, এতো সুন্দর আয়োজন কীভাবে করা হয়? কারা করে? কীভাবে এতো গোছানো থাকে সব কিছু? তবে সবসময়ই একটা ভয় কাজ করতো। কখনো খোদ্দাম অফিসের ধারে কাছেও যাই নি। ২০১১ সালে জাতীয় ইজতেমায় তৎকালিন মোহতামীম আতফাল জনাব বেলাল আহমদ তুষার সাহেবের অধীনে থেকে আতফালদের সকল তা'লীমি পরীক্ষার প্রশ্ন করা, খেলাধুলা প্রতিযোগিতা নেয়া, আতফাল সম্মেলন আয়োজন করা এবং সমাপনিতে পুরস্কার বিজয়ীদের নাম ঘোষণা করার সুযোগ হয়। এরপর একই বছর নভেম্বর মাসে মহান আল্লাহ্‌র অশেষ কৃপায় এই অধম মোহতামীম আতফালের দায়িত্ব পাই। সে বছর আতফালের কর্ম ক্যালেণ্ডার এবং সিলেবাস তৈরি এবং আতফালুল আহমদীয়ার সামগ্রিক কাজ খাকসারের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। আলহামদুলিল্লাহ্।

২০১৯ সালে জাতীয় ইজতেমার সেক্রেটারী হিসাবে সেবা লাভের সুযোগ পাই আর আমার সকল কৌতুহলেরও উত্তর পাই। বর্তমানে পুরো ইজতেমার তদারকি এবং সভাপতিত্ব করার সুযোগ আল্লাহ্ তা'লা খাকসারকে দিয়েছেন। আমার সেই ছোট বেলার বিস্ময়বোধের কারণেই হয়তো মহান আল্লাহ্ আমাকে এ পুরস্কার প্রদান করেছেন। আলহামদুলিল্লাহ! (সকল প্রসংশা আল্লাহ্‌র)।

মজলিস আতফালুল আহমদীয়া, বাংলাদেশ
১৩ তম আতফাল সম্মেলন ২০০১
সনদপত্র

"আহমদীয়া জামা'তের এবং দেশের সফলতা সরাসরি যুবকদের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক অবস্থার সাথে সম্পর্কযুক্ত।"

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.)
খোদ্দাম ইজতেমা, যুক্তরাজ্য, ৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৯

৭ ফেব্রুয়ারি ২০২১ নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রাণপ্রিয় খলীফার সাথে মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় আমেলার ভার্চুয়াল সভার পর মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের সাথে কেন্দ্রীয় আমেলার গ্রুপ ফটো।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধানের সাথে ভার্চুয়াল সভায় মিলিত হওয়ার সম্মান লাভ করলো মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, বাংলাদেশ

হুযূর আকদাসের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক সভায় মিলিত হলো মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া বাংলাদেশ-এর জাতীয় কার্যনির্বাহী পরিষদ (ন্যাশনাল মজলিস আমেলা)

৭ ফেব্রুয়ারি ২০২১ মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া (আহমদীয়া যুব-সংগঠন, ১৫-৪০ বছর বয়সী আহমদী তরুণ-যুবকদের অঙ্গ-সংগঠন) বাংলাদেশের ন্যাশনাল মজলিসে আমেলা (জাতীয় কার্যনির্বাহী পরিষদ)-এর সঙ্গে এক ভার্চুয়াল (অনলাইন) সভা করেন আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধান ও পঞ্চম খলীফাতুল মসীহ্ হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)।

হুযূর আকদাস টিলফোর্ডের ইসলামাবাদে তাঁর কার্যালয় থেকে এ সভার সভাপতিত্ব করেন, আর আমেলা প্রতিনিধিগণ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশের জাতীয় কার্যালয়, ঢাকার দারুত তবলীগ মসজিদ কমপ্লেক্স থেকে যোগদান করেন।

সভা চলাকালীন খোদ্দাম প্রতিনিধিগণ তাদের নিজ নিজ বিভাগীয় কার্যক্রমের রিপোর্ট এবং প্রস্তাবিত ভবিষ্যত পরিকল্পনাসমূহ উপস্থাপন করার সুযোগ লাভ করেন।

হুযূর আকদাস আহমদী মুসলিম তরুণ-যুবকদেরকে নৈতিক ও ধর্মীয় প্রশিক্ষণ বিষয়ক এবং মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার ক্রমাগত উন্নতি নিশ্চিতকারী বিভিন্ন দিক-নির্দেশনা প্রদান করেন।

হুযূর আকদাস জাতীয় বিভাগসমূহের প্রধানদেরকে উৎসাহিত করেন যে, তারা যেন মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া বাংলাদেশ-এর আঞ্চলিক ও স্থানীয় শাখাগুলোর কার্যক্রম বিশ্লেষণের জন্য এবং তাদের উন্নতির ক্ষেত্রে সহায়তার জন্য তাদের থেকে প্রাপ্ত রিপোর্ট সম্পর্কে অধ্যবসায়ের সঙ্গে নিয়মিত মতামত প্রদান করেন।

হুযূর আকদাস আহমদী মুসলিম যুবকদেরকে মানবতার সেবামূলক কার্যক্রম বৃদ্ধি করতে এবং ইসলামের শিক্ষার প্রতিফলনে জাতি, ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে অভাবগ্রস্তদেরকে সক্রিয়ভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করার নির্দেশনাও প্রদান করেন।

হুযূর আকদাস আরও বলেন যে, মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার ব্যবস্থাপনার উচিত হাসপাতাল এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর সঙ্গে যুক্ত হয়ে আহমদী তরুণদেরকে রক্তদানের ক্ষেত্রে নিবন্ধিত করা, যেন প্রয়োজনের সময়ে দেশের জনগণকে তারা সাহায্য করতে পারেন।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ বলেন: "আমাদের আহমদী মুসলিম যুবকদের রক্তদানের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র আমাদের নিজেদের সদস্যদেরকে সাহায্য করার জন্য নয়, বরং সমাজের অন্যান্য সকলের জন্যও এটি প্রদান করা উচিত এবং মানবতার সেবার জন্য আমাদের সদস্যদেরকে নিবন্ধিত করতে হাসপাতাল এবং ব্লাড ব্যাংকগুলোর সঙ্গে আপনাদের কাজ করা উচিত। জনগণের জানা উচিত যে, আহমদী মুসলমান তারাই, যারা সমগ্র মানবতার সেবায় এগিয়ে এসে থাকে।"

হুযূর আকদাস আরও বলেন যে, সুস্বাস্থ্য বজায় রাখার জন্য বিপুল সংখ্যক তরুণকে শরীর চর্চা এবং ব্যায়াম করতে উৎসাহিত করা উচিত। উমুরে-তোলাবা (ছাত্র-বিষয়ক) বিভাগের প্রধানের প্রতি হুযূর আকদাস বলেন যে, এই বিভাগের উচিত বিশ্ববিদ্যালয়ে সেমিনারের আয়োজন করা, যেখানে আহমদী মুসলিম এবং অন্যান্যদেরকে আমন্ত্রণ জানানো হবে, ধর্ম-নিরপেক্ষ বিষয়গুলো নিয়ে নতুন গবেষণা উপস্থাপনের জন্য। এর মাধ্যমে ধর্মীয় মত-পার্থক্যগুলো দূরে সরিয়ে রেখে উদ্ভাবনী ধারণাসমূহের আদান-প্রদান করা সম্ভবপর হবে।

কোভিড-১৯ বৈশ্বিক মহামারীর এই সময়টিতে আহমদী মুসলিম তরুণরা স্বেচ্ছাকর্মী হিসেবে বিভিন্ন হাসপাতালে গিয়ে সেগুলো পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে সহায়তা করাতে হুযূর আকদাস সন্তোষও প্রকাশ করেন।

THE WEEKLY AL HAKAM
www.alhakam.org

49th National Ijtema MKA Bangladesh

5th November 2021

Muhammad Golam Rabbi, Mohtamim Tahrik-e-Jadid, MKA Bangladesh

Majlis Khuddam-ul-Ahmadiyya Bangladesh held its 49th annual Ijtema on 20-22 October 2021 at Darut Tabligh Mosque Complex, Bakshibazar, Dhaka.

Due to the Covid-19 pandemic, only a limited number of Khuddam were allowed to attend this year's Ijtema. From 88 local majalis, 681 members attended the National Ijtema of whom 83 were waqifeen-e-nau and 17 were guests.

This year's Ijtema theme was "Brotherhood". We started working on this topic well before the Ijtema and banners were made on different verses of the Holy Quran, and sayings of the Promised Messiahas on brotherhood. On the second day of the Ijtema, a tarbiyati session was held on the topic of brotherhood followed by a question and answer session.

The highlight of the Ijtema were the academic competitions, single and group sports events, the wall magazine exhibition and career guideline programmes, etc. The representative of Amir Jamaat-e-Ahmadiyya Bangladesh was present during the opening and closing ceremonies.

On the evening of 22 October 2021, the Ijtema concluded with a prize distribution ceremony and silent prayer.

THE WEEKLY AL HAKAM
www.alhakam.org

48th National Khuddam Ijtema, Bangladesh

18th October 2019

Muhammad Golam Rabbi, Mohtamim Taleem, Majlis Khuddam-ul-Ahmadiyya, Bangladesh

The 48th National Ijtema 2019 of Majlis Khuddam-ul-Ahmadiyya, Bangladesh was successfully held from 4 to 6 October at Bakshibazar, Darul Tablig mosque Dhaka.

National Amir, Abdul Awwal Khan Sahib inaugurated the Ijtema with flag hoisting and silent prayers on Friday. Sadr Majlis Khuddam-ul-Ahmadiyya Bangladesh, Munadil Fahad Sahib was also present.

The Ijtema consisted of several educational and sporting events. Educational events included competitions such as recitation of the Holy Quran, Nazm (Urdu & Bengali), Azaan, written exams, quiz and Chinese whispers etc.

Several sporting events like football, volleyball, tug-of-war, and strong man competitions took place on the ground adjacent to the mosque.

This year's Ijtema had a special attraction, every Khadim or Tifl who read out the words of Salaat with translation and recited the Quran correctly before judges, received an instant prize.

A meeting was held on Saturday evening where National Motamid sahib presented an annual report. This year, the Ijtema theme was "serving religion".

Muavin Sadr, Muhammad Suleman Sahib delivered a speech on this topic. Several career guideline programs also took place. Chairman and CEO of PRANRFL Group, Ahsan Khan Chowdhury Sahib delivered a speech and presentation on career development.

This year, Majlis Khuddam-ul-Ahmadiyya, Chattrogram was awarded the Alam-e-Inami award as the best majlis.

Majlis Atfal-ul-Ahmadiyya Tarua awarded Alam-e-Inami.

The National Atfal Conference was held on Saturday evening, attended by a total of 450 Atfal. Sadr Sahib, Munadil Fahad was present at the Atfal conference along with Mohtamim Atfal.

The total attendance of the Ijtema was 1808, consisting of 1200 Khuddam and 608 Atfal from 78 Majalis. This is the highest ever attendance in the history of Majlis Khuddam-ul-Ahmadiyya Bangladesh.

On Friday evening, Sadr Khuddam-ul-Ahmadiyya concluded the Ijtema with the prize giving ceremony and silent prayers.

ইজতেমার গুরুত্ব এবং আহমদী যুবকের কাছে প্রত্যাশা

মওলানা আহমদ তারেক মুবাশ্বের

খোদ্দামুল আহমদীয়া, বাংলাদেশের পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে স্মরণিকা প্রকাশিত হচ্ছে জেনে খুশি হলাম। আল্লাহ্ আপনাদের সকল উদ্যোগ সফল করুন আর আপনারা তাঁর দরবারে গৃহীত হোন। আহ্বান পত্রিকার সম্পাদক জনাব মাহমুদ আহমদ সুমন সাহেবের উপর্যুপরি অনুরোধে প্রবাসে ইজতেমার অভিজ্ঞতা সম্পর্কে কিছু লেখার সাহস করছি। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো, ২০০৪ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বর আমি লন্ডনে আসি, হিথ্রো এয়ারপোর্ট থেকে মসজিদে ফযল হয়ে সন্ধ্যা নাগাদ ইসলামাবাদে পৌঁছে দেখি সেখানে বেশ জাঁকজমকের সাথে কোনো অনুষ্ঠান হচ্ছে। একটু পরে ফযল মসজিদের ইমাম মওলানা আতাউল মুজীব রাশেদ সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ হলে কুশল বিনিময়ের পর তিনি জানালেন এখানে খোদ্দামুল আহমদীয়া যুক্তরাজ্যের বার্ষিক ইজতেমা হচ্ছে আর এখানকার ঐতিহ্য অনুযায়ী আজ ইজতেমার দ্বিতীয় দিন প্রত্যেক রিজিওন নিজ নিজ তাঁবুর সামনে বারবিকিউ করছে আর সেসব রিজিওনের খোদ্দাম ও আতফাল সেখান থেকে খাচ্ছে। ইজতেমা গাহের ঠিক মধ্যখানে হুযূরের উপস্থিতিতে জামা'তের কেন্দ্রীয় কর্মকর্তাদের জন্য দাওয়াতের ব্যবস্থা করা হয়েছিল, যাতে বারবিকিউ ছাড়া অন্যান্য খাবারও ছিল।

যাহোক, আমিও সেদিন সেই দাওয়াতে যোগ দিতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করেছিলাম। এরপর বেশ কয়েক বছর এমন দাওয়াতে যোগ দেওয়ার সৌভাগ্য হয়েছে। কিন্তু যে বছর হুযূর (আই.)-এর পুত্র মির্যা ওয়াক্কাস আহমদ সাহেব সদর খোদ্দাম নির্বাচিত হন তার পরের বছর থেকে ইজতেমায় উপস্থিত সবাই হুযূরের সাথে দাওয়াতে যোগ দিতেন। এটি মিয়াঁ ওয়াক্কাস সাহেবের দূরদর্শীতার পরিচয় বহন করে। সম্প্রতি **'রিভিউ অফ রিলিজিয়ন্স'** সোশ্যাল মিডিয়া বিভাগ শ্রদ্ধেয় মিয়াঁ ওয়াক্কাস আহমদ সাহেবের বিভিন্ন সাক্ষাৎকার ইউটিউবে আপলোড করেছে যাতে তিনি খোদ্দামুল আহমদীয়ার প্রতি হুযূরের বিশেষ স্নেহ এবং তাদের কাছে হুযূরের প্রত্যাশা বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেছেন। তিনি বলেছেন, সদর নির্বাচিত হওয়ার পর তিনি তার আমেলাসহ হুযূরের সাথে সাক্ষাৎ করতে যান এবং সবার সাথে পরিচয় করিয়ে দেন, তখন হুযূর জিজ্ঞেস করেন তুমি এদের কি কারণে বা কোন্ যোগ্যতার মাপকাঠিতে আমেলায় নিয়েছ? তোমার রিজিওনাল ও স্থানীয় কায়েদদের সাথে ব্যক্তিগতভাবে পরিচয় আছে কিনা? কেননা ব্যক্তিগতভাবে পরিচয় না থাকলে বা কার কি যোগ্যতা ও নৈপুণ্য আছে তা জানা না থাকলে তুমি তাদেরকে দিয়ে কাজ করাতে পারবে না। সদর খোদ্দামের কাজ অফিসে বসে শুধু ফাইল চেক করা বা কাগজপত্রে স্বাক্ষর করা নয়। তোমাকে ফিল্ডে থাকতে হবে এবং সবাইকে নিয়ে একযোগে কাজ করতে হবে। তাই সদরের উচিত প্রত্যেক স্থানীয় কায়েদের সাথেও ব্যক্তিগত পরিচয় ও সম্পর্ক গড়ে তোলা।

এরপর হুযূর মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া যুক্তরাজ্যকে বলেছেন, আপনাদেরকে সমগ্র বিশ্বের খোদ্দামের জন্য আদর্শ হতে হবে। আপনারা এখানে যুগ-খলীফার সরাসরি তত্ত্বাবধানে কাজ করছেন তাই আপনাদের কাছ থেকে কোন প্রকার দুর্বলতা ও আলস্য কাম্য নয়। গোটা বিশ্ব আপনাদের দেখে শিখবে তাই সকল ক্ষেত্রে আপনাদের শতভাগ চেষ্টা, উদ্যম ও উদ্যোগ থাকা চাই। আল্লাহ্‌র কৃপায় এখানকার খোদ্দাম এবং তিফলরা হুযূরের প্রত্যাশা পূরণে সদা সচেষ্ট রয়েছে। তাঁর সত্যিকার অর্থেই খিলাফতকে ঢালরূপে গ্রহণে করেছে। আর যেভাবে রেলের বগি কোন প্রশ্ন না করে ইঞ্জিনের অনুসরণ করে ঠিক একইভাবে খোদ্দামুল আহমদীয়া যুক্তরাজ্য হুযূরের নির্দেশ শোনামাত্র কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়েন, তা সেটি রাবেতার কাজ হোক, করোনাকালীন মানবসেবা হোক, দরিদ্রদের মাঝে খাবার সরবরাহের কাজ হোক বা বিভিন্ন জাতীয় দিবসের পর রাস্তাঘাট পরিস্কার করার কাজই হোক না কেন। আর ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক কর্মকাণ্ডে তো তারাই জামাতের মূলশক্তি।

এখানে অর্থাৎ, পাশ্চাত্যে ইজতেমায় সকল শ্রেণি ও পেশার খাদেমরা যোগদান করেন। তিফলদেরকে তাদের অভিভাবকরা নিয়ে আসেন। যারা দূর-দূরান্তের মজলিস থেকে আসেন তারা ইজতেমা গাহে অথবা নিকটস্থ হোটেলে অবস্থান করেন। বাকীরা প্রতিদিন আসা যাওয়া করেন। মিয়াঁ ওয়াক্কাস সাহেবের সদর হওয়ার পূর্বে ইজতেমার উপস্থিতি যা হতো তিনি সদর হওয়ার পর দ্বিগুণ হয়ে যায় এবং আল্লাহ্‌র কৃপায় এবারও ইজতেমার উপস্থিতি ছিল প্রায় ছয় হাজার। মিয়াঁ সাহেব সদর হওয়ার পর যেসব খাদেম বা তিফল মজলিসের সাথে সক্রিয় ছিল না, তিনি তাদের সাথে বাড়ি বাড়ি গিয়ে দেখা করেছেন। তাদেরকে বিভিন্ন হোটেল-রেস্টুরেন্টে ডেকে তাদের সাথে হৃদ্যতাপূর্ণ পরিবেশে কথা বলেছেন আর এতে তারা অনুপ্রাণিত হয় এবং যুক্তরাজ্য খোদ্দামুল আহমদীয়ার চেহারা রাতারাতি পাল্টে যায়।

এছাড়া হুযূর আনোয়ার (আই.)-এরও বিশেষ স্নেহ বা অনুগ্রহ রয়েছে খোদ্দামুল আহমদীয়ার প্রতি। হুযূর যখন মসজিদে ফযলে থাকতেন তখনও প্রত্যেক ইজতেমার সময় তিনি তিনদিনের জন্য ইসলামাবাদে চলে আসতেন। এরপর যখন থেকে কান্ট্রি মার্কেটে বা কিংস্লেতে ইজতেমা হওয়া আরম্ভ হলো তখনও হুযূর তিনদিনের জন্য হাদীকাতুল মাহদীতে অর্থাৎ ইজতেমা গাহের কাছাকাছি গিয়ে থাকেন এবং প্রত্যেক বেলা ইজতেমা গাহে গিয়ে নামায পড়ান। এ কারণেও ইজতেমার উপস্থিতি অনেক বেড়ে যায়। এছাড়া আপনারা জানেন প্রতিবছর হুযূর যুক্তরাজ্য খোদ্দামের ইজতেমায় পুরস্কার বিতরণ করেন এবং সমাপনী ভাষণ প্রদান করেন। আপনার জানেন গত তিন বছর করোনা মহামারীর কারণে বিশ্ব একেবারে স্থবির হয়ে গিয়েছিল। ইসলামাবাদের মানুষের যাতায়াত ছিল খুবই সীমিত আর হুযূরতো একেবারেই ইসলামাবাদের বাইরে বের হতেন না কিন্তু করোনা কিছুটা শিথিল হতেই ইসলামাবাদের কাছে সীমিত পরিসরে খোদ্দামুল আহমদীয়ার বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় হুযূর সেখানেও গিয়েছেন আর ২০২১-এর খোদ্দামের ইজতেমায়ও হুযূর গিয়েছিলেন কিন্তু আনসার এবং লাজনার ইজতেমায় যান নি। কেননা, হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-এর যুগান্তকারী শ্লোগান অর্থাৎ, **"যুবকদের সংশোধন ব্যতিরেকে জাতিসমূহের সংশোধন সম্ভব নয়"** আর **"যুবকরাই জাতির মেরুদণ্ড"** এটি সর্বদা হুযূর দৃষ্টিপটে রাখেন আর খোদ্দামের তরবীয়তের কোন সুযোগই তিনি হাতছাড়া করেন না।

এবছর ৯, ১০ ও ১১ সেপ্টেম্বর, ২০২২ মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া যুক্তরাজ্যের বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং তারা সরাসরি হুযূরের নির্দেশনা ও তত্ত্বাবধানে হাদীকাতুল মাহদীর নিকটে কিংস্লেতে একটি ভাড়া করা জায়গায় ইজতেমা আয়োজন করেছে এবং ইজতেমার শেষদিন হুযূর (আই.) ইজতেমা গাহে উপস্থিত হয়ে তাদেরকে সম্বোধন করে বক্তব্য প্রদান করেছেন এবং এমটিএ তা সমগ্র বিশ্বে সম্প্রচার করছে। এতে হুযূর জামা'তের যুবসমাজের কাছে কি প্রত্যাশা রাখেন তা বিশদভাবে তুলে ধরেছেন, যা আমাদের প্রত্যেকের মনোযোগ দিয়ে শোনা এবং এর ওপর আমল করার চেষ্টা করা উচিত।

খাকসারের যুক্তরাজ্য, জার্মানি এবং কানাডার ইজতেমায় যোগদানের সুযোগ হয়েছে। আমি পাশ্চাত্যের আহমদী যুব সমাজকে দেখে অভিভূত ও অনুপ্রাণিত হই আর আমি বিশ্বাস করি যে, জামা'ত বা সংগঠনে এমন ত্যাগী যুবকরা রয়েছে সেই জামা'তের উন্নতি কেউই আটকাতে পারবে না। উদাহরণস্বরূপ অতি সম্প্রতি আপনারা এমটিএ-এর পর্দায় দেখেছেন যে, হুযূরের সাথে জার্মানির খোদ্দামুল আহমদীয়ার ভার্চুয়াল মোলাকাত ছিল। সেখানে সহস্রাধিক খোদ্দাম উপস্থিত ছিলেন আর হঠাৎ করে বৃষ্টি নামে কিন্তু একজনও বৃষ্টির মধ্যে উঠে যায় নি। এখানে ইউরোপে বৃষ্টির পানি বেশ ঠাণ্ডা হয় এবং মনে হয় যেন শরীরের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে, কিন্তু তারপরও একজন খাদেমও সেখান থেকে নড়েন নি। এটা হুযূরের সরাসরি তরবীয়তের ফসল এবং বিষয়টি হুযূরকেও বেশ আপ্লুত করেছে। পরেরদিন তিফলদের ক্লাসে তিনি তা উল্লেখও করেছেন।

এখানে আমি প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করতে চাই যে, গত ২৬ অক্টোবর, ২০১৯ তারিখে মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, জার্মানির সাবেক সদর জনাব হাসানাত আহমদ সাহেবের বিদায়ী অনুষ্ঠানে প্রদত্ত বক্তব্যে হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন–

"আল্লাহ্ তা'লার অপার কৃপায় খোদ্দামুল আহমদীয়ার সদস্যরা বিশ্বের সকল দেশেই খুব ভালো কাজ করছেন। বিদায়ী সদর সাহেবকে আমি শুধু একথাই বলবো, এখন তার ওপর

জামা'তেরও বিভিন্ন দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে– সেসব জামা'তী দায়িত্বের কারণে তার মধ্যে পূর্বে একজন খাদেম হিসেবে সেবার যে আগ্রহ ও উদ্দীপনা ছিল তা নষ্ট হয়ে যাওয়া উচিত নয়। এমনটি মনে করবেন না যে, আমি এখন বিভিন্ন পদ পেয়ে গেছি আর এসব পদের কারণে আমার মর্যাদা অনেক বেড়ে গেছে। বরং প্রত্যেক কর্মকর্তার এটি মনে করে উচিত, মহানবী (সা.) বলেছেন, 'সাইয়্যেদুল কওমে খাদেমুহুম' অর্থাৎ, জাতির নেতা মূলত তাদের সেবক হয়ে থাকেন। এই মানসিকতা বা চেতনা যদি আমাদের কর্মকর্তাদের মাঝে সৃষ্টি হয়ে যায় তাহলে একটি বিপ্লব সৃষ্টি হতে পারে। আপনারা বিভিন্ন কবিতা পাঠ করেন, জ্বালাময়ী বক্তৃতাও প্রদান করেন। বড় বড় প্রতিশ্রুতিও দেন আর তারানাও পড়েন; কিন্তু বাস্তবে এগুলো তখনই ফলপ্রসূ হবে যখন আপনাদের চিন্তা-চেতনা সেই কথার সমর্থন যোগাবে। আপনাদের কর্ম সেই বক্তব্যের সমর্থন যোগাবে। কাজেই, নতুন সদর সাহেবকেও একথা খেয়াল রাখতে হবে আর প্রত্যেক কর্মকর্তাকে। মোটকথা আমীর থেকে আরম্ভ করে স্থানীয় পর্যায় পর্যন্ত প্রত্যেককে স্মরণ রাখতে হবে, আল্লাহ্ তা'লার কৃপা বলেই তিনি তাকে সেবার তৌফিক দিয়েছেন। বস্তুতঃ এটি কারও কোনো হক বা অধিকার নয়। কাজেই, এই কৃপাকে সর্বদা স্মরণ রাখবেন।"

হুযূর (আই.) আরও বলেন, "কায়েদরাও এখানে উপবিষ্ট আছেন– তাই খোদ্দামুল আহমদীয়ার বরাতে একথাও তাদেরকেও বলে দিচ্ছি যে, খোদ্দামুল আহমদীয়ার অনেক বড় একটি কাজ হলো, আহমদীয়া খিলাফতের সুরক্ষা নিশ্চিত করা আর এজন্য তারা অঙ্গীকারও করেন। আর খিলাফতের হিফাযত বা সুরক্ষা বলতে শুধুমাত্র উমুমীর ডিউটি দেওয়া বা হিফাযতে খাস-এ ডিউটি দেওয়াই নয়। এই কাজ তো অন্যরাও করতে পারে। সত্যিকার হিফাযত হলো, যুগ খলীফার বাণী বা কথা প্রচার করা, এর ওপর আমল বা অনুশীলন করা আর এর ওপর অনুশীলন করানো এবং নবপ্রজন্মের তত্ত্বাবধান করা। কেবলমাত্র মুখে মুখে এই দাবি করা যে, আমরা ডানেও লড়বো, বামেও লড়বো আর অগ্রে-পশ্চাতেও লড়বো। আসলে এটি লড়াই করার বিষয় নয়। বর্তমান সময়ের লড়াই বা সমসাময়িক জিহাদ হলো, খলীফার নির্দেশের ওপর আমল করা আর এটিই মূল কাজ যা খোদ্দামুল আহমদীয়াকে করতে হবে। এটি প্রত্যেক কায়েদ, যয়ীম, নাযেম, মোহতামীম এবং সদর সাহেবের কাজ। অতএব এ বিষয়টি সদা মনে রাখবেন, যেসব কথা বলা হয় বা যেসব নির্দেশনা দেওয়া হয়– আপনারা আমার বিভিন্ন খুতবাও শোনেন, বক্তব্যও শোনেন– এর ওপর আমল করুন আর এগুলোর ওপর আমল করান। আর এক্ষেত্রে নিজেদের ব্যবহারিক আদর্শ উপস্থাপন করলে অন্যরাও এর ওপর আমল করার চেষ্টা করবে।"

হুযূর (আই.) আরও বলেন, "খিলাফত ব্যবস্থাপনার সুরক্ষার দায়িত্ব যেহেতু বিশেষভাবে খোদ্দামুল আহমদীয়ার স্কন্ধে ন্যস্ত তাই সুরক্ষা বিধানের জন্য আবশ্যক হলো, নিজেদের যুবকদের মাঝে এবং নিজ সন্তানদের মাঝে এই চেতনা সৃষ্টি করা যে, তোমাদেরকে যুগ খলীফার কথা শুনতে হবে এবং এর ওপর আমল করতে হবে। আর এমন কাজই আপনাকে খিলাফতের সুরক্ষার যোগ্য করে গড়ে তুলবে, এছাড়া বাকি সবকিছুই বুলিসর্বস্ব। অতএব আমি দোয়া করি, আল্লাহ্ তা'লা আপনাদেরকে সত্যিকার অর্থেই খিলাফতের সুরক্ষা বিধানের তৌফিক দান করুন আর আপনারা যুগ খলীফার সত্যিকার সাহায্যকারীদের দলভুক্ত হোন। যুগ খলীফার সুলতানে নাসীর বা সাহায্যকারী হাত হয়ে যান। আর আহমদীয়া খিলাফতরূপী যে প্রতিষ্ঠানটি রয়েছে– সত্যিকার অর্থেই এর সুরক্ষকারী হোন। আর যেমনটি আমি বলেছি, যুগ খলীফার আহ্বানে সাড়া দিয়ে এর ওপর আমল করুন আর আমল করানোর সর্বাত্মক চেষ্টা করুন আর তা প্রচার করুন– তবেই এটি সম্ভব। আল্লাহ্ তা'লা আপনাদেরকে এর তৌফিক দান করুন, আমীন।"

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) যখন ইজতেমার প্রবর্তন করেন তখন অনেকেই বলেছিলেন, ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মধ্যে আবার খেলাধূলাকে অন্তর্ভুক্ত করা কেন? হুযূরের দূরদর্শিতার মান এরূপ উন্নত ছিল যে, তিনি জানতেন জামাতের সকল শ্রেণী ও পেশার মানুষের শখ ও আগ্রহ এক নয় তাই তিনি বলেন, যারা একাডেমিক প্রতিযোগিতায় অংশ নিবে না তারা যদি নিদেনপক্ষে ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্দেশ্যেও এখানে এসে দিনদিন অবস্থান করে এবং নামায, দরস ইত্যাদিতে অংশ নেয় তাহলে এই তিনদিনেই তাদের মাঝে একটি বিশাল পরিবর্তন আসতে পারে আর বাহ্যত আমরা অনেকেই একথার সাক্ষী যে, **জামা'তের জলসা এবং ইজতেমা কীভাবে মানুষের জীবন পাল্টে দিয়েছে, দেয় এবং দিচ্ছে।**

এখানে আরেকটি কথা না বললেই নয়, কয়েকদিন আগেই আমরা পূর্ব লন্ডনে একটি অনুষ্ঠানে গিয়েছিলাম, সেখানে একটি নিষ্ক্রিয় বাঙ্গালী আহমদী পরিবারের মা তার দুই ছেলেকে নিয়ে এসেছিলেন, সেখানকার মুরব্বী যওয়ার সাহেবকে অনুরোধ করা হলে তিনি স্বয়ং এই দুই ছেলেকে ট্রেনে করে ইজতেমায় নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করবেন বলে ওয়াদা করেন। আমাদের দেশেও যারা জামা'তের ওয়াকেফে যিন্দেগী হিসেবে বিভিন্ন জামা'তে দায়িত্ব পালন করছেন আপনারাও এমন উদ্যোগ নিতে পারেন।

এখানে প্রসঙ্গক্রমে আরেকটি বিষয় বলে দিচ্ছি, হুযূর আনোয়ার (আই.)-এর নির্দেশে ইউকেতে তবশীর অফিস থেকে সার্কুলার জারি করা হয়েছে যে, জামা'তের কর্মকর্তা, কর্মচারীরা বয়স অনুপাতে যে যে সংগঠনের সদস্য– তাদের ইজতেমা হলে তাতে তারা যোগদান করবেন, এজন্য তাকে ছুটি নিতে হবে না বা

ইজতেমার দিনগুলো ছুটি বলেও গণ্য হবে না। হুযূর (আই.) ইজতেমাকে কতটা গুরুত্ব প্রদান করেন তা এথেকে অনুমেয়।

পাশ্চাত্যের দেশগুলোতে জামা'তের এবং অঙ্গসংগঠনের অনুষ্ঠানাদিতে মোটামুটি সবাই যোগদান করেন। আজকে যারা যুক্তরাজ্য জামা'তের বড় বড় পদে অধিষ্ঠিত এবং রাষ্ট্রেরও গুরুদায়িত্বে নিয়োজিত আমরা তাদেরকে নিয়মিত ইজতেমা এবং জলসায় যোগদান করতে দেখেছি। এখানকার ইজতেমায় হয়তো আমাদের দেশের অনেকেই আসেন নি কিন্তু যারা জলসায় এসেছেন তারা আমার কথার সাক্ষী দিতে পারবেন। আমি যুক্তরাজ্য সরকারের একজন দায়িত্বশীল মন্ত্রীর কথা বলতে পারি অর্থাৎ, তারেক আহমদ বিটি সাহেব খোদ্দামুল আহমদীয়া যুক্তরাজ্যের নায়েব সদর ছিলেন এবং ইজতেমার সময় আমি গভীর রাতে তাকে ইসলামাবাদের রাস্তা পরিস্কার করতে দেখেছি, কারণ সকাল বেলা ঐ রাস্তা দিয়েই হুযূর ফজরের নামাযে আসবেন।

আমাদের দেশে যারা একটু অর্থবিত্তের মালিক বা শিক্ষিত মানুষ তারা ইজতেমা বা তরবীয়তি ক্লাসে তাদের সন্তানদের পাঠাতে গড়িমসি করেন, কারণ মসজিদে থাকা-খাওয়ার এবং টয়লেট ইত্যাদির সুব্যবস্থা নাই। অথবা অনেকেই বলেন, আমার সন্তান ডাক্তারী বা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছে তার এখন পড়াশোনা নিয়ে অনেক ব্যস্ততা। বা এধরনের আরও অনেক অজুহাত দেখান। পরিশেষে দেখা যায় ঐ সন্তানরা বড় হয়ে আর জামা'তে আসে না। বরং যারা ছোট বয়স থেকেই মসজিদ এবং জামা'তের অনুষ্ঠানাদির সাথে যুক্ত থাকে তারাই বড় হয়ে জামা'তের নেতৃত্বের হাল ধরেন। অপরদিকে ঐসব পিতামাতা যারা সময়ের সদ্ব্যবহার না করে একসময় সন্তানদের জামা'ত থেকে দূরে রাখতে চেয়েছেন তখন তারা আক্ষেপ করেন এবং জামা'তের দ্বারস্থ হন যে, আমার সন্তানকে একটু জামাতে আনার ব্যবস্থা করুন। এখানে অর্থাৎ পাশ্চাত্যের আহমদী সমাজে আমরা এমনটা দেখি না। বড় বড় মানুষ, শিক্ষিত, বড় চাকরীজীবী, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, কনসালটেন্ট এবং অন্যান্য পেশার লোকেরা আগে থেকেই ছুটি নিয়ে জামা'তের এসব অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। নিজেদের সন্তানদের নিয়ে যান এবং অনেক ছোটখাটো কাজ তারা খোদার সন্তুষ্টির খাতিরে এবং ধর্মসেবার প্রেরণা নিয়ে করে থাকেন। এবছর যুক্তরাজ্য জলসায় হুযূরের প্রদত্ত জুমুআর খুতবায়ও আপনারা শুনেছেন যে, আগের সপ্তাহে হুযূর ওয়াকারে আমলের কথা বললে পরের রোববার এত মানুষ ওয়াকারে আমলের জন্য জড়ো হন যে, খাবার শর্ট পড়ে যায়।

৩০ অক্টোবর, ১৯৫২ সালে খোদ্দামুল আহমদীয়ার ১২তম বার্ষিক ইজতেমায় প্রদত্ত ভাষণে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, **"খোদ্দামুল আহমদীয়া সংগঠন প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যই ছিলো, কোন সময় যদি কুরবানির প্রয়োজন পড়ে তাহলে একশ'র মধ্যে নিরানব্বইজন নয় বরং একশ'তে একশ' জনই যেন এই কুরবানির মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হয়। এই চেতনা যদি তোমাদের মাঝে গড়ে উঠে তাহলে বিশ্বের কোনো জাতিই তোমাদের ওপর অত্যাচার করতে পারবে না। বিশ্বের কোনো শক্তিই তোমাদের পথে প্রতিবন্ধক হতে পারবে না। ... মনে রাখবে তোমরা কেবল বিশ্বের একটি দেশেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, তোমাদেরকে সমগ্র বিশ্বে পতাকা উড্ডীন করতে হবে আর বিশ্বে এখনো এমন দেশ আছে যেখানে ধর্মের নামে যুলুম করা হয়। যেখানে তরবারির জোরে ধর্মবিশ্বাস পরিবর্তনের চেষ্টা করা হয়। তাই তোমাদের জন্য অপরিহার্য হলো, তোমরা এমনসব দেশের অবস্থার জন্যও নিজেদের প্রস্তুত রাখো যাতে সময় আসলে পরে আবার তোমরা দুর্বলতা প্রদর্শন না করে বসো।"**

পুনরায় হুযূর (রা.) বলেন, **"খোদা তা'লা তোমাদের সাবধান করে দিয়েছেন, এখন তোমরা নিজেদের হৃদয়কে মজবুত করো এবং অনাগত বিভিন্ন বিপদের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করো। সেই প্রস্তুতি এভাবে হতে পারে যে, তোমরা নিজেদের সময়কে সঠিকভাবে ব্যয় করো, বেশি বেশি তবলীগ করো, বেশি বেশি সৃষ্টির সেবা করো। সৃষ্টিসেবায় তোমাদের কাজ এখনো উল্লেখযোগ্য নয়। ভূমিকম্প এবং এধরনের অন্যান্য বিপদাপদ বা দুর্যোগের সময় অথবা জলসা ও মিছিল ইত্যাদির সময় বয় স্কাউটস অথবা রেড ক্রস এর মতো দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা আবশ্যক। তবে প্রকৃতপক্ষে তাদের চেয়ে শতগুণ বেশি উন্নত দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা উচিত। এটি স্পষ্টভাবে জেনে রাখুন, সৃষ্টির সেবা বলতে আমার উদ্দেশ্য শুধুমাত্র আহমদী বা মুসলমানদের সেবাই নয় ধর্ম-বর্ণের উর্ধ্বে উঠে খোদার সমগ্র সৃষ্টির সেবা বুঝাতে চাচ্ছি। এমনকি শত্রুও যদি বিপদে পড়ে তাহলে তারও সেবা করো। এটিই হলো সৃষ্টিসেবার সত্যিকার প্রেরণা।"**

তিনি (রা.) আরও বলেন, **"স্বয়ং নিজেকে এমন এক স্থানে দাঁড় করাও যার পর দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে, তুমি কখনোই ভীরুতা বা কাপুরুষতা প্রদর্শন করবে না। এ লক্ষ্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করো, তবে তা ইসলামী রীতি অনুসারে হওয়া আবশ্যক। এমন প্রস্তুতি গ্রহণ করার জন্য পৃথিবীতে দু'টিই পন্থা রয়েছে, প্রথমতঃ শরীর বা দেহকে মজবুত করো। এর দৃষ্টান্ত নেপোলিয়ান, হিটলার, চেঙ্গিস খান এবং তৈমুর এর কাছ থেকে পাওয়া যেতে পারে। আরেকটি প্রস্তুতি হলো, রূহ বা আত্মার মজবুতি, আর এটি পবিত্রতার মাধ্যমে অর্জিত হয়ে থাকে। এর সবচেয়ে উজ্জ্বল এবং উন্নতমানের দৃষ্টান্ত বিশ্ববাসী মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর পবিত্র সত্তায় অবলোকন করেছে। অতএব তোমরা হিটলার, নেপোলিয়ান অথবা চেঙ্গিস খান এবং তৈমুরের পরিবর্তে মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সর্বোত্তম আদর্শকে দৃষ্টিপটে রেখে প্রস্তুতি গ্রহণ করো। কিন্তু এই আদর্শ পার্থিব আনন্দের চেয়ে শত শত এবং হাজার হাজার গুণ উন্নত বরং এতটাই উন্নত যে, এ সম্পর্কে**

আজও ফিরিশ্‌তারা মারহাবা বলছে। (লাহোর থেকে প্রকাশিত আল্ ফযল, ১ নভেম্বর, ১৯৫২)

এবার আমি ইজতেমা ও জলসা তথা ধর্মীয় সভা-সমাবেশে যোগদানের গুরুত্ব ও ফযিলত সম্পর্কে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর বিভিন্ন খুতবা ও বক্তব্যের আলোকে কিছু নীতিগত কথা বলতে চাই। মানুষ আল্লাহ্ তা'লার এমন এক সৃষ্টি যারা সামাজিক জীবন ছাড়া থাকতে পারে না। কেবলমাত্র একটি দল, একটি গোষ্ঠী বা পরিবার গঠন এবং তাদের পরিচয় লাভই সামাজিক জীবনের মূল লক্ষ্য নয়। এজাতীয় দলবদ্ধতা তো অন্যান্য প্রাণীর মাঝেও পরিলক্ষিত হয়। একতাবদ্ধ, জোটবদ্ধ হয়ে থাকলে অন্যান্য প্রাণীর কবল থেকে নিরাপদ থাকার চেতনা তাদের মাঝেও বিরাজমান। সন্তান-সন্ততি এবং দুর্বলদের সুরক্ষার জন্য কোন কোন প্রাণী বেশ পরিকল্পনা মাফিক জীবন যাপন করে। কাজেই, একজন আহমদী মুসলমান যেহেতু জাগতিকতার পাশাপাশি আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রেও কল্যাণ লাভ করার চেষ্টা করে। তাই তাকে সেই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অর্জন এবং তা প্রদর্শনের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হবে। এছাড়া মজলিস বা সমাজও বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। কতক জাগতিক লক্ষ্যে গঠিত আবার কোন কোনটি ধর্মীয় উদ্দেশ্যে, কিন্তু একজন মু'মিনের ক্ষেত্রে জাগতিক সমাজও যদি সে আল্লাহ্ তা'লার ভালোবাসা, তাঁর ভয়-ভীতি এবং তাক্বওয়ার ওপরে প্রতিষ্ঠিত থেকে প্রতিষ্ঠা করে তবে তা আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের কারণ হতে পারে।

ইজতেমা এবং জলসায় যেহেতু বিভিন্ন শ্রেণি, সমাজ ও পেশার মানুষ একত্রিত হয় তাই সেখানে আমরা পরস্পরের সাথে ভাবের আদান-প্রদান করতে পারি। পরস্পরের সুখ-দুঃখ ভাগাভাগি করতে পারি আর পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করতে পারি। আর আল্লাহ্‌র রসূল (সা.) যেহেতু বলেছেন, মু'মিনরা পরস্পর আয়না সদৃশ, তাই আমরা এসব জমায়েতে পরস্পরকে দেখে শিখতেও পারি। একজন খোদাপ্রেমী ও ইবাদতকারী মু'মিনকে দেখে আমরা নিজেদের দুর্বলতা চিহ্নিত করে তা দূর করার আপ্রাণ চেষ্টাও করতে পারি। অনেকে আবার এসব পবিত্র লক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েও নিজেদের বদভ্যাসের কারণে সমমনা লোকদের সাথে গল্পের আসর বসায় এবং কুৎসা বা পরচর্চা করতে আরম্ভ করে। কাজেই, নিজেদের অঙ্গসংগঠনের মাঝে কোথাও কপটতা বা পরচর্চা লক্ষ্য করলে সেখানে অবশ্যই দায়িত্বশীলদের হস্তক্ষেপ করা উচিত, যাতে আমাদের ইজতেমা বা সভার উদ্দেশ্য বিঘ্নিত না হয়। ধর্মের বিষয়ে কখনো আত্ম-সম্মানহীনতা প্রদর্শন করা শোভনীয় নয়। এমন আলোচনা শুনলে বাধা দাও, আর বাধা দেওয়ার সাহস না থাকলে ঘৃণাভরে সেই স্থান ত্যাগ করো। পবিত্র কুরআন হাদীসেও এই নীতিই বর্ণিত হয়েছে যে, অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে সেই স্থান ত্যাগ করাই তোমার ধর্মীয় আত্মাভিমানের পরিচায়ক।

হযরত যারগামা (রা.) বর্ণনা করেন, **"আমার পিতা তাঁর পিতার বরাতে বর্ণনা করেন, তিনি মহানবী (সা.)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনি আমাকে কিছু উপদেশ দিন। তিনি (সা.) বলেন, খোদাভীতি অবলম্বন করো আর তুমি কোনো বৈঠকে গিয়ে নিজের রুচিসম্মত আলোচনা করতে দেখলে সেখান অবস্থান করো। তারা যদি তোমার অপছন্দনীয় কোনো কথাবার্তায় লিপ্ত হয় তাহলে সেই সমাজ পরিত্যাগ করো।"** (মুসনাদ আহমদ আউয়াল মুসনাদুল কাওফায়াইন হাদিসি হারমালাতুল আম্বারী)

মানবতার প্রতি যদি সহানুভূতি থেকে থাকে তাহলে যাদের বদভ্যাস আছে তাদেরকে এসব বিষয় থেকে দূরে রাখার জন্য অবশ্যই স্বাস্থ্যসম্মত খেলাধুলার সাথে সম্পৃক্ত করা উচিত। কোন্ ধরনের সমাবেশে আমাদের বসা উচিত আর এর কি কি অধিকার রয়েছে এবং কি কি শিষ্টাচার রয়েছে– এ সম্পর্কে মহানবী (সা.) আমাদেরকে দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। একটি বর্ণনায় এসেছে **"মহানবী (সা.) বলেন, মজলিস বা সভা তিন প্রকার। সম্প্রীতিময়, গণিমত তথা বাড়তি লাভজনক এবং ধ্বংসাত্মক সভা।"** (মুসনাদ আহমদ বাকী মুসনাদুল মুকাস্যিরীন মুসনাদ আবী সাঈদী খুদরী)

যেমনটি পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, এমন সব সভা-সমাবেশ থেকে সর্বদা বিরত থাকা উচিত যেগুলো ধর্ম থেকে মানুষকে দূরে নিয়ে যায়, যেগুলো নিছক ক্রীড়া কৌতুকে লিপ্তকারী। যেসব সভা মানুষকে আল্লাহ্ থেকে দূরে নিয়ে যায় সেগুলো শুধু খোদা থেকে দূরেই নিয়ে যায় না বরং কখনো কখনো সম্পূর্ণরূপে, মাঝে মাঝে নিশ্চিতভাবে মানুষের সর্বনাশ ডেকে আনে। কাজেই, এমন সমাবেশের সন্ধানে থাকা উচিত যেখানে শান্তি, সম্প্রীতি এবং নিরাপত্তাপূর্ণ পরিবেশ বিরাজমান। আর এদিক থেকে নিঃসন্দেহে আমাদের ইজতেমার কোন বিকল্প নেই। এতে আমরা ধর্মীয় জ্ঞানের চর্চা করার পাশাপাশি স্বাস্থসম্মত খেলাধুলায়ও অংশ নিতে পারি।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন। জনৈক ব্যক্তি মহানবী (সা.)-কে জিজ্ঞেস করেন, কেমন মানুষের সভায় আমরা যোগদান করবো? এর উত্তরে তিনি (সা.) বলেন, **"মান যাক্কারাকুমুল্লাহা রু'য়াতুহু ওয়া যাদা ফী ইলমিকুম মানত্বিকুহু ওয়া যাক্কারা কুম বিল আখিরাতি আমালাহু"** অর্থাৎ, সেই ব্যক্তিবর্গের সভায় যোগদান করো যাদেরকে দেখে তোমাদের খোদা তা'লার কথা স্মরণ হয় আর যাদের আলাপ আলোচনায় তোমাদের জ্ঞান বৃদ্ধি পায় এবং যাদের কর্মকাণ্ড তোমাদেরকে আখিরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

কাজেই, এজাতীয় সভা-সমাবেশ থেকেই মানুষ আত্মিক প্রশান্তি লাভ করতে পারে যেখানে এমন ব্যক্তিদের সমাবেশ ঘটে, যেখানে খোদা তা'লাকে অধিকহারে স্মরণ করা হয়। ঐশী ধর্মের শ্রেষ্ঠত্বের

বর্ণনা করা হয়। এমন সব সমস্যা ও তা নিরসনের লক্ষ্যে যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপন করা হয় যার ফলে মানুষের নিজের ধর্মীয় জ্ঞান বৃদ্ধি পায় এবং দা'ওয়াতে ইলাল্লাহ্‌র (বা আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বান জানানোর) জন্য তথ্য-উপাত্ত সরবরাহ করা হয়। পবিত্র কুরআনের তত্ত্বজ্ঞানও অর্জন করা যায় আর এমন সব আলোচনা করা হয় যার ফলে পার্থিব ক্রীড়াকৌতুক এবং জাঁকজমকই দৃষ্টিতে থাকে না বরং এই পৃথিবী ছেড়ে বিদায়ের কথাও মানুষের মাথায় আসে। তাই আমল বা কাজ এমন হওয়া উচিত যা আল্লাহ্ তা'লার পছন্দনীয়।

আবু হুরাইরা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত আরেকটি হাদীসে মহানবী (সা.) বলেন, **আল্লাহ্‌র কিতাব পাঠ করার উদ্দেশ্যে এবং পরস্পর পাঠচক্রের জন্য মসজিদে যখন কোনো আসর বসে তখন তাঁদের প্রতি প্রশান্তি অবতীর্ণ হয়। খোদা তা'লার রহমত (বা দয়া) তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রাখে আর ফিরিশ্‌তারা তাঁদের সঙ্গী হন।** (সুনান তিরমিযী)

অতএব এমন কিছু মহতী সমাবেশ রয়েছে যেগুলো শান্তিপ্রিয় সমাবেশ; তন্মধ্যে সাধারণ ঘরোয়া সভা, ইজতেমা এবং জলসাও হতে পারে। আহমদীয়া জামা'ত সৌভাগ্যবান কারণ এখানে এক হাতে একত্রিত হওয়ার কল্যাণে আহমদীরা প্রায়ই এজাতীয় সুযোগ লাভ করতে পারে। ইনশাআল্লাহ্ খোদ্দামুল আহমদীয়া বাংলাদেশের ৫০তম জাতীয় ইজতেমাও আসন্ন। এখান থেকেও সংশ্লিষ্ট সবার ষোলো আনা কল্যাণ লাভের চেষ্টা করা উচিত যেন সব দিক থেকে আমাদের প্রতি ঐশী অনুগ্রহ ও কৃপাবারি বর্ষণ হয়।

মানুষ অর্থ ব্যয় করে, দূরদূরান্ত থেকে সফর করে ইজতেমায় যোগদানের সুযোগ লাভ করে অথচ এখান থেকে কল্যাণ লাভের পরিবর্তে অনেকে অনর্থক গল্পের আসর বসিয়ে বা হাসিঠাট্টা ও গল্পগুজব করে চলে যায়। কাজেই, যারাই ইজতেমায় আসবেন তারা এই নিয়্যতে আসবেন যে, আমরা এই দিনগুলোতে আমাদের ঠোঁট আল্লাহ্‌র স্মরণে সর্বদা সিক্ত করে রাখব। আর এখান থেকে খোদার ভালোবাসা ও নৈকট্যপ্রাপ্ত হয়ে বাড়ি ফিরবো।

এ সম্পর্কে একটি হাদীসে মহানবী (সা.) বলেছেন, **যখন কয়েকজন মানুষ সমবেত হয় আর আল্লাহ্ তা'লার স্মরণ না করেই সেখান থেকে পৃথক হয়ে যায় তবে তাদের অবস্থা অবশ্যই এমন যেন তারা মৃত গাধার কাছ থেকে ফেরত আসছে আর তাদের এই সম্মেলন তাদের জন্য পরিতাপের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।** (আবু দাউদ কিতাবুল আদব)

অতএব, ধর্মীয় উদ্দেশ্যে আয়োজিত সভা-সমাবেশ থেকে কল্যাণমণ্ডিত না হয়ে, উপকৃত না হয়ে নিজেদের আলাদা আসর জমানোর কারণে তাদের অবস্থা এমন যে, তারা এসব ধর্মীয় সম্মেলন যেখানে আল্লাহ্ ও তাঁর প্রিয় রসূল (সা.)-এর স্মরণ করা হয় এগুলো থেকে কল্যাণমণ্ডিত হবার পরিবর্তে উল্টো মৃতের পূতিগন্ধ নিয়ে বাড়ি ফিরে যায়। অর্থাৎ, কল্যাণের পরিবর্তে অকল্যাণ কামাই করে ফিরে যায়। আল্লাহ্ তা'লা প্রত্যেক আহমদী সন্তানকে এগুলো থেকে রক্ষা করুন।

এছাড়া জলসা ও ইজতেমা আমাদের জন্য নতুন বন্ধুত্ব গড়ার একটা উপলক্ষ্য এনে দেয়। যারা সৎ ও ভালো মানুষ তারা ভালো বন্ধু খুঁজে পায়। আর আমাদের সবার প্রত্যাশা যে, আহমদীরা সবাই সৎ ও ভালো মানুষ। যদি বাইরে থেকে কোন দুর্বল আহমদীও এসে যায় তাহলে তিনি ইজতেমা গাহে উপস্থিত অন্যান্য মু'মিন আহমদীকে দেখে নিজের মাঝে একটি পবিত্র পরিবর্তন সৃষ্টি করতে পারবে। হযরত আবু মূসা আশ'আরী (রা.) বর্ণনা করেন, **মহানবী (সা.) বলেছেন, সৎসঙ্গী ও অসৎসঙ্গীর উপমা সেই দু'জনের ন্যায় যাদের একজন কস্তুরী সংগ্রহ করে আর দ্বিতীয়জন যে চুল্লিতে আগুন জ্বালায় তার মত। কস্তুরী সংগ্রহকারী তোমাকে বিনামূল্যে সুগন্ধ দিবে অথবা তুমি তার কাছে তা কিনে নিবে নয়তো কমপক্ষে এর সৌরভ গ্রহণ করবে অপরদিকে যে আগুনের ভাটায় আগুন জ্বালায় সে হয় তোমার কাপড় পুড়িয়ে দিবে নয়তো এর দুর্গন্ধ তোমাকে অতিষ্ঠ করে ছাড়বে।** (সহীহ্ মুসলিম কিতাবুল বির্‌রী ওয়াস সিলাতি বাব ইসতিহবাবু মাজালিসাতিস সোয়ালিহীন)

সভা বা ইজতেমা সংক্রান্ত প্রাসঙ্গিক আরেকটি বিষয় হলো– সর্বদা এমন সভায় যোগদান উচিত যেখানে পুণ্যের ছোঁয়া লাগে, তাক্বওয়া সম্পর্কে ব্যুৎপত্তি লাভ হয়, আল্লাহ্ ও রসূলের (সা.) বিধিবিধান সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা যায়। আত্মশুদ্ধি করতে, জীবনকে সাজাতে আর ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করতে হলে সর্বদা সৎসঙ্গ অবলম্বন করতে হবে এবং নিরন্তর এজাতীয় সভার সন্ধানে থাকতে হবে। আর আহমদী যুবকদের জন্য ইজতেমা হচ্ছে একটি মোক্ষম সুযোগ।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, **"মানুষ যখন একজন সৎ ও পুণ্যবান ব্যক্তির সাহচর্যে বসে তখন তার মাঝে পুণ্য সঞ্চারিত হয় কিন্তু সৎসঙ্গ ছেড়ে যে ব্যক্তি অসৎসঙ্গ অবলম্বন করে তখন তার মাঝে মন্দের সংক্রমণ ঘটে। তাই হাদীসগ্রন্থে ও পবিত্র কুরআনে অসৎসঙ্গ পরিহারের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করে বলা হয়েছে, আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের (সা.) অবমাননা হয় এমন সভা থেকে তৎক্ষণাৎ উঠে যাও নয়তো যে ব্যক্তি অবমাননা শুনেও সেখান থেকে উঠে না; সে তাদের মাঝেই পরিগণিত হবে। এক্ষেত্রে সৎসঙ্গ অবলম্বনকারীও তাদের মাঝে অন্তর্ভুক্ত হয়। তাই মানুষের জন্য كُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ -এর পবিত্র আদেশ পালন করা অপরিহার্য! হাদীসে এসেছে, আল্লাহ্ তা'লা ফিরিশ্‌তাদের পৃথিবীতে প্রেরণ**

করেন। তাঁরা পবিত্র ব্যক্তিদের সভায় আসেন আর যখন ফিরে যান তখন আল্লাহ্ তা'লা তাঁদেরকে জিজ্ঞেস করেন, তোমরা কী দেখেছ?

তাঁরা বলেন– আমরা একটি সভা দেখে এসেছি যেখানে তারা তোমাকে স্মরণ করছিল কিন্তু এক ব্যক্তি তাদের দলের ছিল না। এ কথা শুনে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, না; সেও তাদের দলভুক্ত কেননা اِنَّهُم قَوم لَايَشقٰى جَلِيسُهُم **অর্থাৎ, তারা এমন মানুষ যারা তাদের সঙ্গী-সাথীদের দ্বারা বঞ্চিত হয় না। এর ফলে স্পষ্ট বুঝা যায়, সৎসঙ্গের কী কল্যাণ! চরম হতভাগা সেই ব্যক্তি যে এই সাহচর্য থেকে বঞ্চিত।"** (মলফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৫০৭; আল্ হাকাম, জানুয়ারি ১৯০৪)

আমি আমার লেখার কলেবর বৃদ্ধি না করে শুধুমাত্র এটুকু বলতে চাই যে, খলীফাদের সরাসরি তত্ত্বাবধানের কারণে পাশ্চাত্যের খোদ্দামুল আহমদীয়া অনেক সুসংগঠিত এবং যে কোনো ধরনের ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত। আর বিশেষকরে খোদ্দামুল আহমদীয়া যুক্তরাজ্যের কাছে হুযূরের প্রত্যাশাও অনেক বেশি। এখানকার বিভিন্ন ইজতেমায় প্রদত্ত বক্তব্যে হুযূর তা স্পষ্ট করে বলেছেনও যে, আপনাদেরকে বিশ্বের জন্য অনুকরণীয় আদর্শ হতে হবে। আমি খোদ্দামুল আহমদীয়ার যে আহাদনামা এটির প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এটি যেন বুলিসর্বস্ব না হয় বরং আমাদের সবার উচিত এতে উচ্চারিত প্রতিটি শব্দ যেন আমরা বাস্তবে পালন করে দেখাই। আল্লাহ্ সবাইকে তৌফিক দিন।

একদম শেষদিকে আমি জামা'তে আহমদীয়া বাংলাদেশের যুবসমাজকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, এই সংগঠনের প্রবর্তক হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)'র যুগান্তকারী ৮টি উপদেশ বা প্রত্যাশা আহমদী যুবকদের কাছে রয়েছে যাতে তিনি **"আপনার সন্ধানে আছি"** শিরোনামে একজন আহমদী তরুণের কেমন হওয়া উচিত তা উল্লেখ করেছেন। তিনি (রা.) বলেন–

১। আপনি কি পরিশ্রম করতে জানেন? এরূপ পরিশ্রম যে, তের-চৌদ্দ ঘণ্টা প্রত্যহ কাজ করতে পারেন?

২। আপনি কি সত্য কথা বলতে জানেন; এরূপ সত্য কথা যে, কোন অবস্থাতেই মিথ্যা কথা বলেন না; এমনকি আপনার অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং প্রিয়জনও আপনার সম্মুখে মিথ্যা কথা বলতে সাহস করে না এবং কেউ আপনার সম্মুখে মিথ্যা কথা বলতে সাহস করে না এবং কেউ আপনার সম্মুখে নিজের বীরত্বমূলক কেচ্ছা শোনালে আপনি তার প্রতি নিন্দা প্রকাশ না করে থাকতে পারেন না?

৩। আপনি কি মিথ্যা সম্মানের লালসা হতে মুক্ত? মহল্লার গলি ঝাড়ু দিতে পারেন? বোঝা বহন করে ঘুরে বেড়াতে পারেন? বাজারে উচ্চস্বরে সর্বপ্রকার ঘোষণা করতে পারেন? সমস্ত দিন চলতে এবং সমস্ত রাত জাগ্রত থাকতে পারেন?

৪। আপনি ইতিকাফ করতে পারেন? এইরূপ ইতিকাফ যে–

ক) একস্থানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা এবং দিনের পর দিন থাকতে পারেন;

খ) ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে তসবীহ্ করতে পারেন এবং

গ) ঘণ্টার পর ঘণ্টা এবং দিনের পর দিন কোনো মানুষের সাথে বাক্যালাপ ছাড়াই থাকতে পারেন।

৫। আপনি কি শত্রু ও বিরুদ্ধাচারী পরিবেষ্টিত অজানা ও অচেনাদের মাঝে দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ এবং মাসের পর মাস স্বীয় বোঝা বহন করে একা কপর্দকহীনভাবে সফর করতে পারেন?

৬। কোন কোন ব্যক্তি সকল পরাজয়ের উর্ধ্বে থাকে, তারা পরাজয়ের নামও শুনতে পছন্দ করে না। তারা পাহাড় পর্বত কাটতে তৎপর হয় এবং নদীগুলোকে টেনে আনতে উদ্যত হয়ে পড়ে। আপনি কি এমন কাজ করতে সদা প্রস্তুত?

৭। আপনার এরূপ মনোবল আছে কি যে, সমস্ত জগৎ বলবে ভুল আর আপনি বলবেন শুদ্ধ। চারদিক হতে লোকেরা ঠাট্টা করবে কিন্তু আপনি গাম্ভীর্য বজায় রাখবেন। লোক আপনার পশ্চাদ্ধাবন করে বলবে: দাঁড়াও, আমরা তোমাকে প্রহার করবো। তখন আপনার পদযুগল দ্রুত ধাবমান হওয়ার পরিবর্তে দাঁড়িয়ে পড়বে এবং আপনি মাথা পেতে বলবেন: এসো প্রহার করো। আপনি তাদের কথা মানবেন না। কেননা তারা মিথ্যা বলে; কিন্তু আপনি সবাইকে আপনার কথা স্বীকার করতে বাধ্য করবেন। কেননা, আপনি সত্যবাদী।

৮। আপনি একথা বলবেন না যে, আপনি পরিশ্রম করেছেন, অথচ খোদা তা'লা আপনাকে অকৃতকার্য করেছেন। বরং আপনি প্রত্যেক অকৃতকার্যতাকে নিজের দোষের ফলশ্রুতি বলে মনে করুন। আপনি এটা বিশ্বাস করেন, যে পরিশ্রম করে সে-ই কৃতকার্য হয়। যে কৃতকার্য হয়নি সে আদৌ পরিশ্রম করেনি।

আপনি যদি এরূপ হয়ে থাকেন তাহলে আপনি একজন উত্তম মুবাল্লিগ এবং ভালো ব্যবসায়ী হওয়ার যোগ্যতার অধিকারী। কিন্তু আপনি আছেন কোথায়? খোদার বান্দা অনেক দিন হতে আপনার অনুসন্ধান করছেন। **হে আহমদী যুবক! সেই ব্যক্তির সন্ধান করো নিজ দেশে, নিজ নগরে, নিজ মহল্লায়, নিজ গৃহে, অনুসন্ধান করো নিজ অন্তরে। কেননা ইসলামের বৃক্ষটি শুষ্ক হতে চলেছে, রক্ত সিঞ্চনে এটি পুনরায় সজীব হবে।**

আল্লাহ্ আমাদেরকে তারুণ্যের মূল্য বুঝার এবং সে অনুযায়ী জীবন গড়ার ও পরিচালনা করার তৌফিক দিন।

২০২২ সালে সাবেক সদর জনাব আব্দুল মোমেন সাহেবের সাথে মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া বাংলাদেশের জাতীয় আমেলা।

ছবি পরিচিতঃ ডান দিক থেকে বসা সর্বজনাব মোস্তাক আহমেদ, মুহাম্মদ ফাহিম মিয়াজী, আব্দুল মোমেন (সাবেক সদর), মুহাম্মদ জাহেদ আলী (সদর), কাউসার আহমদ ও মাহমুদ আহমদ সুমন। পেছনে দাঁড়ানো ডান দিক থেকে সর্বজনাব জহুরুল ইসলাম মণি, শাহিনুর রহমান শাহিন, মিশকাতুল হক শাকিল, তসলিম আহমদ, সোপান আহমেদ, মাহমুদ আহমদ (বুয়েট), ইমরান আহমেদ শাকিল, আল ইকরাম খান সজিব, মারুফ আহমেদ সাগর, আবু আল মাসুদ সঞ্চয়, আউসাফ আহমদ রাফা, মোহাম্মদ ইলিয়াস হোসেন, হাফিজুর রহমান তুষার, শরিফুল হক মিশু, আশরাফ সরকার সানি, তারেক আহমদ সবুজ, শাহিন আহমেদ চৌধুরী ও মুহাম্মদ শামসুদ্দিন ভূঁইয়া।

সুবর্ণ জয়ন্তী ইজতেমা উপলক্ষ্যে
ইজতেমা গাহে ওয়াকারে আমল করছেন
খাদেম ও তিফলরা

জীবনের উপলব্ধি

আলহাজ্জ আহমদ তবশির চৌধুরী
সদর, মজলিস আনসারুল্লাহ্, বাংলাদেশ

আমার জন্ম ১৯৫৭ সালের ১৪ জুলাই, আমার নানার বাড়ি বীরগাঁও এ। আমার জন্মের প্রায় দুই মাস আগে ১৯ মে আমার আব্বা আলহাজ্জ আহমদ তৌফিক চৌধুরী সাহেব এবং আম্মা রেহানা চৌধুরী সাহেবা বয়আত করে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তে শামিল হন। তাঁদের আহমদীয়াত গ্রহণের পেছনে রয়েছে এক বিরাট ইতিহাস এবং সর্বোপরি আল্লাহ্ তা'লার অপার নিদর্শন ও অনুগ্রহ। এবিষয়ে আমার পিতা মরহুম আহমদ তৌফিক চৌধুরীর লিখা "কেমন করে আহমদী হলাম" পুস্তকে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

আমার জন্মের পূর্ব থেকেই আমার পিতা-মাতা তাঁদের অনাগত সন্তানের জন্য অনেক দোয়া করেছিলেন। আমার যখন জন্ম হয় তখন আহমদীয়াত গ্রহণের কারণে আমার নানা বাড়ি বীরগাঁও এবং নিজ বাড়ী সেলবরষে তখন বিরোধীতা দানা বেধে উঠছে, যা অল্প কিছুদিনের মধ্যেই সমগ্র এলাকায় ব্যাপক আলোড়ন ও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। বৃহত্তর সিলেট ও কিশোরগঞ্জ এলাকার বড় বড় মৌলবীদের এনে বীরগাঁও ও সেলবরষ দুই জায়গাতেই আহমদীয়াতের বিরুদ্ধে এলাকায় বিষোদগার করে লোকজনকে ক্ষেপিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়। সমগ্র সুনামগঞ্জ এলাকায় আমার পিতা-মাতাই প্রথম আহমদী হওয়ার কারণে আশেপাশের কোন আহমদীর কাছ থেকে সাহায্য ও সহযোগিতা পাওয়ার কোন সুযোগ তাঁদের ছিল না। কিন্তু আমার পিতা-মাতা অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে এবং সাহসের সাথে আল্লাহ্‌র ওপর ভরসা রেখে সমস্ত বাধা-বিঘ্ন ও বিরোধীতার মোকাবেলা করেছেন। সিলেটের বিখ্যাত মৌলবী হরমুজ উল্লাহ এবং আব্দুল লতিফ ফুলতলীর মত বড় বড় মৌলবীদের সাথে আব্বার বাহাস হয়। বাহাসে মৌলবী আর তাদের সাঙ্গপাঙ্গরা শোচনীয় ভাবে পরাজিত ও লাঞ্ছিত হয়। ফলে বীরগাঁও ও সেলবরষে বিবেকবান মানুষের মধ্যে আব্বার প্রতি সমর্থন বৃদ্ধি পায়। বিশেষ করে তরুণদের মধ্যে অনেকেই আহমদীয়াতের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন এবং বেশ কয়েকজন বয়আতও গ্রহণ করেন। এঁদের মধ্যে বীরগাঁও এ জনাব শরাফত আলী আর সেলবরষে জনাব রুহুল আমীন, আনিস আলী, সোলেমান হোসেন চৌধুরী প্রমুখ রয়েছেন। পর্যায়ক্রমে সেলবরষে এবং বীরগাঁও-এ দুটি জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৫৭ থেকে ১৯৬০ পর্যন্ত মোখালেফাত তুঙ্গে থাকে, তারপর ধীরে ধীরে তা স্তিমিত হতে থাকে। আর এরই ধারাবাহিকতায় পরবর্তীকালের ইসলামগঞ্জ ও উমেদপুর (লক্ষীপুর) জামা'ত দুটিও প্রতিষ্ঠিত হয়। আলহামদুলিল্লাহ।

আল্লাহ তা'লার অশেষ কৃপা, আমি জন্ম নিয়েই ঘরে আহমদীয়াতের তথা সত্যিকারের ইসলামের পরিবেশ পেয়েছি। আমি যখন খুবই ছোট এবং যখন কিছুটা বোধশক্তি লাভ করি তখন থেকেই দেখেছি আমাদের ঘরে নিয়মিত বাজামা'ত নামায এবং আহমদীয়াত তথা সত্যিকার ইসলামের চর্চা হত।

১৯৬২ সালে আমরা সেলবরষ থেকে ময়মনসিংহ শহরের চলে আসি বসবাসের জন্য। ময়মনসিংহ শহরে তখন কোন জামা'ত ছিল কী না তা আমার জানা নেই, তবে অনিয়মিত ভাবে জুমুআর নামায আদায় করা হত শহরের নওমহল এলাকায় পন্ডিত আব্দুল ওয়াহেদ চৌধুরী সাহেবের বাসায়। নামাযীও অনিয়মিত ছোটবড় মিলিয়ে ৩-৪ জন যতটুকু মনে পড়ে। যাহোক, আব্বা এসে সেখানে নতুন প্রাণ সঞ্চারের চেষ্টা করেন, জামা'ত সুসংগঠিত হয়। জুমুআর নামাযের স্থান শহরের বাউন্ডারী রোডে আবুল হোসেন সাহেবের বাসা "আহমদীয়া কটেজ" এ স্থানান্তরিত হয়।

সেসময় সম্ভবতঃ আবুল হোসেন সাহেব প্রেসিডেন্টের দায়িত্বে ছিলেন। ধীরে ধীরে জুমুআয় উপস্থিতি বাড়তে থাকে। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অধ্যাপক বদিউজ্জামান ভূঁইয়া সাহেব ও তাঁর সাথে অবস্থানকারী ছোট দুই ছেলে, ডাঃ আব্দুল খালেক সাহেব (তখন ছাত্র), ডাঃ আওলাদ হোসেন সাহেব (তখন ছাত্র), আবুল হোসেন সাহেবের ছোট দুই ছেলে, শিক্ষা অফিসার জিনাত আলী ভূঁইয়া সাহেব ও তার তিন ছেলে, জনাব বদিউজ্জামান মুন্সেরী সাহেব ও দুই ছেলে, আরফান আলী মুন্সি সাহেব প্রমুখ। পরবর্তীতে ডঃ মোজাহেদ সাহেব, পশ্চিম পাকিস্তানী আহমদী ছাত্র ডঃ তাহের আহমদ খান, মেডিক্যাল কলেজের পশ্চিম পাকিস্তানী তিন ছাত্র, মনসুর আহমদ, ফাহিমুল হক , আরেকজনের নাম মনে নেই। ফলে দুই/তিন বছরের মধ্যেই ময়মনসিংহ জামা'তটি বেশ জমমাট একটি জামা'তে পরিণত হয়।

আব্বার ডাইরী থেকে জানতে পারি ১৯৬৩ সালের ৫ এপ্রিল ময়মনসিংহ জামা'তে প্রথম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এরফলে নেযামে জামা'তের একটা ভিত্তি রচিত হয় সেখানে। আব্বার উদ্যোগ এবং তৎপরতার কারণে জুমুআর নামায ছাড়াও জামা'তের বিভিন্ন দিবস পালন এবং সীরাতুন্নবী (সা.) সভার আয়োজন নিয়মিত হতে থাকে। আমাদের বাসা শহরের কেন্দ্রস্থল স্টেশন রোডে হওয়ার কারণে সবার পক্ষে যাতায়াত ছিল সুবিধাজনক। তাই সমস্ত অনুষ্ঠানের কেন্দ্র আমাদের বাসা এবং কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব আমার আব্বা। এপ্রসঙ্গে পরবর্তীকালে এক স্মৃতিচারণমূলক আলোচনায় ময়মনসিংহ জামা'তের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক আমীর হোসেন সাহেব (বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী) বলেছিলেন, "ময়মনসিংহ জামা'তের প্রেসিডেন্ট যখন যিনিই থাকুন না কেনো, জামা'তের সব অনুষ্ঠানের প্রাণপুরুষ ছিলেন মরহুম তৌফিক চৌধুরী সাহেব আর কেন্দ্র ছিল তাঁর বাসা"। আমার বিশ্বাস ময়মনসিংহ জামা'তের আদি অবস্থা সম্পর্কে যাদের জানা আছে তারা সবাই একথাটি অকপটে স্বীকার করবেন। যাহোক, শুরু থেকে নব্বইয়ের দশক পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে জনাব আবুল হোসেন সাহেব, বদিউজ্জামান ভুঁইয়া সাহেব, আমার আব্বা, জাকিউদ্দিন সাহেব, অধ্যাপক আমীর হোসেন সাহেব, অধ্যক্ষ আজহার আলী খান সাহেব জমা'তের প্রেসিডেন্টর দায়িত্ব পালন করেন।

১৯৬৩ সালে ৩ নভেম্বর ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় আমাদের জলসায় আক্রমণ হয়, আমাদের দুজন শাহাদাত বরণ করেন। বাংলাদেশে আহমদীয়াতের ইতিহাসে প্রথম শাহাদাতের ঘটনা ছিল এটি! এ সংবাদ আমরা জানতে পারি পরের দিন পত্রিকা মারফত। আমার মনে আছে অধ্যাপক বদিউজ্জামান ভূঁইয়া সাহেব পত্রিকা নিয়ে বিকেলে আমাদের বাসায় আসেন এবং খবরটি দেন। আমরা তখনও আব্বার কোন খবর জানি না। তখন ঢাকায় যোগাযোগও এতো সহজ ছিল না। টেলিফোনে ট্রাংকল বুক করতে হত, সকালে বুকিং দিলে কখনো রাতে আবার কখনো বা পরদিন কল লাগিয়ে দিত, মাঝখানে কয়েকবার টেলিফোন অফিসে তাগাদা দিতে হত, অনুরোধ করতে হত! এই ছিল টেলিফোন যোগাযোগ ব্যবস্থা! যা আজকের ছেলেমেয়েরা ভাবতেও পারে না!

যাহোক, ঘটনার একদিন বা দু'দিন পর আব্বা ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে ঢাকা আসেন এবং শেষে আমাদের পাশের বাসায় আমার বড় ফুপুর ফোনে (আমাদের তখন ফোন ছিল না) ট্রাংক কল করে প্রাথমিক খবর জানান। এরপর, ময়মনসিংহে ফিরে এলে বিস্তারিত সব জানতে পারি। কীভাবে আক্রমণ হলো, প্রথম ইটের আঘাত আমার আব্বার মাথা লক্ষ্য করে মেরেছিলো, আব্বা তখন বক্তৃতা দিচ্ছিলেন, মাথায় জিন্নাহ ক্যাপ থাকায় আঘাতটা এতোটা লাগেনি! একে একে সেই ভয়ংকর ঘটনার বর্ণনা শুনলাম। শুনলাম আহত ও শহীদদের কথা। অবশেষে আল্লাহ্‌র তরফ থেকে ঝড় কিভাবে সবাইকে রক্ষা করলো তার কথা। এবিষয়ে মরহুম মৌলবী মোহাম্মদ সলিমুল্লাহ সাহেবের শহিদী গজল (নযমে) বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে।

ঘটনার পর জামা'তের পক্ষ থেকে মামলা করা হলেও পাল্টা মোল্লা ও বিরুদ্ধবাদীরা আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা করে। দীর্ঘ আড়াই বছর আব্বাসহ জামা'তের সদস্যরা সেই মামলা মোকাবেলা করেন। অবশেষে কুমিল্লা জেলা কোর্টে গিয়ে মামলাটি শেষ হয়। মিথ্যা মামলায় জেল খাটতে না হলেও আল্লাহ্‌র জন্য দীর্ঘ আড়াই বছর সেই মামলা বয়ে নিয়ে যেতে হয়েছে। যখনই মামলায় হাজিরার জন্য আব্বাকে যেতে হত, আমাদের মনে আছে, প্রতিবার সদকা দিয়ে এবং দোয়া করে আব্বাকে আমরা বিদায় দিতাম। বিশেষ করে মামলার যখন রায় হবে তখন আমরা সবাই খুব চিন্তিত ছিলাম, বিচারক যদি পক্ষপাতিত্বমূলক রায় দেন তাতে আমাদের ক্ষতিও হতে পারে। যাহোক, বিচারক শেষ পর্যন্ত মামলাটি খারিজ করে দেন। কিন্তু একই সাথে মূল আসামী, যারা আমাদের জলাসায় আক্রমণ করে দু'জনকে শহীদ করেছে, অনেককে আহত করেছে, প্যান্ডেলে আগুন লাগিয়েছে তারাও ছাড়া পেয়ে যায়! পক্ষপাতটা সেখানেই হয়েছিলো, দোষী ও নির্দোষীকে একই পাল্লায় মাপা হয়েছিলো!

১৯৬৪ সালে সর্বপ্রথম ধানীখোলার জনাব নূরুল ইসলাম মাস্টার সাহেব এবং হাফিজ উদ্দিন সাহেব ময়মনসিংহে এসে বয়আত নেন। এরপর সেখানে নিয়মিত তবলিগ চলতে থাকে। আব্বা অন্যদের সাথে নিয়ে নিয়মিত ধানীখোলায় যেতে থাকেন। ফলে আরও বয়আত হতে থাকে। বয়আত যত বাড়ছে, বিরোধীতাও দানা বাঁধছে। একসময় চরম বিরোধীতায় নূরুল ইসলাম সাহেব, হায়দার আলী সাহেব, জাকিউদ্দীন সাহেব স্কুল থেকে চাকুরীচ্যুত হন। অবশেষে দীর্ঘ মামলা এবং সংগ্রামের পর নূরুল ইসলাম সাহেব ও হায়দার আলী সাহেব চাকরী ফিরে পান।

রমযান মাস ময়মনসিংহ জামা'তে বিশেষ ভাবে পালন করা হত।

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, বাংলাদেশের
রজত জয়ন্তী ইজতেমায় বক্তব্য রাখছেন লেখক।

শুক্রবার ছাড়া প্রতিদিন আসর থেক ইফতার পর্যন্ত আহমদীদের বাসায় দরসে কুরআন হত। একেক দিন একেক বাসায়। দরস মূলতঃ আব্বাই দিতেন। কুরআন শরীফের দরসের সাথে অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ নিয়ে হৃদয়গ্রাহী আলোচনা করতেন। দরসে আহমদীগণ ছাড়াও অনেক অ-আহমদী এমনকি অমুসলিমও উপস্থিত থাকতেন। সবাই খুব আগ্রহ নিয়ে ও মুগ্ধ হয়ে দরস শুনতেন। দরসের পর সবাইকে মুখরোচক নানা ধরণের ইফতার দিয়ে আপ্যায়ণ করা হত। বিশিষ্ট সাহিত্যিক অধ্যাপক যতীন সরকার তাঁর অনেক লেখায় এই দরসের কথা উল্লেখ করেছেন।

এছাড়া প্রতিদিন বাদ মাগরিব নিয়মিত আলোচনা বৈঠক হত। শহরের বিভিন্ন এলাকা থেকে আহমদীগণ মাগরিবের আগেই আমাদের বাসায় চলে আসতেন। বাজামা'ত নামাযের পর অন্যরাও এসে যোগ দিতেন। যাদের মধ্যে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী এমন কি যারা কোন ধর্মে বিশ্বাসী নন তারাও আসতেন। সবাই শহরের বিশিষ্ট এবং জ্ঞানীব্যক্তি। তারা মুগ্ধ হয়ে আহমদীয়াতের দৃষ্টিতে ইসলামের ব্যাখ্যা ও কথা শুনতেন আব্বার কাছ থেকে। এমনকি আহমদীদের মধ্যে কয়েকজন যারা নানা কারণে জামা'ত থেকে দূরে সরে গিয়েছিলেন তারাও আসতেন। নানা রকম প্রশ্ন করতেন। আব্বার কাছ থেকে প্রাঞ্জল উত্তর শুনে তারা পরিতৃপ্ত হতেন। আর এসব আসরে বাড়ির ভেতর থেকে নিয়মিত নাস্তা পাঠাতেন আমার আম্মা।

আমাদের বাসাকে মেহমান-নেওয়াজীর একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ হিসেবে বলা যায়। বলতে গেলে সারা বছরই জামা'তের মেহমানগণ আমাদের বাসায় আসতেন এবং থাকতেন। জামা'তের বিশিষ্ট আলেম মরহুম এ এইচ এম আলী আনওয়ার সাহেব (মওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেবের পিতা) বছরে বেশ কয়েকবার আমাদের বাসায় আসতেন এবং দীর্ঘ দিন অবস্থান করতেন। আব্বার সঙ্গে বিভিন্ন ইলমী বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেন। দেখেছি বরিশাল অঞ্চলের বিশিষ্ট আহমদী মরহুম আব্দুল বারী তালুকদার সাহেবকে (জনাব আব্দুল খালেক বাঙালী সাহেবের পিতা)। তিনিও জামা'তের একজন বড় জ্ঞানী তথা আলেম ছিলেন। তিনি ময়মনসিংহে বছরে একাধিকবার আসতেন। আমাদের বাসার কাছেই তাঁর এক বোনের বাসায় থাকতেন। কিন্তু সকাল হলেই চলে আসতেন আমাদের বাসায়। আব্বা আলফজল, আল-ফুরকান, তাহরীকে জাদিদ (রাবওয়াহ), বদর (কাদিয়ান), মুসলিম সানরাইজ (ইউএসএ), মুসলিম হেরাল্ড (লন্ডন) ইত্যাদি জামা'তি প্রকাশনার গ্রাহক ছিলেন। আব্দুল বারী তালুকদার সাহেবও জ্ঞানপিপাসু ছিলেন। তাই দু'জনে মিলতো ভালো।

আমাদের বাসাটি ছিল সবার জন্য বিশেষ করে আহমদীদের জন্য অবারিত দ্বার। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ, টিচার্স ট্রেনিং কলেজ ইত্যাদিতে ভর্তী হওয়ার জন্য যখনই কোন আহমদী আসতেন তাদের প্রাথমিক ঠিকানা হত আমাদের বাসা। আমাদের বাসায় থেকে ভর্তী সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ সেরে হোষ্টেলে সীট পাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তারা আমাদের বাসায়ই থাকতেন। এছাড়া ট্রান্সিট (অন্য কোথাও যাওয়ার পথে রাত্রি যাপন), সেরকমও ছিল। আমার আম্মা অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে সব মেহমানদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করতেন। কখনো দেখা যেতো তবলিগী আলোচনা চলতে চলতে গভীর রাত হয়ে গেছে, এরকম অসময়ে প্রায়ই আম্মাকে ৭/৮ জন মেহমানের রাতের খাবারের ব্যবস্থা করতে হত। আমরা যখন ছোট ছিলাম, সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখতাম, বাসার বৈঠকখানা মেহমানরা ঘুমাচ্ছেন। সারারাত তবলীগের পর ফজরের নামায পড়ে তারা ঘুমাতেন। প্রায় বৈঠকে আল্লাহর ফজলে বয়আতও হত।

প্রায় প্রতি বছর দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আহমদী মহিলাগণ আসতেন টিচার্স ট্রেনিং কলেজে বি-এড কোর্সের জন্য। আমার আব্বা-আম্মা হতেন তাদের স্থানীয় অবিভাবক। মানিঅর্ডারে তাদের টাকা আসতো বাড়ি থেকে আব্বার কাছে। সেগুলো তাদের পৌঁছানো হত। আম্মা নিয়মিত আমাকে নিয়ে তাদের খোঁজ খবর নিতে যেতেন। তারাও তাদের অন্য/অ-আহমদী সহপাঠীদের নিয়ে আমাদের বাসায় আসতেন।

আমাদের ময়মনসিংহের বাসায় (স্টেশন রোড ও মহারাজা রোড), দুই জায়গায়ই পাকিস্তান আমলে এবং স্বাধীনতার পরে মরকজের (রাবওয়াহ) অনেক বুজুর্গ তাঁদের আগমন দিয়ে আমাদের কৃতার্থ করেছেন।

বিভিন্ন আলোচনা সভা, জলসা, ইজতেমায় আব্বা আমাকে সবসময় সাথে নিয়ে যেতেন। যখন অনেক ছোট তখন ঢাকায়

জলসায় এসেছি আব্বার সাথে। খলিফাতুল মসীহ সানী (রা.) কর্তৃক "খালেদে আহমদীয়াত" খেতাবপ্রাপ্ত হযরত মওলানা আবুল আলা জলন্ধরী সাহেব, মওলানা কাজী নাজির আহমদ লায়ালপুরী সাহেব, মওলানা চৌধুরী শাব্বির আহমদ সাহেব প্রমুখ মরকযী বুজুর্গকে সেই ছোটবেলায়ই জলসায় দেখার সৌভাগ্য লাভ করেছি। সেসময় আমাদের বুজুর্গরা ঢাকায় এলে তাঁদেরকে ইসলামিক একাডেমীতে (বর্তমান ইসলামিক ফাউন্ডেশন) বক্তৃতা দেয়ার জন্য আমান্ত্রণ জানানো হত। আমার আব্বাও বহুবার সেখানে বিভিন্ন ইসলামী বিষয়ের ওপর বক্তব্য রেখেছেন। যা, আজকের ইসলামিক ফাউন্ডেশনে কল্পনাও করা যায় না। তৎকালীন ইসলামিক একাডেমীর কর্মকর্তাগণ আহমদী জামা'তকে সন্মানের চোখে দেখতেন। আব্বার সঙ্গে ভারতেরও বিভিন্ন জায়গায় জলসা ও রামকৃষ্ণ মিশনের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছি। একবার কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েও আব্বা বক্তৃতা করেছিলেন ইসলামের ওপর। সেসবে যোগ দেয়ার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। ১৯৭৯ সালে আব্বার সাথে সর্বপ্রথম কাদিয়ান যাই। আব্বা বলেছিলেন, তোমাকে কাদিয়ান এনে আমার দায়িত্ব সম্পাদন করলাম, কাদিয়ানের পথ তোমাকে দেখিয়ে গেলাম। এখন থেকে সেপথে চলা এবং ভবিষ্যত প্রজন্মকে কাদিয়ানের পথ দেখানো তোমার দায়িত্ব ।

এরকম অসংখ্য স্মৃতি আর উদাহরণ রয়েছে, যা লিখতে গেলে অনেক সময়ের প্রয়োজন। আমার জীবনের বৃহৎ অংশ জুড়ে আছেন আমার আব্বা-আম্মা। তাঁরা আমার হৃদয়ে আহমদীয়াতের সত্যতা এবং খিলাফতের প্রতি ভালবাসার যে বীজ রোপন করেছিলেন, আল্লাহ্ অশেষ রহমতে আমি সেটাকে সযত্নে লালন ও পালন করার চেষ্টা করে যাচ্ছি।

আমরা ময়মনসিংহ থেকে দল বেঁধে ইজতেমা এবং তরবিয়তী ক্লাসে আসতাম। অধ্যাপক আমীর হোসেন সাহেব, আব্দুল বাতেন, আব্দুস সোবহান, আমরা অত্যন্ত আগ্রহ নিয়ে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশ নিতাম এবং ইজতেমা শেষে "ঝোলা ভরে" পুরষ্কার নিয়ে যেতাম। তরবিয়তী ক্লাসেও একই অবস্থা। সেই ইজতেমা ও তরবিয়তী ক্লাসের বন্ধুরা আজও আমার বন্ধু। অনেকে বিদেশে প্রতিষ্ঠিত এবং নিজ নিজ অবস্থানে থেকে জামা'তের সেবা করছেন। আর যারা দেশে আছেন তাদেরও অনেকেই এখন জামা'ত ও মজলিসের সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করছেন।

খোদ্দামুল আহমদীয়া যুগে ময়মনসিংহে থাকাকালে স্থানীয় মজলিসের বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেছি। পরবর্তীকালে ময়মনসিংহ টু টাঙ্গাইল জেলার জেলা কায়েদের দায়িত্বও পালন করেছি। মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া বাংলাদেশ-এর বিভিন্ন বিভাগের মোহতামীম, নায়েব সদর এবং প্রায় ছয় মাস ভারপ্রাপ্ত সদর হিসেবে সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করেছি। একইভাবে বাংলাদেশ জামা'তে মজলিসে আমেলাতেও আজ প্রায় তিন দশক

১৯৯৮ সালে খোদ্দাম জীবন থেকে আনসার হিসাবে পদার্পন উপলক্ষ্যে মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, বাংলাদেশের পক্ষ থেকে লেখককে বিদায়ী শ্রদ্ধাঞ্জলি ক্রেস্ট তুলে দেয়া হয়।

যাবত বিভিন্ন ক্ষেত্রে সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করছি, আলহামদুলিল্লাহ। জামা'তী দায়িত্বের পাশাপাশি ২০০৩ সাল থেকে ২০০৯ সাল এবং ২০১৬ থেকে অধ্যাবধি মজলিস আনসারুল্লাহ বাংলাদেশের সদর হিসেবে সেবা প্রদানের চেষ্টা করে যাচ্ছি। এছাড়া বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশের জাতীয় জলসার সেক্রেটারী জলসা কমিটি, অফিসার জলসা গাহ এবং অফিসার জলসা সালানা হিসেবে সেবা দেয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছি, করে যাচ্ছি। এসবই আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ ফজল। হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) বলেছেন, "খিদমতে দীনকো এক ফজলে ইলাহী জানো, উসকে বাদলে মে কাভী তালেবে ইনাম না হো", অর্থাৎ ধর্মের সেবাকে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে একটি ফজল মনে করবে এবং এরজন্য দুনিয়াবী কোন পুরষ্কার বা স্বীকৃতির মুখাপেক্ষী হয়ো না। আমার পিতা-মাতা সেই ছোট বেলায়ই মহামূল্য উপদেশটি আমার হৃদয়ে রুপে দিয়েছিলেন এবং তাঁরা নিজেরাও তা জীবন দিয়ে দৃষ্টান্ত রেখে গিয়েছেন।

অতএব, আজ পয়ষট্টি বছরে দাঁড়িয়ে একথাটিই বলতে চাই, ছোটবেলা থেকেই সন্তানদের অন্তরের জামা'ত এবং খিলাফতের প্রতি ভালবাসা সৃষ্টি করতে হয়। নিজেদের আমল দিয়ে সেটা দেখিয়ে যেতে হয়। নিজেকে এবং সন্তানসন্ততিকে নিঃস্বার্থ সেবায় এগিয়ে আসার মন্ত্রে উজ্জীবিত করতে হবে। কোন গর্ব নয়, আত্মপ্রচারণা নয়, বরং বিনয় আর আন্তরিকতার সাথে নিজেকে ধর্মের তথা জামা'তের সেবায় নিয়োজিত করার মধ্যেই রয়েছে জীবনের স্বার্থকতা। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের সকলের প্রতি রহম, ফজল ও বরকত নাজিল কারুন, আমীন, ইয়া রাব্বুল আলামীন।

THE WEEKLY AL HAKAM
www.alhakam.org

47th MKA Bangladesh Ijtema 2018

2nd November 2018

Muhammad Golam Rabbi, Mohtamim Talim, MKA Bangladesh

MKA Bangladesh

The 47th national Ijtema of Majlis Khuddam-ul-Ahmadiyya Bangladesh was held on 19, 20 and 21 October 2018.

The significance of this Ijtema was that for the first time ever, the MKA Bangladesh national Ijtema was held 450 kilometres away from Dhaka city in Ahmadnagar on the Jamaat's own land. Ahmadnagar is in the extreme northern part of Bangladesh.

A total of 1,517 Khuddam and Atfal from 78 Majalis participated in this Ijtema. Among them, 1,057 were Khuddam and 460 were Atfal. This is the highest ever attendance in our National Ijtema, Alhamdolillah.

On 19 October at 11:30, National Amir Sahib and Sadr Sahib hoisted the flags of Bangladesh and Khuddam-ul-Ahmadiyya respectively followed by dua. Then, through the formal opening session, National Amir Sahib inaugurated the Ijtema.

MKA Bangladesh

This year, there were separate tents for Khuddam and Atfal for talimi events. Different academic competitions like Quran Nazira (reading), Quran memorisation, nazm (Urdu and Bengali), Arabic qaseeda, speech (Bangla and Urdu) and Adhan were held in Khuddam and Atfal tents. Various sports events took place like football, cricket, kabaddi, strong man competition and volleyball.

On the evening of 20 October, a career guideline programme was conducted where two topics were discussed by panel speakers – Attributes of a Good Student and How to Eliminate Unemployment. The total presence of this event was 500.

There was a Tarbiyati Session on Saturday evening where Maulana Muhammad Solaiman Sahib and Maulana Abdul Awwal Khan Chowdhury Sahib delivered valuable speeches. 850 participants joined this session. This session was telecast live on YouTube. Atfal conference was conducted parallel to the aforementioned event where 410 Atfal attended.

This year, arrangements were made for a tabligh corner where one missionary was available at all times to answer questions by external guests. During the Ijtema days, 5 external guests accepted Islam Ahmadiyyat.

On Saturday afternoon, various local administrators and journalists were invited for lunch. In this programme, the local chairman and other distinguished guests attended. Sadr Sahib presented a report of Khuddam-ul-Ahmadiyya Bangladesh's activites and the humanitarian works of our Jamaat. Attended guests praised and commended our activities and disciplined manner.

On Sunday evening, National Amir Sahib concluded the Ijtema with the prize-giving ceremony and silent prayer.

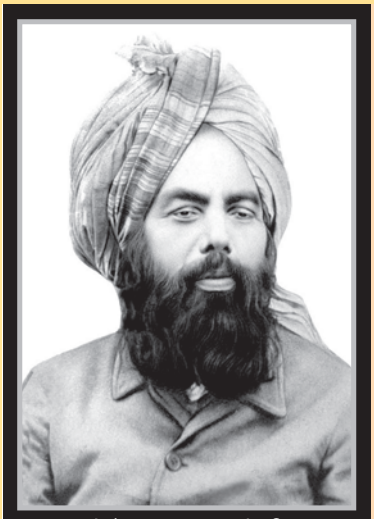

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী

মানব জাতির সুরক্ষায় এক সতর্কবাণী

হযরত মসীহ্ মাওউদ ও ইমাম মাহদী (আ.)
১৯০৬ সালে জগদ্বাসীকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ সম্পর্কে
সতর্ক করে ভবিষ্যদ্বাণী
করেছেন-

"তোমরা কি এসব ভূমিকম্প এবং বিপদাবলীর কবল থেকে নিজেদের নিরাপদ ভাবছ? কখনো না! সেদিন সকল মানবীয় কার্যকলাপ নিঃশেষ হয়ে যাবে। আমেরিকা ও অন্যান্য দেশে প্রচন্ড ভূমিকম্প হয়েছে আর তোমাদের এদেশ এসব থেকে নিরাপদ একথা মনে করোনা! আমি লক্ষ্য করছি, তোমরা সম্ভবত এর চেয়ে বেশী বিপদের সম্মুখীন হবে।

হে ইউরোপ! তুমিও নিরাপদ নও। হে এশিয়া! তুমিও সুরক্ষিত নও। হে দ্বীপবাসীরা! কোন কৃত্রিম খোদা তোমাদের সাহায্য করবেনা। আমি শহরগুলোকে ধ্বংস হতে দেখছি, জনপদগুলোকে জনমানবশূন্য প্রত্যক্ষ করছি।

সেই এক অদ্বিতীয় খোদা দীর্ঘকাল যাবত নীরব ছিলেন এবং তাঁর সামনে অনেক জঘন্য অন্যায় সংঘটিত হয়েছে আর তিনি নীরবে সব সহ্য করেছেন। কিন্তু এখন তিনি রুদ্রমূর্তিতে স্বরূপ প্রকাশ করবেন। যার শোনার মত কান আছে সে শুনে নিক, সে সময় দূরে নয়। আমি সকলকে খোদার আশ্রয়ের ছায়াতলে একত্র করতে চেষ্টা করেছি। কিন্তু ভবিতব্য পূর্ণ হওয়াও অবশ্যম্ভাবী।

আমি সত্য সত্যই বলছি, এদেশের পালাও ঘনিয়ে আসছে। নূহের যুগের ছবি তোমাদের চোখের সামনে ভাসবে আর লুতের দেশের ঘটনা তোমরা স্বচক্ষে দর্শন করবে। তবে খোদা শাস্তি প্রদানে ধীর; অনুতাপ কর, তোমাদের প্রতি করুণা প্রদর্শিত হবে। যে খোদাকে পরিত্যাগ করে, সে মানুষ নয়, কীট। যে তাঁকে ভয় করেনা, সে জীবিত নয়, মৃত।"

(হাকীকাতুল ওহী, বাংলা সংস্করণ, পৃষ্ঠা : ২১৫)

খোদ্দামুল আহমদীয়ার ইজতেমা ও এক উদাত্ত আহ্বান

আলহাজ্জ মওলানা মুহাম্মদ সোলায়মান
শিক্ষক, জামেয়া আহমদীয়া, বাংলাদেশ

যৌবনকাল মানুষের জীবনের এক মূল্যবান সময়। এসময় মানুষের মাঝে মহান আল্লাহ্ প্রদত্ত সকল শক্তিবৃত্তি ও যোগ্যতা পূর্ণমাত্রায় পরিস্ফুটিত হয়। তাই এ বয়সে যে কোন যুবক তার দৃঢ় সংকল্প দিয়ে আপন জীবনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করতে পারে এমনকি বলতে গেলে এ বয়সই দৃঢ় ও পরিপক্ক সংকল্প ও জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের মোক্ষম সময়।

মানব জীবনের এমন গুরত্বপূর্ণ সময়ে যদি মানুষ সঠিক পথ ও মনন এবং উন্নত নৈতিক চেতনাবোধ ধরে রাখতে পারে তাহলে তার এই অসামান্য উদ্যোগ ও নৈতিক যুব-জীবন পৃথিবীতে এক মহাবিপ্লব সাধন করতে পারে।

মানব জীবনের এই গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের যোগ্যতা, সামর্থ্য, মনন ও উন্নত গুণাবলীকে দৃষ্টিপটে রেখে এযুগের প্রতিশ্রুত সংস্কারক হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ (রা.) ১৯৩৮ সনে আহমদী যুবকদের সমন্বয়ে এক মহান সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেছেন। এই সংগঠন প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্যই ছিল আহমদী যুবকদের মাঝে এই মহাবিপ্লব সাধনের প্রেরণা ও চেতনা জাগ্রত করে তাদেরকে প্রশিক্ষিত করা। বিশ্বময় এই মহাবিপ্লব সাধনের জন্যই প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহদী (আ.)-এর আবির্ভাব হয়েছে। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর আবির্ভাবের উদ্দেশ্য ছিল, বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠিত বাতেল সংগঠনগুলোকে নির্মূল করে এ পৃথিবীর অপসভ্যতা ও কৃষ্টির দুর্গ গুড়িয়ে দিয়ে এক নতুন আকাশ ও নতুন পৃথিবীর ভিত্তি স্থাপন করা। এজন্য হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার বার্ষিক ইজতেমায় যুবকদেরকে এই মহান উদ্দেশ্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন–

“আমি জামা’তের যুবকদের এ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, আহমদীয়া জামা’তের ওপর এমন গুরুদায়িত্ব অর্পিত করা হয়েছে যা পৃথিবীতে এক মহাবিপ্লব সাধন করবে। বর্তমান বিশ্বের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য আল্লাহ্ তা’লা হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-কে প্রেরণ করেছেন। বর্তমান যুগে বিশ্বের যে কৃষ্টি-কালচার ও সভ্যতার প্রাসাদ প্রতিষ্ঠিত রয়েছে তার সংস্কার, ধুয়েমুছে পরিস্কার করা, রং দিয়ে রাঙানো, বিভিন্ন জিনিস পরিবর্তন করার জন্য আল্লাহ্ তা’লা হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-কে আবির্ভূত করেন নি। বরং হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-কে আল্লাহ্ তা’লা যেজন্য পাঠিয়েছেন তা হলো, বর্তমানে (খোদা বিমুখ) অপসভ্যতা ও কৃষ্টি-কালচারের যে প্রাসাদ রয়েছে তা গুড়িয়ে দিয়ে ও টুকরো টুকরো করে এই মানব নির্মিত প্রাসাদ মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়ার জন্য ও নির্মূল করার জন্য পাঠিয়েছেন। আর এই প্রাসাদের স্থলে সেই মহান প্রাসাদ গড়ে তোলার জন্য মসীহ মাওউদ (আ.)-কে পাঠিয়েছেন যার নকশা আল্লাহ্ তা’লা স্বয়ং তাঁকে দিয়েছেন। এটি হলো হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর কাজ। বিশ্বের যে অঞ্চলেই আমরা যাই, বিশ্বের যে অলি-গলি দিয়েই আমরা অতিক্রম করি আর বিশ্বের যে গ্রামেই আমরা পা রাখি সেখানে আমরা (অনৈতিক) যা কিছুই দেখি সেসব কিছু গুড়িয়ে দেয়াই আমাদের কাজ নয় বরং তার স্থলে পবিত্র কুরআন বর্ণিত নকশা অনুযায়ী নতুন সভ্যতা গড়ে তোলাও আমাদের কর্তব্য।” (খোদ্দামুল আহমদীয়ার বার্ষিক ইজতেমা, ১৯৪১)

প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.) এখন আমাদের মাঝে বিদ্যমান নেই। কিন্তু এই মহান বৈপ্লবিক কাজের সূচনা তিনি করে গেছেন। এখন আমাদের খোদ্দামদের কাজ হলো খলীফাতুল মসীহর অনুবর্তিতায় সেই কাজ বাস্তবায়ন করা। এই কঠিন ও দুষ্কর কাজ সম্পাদন করার জন্য যে পরিমাণ চেষ্টা, সাধনা, সংগ্রাম ও ত্যাগ-তিতিক্ষার প্রয়োজন সেজন্য উচিত আমাদের প্রত্যেকের মাঝে এমন প্রেরণা ও উদ্দম সৃষ্টি করা এবং নিজেদের শক্তিবৃত্তি ও যোগ্যতা ও নৈতিকতাকে এমন উন্নতমানের করা যার ফলে সেই কাঙ্ক্ষিত মহাবিপ্লব সাধন সম্ভব হয়। আর এটিই মূলত আমাদের প্রত্যেক আহমদী যুবকের জীবনের মূল উদ্দেশ্য। ইসলাম ও আল্লাহ্‌র একত্ববাদ এখন চরম হুমকির মুখে। তাছাড়া বিশ্বের সকল ধর্মই এখন প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এর ওপর আক্রমণ করে যাচ্ছে।

ইসলাম আজ সেভাবেই আক্রান্ত হচ্ছে যেভাবে মরা লাশে শকুন হাল্লে পড়ে। একদিকে যারা তথাকথিত ইসলামের ঠিকাদার তারা ইসলামের অনুপম শিক্ষা ও সুন্দর পবিত্রতম চেহারা যেভাবে বিগড়ে দিয়েছে তা ভাষায় প্রকাশ করার মত নয়। এছাড়া ইসলাম বিদ্বেষী অমুসলিমদের আক্রমণ তো আছেই। তাই ইসলামের প্রতি যদি আমাদের সত্যিকার ভালোবাসা ও আত্মাভিমান থাকে তাহলে অবহেলা, অলসতা ও ঔদাসীন্যের চাদর ঝেড়ে ফেলে দিয়ে ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে আধ্যাত্মিক ও নৈতিক সকল অস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে ইসলামের সপক্ষে সীসাগলিত প্রাচীরের ন্যায় বুক সটান করে দাঁড়ানো উচিত। এই প্রস্তুতি দেখে যেন বিশ্ববাসী **জাআল হাক্কু ওয়া যাহাকাল বাতেল**-এর দৃশ্য সচক্ষে দেখে নেয়। আমরা পার্থিব উপকরণে ভরসা করি না অর্থাৎ নিছক এগুলোকে আমরা আমাদের শক্তির মূল উৎস মনে করি না আর এর আগেও ইসলামী বাহিনী বাহ্যিক কোন শক্তি ও সংখ্যাধিক্যের মুখাপেক্ষি ছিল না। আমাদের অস্ত্র পার্থিব সকল অস্ত্র হতে ভিন্ন। কিন্তু একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় আমাদের এই অস্ত্র অন্য সকল অস্ত্র হতে কার্যকরি।

এই ইসলামী বাহিনী এবং তাদের অস্ত্র সম্পর্কে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) বলেন, আমাদের বাহিনী বন্দুক ও তরবারি হাতে দাঁড়িয়ে থাকবে না বরং ধর্মীয় জ্ঞান, যুক্তি-প্রমাণ, দোয়া, উন্নত নৈতিক চরিত্র– এগুলো হলো আমাদের গোলাবারুদ এগুলোই আমাদের তরবারি। এসব গোলাবারুদ ও তরবারি দিয়েই আমাদেরকে বিশ্বের সকল ধর্মকে পরাজিত করে ইসলামের পতাকাকে উড্ডীন করতে হবে এবং সকল ধর্মের ওপর বিজয় লাভ করতে হবে। (আল-ফজল, ৭ এপ্রিল, ১৯৩৯)

এখন প্রশ্ন হলো, আমাদের আহমদী যুবকদের কোন দিকে নিজেদের সাধনা-সংগ্রাম ও চেষ্টা-প্রচেষ্টা পরিচালিত করতে হবে। কোন সেই পন্থা ও আলোকবর্তিকা যার বদৌলতে এরা সেই মহান উদ্দেশ্যকে অর্জন করতে সক্ষম হবে। এ প্রসঙ্গে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) বলেন, এজন্য নতুন কোন প্রোগ্রাম বানানো তোমাদের জন্য সঠিক হবে না বরং তাহরীকে জাদীদের প্রোগ্রামই বলবৎ থাকবে আর তোমরা হবে তাহরীকে জাদীদের স্বেচ্ছাসেবক দল। তোমাদের কর্তব্য হলো, তোমরা নিজ হাতে কাজ করবে, সাদাসিদে জীবনযাপন করবে, তোমরা যুবকদের ধর্মীয় জ্ঞানে সমৃদ্ধ করবে, যুবকদেরকে নামাযে অভ্যস্ত করবে এবং তবলীগের জন্য তোমরা নিজেদের সময়ের কুরবানী করবে। (আল-ফজল, ১০ এপ্রিল ১৯৩৮)

এসব উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের প্রতি খোদ্দামুল আহমদীয়াকে বারবার দৃষ্টি আকর্ষণ করানোর জন্যই হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.)-এর নির্দেশে কেন্দ্রীয়ভাবে খোদ্দামুল আহমদীয়ার একটি বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। এই ইজতেমায় পরিশ্রম, কষ্টক্লেশ এবং সাদাসিদে জীবনযাপন করার অভ্যাস সৃষ্টি মূল উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। ধর্মীয় জ্ঞান, সাহিত্য ও রচনা এবং বিভিন্ন বক্তৃতায় উৎসাহ উদ্দীপনা বৃদ্ধির জন্য উন্নত মানের চমৎকার সব প্রতিযোগিতা রাখা হয়। নামাযে অভ্যস্ত করার এবং উন্নত নৈতিক চরিত্র গঠনের প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়। তিন দিন নিজ হাতে বিভিন্ন কাজ করে শারিরিক পরিশ্রমের অনুশীলন করা হয়। মোটকথা যুগ-খলীফার নির্ধারিত প্রোগ্রামের বছরব্যাপী অনুশীলনের মাঝে এই তিন দিন বিশেষ মর্যাদা রাখে। তাই যুগ-খলীফার নির্দেশনা অনুযায়ী সেই মহান উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রাথমিক প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যে প্রত্যেক খাদেমের উচিত আগ্রহভরে এই ইজতেমায় অংশগ্রহণ করা। আল্লাহ্ তা'লার ফযলে বাংলাদেশের প্রান্তে প্রান্তে আমাদের মজলিস প্রতিষ্ঠিত আছে। এসব মজলিসের কতব্য হলো, সংগঠনের বরকতময় অঙ্গীকারকে মাথায় রেখে সর্বাধিক সংখ্যায় নিজেদের প্রতিনিধি প্রেরণ করে নিজেদের সচেতন হওয়া ও জামা'তের অংগ হওয়ার পরিচয় প্রদান করা।

হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) বর্ণিত মহান উদ্দেশ্য এবং হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) যে লক্ষ্যে এযুগে আবির্ভূত হয়েছেন তা বাস্তবায়নে ব্রতী হয়ে আমাদের প্রত্যেক খাদেমের উচিত জামা'ত বা মজলিসের নির্দেশনা পাওয়া মাত্রই তাতে লাব্বায়েক বলা এবং অধিক সংখ্যায় এই মহতি ইজতেমায় অংশগ্রহণ করে এতে নিজেদের দক্ষতা ও যোগ্যতা অন্যের সামনে তুলে ধরা যেন সকলে অনুপ্রাণিত হয়ে নৈতিক চারিত্রিক শক্তিতে বলিয়ান, কষ্ট সহিষ্ণু, ধর্মীয় জ্ঞানে সমৃদ্ধ এক বিশাল বাহিনী বিশ্বের অপসভ্যতার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হতে পারে। আর ইনশাআল্লাহ্ আধ্যাত্মিক এ সেনাদলের মাধ্যমেই ইসলামের বিশ্ববিজয় হবে। ইসলামের বিশ্ববিজয়ে মহাবিপ্লবে প্রয়াশী করার এ এক উদাত্ত আহ্বান। আল্লাহ্ আমাদের সকলকে বিষয়টি অনুধাবন করার তৌফিক দিন। আমীন।

যুবকদের সংশোধন ব্যতিরেকে জাতিসমূহের সংশোধন হতে পারে না

মাহমুদ আহমদ সুমন
সম্পাদক, মাসিক আহ্বান

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের স্বেচ্ছাসেবী যুব সংগঠন 'মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া' বাংলাদেশের সুবর্ণ জয়ন্তী ইজতেমা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আহমদী পরিবেশে যেহেতু বড় হয়েছি তাই আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের সকল কর্মকাণ্ডে ছোট থেকেই অংশ নেয়ার সুযোগ হত। তবে ইজতেমায় যোগদানের আনন্দটা ছিল সব থেকে ভিন্ন। কেননা এখানে ধর্মীয় প্রতিযোগিতার পাশাপাশি খেলাধুলাতেও অংশ নেয়া যায় আর পুরস্কার পাওয়ার সুযোগ থাকে। তাই প্রতিটি ইজতেমা আমার জন্য অনেক আনন্দের। ইজতেমার আগে সবার মাঝে যেন একটা সাজো সাজো রব বিরাজ করতো। স্থানীয় ইজতেমায় বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে পুরস্কার পাওয়ার আনন্দ ছিল ভিন্ন রকম।

জীবনের প্রথম যখন রিজিওনাল ইজতেমায় যোগদানের জন্য বাবা অনুমতি দিলেন তখন ইজতেমার সিলেবাস খুব ভালো করে রপ্ত করা শুরু করলাম। কেননা সেখানে তো আর গুটিকতক আতফাল থাকবে না, বিভিন্ন মজলিস থেকে আতফালরা প্রস্তুতি নিয়ে আসবে। তাই ইজতেমায় অংশগ্রহণের প্রস্তুতিও ছিল ভিন্ন রকম। বাবা নামাযের গুরুত্বের ওপর সুন্দর একটি বক্তৃতা লিখে দিলেন এবং মুখস্থ করে বাবাকে কয়েকবার শুনাতে হল। বাবা বললেন এভাবে যদি তুমি ইজতেমায় বলতে পারো তাহলে ইনশাআল্লাহ্ পুরস্কার পাবে। নির্ধারিত তারিখের একদিন আগেই আমরা বেশ ক'জন আতফাল ও খোদ্দাম ইজতেমায় পৌঁছে যাই। বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশ নেই, বক্তৃতায় অংশ নিলাম এবং প্রথম স্থান অর্জন করার তৌফিক লাভ করলাম, আলহামদুলিল্লাহ্। বাবার সেই বক্তৃতা আজও আমার মনে আছে এবং বিভিন্ন বক্তব্যে কাজে লাগে।

এরপর কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় বিভিন্ন ইজতেমায় অংশ নেয়ার এবং আয়োজক হিসেবে কাজ করার সুযোগ হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। কেন্দ্রীয় ইজতেমায় রচনা প্রতিযোগিতায় এবং লেখক হিসেবে এ অধমের পুরস্কার পাওয়া ছিল জীবনে অনেক বড় একটি পাওয়া। আসলে জামা'তের অনুষ্ঠানগুলোতে অংশ নেয়া শুধু যে আনন্দের তা নয় বরং ভবিষ্যতের মঙ্গলেরও কারণ হয়ে থাকে। আমরা দেখেছি যারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির লক্ষ্যে জামা'তের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন আর মানুষের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করেছেন তাদেরকে কখনও তিনি বিনষ্ট করেন নি। বিশেষ করে ইজতেমা ও তা'লীম ক্লাসে যুবকদের অংশগ্রহণ তাদের উত্তম জীবন গঠনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কেননা দেশের একটি বিশাল জনগোষ্ঠি হল যুবসমাজ। তাদের এই তারুণ্য শক্তি যে কোন দেশের সম্ভাবনাময় উন্নয়নে বিশেষ অবদান রাখতে পারে।

যুবকদের প্রেমময় সম্পর্কের কারণে দরিদ্র, নি:সহায়, প্রবঞ্চিত ও নি:গৃহীত জনতা লাভ করে নতুন জীবন-প্রদীপ্ত হয় অভিনব উদ্দীপনায়। কিন্তু আজকের যুব সমাজ নানানভাবে ধ্বংসের দিকে অগ্রসরমান। আলোকিত ভবিষ্যৎকে নিজেরাই ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। যার ফলে সমাজ ও দেশে দেখা দিয়েছে নানা বিশৃঙ্খলা। যুবকদের এই সুন্দর জীবনকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের যুব সংগঠনের দায়িত্ব অপরিসীম।

আহমদীয়া যুবকরা পৃথিবীর জন্য কল্যাণকর সত্তায় পরিণত হবে এই প্রত্যাশা করে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের দ্বিতীয় খলীফা হযরত মির্যা বশীর উদ্দিন মাহমুদ আহমদ (রা.) খোদ্দামুল আহমদীয়া প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি একস্থানে বলেন, "আমার এই মজলিস প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য হল, আমাদের হৃদয়ে যে শিক্ষা সুপ্ত আছে সেটা যেন নস্যাৎ না হয়ে যায়। বরং এটা যেন সবার হৃদয়ে প্রজন্মান্তরে উজ্জীবিত থাকে। আজ আমাদের হৃদয়ে যা সুপ্ত আছে তা আগামীকাল যেন আমাদের সন্তানদের হৃদয়ে স্থানান্তরিত হয়। এমন কি এই শিক্ষা যেন আমাদের দেহের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে যায়, আমাদের হৃদয়ের সাথে মিশে যায় আর জগতের জন্য হিত ও কল্যাণকর হয়।" (আল ফযল, ১৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৯ইং)

হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) বলেন, "আমি বারবার জামা'তের মনোযোগ আকর্ষণ করে যাচ্ছি, যুবকদের সংশোধন ব্যতিরেকে জাতির সংশোধন হতে পারে না। আমাদের সংগঠন সত্যিকার অর্থে ততক্ষণ উন্নতি লাভ করতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত ইসলামের মূলনীতিগুলো যা আল্লাহ্‌র রসূল পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করেছেন তা নতুন প্রজন্ম বাস্তবায়ন না করবে। খোদ্দামুল আহমদীয়া অর্থ হল-আহমদীয়াতের সেবক। এই নামই তাদেরকে স্মরণ করাবে তারা সেবক, সেবা করা তাদের কাজ, সেবা নেয়া নয়।" (১লা ডিসেম্বর ১৯৩৮, মসজিদ আকসা, কাদিয়ান)

৮ সেপ্টেম্বর ২০১৯, আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব প্রধান, পঞ্চম খলিফাতুল মসীহ, হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.), যুক্তরাজ্য মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার তিন দিনব্যাপী জাতীয় ইজতেমা সমাপনীতে এক ঈমানোদ্দীপক ভাষণ প্রদান করেন। এতে তিনি বলেন– "আমাদের জলসা এবং ইজতেমাসমূহ আয়োজনের মূল উদ্দেশ্য এই যে, সকল অংশগ্রহণকারী যেন সমবেত হয়ে নিজেদের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক মানকে উন্নত করতে পারেন এবং তাদের ধর্মীয়জ্ঞান বৃদ্ধি করতে পারেন এবং অনুধাবন করতে পারেন যে তাদের সর্বদা নিজেদের উন্নয়ন সচেষ্ট থাকা উচিত।"

তিনি আরো বলেন: "সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, ইজতেমায় অংশগ্রহণের ফলে সকল অংশগ্রহণকারীদের মনোযোগ আল্লাহ তা'লার সাথে তাদের সম্পর্ককে শক্তিশালী করার সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ দাবির প্রতি নিবদ্ধ হওয়া উচিত।"

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের দ্বিতীয় খলীফা মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার জন্য যে মূলমন্ত্র নির্ধারণ করেছিলেন *'যুবকদের সংশোধন ব্যতিরেকে জাতিসমূহের সংশোধন হতে পারে না'*– এ সম্পর্কে হুযূর (আই.) বলেন: "এই শ্লোগান কেবল মুখে বারবার উচ্চারণ করা বা পোস্টারে ও ব্যাজে ছাপানো যথেষ্ট নয়, বরং আপনাদেরকে এই গভীর তত্ত্বজ্ঞানপূর্ণ কথাগুলোর প্রকৃত অর্থ এবং অন্তর্নিহিত দর্শন অনুধাবন করতে হবে।" তিনি (আই.) আরো বলেন: "আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের দ্বিতীয় খলিফা এ বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করতে গিয়ে যুব সংগঠনের জন্য এই স্লোগান নির্ধারিত করেছিলেন যে, যুবকদের জন্য দুনিয়াবী শিক্ষার্জন কেবল নয় বরং, এর উর্ধ্বে গিয়ে এবং একে ছাড়িয়ে, খোদা তা'লার সাথে নিজেদের সম্পর্ক সর্বদা গড়ে তোলার গুরুত্ব কতখানি।"

তিনি আরো বলেন: "মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর সাহাবাগণ সেই সম্মানিত জনগোষ্ঠী যাদের সম্পর্কে ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে তাঁরা কেবল তাদের ধর্মকে সমুদয় পার্থিব বিষয়াদির ওপর প্রাধান্য দেয়ার অঙ্গীকারই করেন নি, বরং আরো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, তাঁরা সেই অঙ্গীকারকে সর্বাধিক বিস্ময়কর ভাবে পূর্ণ করেছেন। তাঁরা তাদের অঙ্গীকার পূরণে কোন সুযোগ অপূর্ণ রাখেন নি এবং ধর্মের খাতিরে সর্বপ্রকার কুরবানী প্রদান করেছেন। অতএব প্রত্যেক আহমদী মুসলিমের, পুরুষ বা নারী, তরুণ বা বৃদ্ধ– মসীহ মাওউদ (আ.)-এর ওপর ঈমান আনার পর এবং ধর্মকে সমুদয়পার্থিব বিষয়াদির ওপর প্রাধান্য দানের অঙ্গীকার

করার পর, বারবার এ দোয়া করা উচিত যেন সঠিক হেদায়াতের পথে থাকতে পারেন।"

ধর্মকে সমুদয় পার্থিব বিষয়াদির ওপর প্রাধান্য দেয়া প্রসঙ্গে প্রিয় হুযূর উপস্থিত দর্শকশ্রোতাদের আজকের সমাজে বিদ্যমান বহুমুখী বিপদাবলী সম্পর্কে সতর্ক করেন। তিনি (আই.) বলেন: "এটি মোটেই অত্যুক্তি হবে না যদি বলা হয় যে, এ যুগে পূর্বের যে কোন সময়ের তুলনায় সমাজ শয়তানী প্রভাবসমূহের দ্বারা প্লাবিত হয়ে আছে। তদুপরি, পর্নোগ্রাফি, মাদক, অনলাইন গেমিং, জুয়া, অনৈতিক ও অশোভন সম্পর্ক, নাইটক্লাবে যাওয়া এ সকল শয়তানী অনেক প্রভাব রয়েছে যেগুলো কেবলই ক্ষতিকর এবং যেগুলো খোদা তা'লার নিকট হতে মানুষকে দূরে নিয়ে যাচ্ছে।"

আহমদীয়া যুবকদের জন্য হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) হৃদয় নিঙড়ানো দোয়াও করেন। তিনি বলেন, "এটি আমার একান্ত হৃদয়-নিঙড়ানো দোয়া যে, মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার ও আতফালুল আহমদীয়ার সদস্যগণ যেন তাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হন যারা তাদের ইসলামী মূল্যবোধকে লালন ও সংরক্ষণ করেন এবং অনুধাবন করেন যে, আহমদী মুসলমান হিসেবে তাদের মূল পরিচয়ের প্রতি বিশ্বস্ত থাকার ওপরই তাদের প্রতিটি সফলতার ভিত্তি রচিত হবে।"

যে আদর্শে আহমদীয়া যুবকদের নিয়ে হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেছেন এর অনুসরণ ও অনুকরণ করলে একজন যুবক হতে পারে দেশ, জাতি ও সমাজের আদর্শ। পথহারা যুবকদের সংশোধনের জন্য হতে পারে আলোকবর্তিকা।

তাইতো তিনি (রা.) এই ঘোষণা দিয়েছিলেন, 'যুবকদের সংশোধন ব্যতিরেকে জাতিসমূহের সংশোধন হতে পারে না'। তাই সব ক্ষেত্রে যুবকদেরকেই আগে সংশোধন হতে হবে। একজন প্রকৃত আহমদী যুবক সে সব ধরণের পাপ থেকে মুক্ত থাকে, তার মাধ্যমে কোন ধরণের পাপ সংঘঠিত হবে এটা সে ভাবতেও পারে না। যার ফলে একজন আহমদী যুবক তার স্বভাব, চাল-চলনে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ পাকের সৃষ্টির প্রকৃত উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়িত করতে পারে। প্রত্যেক যুবকের মাঝে এক পবিত্র পরিবর্তন সৃষ্টি করতে হবে।

যেভাবে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) যুবকদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, 'যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা নিজেদের মাঝে পরিবর্তন সৃষ্টি না করবে, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা নিজেদের কর্ম দ্বারা এটা বলে না দিবে যে, তোমরা এখন তা নও যা পূর্বে ছিলে, বরং তোমরা সমস্ত পরিশ্রমকারীদের চেয়ে বেশি পরশ্রিমী, সমস্ত কুরবানীকারীদের চেয়ে বেশি কুরবানীকারী, তোমরা পৃথিবীর নয় বরং আকাশের সৃষ্টি, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা পৃথিবীতে কোন পরিবর্তন সাধন করতে পারবে না' (মাশআলে রাহ, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪৯০)।

২০২২ সালের যুক্তরাজ্যের খোদ্দামুল আহমদীয়ার বার্ষিক ইজতেমায় দেয়া

বক্তব্যে তিনি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের পাশাপাশি যুবকদের স্থায়ীভাবে নামায প্রতিষ্ঠা, নিজেদের অঙ্গীকার পূর্ণ করা, নোংরা ভাষার ব্যবহার বর্জন করা, আর্থিক বিষয়ে সততা ও স্বচ্ছতা অবলম্বন ও নিজেদের মাঝে পবিত্র পরিবর্তন সাধন করে তবলীগের কাজে আত্মনিয়োগ করতে বলেছেন। হুযূর (আই.) তাঁর বক্তৃতার একাংশে বলেন, "আমি অল্প বয়স্ক খোদ্দাম ও আতফালদের বলব, যারা স্কুলে আছে বা এখনও পড়াশুনা করছে, আমি তাদেরকে বলছি আপনারা এ বিষয়টি মাথায় রাখবেন, আপনাদের সঙ্গী কারা? আপনারা কাদের সাথে ওঠাবসা করছেন?

তিনি (আই.) বলেন, আপনাদের বয়সে আপনাদের বন্ধু নির্বাচন এবং আপনাদের সহপাঠি খুব সহজে আপনাদের ওপরে প্রভাব বিস্তার করতে পারে। তাদের মন্দ প্রভাব আপনাদের ওপরে পরতে পারে। আপনার যদি মন্দ স্বভাবের লোকদের সাথে ওঠাবসা হয় তাহলে আপনার মধ্যে মন্দ স্বভাব গড়ে উঠবে। যেমন, মিথ্যা বলার বদ অভ্যাস, ঝগড়া-বিবাদ করতে থাকা, সত্যের ওপরে প্রতিষ্ঠিত না থাকা, স্বভাবের মাঝে কোমলতা না থাকা এসব বিষয় মন্দ সাহচর্যের প্রভাবে হয়ে থাকে। আর মন্দ সাহচর্যের কারণে এমন মন্দ অভ্যাস গড়ে উঠে। এমন লোকদের বন্ধু নির্বাচন করুন যারা ঈমানদার, নিষ্ঠাবান এবং যারা কোন ধরনের অনৈতিক কাজকর্মে জড়িত নয়। আর ধীরে ধীরে আপনাদের বয়স বাড়বে আর আপনারা এ বিষয়ে আরো মজবুত হবেন যেন আপনাদের ঈমান আরো মজবুত হয়। কখনো আপনারা ঝগড়া বিবাদে জড়াবেন না আর কখনো আপনাদের মুখ থেকে কঠোর শব্দ বের হবে না। আর কখনো এমন কথা বলবেন না যাতে অন্যরা রেগে যায় বা অন্যরা কষ্ট পায়।

তিনি (আই.) আরো বলেন, আমি বড় বয়সের খোদ্দামদের বলব, আপনারা এ কথাটি মাথায় গেথে নিন। নয়তো মসীহ মাওউদ (আ.)কে মান্য করা সত্ত্বেও আর এই দাবি করা সত্ত্বেও যে আমরা তাঁর শিক্ষার ওপরে আমল করি, তাহলেও আপনারা তাঁর শিক্ষা থেকে দূরে থাকবেন, যে শিক্ষা নিয়ে তিনি আবির্ভূত হয়েছেন।

এ যুগে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) আমাদের যে কথা শিখিয়েছেন, যে শিক্ষা তিনি দিয়েছেন তা হুবহু কুরআন ও হাদীস সম্মত। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) প্রতারণাকে অত্যন্ত নোংরা আক্ষা দিয়েছেন এবং তিনি বলেছেন, অন্যান্য নোংরামির শিকার হচ্ছে এটি এবং সামাজিক বিভিন্ন সমস্যা ও নৈতিক পতনের মাধ্যম হচ্ছে এই প্রতারণা।"

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে খলীফাতুল মসীহ্‌র সকল নির্দেশের ওপর আমল করে জীবন পরিচালনার তৌফিক দান করুন এবং আমাদের প্রত্যেক যুবককে সমাজ ও দেশের জন্য কল্যাণে পরিণত করুন, আমীন।

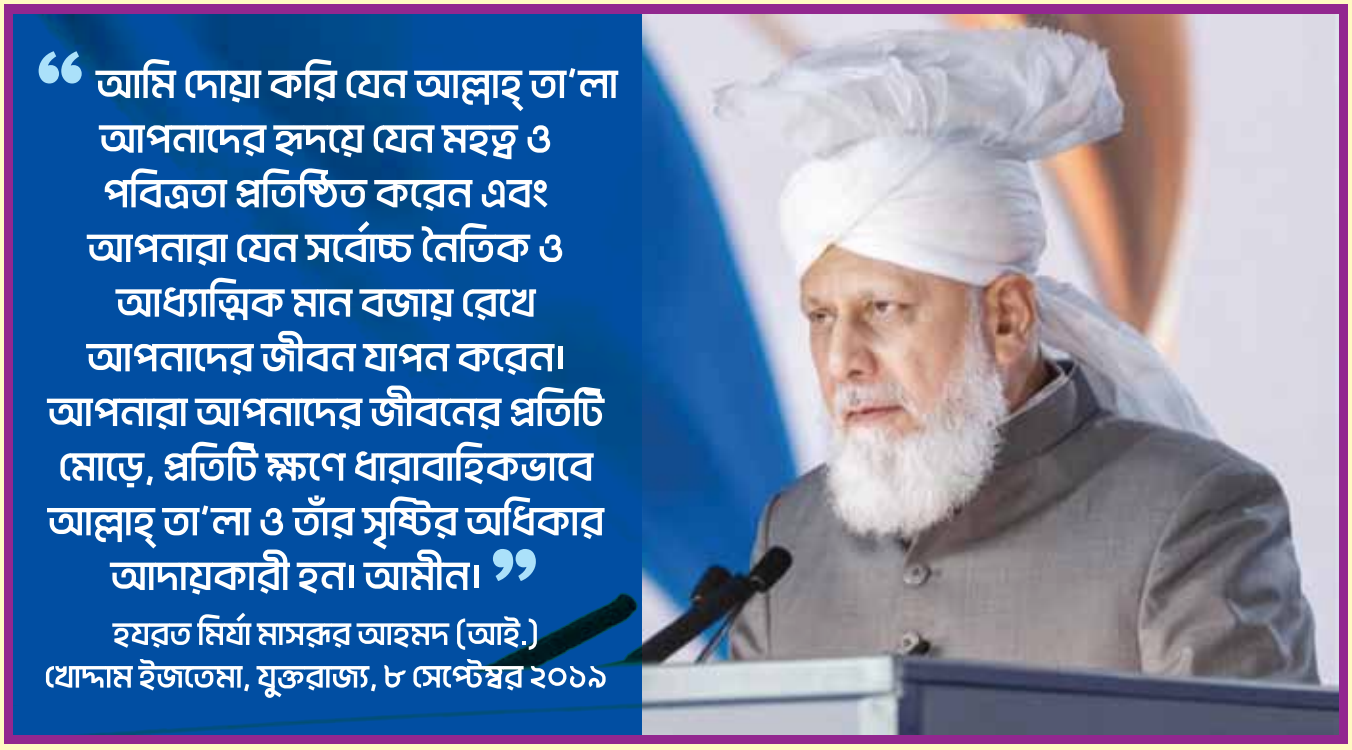

২০১৯ সালে অনুষ্ঠিত দেশের বিভিন্ন স্থানে জেলা ইজতেমার কিছু আলোকচিত্র

চট্টগ্রাম জেলা ইজতেমা, ২০১৯

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া রংপুর জেলা মজলিসের ইজতেমা ২০১৯

ময়মনসিংহ, জেলা ইজতেমা, ২০১৯

নারায়ণগঞ্জের ১৯তম স্থানীয় বার্ষিক ইজতেমা, ২০১৯

বগুড়া জেলা ইজতেমা, ২০১৯

ঢাকা জেলা ইজতেমা, ২০১৯

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া কিশোরগঞ্জ-এর জেলা ইজতেমা ২০১৯

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া বৃহত্তর বরিশাল অঞ্চলের জেলা ইজতেমা ২০১৯

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া ব্রাহ্মণবাড়িয়া পশ্চিমের জেলা ইজতেমা ২০১৯

ইজতেমা নিয়ে কিছু টুকরো স্মৃতি

সিকদার তাহের আহমদ
অস্ট্রেলিয়া

জন্মগত আহমদী হিসেবে ছোটবেলা থেকেই কিছু কিছু শব্দ ও বিষয়ের সঙ্গে আমরা পরিচিত হয়ে থাকি। এগুলোর কিছু কিছু উর্দু এবং আরবী শব্দ। মজার বিষয় হলো এ শব্দগুলোর সাধারণ অর্থের বাইরে বিশেষ ধরনের অর্থ আমাদের মাঝে দাঁড়িয়ে গেছে। অন্তত আমি এরকমটি মনে করি। না জানার কারণে এবং প্রচলন না থাকায় আমরা তিফলকে আতফাল বলি এবং খাদেমকে খোদ্দাম বলি। তিফলের বহুবচন আতফাল এবং খাদেমের বহুবচন খোদ্দাম। এভাবে কোনো তিফলকে যদি দুষ্টুমি করে বলা হয়, কি, তুমি কি লাজনা নাকি? তাহলে সে মন খারাপ করবে এবং ক্ষিপ্ত হবে। কারণ, তার কাছে লাজনা মানে হচ্ছে লাজনা ইমাইল্লাহর সদস্যা, অর্থাৎ, নারী। অথচ লাজনা কথাটার মানে কিন্তু সংগঠন। এভাবে উমুমি বললে সিকিউরিটি ডিউটির কথা মাথায় আসে, অথচ এটি হিফাজত নয়, এটি আ'ম বা সাধারণ বিষয়।

তাই, আমাকে যদি জিজ্ঞাসা করা হত ইজতেমা কী? আমি হয়তো বলতাম, ধর্মীয় বিষয়ে এবং খেলাধুলার প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান। জলসার সঙ্গে ইজতেমার পার্থক্য কী জানতে চাইলে হয়তো অবলীলায় বলতাম, ইজতেমাতে বিভিন্ন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয় এবং জলসাতে বক্তৃতা হয়। আমাদেরকে এজন্য দোষ দেওয়া যায় না, আমরা এরকমই দেখে এসেছি।

কিন্তু, টঙ্গিতে তবলীগি জামা'তের বিশ্ব ইজতেমার আয়োজনে যখন কোনো তালীমি প্রতিযোগিতা কিংবা খেলাধুলার প্রতিযোগিতা থাকে না, তখন মনে হয়, এগুলোর অর্থ আরও ভালভাবে খতিয়ে দেখা দরকার।

ইজতেমা শেষে ভ্যানে করে আনন্দের সাথে বাড়ি ফেরা

ইজতেমা শব্দটি আরবী ভাষা থেকে উর্দূতে এসেছে। উর্দু-বাংলা অভিধান ফরহঙ্গ-ই-রব্বানীতে এর অর্থ করা হয়েছে একত্রীকরণ, সংবদ্ধকরণ, জমায়েতকরণ, মিলিতকরণ, সমাবেশকরণ। আর এই একই অভিধানে জলসা শব্দের মানে করা হয়েছে, মাহফিল, সভা, সমবেত জনসঙ্ঘ, সম্মিলন, সমাগম এবং সমিতি।

সম্ভবত ১৯৮৪ কিংবা '৮৫ সালের দিকে আমি প্রথম ইজতেমায় যোগদান করি। নারায়ণগঞ্জ মজলিসের সেই ইজতেমার কথা আমার আজও মনে পড়ে। তখন আমার বয়স ছয় কি সাত বছর। মনে হয় পুরো সাত হয় নি, আতফালুল আহমদীয়ায় তখনও আনুষ্ঠানিকভাবে যোগদান করি নি। যাহোক, ইজতেমার আগের দিন সন্ধ্যায় মাগরিবের সময়ে আমরা মসজিদে গেলাম। আমরা বলতে আমার দু'বছরের বড় ভাই, ৭-৮ বছরের বড় আমার ছোট চাচা মুনির উল্লাহ সিকদার। তখন তিনি বড় আতফাল ছিলেন। মসজিদের মেঝেতে বসে ইজতেমার লিখিত পরীক্ষা দিচ্ছেন, সে ছবি এখনও আমার চোখে ভাসে। বছর খানেক আগে আমার সেই চাচা মারা গিয়েছেন।

রাতে মসজিদে থাকবো, সেই উত্তেজনায় ছটফট করছি। এত ছোট বয়সে, সমবয়সী ও কাছাকাছি বয়সী শিশুদের সঙ্গে রাতে একসঙ্গে থাকা। সেবারই প্রথম। ধরেই নিয়েছিলাম যে, বড়রা কেউ সঙ্গে থাকবে না। ইশার পরে বড়রা যখন চলে গেলেন, যখন মসজিদের দরজা বন্ধ করা হলো, তখন আমি আর উচ্ছ্বাস চেপে রাখতে পারলাম না, চিৎকার করে দু'হাত উপরে তুলে মসজিদের ভেতরেই দৌড়াতে লাগলাম! যাহোক, সেই আনন্দ বেশিক্ষণ থাকলো না। একটু পরেই শফিক দাদা তার ছোট ছেলে শাহীনকে নিয়ে হাজির। রাতে থাকবেন। শফিক দাদা অর্থাৎ, এটিএম শফিকুল ইসলাম আমার দাদীর ছোট ভাই। তারপর, কাজী মোবাশ্বের আহমদ সাহেবও এলেন।

নারায়ণগঞ্জের যে মসজিদটির কথা আমি বলছি, সেটি এখনকার দো'তলা মসজিদটি নয়। সেটি ছিল মুন্সি আব্দুল খালেক সাহেবের বাড়িতে। মিশন পাড়াতেই, আরেকটু ভেতরের দিকে।

ভোরে ফজরের পর একটি খাসি জবাই হলো। কেউ হয়তো আকিকার জন্য দিয়েছিলেন। দুপুরে আমরা সেই খাসির গোশত ও ময়দার রুটি খেলাম। বেশি ছোট হওয়ার কারণে আমি কোনো প্রতিযোগিতাতেই সুবিধা করতে পারি নি। তবে অংশ

নিয়েছিলাম। সান্ত্বনা পুরস্কার হিসেবে একটি প্লাস্টিকের বাটি পেয়েছিলাম। যতদূর মনে পড়ে, কেন্দ্র থেকে এসেছিলেন তৎকালীন ন্যাশনাল কায়েদ মোহাম্মদ আব্দুল হাদী সাহেব।

তারপরে বহুবার ইজতেমায় অংশ নিয়েছি, প্রতিযোগী হিসেবে, আয়োজক হিসেবেও। কিন্তু প্রথম ইজতেমার স্মৃতি আজও মনে পড়ে।

১৯৮৭ কিংবা ১৯৮৮ সালের দিকে ঢাকার কেন্দ্রীয় ইজতেমায় গেলাম। দিন-তারিখ সম্পর্কে জোর দিয়ে বলতে পারছি না। লিখিত পরীক্ষা ইত্যাদিতে আমার বড় ভাই সিকদার রাফি আহমদ বেশ কয়েকটি পুরস্কার পায় এবং খোদ্দাম ও আতফালদের মাঝে সমন্বিত উর্দু বক্তৃতা প্রতিযোগিতায় খাদেমদেরকে ডিঙিয়ে তিফল হয়েও প্রথম স্থান অধিকার করে। আমি বরাবরের মতো অংশগ্রহণকারীদের দলেই থেকে গেলাম।

ঢাকায় কেন্দ্রীয় ইজতেমার আকর্ষণ ছিল খেলাধুলার বিষয়টি। ভলিবল টুর্নামেন্ট, লং জাম্প, ইত্যাদি কত খেলাই না হত! ফজরের পর বাইরে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো মাঠে আমাদেরকে কখনও কখনও নিয়ে যাওয়া হত। তবে, এ সবের বাইরেও আকর্ষণ ছিল। সেটা কী? সেটা হলো, এত লোক একসঙ্গে হওয়ার মজা। আর ছোটদের দুষ্টুমি।

একবার আমরা দু'ভাই সাথে করে নিয়ে যাওয়া সব জিনিসপত্রের লিস্ট বা তালিকা নিয়ে গিয়েছিলাম। এটা আসলে আব্বার পরামর্শেই করা। জয় ভাইয়া তালিকা দেখে একটা করে জিনিসের নাম বলতো আর আমি সেটা মিলিয়ে দেখতাম। বিষয়টি বড়দের চোখে প্রশংসনীয় হলেও ছোটদের কাছ থেকে আমরা চরম বিদ্রূপের শিকার হলাম। মসজিদের দোতলায় আমরা সবাই ঘুমাতাম। সেখানে লিটন কাকা (চৌধুরী আতহারুল ইসলাম, বর্তমানে ইতালী প্রবাসী) ও কাজল ভাই (কাউসার উদ্দিন আহমদ) রীতিমতো অভিনয় করে আমাদেরকে নিয়ে হাসাহাসি করতেন। মনে পড়লে আজও চরম হাসি পায়। লিটন কাকা গম্ভীর মুখে অভিনয় করে, তালিকা দেখে বলছেন, রাজু, বালিশ ২টা। আর, কাজল ভাই আমার অর্থাৎ রাজুর ভূমিকা নিয়ে, ডানে-বামে আঁতিপাঁতি করে খুঁজে রিপোর্ট দিচ্ছেন, বালিশ আছে। আর বাকি সব বাচ্চারা এসব দেখে হাসছে। কী যে বিড়ম্বনা ছিল!

বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময়ে আমি রাজশাহীতে কাজের সুযোগ পেয়েছিলাম। স্থানীয়, জেলা এবং রিজিওন, তিন পর্যায়েই কাজের সুযোগ হয়েছে। যখন জেলা কায়েদ ছিলাম, তখন সেই অঞ্চলের প্রথম জেলা তালিম-তরবীয়তি ক্লাস ও ইজতেমা হয়েছে।

বগুড়া-নাটোর-সিরাজগঞ্জ জেলা মজলিস এবং রাজশাহী-পাবনা জেলা মজলিসের সমন্বয়ে প্রথম জেলা ইজতেমা হয় ২০০২ সালে, পুরুলিয়ায়। ৪ ও ৫ এপ্রিল, দু'দিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত সেই ইজতেমায় আয়োজক কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে অংশ নেওয়ার সুযোগ ঘটেছিল।

জেলা কায়েদ হিসেবে রাজশাহী (১৭ সেপ্টেম্বর ২০০৪), তাহেরাবাদ (২৪ সেপ্টেম্বর ২০০৪) ও কাফুরিয়া (১০ সেপ্টেম্বর ২০০৪) মজলিসের প্রথম স্থানীয় ইজতেমাগুলোতেও থাকার সুযোগ হয়েছে। সেই সময়ে রাজশাহীতে মসজিদ ছিল না। অধ্যাপক তারিক সাইফুল ইসলামের বিশ্ববিদ্যালয়-কোয়ার্টারে এবং শহরের আরও দু'টি বাড়িতে স্থানীয় ইজতেমার কার্যক্রম পরিচালিত হয়। সেখানে কোনো মোয়াল্লেম-মুরব্বীও ছিলেন না।

উত্তরবঙ্গের ছোট ছোট মজলিসগুলোতে আমরা খুব অল্প টাকায় কোনোভাবে ইজতেমাগুলোর আয়োজন করতাম। বাহ্যিক সৌন্দর্য, ডেকোরেশন ইত্যাদি দেখে হয়তো এখনকার প্রজন্ম খুব একটা প্রভাবিত হবে না। তবে, এগুলোর পেছনে যে শ্রম, উৎসাহ ও আন্তরিকতা ছিল তার উত্তাপ আজও, এত বছর পরও অনুভব করি।

অনেক সময় প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান হত না, কেন্দ্রের কিছু বরাদ্দ এবং স্থানীয় সামান্য আদায় নিয়েই আমাদেরকে বাজেট করতে হত। এ রকমও হয়েছে, আমরা বকেয়াদারদের কাছ থেকে অনুদান নেই নি। বরং তাদেরকে সুযোগ দেওয়া হয়েছে এই সুযোগে বকেয়া পরিশোধ করার। তৎকালীন জেলা নায়েব কায়েদ আবু রায়হান উজ্জ্বলের পরামর্শে ইজতেমার আয়োজনের ক্ষেত্রে নগদ চাঁদার পরিবর্তে আমরা খাদ্য/পণ্য ইত্যাদি গ্রহণ করেছি এবং সেগুলোর বিপরীতে মূল্য ধরে দিয়ে তাদেরকে বকেয়া চাঁদার রশীদ কেটে দিয়েছি। কেউ হয়তো চাল, আলু ইত্যাদি দিয়েছেন, কেউ রান্নার লাকড়ি। এভাবে একটা বড় অংশ তাদের বকেয়া চাঁদা পরিশোধ করতে পেরেছিলেন।

অস্ট্রেলিয়ায় আসার পর খোদ্দামুল আহমদীয়ার ইজতেমায় অংশ নিয়েছি। তালীমি বিষয়গুলোর পাশাপাশি এখানেও বিভিন্ন ধরনের খেলার আয়োজন হয়। টাগ অফ ওয়ার বা দড়ির টানাটানি দেখে আমার মনে পড়তো বাংলাদেশের প্রত্যন্ত কোনো মজলিসে হাড়ি ভাঙ্গা খেলার কথা। পাকিস্তানীরা সাধারণত বীত বাজির আয়োজন করে থাকে। অনেকটা গানের কলি খেলার মতো, তবে নজমের মাঝে সীমাবদ্ধ।

আয়োজক হিসেবে, বিচারক হিসেবে কাজ করার সময়ে যখনই সুযোগ হয়েছে আমি ইজতেমার মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে কথা বলেছি। বলেছি, সবাইকে প্রথম, দ্বিতীয় করাটাই আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আসল উদ্দেশ্য হলো তাক্ওয়া অর্জন, আল্লাহ্‌র সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন, কিছু ভাল মানুষ তৈরি করা। আল্লাহ্ তা'লাই সারিউল হিসাব বা হিসাব গ্রহণে অতি তৎপর। তাই বিচারক হিসেবে আমাদের দ্বারা যদি কোনো ভুল-ত্রুটি হয়ে যায়, আমরা যদি সঠিক বিচার করতে সক্ষম না হই, এতে হতাশ হবেন না।

ইজতেমার স্মৃতি ও ঐশী সাহায্য

মনসুর আহমদ, বিসিএ, বিইএম
সাবেক কায়েদ, মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, চট্টগ্রাম

পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে– 'আর তোমাদের মাঝে এমন এক দল থাকা প্রয়োজন যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে এবং সৎ কাজের নির্দেশ দিবে ও অসৎ কাজ থেকে বারণ করবে আর এরাই সফল কাম'। (সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১০৫)

পবিত্র কুরআনের অমোঘ শিক্ষানুযায়ী আমরা যেন নেক কাজে একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতা করতে পারি সে ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছেন মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠাতা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী মির্যা বশির উদ্দীন মাহমুদ আহমদ (রা.)। সেই সুন্দর প্রবর্তিত ব্যবস্থাটি হল 'ইজতেমা'। এ ব্যবস্থার মাধ্যমে আমরা আমাদের ধর্মীয় ও জাগতিক জ্ঞানের ক্ষেত্রে কুরআন তিলাওয়াত, নযম, বক্তৃতা, প্রশ্নোত্তর প্রতিযোগিতা, কুইজ, বার্তা পৌঁছানো, শরীর চর্চা, খেলাধূলাসহ আরো বিভিন্ন বিষয়ে প্রতিযোগিতা করে পুণ্য ও কল্যাণের দিকে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারি।

হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) তাঁর এক কবিতায় বলেন– 'ধর্মসেবাকে আল্লাহ্ তা'লার এক অনুগ্রহ জ্ঞান কর ও এর বিনিময়ে কখনো পুরস্কারের আশা করবে না'। পুনরায় তিনি দোয়া করেন– 'হে আমার প্রিয়গণ! তোমাদের জন্য আমার এ দোয়া রইলো, তোমাদের ওপর সর্বদা খোদার ছায়া থাকুক, তোমরা যেন অকৃতকার্য না হও'। (কালাম-এ-মাহমুদ)

জন্মের পর হতে দীর্ঘ চল্লিশ বছরেরও অধিক সময় চট্টগ্রামেই কাটিয়েছি। ছোটবেলা হতেই মজলিস তথা জামা'তের সকল কাজে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণের মাধ্যমে তরবিয়ত লাভের সৌভাগ্য হয়। যুগ-খলীফার কাছে দোয়ার জন্য নিয়মিত পত্র লেখা, নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করা, প্রত্যহ ফজরের নামাযের পর কুরআন তিলাওয়াত করা, মালী কুরবানীর অভ্যাস, দোয়ার অভ্যাস গড়ে তোলা ইত্যাদি নেক কাজে আমার জীবনে যিনি সবচেয়ে বেশি উৎসাহ, উদ্দীপনা, সাহায্য, সহযোগিতা ও দোয়া করেছেন, যিনি আমাকে আমার বাবার মৃত্যুর পূর্ব হতেই (১২/১৩ বছর বয়স হতেই) আদর, যত্ন, স্নেহ, বাবার ন্যায় অধিক ভালবাসা ও দোয়া দিয়ে গড়ে তুলেছেন, তিনি হলেন আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, চট্টগ্রামের সাবেক আমীর আমার প্রাণপ্রিয় চাচা প্রিন্সিপাল মোনেম বিল্লাহ্ সাহেব। মহান আল্লাহ্ তাকে জান্নাতুল ফেরদৌসে স্থান দিন এবং তার প্রতি দয়া ও কৃপা করত তাকে নিজ প্রিয়দের চরণে স্থান দিন, আমীন।

শিক্ষা জীবনের উচ্চমাধ্যমিক পর্যায় হতেই মহান আল্লাহ্ এ অধমকে মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, চট্টগ্রাম-এর কায়েদ ও চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, কুমিল্লা ও চাঁদপুর মজলিসসমূহের জেলা কায়েদসহ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, চট্টগ্রামের সেক্রেটারী ওয়াকফে নও, অডিটরসহ গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন দায়িত্ব পালনের তওফীক দান করেন।

ঐশী সংগঠনের দায়িত্ব পালনকালে স্মৃতির পাতায় অসংখ্য ঈমানবর্ধক ঘটনা রয়েছে যার মধ্য হতে দু'একটি এখানে লিপিবদ্ধ করছি।

পবিত্র কুরআন ও হাদীসের ভবিষদ্বাণী অনুযায়ী আগমনকারী প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্দী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) পৃথিবীকে সত্যিকার জীবন্ত খোদার সাথে পরিচয় করিয়েছেন। সেই প্রতাপশালী খোদার সাথে পরিচয় করিয়েছেন যিনি পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেছেন, 'আমি নিকটে আছি ও আমি প্রার্থনাকারীর প্রার্থনার উত্তর দেই যখন সে আমার নিকট প্রার্থনা করে'। তিনি (আ.) সেই মহিমান্বিত খোদার সাথে জগদ্বাসীর গভীর সম্পর্ক স্থাপনের জন্য আবির্ভূত হয়েছেন যে খোদা সম্পর্কে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, 'বান্দা যদি এক পা এগিয়ে আসে তাহলে আল্লাহ্ তা'লা দুই পা এগিয়ে আসেন আর বান্দা দ্রুত এগিয়ে এলে আল্লাহ্ তা'লা ছুটে আসেন'।

দোয়া কবুলিয়ত সম্পর্কে হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আ.) এক উপলক্ষ্যে বলেন, 'দোয়া ও এর কবুলিয়তের মধ্যবর্তী সময়ে সাধারণত পরীক্ষার পর পরীক্ষা আসে যা কোমর ভেঙে দেয়। কিন্তু দৃঢ়চেতা সৌভাগ্যশালী এ পরীক্ষা এবং কষ্টের সময়েও আপন প্রভুর দানসমূহের সুঘ্রাণ অনুভব করে এবং দূরদৃষ্টিতে অদূর ভবিষ্যতে সাহায্যের হাতছানি দেখতে পায়। এ পরীক্ষাসমূহের মধ্যে একটা গোপন রহস্য থাকে যে, তা দোয়ার জন্য আবেগ বৃদ্ধি করে। কেননা ব্যস্ততা ও ব্যগ্রতা যত বৃদ্ধি করা হবে আত্মার মাঝে ততই কোমলতা সৃষ্টি হতে থাকবে এবং এটি দোয়া কবুলিয়তের উপকরণের অন্যতম। সুতরাং কখনো ঘাবড়ে যাওয়া উচিত নয় এবং অধৈর্য ও অস্থিরতার সাথে খোদার প্রতি কু-ধারণা পোষণ করা উচিত নয় ও কখনোই একথা ভাবা উচিত নয় যে, আমার দোয়া কবুল হবে না বা হয় না'। (মলফুযাত, চতুর্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪৩৪)

ঘটনাটি ১৯৯৫ সালের। আমেলা সভায় মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, চট্টগ্রাম-এর স্থানীয় ইজতেমা অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ও যথারীতি চেয়ারম্যান ও সেক্রেটারী নিযুক্ত করে ইজতেমা কমিটি গঠন করা হয়। কেন্দ্রের অনুমোদন সাপেক্ষে ইজতেমা অনুষ্ঠানের কার্যক্রম গতি পায়। ইজতেমার আর মাত্র ৪দিন বাকি। আমাকে জানানো হয় যে, ইজতেমার বাজেট অনুসারে ডোনেশন সংগ্রহের পরিমাণ নিতান্তই স্বল্প, যা কোনোক্রমেই সন্তোষজনক নয়। আমি অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়ি। আমার অফিসের কাজ সেরে মসজিদে এসে কায়েদ-এর চেয়ারে বসে চিন্তা করছি কী করা যায়। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর নিকট দোয়ার জন্য চিঠি লিখে ফ্যাক্স করি। খোদ্দাম অফিসে বসে আছি এমন সময় ইজতেমা কমিটির এক সদস্য যিনি ডোনেশন সংগ্রহের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন এসে আমাকে বলেন, 'কায়েদ সাহেব, আমার মনে হয় আমরা তহবিলের অভাবে ইজতেমার আয়োজন করতে পারবনা'। উত্তরে আমি তাকে বললাম, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে আল্লাহ্ তা'লা ইলহাম করে জানিয়েছেন, 'খোদা তা'লা তোমার সমস্ত আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করবেন'। (তাযকেরা, যুক্তরাজ্য থেকে প্রকাশিত, ২০০৯, পৃষ্ঠা: ৬৭৬) আরও ইলহাম হয়েছে, 'আমি তোমাকে একটি নিদর্শনও দেখাব'। (তাযকেরা, যুক্তরাজ্য থেকে প্রকাশিত, ২০০৯, পৃষ্ঠা: ৬৭৭)

অর্থের অভাবে জামা'তের কোনো কাজ থেমে থাকতেই পারে না। আমি এ কথা বলার পর পরই অপর একজন খাদেম যিনি তার অংশের ডোনেশন আগেই প্রদান করে দিয়েছিলেন। খোদ্দাম অফিসে আসেন এবং আমাকে জিজ্ঞেস করেন, কায়েদ সাহেব! আপনাকে অত্যন্ত চিন্তিত মনে হচ্ছে, সব ঠিক আছে তো? উত্তরে আমি বললাম, ইজতেমার বাজেট অনুসারে কালেকশন তেমন হয় নি, একারণেই একটু চিন্তা করছি। এ কথা বলতেই তিনি বলেন, কায়েদ সাহেব! আপনার নায়েম মাল সাহেবকে ডাকুন। আমি বললাম, একটু অপেক্ষা করুন। নায়েম মাল সাহেব আসছেন। একটু পরে নায়েম মাল সাহেব আসতেই সেই খাদেম ভাই পকেট হতে অনেকগুলো টাকা বের করে নায়েম মাল সাহেবের হাতে দিয়ে বলেন, আমার নামে ডোনেশন-এর রশিদ কাটুন। তখন আমি সেই ভাইকে বললাম, আপনি তো আপনার অংশের ডোনেশন পূর্বেই পরিশোধ করে দিয়েছেন। উত্তরে তিনি বলেন, কায়েদ সাহেব! অনুগ্রহপূর্বক আমাকে নেক কাজে আরও একটু অংশগ্রহণ করার সুযোগ দিন। আমি চিন্তামুক্ত হলাম। এভাবে দেখা গেলো মহান খোদার অপার কৃপায় অত্যন্ত সুন্দর ও সফল ইজতেমা সম্পন্ন হয়।

দোয়া কবুলিয়ত তথা ঐশী সাহায্যের আরও একটি ঘটনা উল্লেখ করতে চাই। আমার সঠিকভাবে স্মরণ নেই। মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, চট্টগ্রামের স্থানীয় ইজতেমা, ১৯৯২ বা ১৯৯৩ সাল হবে। ইজতেমা অনুষ্ঠানের আর মাত্র ২/১দিন বাকি। মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, বাংলাদেশ-এর সদর সাহেবের ফোন আসে। তৎকালীন সদর জনাব মোহাম্মদ আব্দুল হাদী (যিনি বর্তমানে যুক্তরাজ্যে বসবাসরত) সাহেবের সাথে আমার কথা হয়। ইজতেমার ব্যাপারে খোঁজখবর নিয়ে তিনি আমাকে বলেন, আমরা

যেন ইজতেমার উপস্থিতির দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেই। তিনি বলেন, ইজতেমায় যেনো সর্বাধিক সংখ্যক আতফালের উপস্থিতি নিশ্চিত করা হয়। আমি বেশ চিন্তিত হয়ে পড়ি। দোয়া করতে থাকি। কারণ ঐসময় (আমার সঠিক মনে নেই) কোনো এক কারণে আতফালদের সর্বাধিক উপস্থিতি একটা কঠিন ব্যাপার ছিল। সম্ভবত স্কুলের পরীক্ষা বা এ জাতীয় কোনো ব্যস্ততা ছিল। যাহোক আল্লাহ্ তা'লা আবারও দোয়া কবুলিয়তের নিদর্শন দেখান। বিষয়টি নিয়ে টেরীবাজার হালকার এক খাদেম ভাইয়ের সাথে আলাপ করছিলাম। তিনি আমাকে বলেন, কায়েদ সাহেব! আতফালদের সর্বাধিক উপস্থিতি নিয়ে আপনি মোটেই চিন্তিত হবেন না। এ দায়িত্বটি অনুগ্রহ করে আপনি আমাকে দিয়ে দিন। আমি বললাম, ঠিক আছে, আল্লাহ্ তা'লা আপনার সহায় হোন, আমীন।

ইজতেমার কর্মসূচী অনুযায়ী বাজামা'ত তাহাজ্জুদ নামায-এর মধ্যে দিয়ে কার্যক্রম আরম্ভ হওয়ার কথা ছিল। তদনুযায়ী আমাদের টেরীবাজার হালকার সেই খাদেম ভাই অপর দুইজন খাদেম ভাইয়ের সহায়তায় তিনটি মাইক্রোবাসের ব্যবস্থা করেন এবং জামালখান, আগ্রাবাদ, হালিশহর, পাহাড়তলী, বিশ্ববিদ্যালয়, টেরীবাজার, অক্সিজেন ইত্যাদি হালকা হতে আতফালদেরকে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করেন। আলহামদুলিল্লাহ্, আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, ইজতেমার দিবাগত রাতে তাহাজ্জুদ ও ফজরের নামাযে খাদেমদের তুলনায় তিফলদের উপস্থিতি ছিল অধিক এবং তাজনীদ ও ইজতেমার উপস্থিতি রেকর্ড অনুযায়ী ৪৮ জন তিফলের মধ্য থেকে ৪৫জন তিফল উপস্থিত ছিল, যা স্থানীয় সকলের এবং কেন্দ্রীয় মেহমানদের জন্যও অত্যন্ত আনন্দের ও হতবাক করার মতো ঘটনা ছিল।

২০০৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে যুক্তরাজ্য সরকারের Highly Skilled Migration Program (HSMP)-এর অধীনে খাকসার স্বপরিবারে যুক্তরাজ্যে স্থানান্তরিত হই এবং বর্তমানে স্ত্রী ও তিন সন্তানসহ যুক্তরাজ্যে বসবাস করছি। হুযূর আকদাস (আই.)-এর সদয় অনুমোদনক্রমে একজন জীবন উৎসর্গকারী হিসেবে অধম বর্তমানে আল শিরকাতুল ইসলামীয়ায় (যাযুক্তরাজ্যের অন্যতম বৃহত্তম দাতব্য সংস্থা) একাউন্টস অ্যান্ড ফিন্যান্স-এর ম্যানেজার হিসেবে দায়িত্ব পালন করছি। উল্লেখ্য যে, জামা'তের আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, প্রকাশনা, এমটিএ ইন্টারন্যাশনাল, রিভিউ অফ রিলিজিওনস, রাকীম প্রেস, আল তাকওয়া, আল হাকাম, মরকয আইটি ইত্যাদি বিভাগসমূহ আল শিরকাতুল ইসলামীয়ার অন্তর্ভুক্ত।

মহান আল্লাহ্ আমাদের সবাইকে তাঁর সাথে জীবন্ত সম্পর্ক স্থাপন ও তাঁর নিত্য নতুন নিদর্শন প্রত্যক্ষ করার সৌভাগ্য দান করুন, আমীন।

"প্রত্যেক আহমদী মুসলিমকে সন্দেহ পোষণকারী এবং সংশয় প্রকাশকারীদের নিকট প্রমাণ করে দিতে হবে যে খোদা তা'লা বিদ্যমান এবং তিনি এক জীবন্ত খোদা এবং ইসলাম তাঁর নিকট হতে অবতীর্ণ চূড়ান্ত ধর্ম।"

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.)
খোদ্দাম ইজতেমা, যুক্তরাজ্য, ৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৯

আমরা তোমাদের ভুলবো না

বাংলাদেশে আহমদীয়াতের ইতিহাসে শাহাদাতের মর্যাদা লাভকারীগণ

ওসমান গনি

ছবি পাওয়া যায় নি
আব্দুর রহিম

নূরুদ্দীন আহমদ

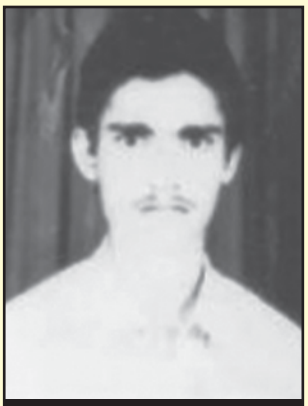
জাহাঙ্গীর হোসেন

ডা. আব্দুল মাজেদ

জি.এম. মুহিব্বুল্লাহ

জি.এম. আলী আকবর

সোবাহান আলী মোড়ল

জি.এম. মমতাজ উদ্দীন

শাহ আলম

এ টি এম হক

মোস্তফা আলী নান্নু

বর্ষ পরিক্রমায় মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার ইজতেমা

মওলানা মামুন-উর-রশীদ
সাবেক নায়েম আতফাল, মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, ঢাকা

‘মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া’ প্রতিষ্ঠার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

পৃথিবীর ধর্মীয় ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, যুগে যুগে যত নবী-রসূল এসেছেন তাঁদের মান্যকারীদের মাঝে প্রাথমিক যুগে যুবকদের সংখ্যাই বেশি। এর রহস্য হলো, যুবকদের মাঝে সত্য গ্রহণের অদম্য সাহস বেশি বিদ্যমান। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর ‘মুসলেহ্ মাওউদ’ হিসেবে ইসলাম আহমদীয়াতের জগতে অনন্য সাধারণ সংস্কারমুখী কর্মকাণ্ডের মধ্যে অন্যতম হল বিভিন্ন প্রশিক্ষণমূলক বা তরবিয়তী সংগঠনের প্রতিষ্ঠা। তিনি অতি অল্প বয়স থেকেই এ বিষয়ে সজাগ ও তৎপর ছিলেন আর এজন্যই মজলিস তাশহীযুল আযহান ছাড়াও মজলিস আনসারুল্লাহ্ নামক একটি সংগঠন (যা খুব সম্ভবত বালকদের উদ্দেশ্য করে গঠন করা হয়েছিল) প্রভৃতির মাধ্যমে কিছু কিছু কাজ তিনি শুরু করেছিলেন। খলীফা হবার পর তিনি মহিলাদের জন্য লাজনা ইমাইল্লাহ্ এবং বালিকাদের জন্য পরে মেয়েদের নাসেরাতুল আহমদীয়া প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। যুবকদের জন্য স্থায়ী ও পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থাপনা ‘মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া’র তাহরীক তিনি ১৯৩৮ সালে করেছিলেন যা অতি দ্রুত আহমদীয়া জামা’তের এক কেন্দ্রীয় শক্তিতে পরিণত হয়।

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠাতা
হযরত মির্যা বশীরউদ্দীন মাহমুদ আহমদ
খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)

১৯৩৮ সালের ৩১ জানুয়ারী তারিখে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর অনুমতিক্রমে এবং শেখ মাহবুব আলম সাহেবের দাওয়াতে নিম্নলিখিত দশজন যুবক কাদিয়ানে তার বাসায় আসে। শেখ মাহবুব আলম সাহেবের বাসা তখন মাদ্রাসা আহমদীয়া সংলগ্ন বোর্ডিংয়ে ছিল। সেই আত্মপ্রত্যয়ী দশজন যুবক হলেন- ১) মৌলবী কমরউদ্দীন সাহেব ২) হাফেজ বশীর আহমদ সাহেব ৩) মওলানা যহুর হোসাইন সাহেব ৪) মৌলবী গোলাম আহমদ ফররুখ সাহেব ৫) মৌলবী মুহাম্মদ সিদ্দীক সাহেব ৬) সৈয়দ আহমদ আলী সাহেব ৭) হাফেজ কুদরতউল্লাহ সাহেব ৮) মৌলবী মুহাম্মদ ইউসুফ সাহেব ৯) মৌলবী মুহাম্মদ আহমদ জলীল সাহেব ১০) চৌধুরী খলীল আহমদ নাসের সাহেব। এই সদস্যরা মিলে সদর হিসেবে মৌলবী কমরউদ্দীন সাহেবকে এবং সেক্রেটারী হিসেবে শেখ মাহবুব আলম সাহেবকে নির্বাচিত করেন। তারা এই পণ করে একটি মজলিস তথা সংগঠন বানাতে চাচ্ছিল যে, জামা'তের বিরুদ্ধে উত্থাপিত সকল নৈরাজ্য নির্মূলে এই সংগঠন সক্রিয় ভূমিকা পালন করবে। এই সংগঠনটি যেহেতু হুযূর (রা.)-এর অনুমতিতে প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছিল তাই তাঁর কাছে এর একটি নাম রাখার আবেদন জানানো হয়। এই আবেদনের প্রেক্ষিতে ৪ ফেব্রুয়ারী ১৯৩৮ সালে হুযূর এই সংগঠনের নাম রাখেন 'মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া'। ফেব্রুয়ারী এবং মার্চ মাসে কাদিয়ানের বিভিন্ন হালকায় এর শাখা প্রতিষ্ঠা করা হয়। একই বছর এপ্রিল মাসে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) বিভিন্ন খুতবার মাধ্যমে কাদিয়ানের বাইরের জামা'তসমূহে 'মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া' প্রতিষ্ঠা করার ঘোষণা প্রদান করেন। [তারীখে আহমদীয়াত, ৭ম খণ্ড, পৃ: ৪৪৬-৪৪৭]

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) এক স্থানে বলেন, "যদি বন্ধুরা চান, তারা তাহরীকে জাদীদকে সফল করবেন তবে তাদের জন্য আবশ্যক, যেভাবে প্রত্যেক স্থানে লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র সংগঠন প্রতিষ্ঠিত রয়েছে, অনুরূপভাবে প্রত্যেক স্থানে যুবকদের সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা। কাদিয়ানের কতক যুবকের হৃদয়ে এ ধরনের চিন্তার উদ্রেক হওয়াতে তারা আমার অনুমতিক্রমে একটি সংগঠন মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া নামে প্রতিষ্ঠা করেছে.... আমি বিশেষভাবে তাদের এ দিকনির্দেশনা দিয়েছি, যারা উল্লেখযোগ্যভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছেন (জিন লোগোঁ কি শাখসিয়াতেঁ নুমায়া হো চুকি হ্যায়) তাঁদেরকে (এ সংগঠনে) শামিল না করা হোক, যেন তারা নিজেরা কাজ করার সুযোগ পান। হ্যাঁ, দ্বিতীয় সারির বা তৃতীয় সারির ব্যক্তিদের শামিল করা যেতে পারে, যেন তাদের নিজেদের কাজ করার অভিজ্ঞতা হয় এবং জাতীয় দায়িত্বসমূহকে তারা উপলব্ধি করতে পারে এবং এগুলো সামাল দিতে পারে।"

অর্থাৎ এসময় সকলে মজলিসের সদস্য হতেন না। পরবর্তীতে ২৬ জুলাই ১৯৪০ সালে হুযূর (রা.) একে ঐচ্ছিক না রেখে বাধ্যতামূলক করে দেন এবং পাশাপাশি বালকদের মজলিস আতফালুল আহমদীয়া সংগঠনে শামিল করারও ঘোষণা দেন। সকল যুবককে ১৫ দিনের মধ্যে সদস্যভুক্ত হতে বলেন। উল্লেখ্য, আতফালের প্রথম শুরু ১৫ এপ্রিল ১৯৩৮ এর খুতবা অনুযায়ী ২২ এপ্রিল ১৯৩৮। [সূত্র: ২৬ জুলাই, ১৯৪০ প্রদত্ত খুতবা, আল ফযল, ১ আগষ্ট ১৯৪০] ১৯৪০ সালে একে আবশ্যক করা হয় এবং বিস্তৃতি দান করা হয়।

'মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া' প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য সম্পর্কে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) বলেন, "এই মজলিস প্রতিষ্ঠা করার পিছনে আমার উদ্দেশ্য হলো, যে তালীম আমাদের হৃদয়ে গ্রোথিত হয়ে আছে তা যেন নিঃশেষ হয়ে না যায় বরং বংশ পরম্পরায় তা যেন হৃদয়ে গ্রোথিত হতে থাকে। এখন তা আমাদের হৃদয়ে গ্রোথিত হয়ে আছে, আগামীতে আমাদের সন্তানদের হৃদয়ে গ্রোথিত হবে এবং তারপর তাদের সন্তানদের হৃদয়ে– এমনকি এই শিক্ষা যেন আমাদের সাথে স্থায়ীভাবে সম্পৃক্ত হয়ে যায়, আমাদের হৃদয়ে গেঁথে যায় আর এমন রঙ ধারণ করে যা জগতের

জন্য উপকারী ও কল্যাণকর হয়। এক-দুই প্রজন্ম পর্যন্ত যদি এই শিক্ষা সীমাবদ্ধ থাকে তাহলে এটি তেমন দৃঢ় রূপ ধারণ করবে না যেমনটি এর কাছে প্রত্যাশা করা হয়ে থাকে।" [তারীখে আহমদীয়াত, ৭ম খণ্ড, পৃ: ৪৪৬-৪৪৭]

লিওয়ায়ে খোদ্দামুল আহমদীয়া উত্তোলন

১৮৮৯ সালে আহমদীয়া জামা'তের গোড়াপত্তন হয়। ১৯৩৯ সালে এ জামা'ত প্রতিষ্ঠার ৫০ বছর অর্থাৎ সুবর্ণ জয়ন্তী এবং দ্বিতীয় খেলাফতের রজত জয়ন্তী উদযাপিত হয়। এ উপলক্ষ্যে প্রথমবারের মত লিওয়ায়ে আহমদীয়াত তথা আহমদীয়া জামা'তের পতাকা তৈরির সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এর পাশাপাশি খোদ্দামুল আহমদীয়ার জন্যও একটি পতাকা তৈরির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এটি তৈরি করার দায়িত্ব দেয়া হয় মালিক আতাউর রহমান সাহেবকে। তিনি ড্রইং উপস্থাপন করলে মজলিসে আমেলা তা অনুমোদন প্রদান করে। সবচেয়ে কঠিন কাজ ছিল একটি বড় পতাকা যার মাপ ১৮ ফুট-৯ ফুট সেটির দুই পাশে এ ডিজাইন প্রিন্ট করা। পরিশেষে মালিক সাহেব লাহোরে একটি ফ্যাক্টরীতে নিজ তত্ত্বাবধানে এটি তৈরি করান। অতঃপর ১৯৩৯ সালের জলসা সালানায় ২৮ ডিসেম্বর তারিখে সর্বপ্রথম লিওয়ায়ে আহমদীয়াত উত্তোলনের পাশাপাশি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) লিওয়ায়ে খোদ্দামুল আহমদীয়া-ও উত্তোলন করেন। [তারীখে আহমদীয়াত, ৭ম খণ্ড, পৃ: ৪৬২]

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন
খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)
খোদ্দামুল আহমদীয়ার পতাকা উত্তোলন করছেন

এই পতাকার গুরুত্ব ও মর্যাদা অনেক। বর্তমানে এটির সাথে জামা'তের শান ও মর্যাদা সম্পৃক্ত। যেকোনো জিনিস যা কোনো জাতি, দেশ কিংবা কোন জামা'তের মর্যাদা বহন করে তার সম্মান করাও আবশ্যক। একইভাবে আমাদের দেশের জাতীয় পতাকাও আমাদের নিকট অত্যন্ত সম্মানের। কমপক্ষে আহমদীরা এমন জাতিগত মর্যাদা বহনকারী কোন জিনিসের অবমাননা হতে দিবে না। ১৯৪২ সালে লাহোর থেকে কাদিয়ানে খোদ্দামুল আহমদীয়ার চতুর্থ বার্ষিক ইজতেমায় অংশগ্রহণ করতে যাওয়া এক যুবক খোদ্দামুল আহমদীয়ার পতাকার সম্মান রক্ষার্থে এমন এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে যার প্রশংসা স্বয়ং হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) ২৩ অক্টোবর ১৯৪২ তারিখের জুমুআর খুতবায় করেন। হুযূর (রা.)-এর বক্তব্যের সারাংশ হলো:

লাহোর থেকে মির্যা সাঈদ আহমদ নামক এক যুবক কাদিয়ানে খোদ্দামুল আহমদীয়ার ইজতেমায় অংশগ্রহণ করে। তার পিতার নাম মির্যা শরীফ আহমদ। লাহোর থেকে ট্রেন যখন ছেড়ে দেয় তখন সে আরেকজনের কাছে খোদ্দামুল আহমদীয়ার পতাকা চায়। যে ছেলেটি সেই পতাকা ধরে দাঁড়িয়েছিল সে একজন অল্পবয়স্ক বালক ছিল আর যখন তার কাছে দিচ্ছিল তখন সে অর্থাৎ মির্যা সাঈদ আহমদ পতাকা না ধরতেই সে তা ছেড়ে দেয়। পতাকাটি ট্রেনের বাইরে পড়ে যেতে লাগে। এমন সময় সেই অল্পবয়স্ক ছেলেটি পতাকা ধরতে ট্রেন থেকে লাফ দিতে চায় কিন্তু মির্যা সাঈদ আহমদ তাকে লাফ দিতে না দিয়ে নিজেই লাফ দেয় এবং পতাকা মাটিতে পড়ার আগেই তা ধরে ফেলে। সে এমনভাবে ট্রেন থেকে লাফ দিয়ে মাটিতে উপুড় হয়ে পড়েছিল যে, অন্যরা ভেবেছিল সে মারা গিয়েছে। এরপর সে উঠে ট্রেন ধরতে দৌড় দেয় কিন্তু ততক্ষণে ট্রেন অনেক জোরে চলা আরম্ভ করেছিল। পরবর্তীতে সে অন্য ট্রেন ধরে কাফেলার সাথে মিলিত হয়। এটি অনেক বড় একটি কাজ এবং এই ছেলে প্রশংসার দাবি রাখে। জাতির মর্যাদা বহন করে এমন জিনিসের সম্মান রক্ষার্থে আমাদের প্রত্যেকের এরূপ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা উচিত। জাতির মর্যাদা রক্ষার্থে একজনের প্রাণ কুরবানী কিছুই না। যে জাতির লোকদের মাঝে নিজ প্রাণ রক্ষার বাসনা কাজ করে তারাই সারাজীবন দাসত্ব বরণ করে। [তারীখে আহমদীয়াত, ৭ম খণ্ড, পৃ: ৪৭১-৪৭২]

আহাদনামা

মজলিসের প্রাথমিক যুগে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) একটি আহাদনামা নির্ধারণ করেন। এতে কলেমা শাহাদত একবার পড়ার পর বলা হতো, **"ম্যায় একরার কারতা হুঁ কে কওমী আওর মিল্লী মুফাদ কি খাতির আপনি জান, মাল, আওর ইজ্জত কুরবানী কি পরওয়া নেহী কারুঙ্গা।"** (তিনবার)

জুন ১৯৪২-এ হুযূর (রা.) শেষের শব্দগুলো পরিবর্তন করে **'কুরবান কারনে কে লিয়ে হারদাম তৈয়ার রাহুঙ্গা'** নির্ধারণ করেন। হুযূর (রা.) পরিশেষে ১৯ অক্টোবর ১৯৫৬ আহাদনামার বর্তমান রূপ দান করেন।

কাদিয়ানে অনুষ্ঠিত প্রাথমিক কিছু ইজতেমার তথ্যচিত্র

২৫ ডিসেম্বর ১৯৩৮ সালে কাদিয়ানের মসজিদে নূর-এ দুপুর ৩টায় খোদ্দামুল আহমদীয়ার প্রথম বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। যদিও এই ইজতেমার তারিখ নির্ধারিত হয়েছিল ২২ অক্টোবর ১৯৩৮ কিন্তু এর দুএকদিন পর রমজান আরম্ভ হবে বিধায় তা স্থগিত করে সালানা জলসার সাথে মিলিয়ে করা হয়। এই ইজতেমায় একমাত্র হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-ই বক্তৃতা দিয়েছিলেন। সেখানে হুযূর (রা.) উপস্থিত খাদেমদের উদ্দেশ্যে যে নসীহতমূলক বক্তব্য উপস্থাপন করেন তার সারাংশ হলো:

একটি জাতির মূল চালিকাশক্তি হলো যুবকরা। তারা যদি সঠিকভাবে পরিচালিত হয় তবে একটি জাতি দীর্ঘকাল জীবন্ত থাকে। কিন্তু তারা যদি নিষ্কর্মা হয় তাহলে সে জাতি কখনো উন্নতি করতে পারে না বরং যেটুকু উন্নতি হয়েছিল তা-ও ধীরে ধীরে অধঃপতনের দিকে চলে যাবে। হুযূর (রা.) যুবকদের উপদেশ দিয়ে বলেন, ১) আহমদীয়াতের জন্য নিজেদের হৃদয়ে সম্মানবোধ সৃষ্টি করুন, ২) নিজেদের ভিতর অবিচলতার প্রেরণা সৃষ্টি করুন, ৩) পরিশ্রম করার অভ্যাস গড়ে তুলুন, ৪) ধারণাপ্রসূত বা অনুমানের ওপর চলা পরিহার করুন, ৫) দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রশস্ত করুন এবং বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে গভীর জ্ঞান অর্জন করুন, ৬) সততার বৈশিষ্ট্য গড়ে তুলুন, ৭) খেদমতে খালকের (সৃষ্টি সেবামূলক) কাজে অংশগ্রহণ করুন, ৮) সর্বদা সত্যকে অবলম্বন করুন, ৯) স্বীয় উদ্দেশ্যকে সর্বদা নিজের দৃষ্টিপটে রাখুন, ১০) প্রত্যেককে কোন কাজের পরিণাম বা ফলাফলের জন্য নিজেকে দায়ী মনে করতে হবে, ১১) কোন অপরাধে অপরাধী হলে শাস্তি মাথা পেতে নেয়ার জন্য প্রস্তুত থাকবেন, ১২) এই বিষয়টি ভালোভাবে গেঁথে নিন, যে ব্যক্তি জাতির জন্য উৎসর্গিত হয় সে কখনো বিনষ্ট হয় না বরং যতক্ষণ পর্যন্ত জাতি টিকে থাকে সেও ততদিন জীবিত থাকে। অতএব জাতীয় জীবনের মোকাবিলায় ব্যক্তিগত জীবনের মূল্যকে সাধারণ জ্ঞান করতে হবে, ১৩) নিজের সংশোধনের পাশাপাশি নিজের চারপাশের সমাজের সংশোধনেও সচেষ্ট হতে হবে, ১৪) বুদ্ধিমত্তার সাথে কাজ করুন, ১৫) নিজেদের মাঝে আনুগত্যের গুণ সৃষ্টি করুন, ১৬) সর্বদা জামা'তের অগ্রগতির বিষয়টি চিন্তায় রাখতে হবে। [তারীখে আহমদীয়াত, ৭ম খণ্ড, পৃ: ৪৫৬]

২৫ ডিসেম্বর ১৯৩৯ সালে কাদিয়ানের মসজিদে নূরের সামনের প্রাঙ্গণে খোদ্দামুল আহমদীয়ার দ্বিতীয় বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। [তারীখে আহমদীয়াত, ৭ম খণ্ড, পৃ: ৪৬১]

৬-৭ ফেব্রুয়ারী ১৯৪১ সালে কাদিয়ানের মসজিদে আকসা-তে খোদ্দামুল আহমদীয়ার তৃতীয় বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। এসময় হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) ঘোষণা দেন যে, খোদ্দামুল আহমদীয়ার বার্ষিক ইজতেমার জন্য জলসা সালানা ব্যতীত অন্য কোন তারিখ নির্ধারণ করতে হবে। অন্যথায় অসুবিধা দেখা দেয়। [তারীখে আহমদীয়াত, ৭ম খণ্ড, পৃ: ৪৬৯]

১৭-১৮ অক্টোবর ১৯৪২ সালে কাদিয়ানে হযরত নওয়াব মুহাম্মদ আলী খান (রা.)-এর কোঠীতে চতুর্থ বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। এই ইজতেমায় আতফাল এবং খোদ্দাম উভয়ের জন্য পৃথক পৃথক তাঁবু খাটানো হয়। খোলা মাঠে উন্মুক্ত পরিবেশে ইজতেমা করা হয়। কাদিয়ানের খাদেমরা বাহির থেকে আসা খাদেমদের আপ্যায়নের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল।

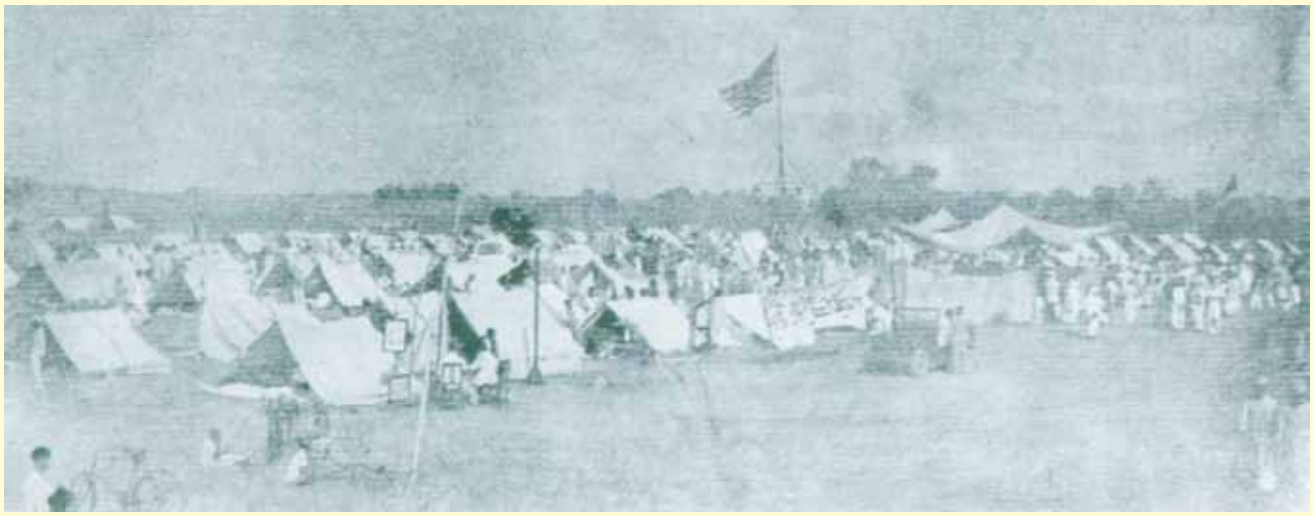

১৯৪৪ সালে কাদিয়ানে খোদ্দামুল আহমদীয়ার বার্ষিক ইজতেমার চিত্র

হিজরতের পর পাকিস্তানের রাবওয়াতে ইজতেমা

আমাদের কমবেশি সবারই জানা আছে, ১৯৪৭ সালে হিন্দুস্তান বিভক্ত হয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হয়। এই বিভক্তির মূল কারণ ছিল ধর্মীয় বিদ্বেষ। যাহোক, ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত কাদিয়ানে মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার কেন্দ্রীয় বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয় মোট ৯টি। দেশ বিভক্তির পর পাকিস্তানের রাবওয়া ভূখণ্ডে মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া পাকিস্তানের প্রথম বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয় ১৯৪৯ সালের ৩০, ৩১ অক্টোবর এবং ১ নভেম্বর তারিখে। এই ইজতেমায় হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার গঠনগত কিছু পরিবর্তন আনেন। হুযূর (রা.) বলেন, 'মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া প্রতিষ্ঠার ধর্মীয় যে উদ্দেশ্য ছিল তা সেভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে না বিধায় এখন থেকে এর সদর আমি নিজেই থাকব এবং মজলিসের মধ্য থেকে নায়েব সদর নির্বাচিত হবে। শূরার মত ইজতেমার সভাপতিত্বও আমি করব। আর নায়েব সদর আমার প্রতিনিধি হবে এবং তার কাজ হবে সদরের নির্দেশনা হুবহু বাস্তবায়ন করা। নায়েব সদর নিজ পদাধিকার বলে সদর আঞ্জুমান আহমদীয়ার সদস্য হবে।' [তারীখে আহমদীয়াত, ত্রয়োদশ খণ্ড, পৃ: ৩-৪]

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)
মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার ইজতেমা প্রাঙ্গণে

পাকিস্তানী যুগের এই প্রথম বার্ষিক ইজতেমায় আহমদী যুবকরা তিন দিন পরিপূর্ণরূপে জ্ঞান, শরীর চর্চা এবং ধর্মীয় ব্যস্ততার মাঝে অতিবাহিত করেন। হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) এই ইজতেমায় মোট তিন বার আহমদী যুবকদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা করেছেন। তাদেরকে যেসব নসীহত দিয়েছেন সেগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো:

১) খোদ্দামুল আহমদীয়া একটি আধ্যাত্মিক সংগঠন। সর্বোপরি তাদের নিকট যে প্রত্যাশা ব্যক্ত করা হয় তা হলো, তারা যেন সকল আধ্যাত্মিক দাবি পূর্ণ করে।

২) নির্বাচনের সময় কেবল হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বংশের সন্তান বিধায় তার নাম প্রস্তাব করা খোদ্দামুল আহমদীয়ার মূল চেতনা বহির্ভূত কাজ। বরং তার আমল ইসলাম এবং আহমদীয়াতের মর্যাদা অনুযায়ী কিনা তা দেখা উচিত। আহলে বায়তের বিষয়ে তো কুরআন করীমে অনেক কঠিন নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে যে, তারা যদি কোনো ভুল করে তবে দ্বিগুণ শাস্তি ভোগ করতে হবে। অতএব ধর্মের প্রকৃত চেতনা যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো ব্যক্তির মাঝে সৃষ্টি না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত কেউ প্রকৃত মু'মিন হতে পারে না।

৩) আহমদী যুবক মানে হলো তারা নিজ জিহ্বাকে সংবরণ করবে, পরিশ্রমী হবে, ধার্মিক হবে, পাঁচবেলার নামাযে নিষ্ঠাবান হবে, তারা কুরবানী ও আত্মত্যাগের মূর্ত প্রতীক হবে এবং সত্য কলেমা বেশি বেশি প্রচারে সাহসী হবে।

৪) হুযূর (রা.) বলেন, ফ্যাশন এবং সমাজের প্রচলিত প্রথা যেন তোমাদের প্রভাবিত করতে না পারে। নবীদের ইতিহাসে চোখ বুলিয়ে দেখ! তারা কবে ফ্যাশন করতেন? তারা কবে চাকরি হারানোর ভয়ে ফরজ ইবাদত করা ছেড়ে দিয়েছিলেন? সত্য কলেমা সর্বাবস্থায় নির্ভয়ে পৌঁছানোর জন্য সদা প্রস্তুত হয়ে যাও। আমার এমন বুদ্ধিমান মানুষের মোটেও প্রয়োজন নেই যারা কথায় কথায় মানুষের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে বরং আমার সেসব উন্মাদ ও পাগলের প্রয়োজন যারা খোদার কথা মান্য করিয়েই ছাড়বে। নিজের ভেতর আমল করার স্পৃহা সৃষ্টি করো এবং জগদ্বাসীর ঠাট্টাবিদ্রুপের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করো না। স্মরণ রেখ! সেই প্রশংসাই উত্তম যা আকাশে হয়ে থাকে। জগদ্বাসীর প্রশংসা ঐশী প্রশংসার মোকাবিলায় কোনো অস্তিত্ব রাখে না।

৫) সর্বাবস্থায় নিয়মকানুন মান্য করা আবশ্যক হয়ে থাকে। যে জাতি দলিল-প্রমাণের মাধ্যমে নিয়ম ভাঙার বৈধতা খোঁজা আরম্ভ করে তাদের মেধা পরাজিত হয়ে যায়। আইন প্রনয়ণকারী অফিসারের জন্য সর্বপ্রথম আইন মান্য করা জরুরী। [তারীখে আহমদীয়াত, ত্রয়োদশ খণ্ড, পৃ: ৪-৫]

সর্বোপরি হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) এই জীবনপ্রদায়ী বক্তৃতাসমূহে বিগত দিনে মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার নিরলস পরিশ্রম, তাদের কুরবানী প্রভৃতির প্রশংসা করার মাধ্যমে তাদের মাঝে বিদ্যমান দুর্বলতা দূর করার উপদেশ প্রদান করেন। আর ভবিষ্যতে জাতির যুবকদের তরবিয়তের মহান দায়িত্ব নিজের

হাতে নেন। হুযূরের এই সূক্ষ্মদৃষ্টিসম্পন্ন সিদ্ধান্তের ফলাফল যা হয়েছে তা হলো, এই মজলিস অনেক দ্রুত বিচক্ষণ এবং সজাগ হয়ে পূর্বের চেয়ে অধিক খেদমতে খালক তথা সৃষ্টি-সেবার কাজে নিয়োজিত হয়েছে।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানীর ইন্তেকালের পর খলীফা সালেস হযরত মির্যা নাসের আহমদ (রাহে.) অত্যন্ত সুন্দরভাবে এই মজলিসকে পরিচালনা করছিলেন। তাঁর খিলাফতকালে ১৯৬৭ সালে অনুষ্ঠিত একটি ইজতেমার ছবি পাওয়া যায় যেখানে তৎকালীন সদর খোদ্দামুল আহমদীয়ার দায়িত্ব পালন করছিলেন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)। খলীফা রাবে (রাহে.) তখন মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়াকে নতুনভাবে প্রেরণা যুগিয়েছেন। তিনি যুগ-খলীফার আহ্বানে সাড়া দিয়ে সর্বদা খোদ্দামুল আহমদীয়াকে ঢেলে সাজিয়েছেন। তিনি নিজেও অত্যন্ত উদ্যমী, খেলাধুলা প্রেমিক, সদা হাস্যোজ্জ্বল একজন মানুষ ছিলেন।

১৯৬৭ সালে অনুষ্ঠিত ইজতেমায় সভাপতিত্ব করছেন তৎকালীন সদর মির্যা তাহের আহমদ (খিলাফতের পূর্বে)

১৯৭৯ সালে রাবওয়াতে অনুষ্ঠিত মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার বার্ষিক ইজতেমায় রাবওয়া মজলিস সর্বোত্তম হওয়ায় হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রহ.) খিলাফত জুবিলী ঝান্ডা তুলে দেন মাহমুদ আহমদ বাঙ্গালী সাহেবের হাতে যিনি বহু বছর মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার বিশ্ব সদর-এর দায়িত্ব পালন করেছেন।

আমরা জানি, তাঁর খেলাফতকালে ১৯৭৪ সালে পাকিস্তানে আহমদীদের রাষ্ট্রীয়ভাবে অমুসলিম ঘোষণা দেয়া হয়। এরপর তো ইজতেমা একপ্রকার বন্ধ হয়ে যায়। সরকার সেভাবে আর ইজতেমা করার অনুমতি প্রদান করত না।

১৯৭৯ সালে 'রাবওয়া' মজলিস সর্বোত্তম হওয়ায় খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রহ.) খিলাফত জুবিলী ঝাণ্ডা তুলে দিচ্ছেন মাহমুদ আহমদ বাঙ্গালির হাতে

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া পাকিস্তানের সাথে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.)

১৯৮৯ সালে প্রায় ১৬ বছরের বিরতি শেষে মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া রাবওয়াতে পুনরায় ইজতেমা করার অনুমতি পাওয়া যায়। বিশেষভাবে অনুমতি প্রাপ্ত কিছু খাদেম এখানে অংশগ্রহণ করেছিল। যদিও প্রশাসন প্রথমে অনুমতি দিয়েছিল কিন্তু পরে মোল্লাদের চাপে পড়ে তা বাতিল করে দেয়। ফলে অর্ধেক ইজতেমা করতে পেরেছিল।

ইজতেমার দ্বিতীয় দিন সাহেবজাদা মির্যা খুরশীদ আহমদ সাহেবকে যিনি প্রশাসনের কাছ থেকে অনুমতি আনিয়েছিলেন এবং তার ছোট ভাই সাহেবজাদা মির্যা গোলাম আহমদ সাহেবকে থানায় ডেকে পাঠায় এবং তাদেরকে বন্দি করে। তখন জামা'তের ওপর এক শোকের ছায়া নেমে আসে। এরপর থেকে পাকিস্তানে আর ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয় না।

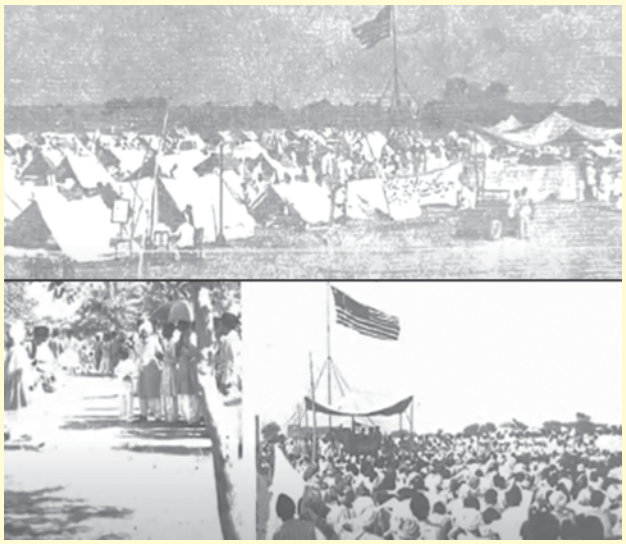

১৯৮৯ সালে রাবওয়াতে ১৬ বছর পর অনুষ্ঠিত
খোদ্দামুল আহমদীয়ার বার্ষিক ইজতেমার চিত্র

জামা'তে আহমদীয়ার তৃতীয় কেন্দ্র যুক্তরাজ্য

১৯৬৫ সালে মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া যুক্তরাজ্যে সর্বপ্রথম ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। তখন বৃহত্তর লন্ডনে এই ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। খোদ্দামের সংখ্যাও ছিল হাতে গোণা মাত্র। ১৯৭২ সালে গিলিংহাম মজলিসের খোদ্দাম সর্বপ্রথম একটি ইনডোর মাঠে ইজতেমার আয়োজন করে। সেখানে প্রথমবার সবাই ইজতেমার প্রকৃত স্বাদ লাভ করে। বিভিন্ন খেলাধুলাসহ নানান প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৮২ সালে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) পাকিস্তান থেকে হিজরত করে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত যুক্তরাজ্যে চলে আসেন। তখন থেকে কাদিয়ান, রাবওয়ার পরে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের তৃতীয় কেন্দ্র হিসেবে যুক্তরাজ্যের নাম যুক্ত হয়। জামা'ত যেহেতু ততদিনে অনেক সাবলম্বী হয়ে উঠেছে এবং হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর নিজ হাতে গড়া খাদেমরাই এখন সারা বিশ্বের নেতৃত্ব প্রদান করছে তাই তখন ততটা চিন্তার কারণ ছিল না।

হুযূর রাবে (রাহে.) লন্ডনে এসেই 'ইউরোপিয়ান ইজতেমা' করার নির্দেশনা প্রদান করেন। ইউরোপের সকল দেশের খাদেমদের নিয়ে এই ইজতেমা অনুষ্ঠিত হতো। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল সকলের মাঝে ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টি করা, নেক কাজে একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতা করা এবং পৃথকভাবে দেশের মান উন্নয়ন। তখন কেবল যুক্তরাজ্য এবং জার্মানী জামা'ত উল্লেখযোগ্য উন্নতি করেছিল। তাই হুযূর চাচ্ছিলেন যেন ইউরোপের বাকী দেশগুলোও জামা'তের কাজে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখে। আর যেহেতু ইউরোপের মাঝে এক দেশ থেকে আরেক দেশে যাতায়াতও সহজ ছিল তাই এই ইজতেমা একেক বছর একেক স্থানে অনুষ্ঠিত হতো। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর নির্দেশনা মোতাবেক সর্বপ্রথম 'ইউরোপিয়ান ইজতেমা' অনুষ্ঠিত হয় ২৭, ২৮ ও ২৯ জুলাই ১৯৮৪ সালে। এর স্থান নির্ধারণ করা হয় যুক্তরাজ্যের হাউন্সলো শহরের হিথল্যান্ড স্কুলে। আর ১৯৯০ সালে শেষ 'ইউরোপিয়ান ইজতেমা' অনুষ্ঠিত হয়। মোট সাত বছর এই 'ইউরোপিয়ান ইজতেমা' অনুষ্ঠিত হয়। এই ক'বছরে ইউরোপের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের সেবামূলক কাজ অনুষ্ঠিত হয় যার পুরোটাই ইউরোপের বিভিন্ন দেশের খাদেমরা সম্মিলিতভাবে হিউম্যানিটি ফার্স্ট-এর সহায়তায় করেছিল। মূলত এটি ছিল গোটা ইউরোপকে এক সূতোয় বাঁধার একটি মহান উদ্যোগ। এই সাত বছর 'ইউরোপিয়ান ইজতেমা' যেসব স্থানে অনুষ্ঠিত হয়েছিল সেগুলোর নাম নিম্নরূপ:

১) ১৯৮৪ সালে অনুষ্ঠিত হয়েছিল যুক্তরাজ্যের হাউন্সলো-তে।

২) ১৯৮৫ সালে অনুষ্ঠিত হয়েছিল যুক্তরাজ্যের ইসলামাবাদ-এ।

৩) ১৯৮৬ সালে অনুষ্ঠিত হয়েছিল পশ্চিম জার্মানীর নাসির বাগ-এ।

৪) ১৯৮৭ সালে অনুষ্ঠিত হয়েছিল হল্যান্ডের নানস্পিচ শহরে।

৫) ১৯৮৮ সালে অনুষ্ঠিত হয়েছিল যুক্তরাজ্যের ইসলামাবাদ-এ।

৬) ১৯৮৯ সালে অনুষ্ঠিত হয়েছিল পশ্চিম জার্মানীর নাসির বাগ-এ।

৭) ১৯৯০ সালে অনুষ্ঠিত হয়েছিল যুক্তরাজ্যের ইসলামাবাদ-এ।

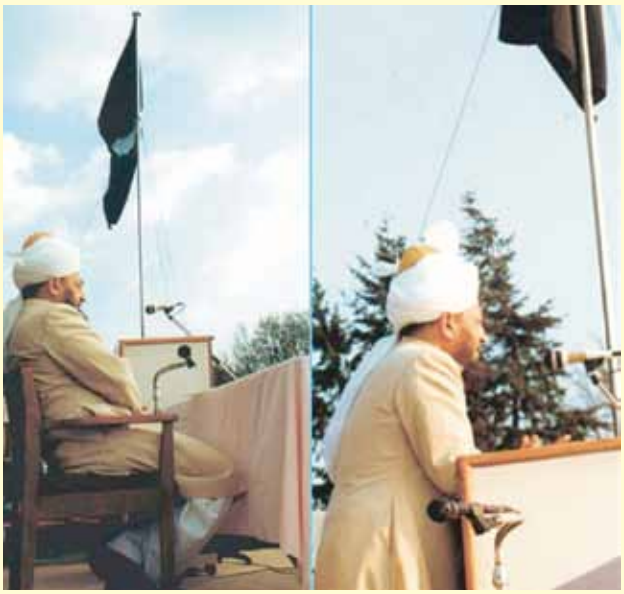

১৯৮৫ সালের ইউরোপিয়ান ইজতেমায় হুযূর রাবে (রাহে.)
ভাষণ প্রদান করছেন

১৯৮৭ সালে অনুষ্ঠিত ৪র্থ ইউরোপিয়ান ইজতেমার একটি আকর্ষণীয় ঘটনা রয়েছে। সেবার হঠাৎ হুযূর যুক্তরাজ্যের সেহত-ই-জিসমানী সেক্রেটারীকে বার্তা পাঠান যে, যুক্তরাজ্যের খোদ্দামুল আহমদীয়ার পক্ষ থেকে যেন একটি ক্রিকেট ম্যাচের আয়োজন করা হয় যেখানে যুক্তরাজ্য বনাম ইউরোপের অন্যান্য দেশের খাদেমরা প্রতিযোগিতা করবে। সেবছর হল্যান্ডের নানস্পিচে এই ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং হুযূর (রাহে.)-এর নির্দেশ মোতাবেক সেই ক্রিকেট খেলাও অনুষ্ঠিত হয় যেখানে যুক্তরাজ্য টিম জয় লাভ করে। এটি শুনে হুযূর অনেক আনন্দিত হন।

১৯৮৮ সালের ইউরোপিয়ান ইজতেমায় ভার উত্তোলন প্রতিযোগিতা দেখছেন খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) সর্বদা আহমদী খাদেমদের বিশ্বমানের দেখতে চাইতেন। তিনি কোনো খেলা অনুষ্ঠিত হবার সময় প্রায়ই জিজ্ঞেস করতেন যে, এই খেলায় বিশ্ব রেকর্ড কী বা কত পয়েন্ট রয়েছে? হুযূর সবসময় খাদেমদের সে মানে উপনীত হবার উপদেশ দিতেন। এমনিভাবে একবার একটি মজার ঘটনাও ঘটে। একবার এক ইজতেমায় পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে গোলক নিক্ষেপ প্রতিযোগিতার পুরস্কার ঘোষণার সময় তৎকালীণ বিশ্ব রেকর্ড কত ছিল তা বর্ণনা করা হচ্ছিল। তাতে সারা বিশ্বের পরিসংখ্যান তুলে ধরা হচ্ছিল। যাহোক, যখন বলা হচ্ছিল যে, মহিলাদের বিশ্ব রেকর্ড এত যা আমাদের সেই প্রথম স্থান অধিকারী খাদেমের তুলনায় অনেক বেশি ছিল– তখন এটি শুনে হুযূর রাবে (রাহে.) হেসে দেন।

অতঃপর ১৯৯১ সাল থেকে পুনরায় দেশীয় পর্যায়ে বার্ষিক ইজতেমা আরম্ভ হয়। এরপর একে একে যুক্তরাজ্য প্রায় প্রতিটি ইজতেমায় যুগ-খলীফার সান্নিধ্য অর্জন করতে থাকে। যুগ খলীফার সরাসরি দিকনির্দেশনা লাভ করে তারা বর্তমানে এক আদর্শে পরিণত হয়েছে।

২০০০ সালে মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া যুক্তরাজ্যের বার্ষিক ইজতেমায় খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)

২০০৩ সালের ১৯ এপ্রিল আল্লাহ্‌র এই প্রিয় খলীফা তাঁর সকাশে হাজির হন এবং তাঁরই অভিপ্রায়ে ২২ এপ্রিল হযরত মির্যা মসরূর আহমদ এই ঐশী জামা'তের পঞ্চম খলীফা অর্থাৎ খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) হিসেবে নির্বাচিত হন। তার যুগেও জামা'তের নিয়মানুযায়ী সকল কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হতে থাকে। যথারীতি খোদ্দামুল আহমদীয়ার ইজতেমাও সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হতে থাকে। মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া যুক্তরাজ্যের প্রথম সদর ছিলেন মোহতরম রফিক আহমেদ হায়াত। তার কার্যকাল ছিল ১৯৮৮-১৯৯২ সাল। দ্বিতীয় সদর ছিলেন মোহতরম সৈয়দ আহমদ ইয়াহইয়া। তার কার্যকাল ছিল ১৯৯২-১৯৯৮ সাল। তৃতীয় সদর ছিলেন মওলানা ইব্রাহীম আহমদ নূনান। তার কার্যকাল ছিল ১৯৯৮-২০০২ সাল। মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া যুক্তরাজ্যের সদর হিসেবে বর্তমান হুযূরের একমাত্র ছেলে মির্যা ওয়াক্কাস আহমদ সাহেবও একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন।

২০১৭ সালের ইজতেমায় সমাপনী ভাষণ শেষে হুযূর (আই.) সবার উদ্দেশ্যে হাত নাড়ছেন। হুযূরের ডানে তাঁর একমাত্র ছেলে তৎকালীন সদর মির্যা ওয়াক্কাস আহমদ সাহেব।

করোনার আগে ২০১৯ সালে আড়ম্বরতার সাথে ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। মোট উপস্থিতি ছিল ৬১০০-এর অধিক। অতঃপর আল্লাহ্ তা'লার অশেষ ফজলে করোনা মহামারী কিছুটা শিথিল হলে১৮-১৯ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখে মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া যুক্তরাজ্যে ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। এই ইজতেমায় মোট ৩২০০ জন খাদেম এবং তিফল অংশগ্রহণ করেন। এবারকার ইজতেমার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল "দরূদের কল্যাণ"। ইজতেমার সমাপনী অধিবেশনে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) যুক্তরাজ্যের খাদেমদের উদ্দেশ্যে মূল্যবান বক্তব্য উপস্থাপন করেন। হুযূর (আই.) যুবকদের নসীহত করে বলেন, "এটি মনে করো না যে, তোমাদের আচরণ কিংবা স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য কারো ওপর প্রভাব ফেলছে না বরং পরবর্তী প্রজন্ম তোমাদেরকে অনুসরণ করছে। তাই তাদেরকে ধ্বংসে নিপতিত করো না কেননা তোমাদেরকেই তাদের হাল ধরতে হবে।" হুযূর (আই.) আরো বলেন, "সূর্য যেভাবে বিনাব্যতিক্রমে প্রতিদিন উদিত হয়ে থাকে ঠিক সেভাবে আমাদের এবং জামা'তের প্রত্যেক সদস্যের প্রতিটি দিন আধ্যাত্মিক উন্নতির সুসংবাদ নিয়ে উদিত হওয়া চাই। যতক্ষণ না আমাদের অঙ্গীকার এটি হবে ততক্ষণ আমরা সন্তুষ্ট থাকতে পারি না।"

করোনা মহামারি শিথিল হওয়ার পর ২০২১ সালে যুক্তরাজ্যে মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার ইজতেমা

জার্মানী

১৯৭৫ সালে সর্বপ্রথম জার্মানীতে স্থানীয়ভাবে মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া প্রতিষ্ঠিত হয়। তখনো জাতীয় পর্যায়ে কোনো কিছু ছিল না। অতঃপর ১৯৮২ সালে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) তৎকালীন বিশ্ব সদর মাহমুদ আহমদ বাঙ্গালী সাহেবকে নির্দেশ প্রদান করেন যেন সেখানে ন্যাশনাল কায়েদ নিযুক্ত করা হয় এবং ন্যাশনাল মজলিস গঠন করা হয়। তৎক্ষণাৎ সেটি বাস্তবায়ন করা হয়। তারপর ১৯৮৩ সালে প্রথম সেখানে ন্যাশনাল ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানকার মসজিদে নূর-এর সামনের প্রাঙ্গণে এই ইজতেমা হয়। যাহোক, এরপর প্রতিবছর সেখানে ইজতেমা চলতে থাকে। আনন্দের বিষয় হলো, আমাদের বর্তমানে খলীফা হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) খেলাফতের পূর্বে ১৯৮৮ সালে জার্মানীতে জামা'তী সফরে যান এবং সেখানকার বার্ষিক ইজতেমায় প্রধান অতিথি হিসেবে নসীহতমূলক বক্তব্য উপস্থাপন করেন।

খেলাফতের পূর্বে ১৯৮৮ সালে জার্মানীর ইজতেমায় বর্তমান হুযূরের বক্তব্য প্রদান

২০০০ সালের জুন মাসে মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া জার্মানীর বার্ষিক ইজতেমায় হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) উপস্থিত ছিলেন। এটি তাদের জন্য অনেক বড় সৌভাগ্যের বিষয়। এছাড়া ১৯৮৯ সালে জামা'তের শতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের বছরেও হুযূর রাবে (রাহে.) অংশগ্রহণ করেছিলেন।

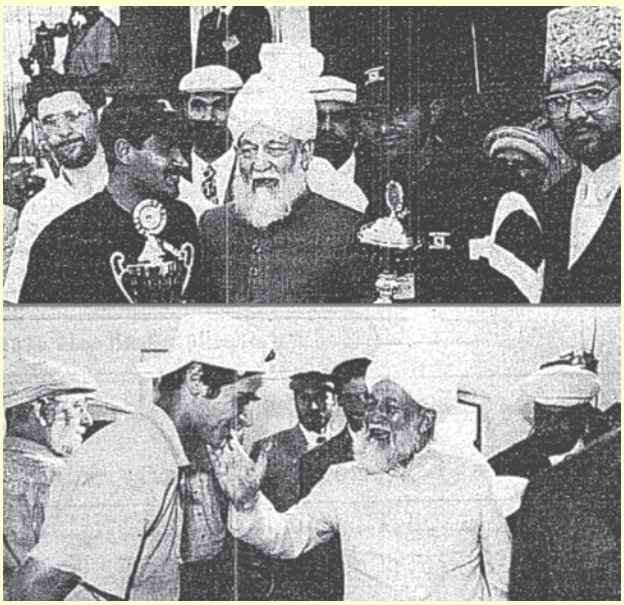

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর উপস্থিতিতে জার্মানী ইজতেমার চিত্র

তারপর ২০০৪ সালে বর্তমান খলীফা হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) জার্মানীতে মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার জন্য তাহরীক করেন যে, আগামী এক বছরে মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া জার্মানী নতুন মসজিদ ও মিশন হাউজ নির্মাণে এক মিলিয়ন ইউরো প্রদান করবে। অতঃপর ২০১১ সালেও হুযূর (আই.) জার্মানীর ইজতেমায় অংশগ্রহণ করেন।

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া জার্মানির উদ্দেশ্যে তাহরীক প্রদানকালে বর্তমান হুযূর (আই.)

বাংলাদেশ

১৯৬২ সালের ৪-৫ নভেম্বর তারিখে ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে সাবেক পূর্ব পাকিস্তান (বর্তমান বাংলাদেশ) মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার প্রথম কেন্দ্রীয় বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। এতে তৎকালীন বিশ্ব সদর মজলিস মোহতরম হযরত সাহেবজাদা মির্যা রফি আহমদ সাহেব যোগদান করেন। ১৯৬৩ সালের ৩ নভেম্বর ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় দ্বিতীয় কেন্দ্রীয় বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। এরপর স্বাধীনতার পূর্ব পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তান (বাংলাদেশ)-এ আর কোনো ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়নি।

অতঃপর ১৯৭২ সালের ৬-৮ অক্টোবর ঢাকার বকশীবাজারে সদ্য স্বাধীন লাল সবুজে ঘেরা বাংলার মাটিতে তৃতীয় কেন্দ্রীয় বার্ষিক ইজতেমা নব উদ্যমে শুরু হয়। এরপর থেকে কেন্দ্রীয় বার্ষিক ইজতেমা রাজধানী কেন্দ্রিক হয়ে পড়ে। ১৯৭৯ সালে মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া বাংলাদেশের ৮ম কেন্দ্রীয় বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। এ উপলক্ষ্যে সর্বপ্রথম একটি স্মরণিকা প্রকাশের উদ্যোগ নেয়া হয়। তখন যেহেতু খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) কর্তৃক প্রণীত আইন অনুযায়ী প্রত্যেক দেশে নায়েব সদর থেকে আমেলা গঠন করা হতো তাই সেসময় বাংলাদেশের মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার নায়েব সদর ছিলেন মোহতরম খলিলুর রহমান। সেই স্মরণিকা উপলক্ষ্যে তৎকালীন যুগ-খলীফা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রহ.) একটি বাণীও প্রেরণ করেছিলেন।

১৯৬৩ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় কেন্দ্রীয় বার্ষিক ইজতেমার চিত্র

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া বাংলাদেশের ৪৭তম জাতীয় বার্ষিক ইজতেমা অত্যন্ত আড়ম্বরতার সাথে অনুষ্ঠিত হয় হিমালয় কন্যা পঞ্চগড়ের ধাক্কামারা ইউনিয়নের আহমদনগর গ্রামের সুবিস্তৃত মাঠে। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রায় দুহাজার খাদেম এবং তিফল এতে অংশগ্রহণ করে। আর এভাবে সেই ১৯৬২ সালে অনুষ্ঠিত প্রথম ইজতেমা কালের পরিক্রমায় অতিবাহিত করে ৫০টি পর্ব। এ বছর আমরা উদ্‌যাপন করছি মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া বাংলাদেশের সুবর্ণ জয়ন্তী কেন্দ্রীয় বার্ষিক ইজতেমা। আলহামদুলিল্লাহ্।

পরিশেষে বলতে চাই, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) যে উদ্দেশ্যে এই মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তার বহিঃপ্রকাশ পৃথিবীর কত স্থানেই না ঘটেছে! বর্তমানে বিশ্বের দুই শতাধিক দেশে আহমদীয়া জামা'ত বিদ্যমান। আর সর্বত্রই এই ঐশী জামা'তের ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সকলকে এই ঐশী জামা'তকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পথে সামান্য হলেও অবদান রাখার সৌভাগ্য দান করুন। আমীন।

আমার জীবনে ইজতেমার কিছু স্মৃতি

শাহান শাহ আজাদ জুম্মন
সাবেক নায়েব সদর
মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, বাংলাদেশ

আমার ছেলেবেলায় আমি ইজতেমা করতে পারি নি, কারণ বয়আতের সময় আমার বয়স ১৫ বছর ১০ মাস ১৮ দিন (আলহাম্‌দুলিল্লাহ, পরিবারের সবাই এখন আহমদী)। তাই খোদ্দাম অবস্থাতেই আমার জীবনে যত ইজতেমা। প্রাথমিক বছরগুলোতে লুকিয়ে লুকিয়ে ইজতেমায় আসতাম। আব্বু যেন টের না পায়, সেভাবে এসে কিছুক্ষণ বা এক বেলা থেকে চলে যেতাম, পরের দিন আবার আসতাম। যে কারণে তা'লীমি পরীক্ষাগুলোতে অংশগ্রহণের অভ্যাস তেমন একটা গড়ে উঠে নি। তাই জীবনে তেমন কোনো পুরস্কার আমি পাই নি।

একবার মরহুম জুলফিকার আলম সাহেবের সাথে জোট বেঁধে তিন পায়ে হাঁটা প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করি। সেদিন অনেক আনন্দ পেয়েছিলাম। তাছাড়া বেশিরভাগ ইজতেমাতেই আমি কোনো না কোনো কর্মী হিসেবে কাজ করেছি। একবার তৎকালীন সদর খোদ্দাম জনাব মাহবুবুর রহমান সাহেব কেন্দ্রীয় আমেলা সভায় ইজতেমা চলাকালীন সময়ে দারুত তবলীগের সকল শৌচাগার পরিষ্কারের ব্যাপারে জায়েজা নিলে খাকসার হাত তুলি এবং একটি ছোট টিম নিয়ে তিনদিন সবগুলো শৌচাগার দিনে কমপক্ষে দুইবার করে পরিষ্কার করেছিলাম।

উল্লেখযোগ্য যে কয়টি ইজতেমা আছে তার মধ্যে পঞ্চগড়ে এবং তারুয়ায় দুইটি জাতীয় ইজতেমা হয়েছিল, সেখানে গিয়ে অংশগ্রহণ করা অনেক আনন্দের ছিল।

২০১৩ সালে ইউকেতে মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার ৭৫তম ইজতেমা হয়েছিল, সেখোনে হাতেগুনা কয়েকটি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের সদর খোদ্দামকে হুযূর (আই.)-এর অনুমতিক্রমে ইউকে সদর সাহেব আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। তৎকালীন সদর মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া বাংলাদেশ জনাব আব্দুল মোমেন সাহেব তার ব্যক্তিগত অপারগতার জন্য খাকসারকে ইউকে পাঠিয়েছিলেন। সেখানে গুটিক'জন বিদেশী আমন্ত্রিত অতিথির মধ্যে খাকসার একজন ছিলাম। এটা বাংলাদেশী খাদেমদের জন্য একটি বড় প্রাপ্তি ছিল। লন্ডন থেকে ৪৩ মাইল (৬৯কি.মি.) দূরে অবস্থিত টিলফোর্ডে এই প্রোগ্রাম হয়। জার্মানের তৎকালীন সদর জনাব হাসনাত সাহেব সম্ভবত তার সেক্রেটারী উমুমী সাহেবকে সাথে নিয়ে প্রায় ৪৭৫ মাইল (৭৬৪কি.মি.) পথ পাড়ি দিয়ে তার নিজস্ব গাড়িতে করে এই মহতী ইজতেমায় অংশগ্রহণ করেন।

আমরা প্রতিদিন ভোরে লন্ডন থেকে ইজতেমাগাহে যেতাম হুযূর (আই.)-এর পিছনে ফজর নামায আদায় করার জন্য। আমরা চারজন যেতাম, সদর জার্মান হাসনাত সাহেব, সদর ইটালি জনাব বিলাল সাহেব, উমুমী সাহেব জার্মান মজলিস (নামটা মনে করতে পারছি না) এবং খাকসার। সে বছর হুযূর (আই.) এর সাথে সাক্ষাতের সম্ভাবনা কম ছিল, কারণ আমার অবস্থানের সময়কাল কম ছিল। কিন্তু জনাব তারেক মুবাশ্বের সাহেবের আন্তরিক সহযোগিতায় খাকসারের সাথে হুযূরের সাক্ষাৎ হয়, আলহাম্‌দুলিল্লাহ।

হুযূর (আই.) নিজে এগিয়ে এসে আমাকে দরজা থেকে গ্রহণ করে তার টেবিলে নিয়ে যান। আমি প্রবেশের অনুমতি চাইলে তিনি মজা করে বলেন, 'আপতো শাহান শাহ্ হ্যা ইযাযত কা কিয়া জরুরত হ্যাঁ' (আপনি তো শাহান শাহ, আপনার অনুমতির প্রয়োজন কি!)। আমি মুয়াবিন সদর হওয়া সত্ত্বেও তিনি আমাকে নায়েব সদর বলে সম্বোধন করছিলেন। পরবর্তীতে ঐ বছরই হুযূর (আই.)-এর কাছ হতে আমি নায়েব সদর হিসেবে অনুমোদন পাই, আলহামদুলিল্লাহ্।

হুযূর (আই.) প্রশ্ন করেন ইজতেমার সময় কোথায় ছিলাম? আমি উত্তরে বলি, লন্ডন। পরবর্তী প্রশ্ন ছিল, তাহলে ফজর নামায কোথায় পড়েছ? আমি বললাম, জার্মান মজলিসের সদরের গাড়িতে প্রতিদিন ৪৩ মাইল পাড়ি দিয়ে আমরা ফজরের নামায হুযূর (আই.)-এর ইমামতিতেই পড়েছি। হুযূর (আই.) অনেক খুশি হয়েছিলেন।

সকল খোদ্দাম ভাইদের কাছে অনুরোধ, আপনাদের বয়সসীমা সীমিত, তাই প্রতিবছর গণনা করে দেখুন বেঁচে থাকলে আপনার জীবনে আর কতটি ইজতেমা বাকী আছে, দেখবেন আপনি কোনো ইজতেমায় অংশগ্রহণ না করে থাকতে পারবেন না। পরিশেষে মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া বাংলাদেশের ৫০তম ইজতেমার সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করছি, আমীন।

THE WEEKLY AL HAKAM
www.alhakam.org

Bangladesh Khuddam amila seeks guidance from Hazrat Khalifatul Masih

12th February 2021

On 7 February 2021, national amila of majlis Khuddam-ul-Ahmadiyya Bangladesh was blessed with the opportunity of meeting Hazrat Amirul Momineen, Khalifatul Masih V, may Allah be his Helper, through a virtual mulaqat.

Members of the amila gathered in Dar al-Tabligh Mosque complex in Dhaka.

After conveying his salaam, Hazrat Khalifatul Masih[aa] led everyone in dua (silent prayer), after which various departments' secretaries introduced themselves and the work assigned to them.

Addressing Sadr Majlis Khuddam-ul-Ahmadiyya Bangladesh, Zahed Ali Sahib, Hazrat Khalifatul Masih[aa] asked about the agenda of the meeting. Sadr Sahib said 31 members were present and wished to share details of their duties and seek guidance of Hazrat Khalifatul Masih[aa] on various matters.

Addressing Naib Sadr 3, Kawsar Ahmad Sahib, Huzoor[aa] asked what his duties were. Responding in Bangla, he said he oversaw various departments as well as one region.

Following this, addressing Mohammad Solaiman Sahib, who was translating during the mulaqat, Hazrat Khalifatul Masih[aa] asked about his responsibilities and work. Answering Huzoor[aa], he said that he was

serving as muavin sadr 1 and supervised the publications department and was also serving as a missionary.

Naib Sadr 2, Fahim Miajee Sahib, presented his report, saying his duties consisted of overseeing the departments of tajnid, atfal, sehat-e-jismani and Tahrik-e-Jadid. Huzoor[aa] enquired if he received any reports and whether he sent those reports back with feedback. Fahim Sahib said reports were received and he would make it an action point to analyse the reports and send feedback.

Addressing Imran Ahmad Sahib, Motamid, Hazrat Amirul Momineen[aa] asked, "How much time do you give to the majlis daily. A motamid should give a fair amount of time for his assignments." Imran Sahib said he gave 10 hours during the week on alternate days.

Whilst offering direction, Huzoor[aa] stated:

"Make sure that all the reports go through you. You [should] read all the reports, give your comments and then your additional [motamid] should write the letters according to your comments."

Mahmood Ahmed, Muavin Sadr 2, whilst presenting his assignments, said he prepared the drafts of the reports on behalf of Sadr Sahib, to be sent to the markaz. He added that he was also supervising a region and had been specially assigned to work with the Waqf-e-Nau department. Hazrat Khalifatul Masih[aa] then asked how much time he spent on his work during the week; Mahmood Sahib responded by saying he gave 10-12 hours every week on his assignments. Hearing this, Huzoor[aa] remarked, "Masha-Allah!"

Next, Dr Enamur Rahman Sahib, Naib Sadr 4, explained his duties and said he was entrusted to supervise the departments of tabligh, khidmat-e-khalq, umur-e-tulaba, and e'timad. Hazrat Amirul Momineen[aa] asked if he was a doctor of medicine or a PhD. Dr Enamur Sahib explained that he did an MBBS, completed the MRCS and had applied and submitted his request for waqf.

Shahriar Raza Sahib, Additional Mohtamim Talim said his responsibility was to supervise the talim board examination for Majlis Khuddam-ul-Ahmadiyya Bangladesh. Upon this, Hazrat Amirul Momineen[aa] asked how many khuddam previously participated and gave the exam. Raza Sahib said 553 khuddam participated in the exam and explained that they were unable to hold the exam last year due to Covid-19.

Huzoor[aa], whilst offering guidance and direction, said:

"Covid should not be any excuse; you can take this exam online or they can just fill the paper and send it to you. It is not necessary that they gather at one place and then sit for exams … even while sitting at home, they can do it."

Huzoor[aa] then enquired of Mohtamim Talim, Shopan Ahmad Sahib about the total tajnid for Khuddam-ul-Ahmadiyya; he said there were 3,464 khuddam.

Huzoor[aa] stated that out of 3,464, only 553 khuddam participated in the exam and asked what plan was being made to increase the number of participants. Mohtamim Talim stated said they would try to double the number of participants this year. Responding to this, Hazrat Khalifatul Masih[aa] said, "It should be 1,500, at least. If not 2,000, then at least 1,500."

Whilst addressing Hafizur Rahman Sahib, who is serving as Additional Mohtamim Khimat-e-Khalq, Huzoor[aa] asked how many khuddam were blood donors and if hospitals and blood banks were aware that if they need blood, they may contact Khuddam-ul-Ahmadiyya. Hafizur Rahman Sahib said that such a relation was yet to be established. Huzoor[aa] emphasised that this should be implemented and added:

"If you work with blood banks and hospitals and register members of Khuddam-ul-Ahmadiyya and tell them that if they ever need blood, they may contact you, then you will be able to foster a relationship with them – paths for tabligh will open up and the Jamaat will be introduced through service to humanity … people should know that we [Ahmadi Muslims] serve all of humanity."

Ata-ur-Rahim Sahib, Mohtamim Khidmat-e-Khalq, reported that his duty was to help provide free medical care for the needy and less fortunate. Huzoor[aa] asked how many medical camps were arranged this year and how many patients were attended to. In response, he said that five medical camps were set up and 1,650 patients were attended to, the majority of whom were non-Ahmadis.

Addressing Omair Ahmad Sahib, serving as Mohtamim Sehat-e-Jismani, Hazrat Khalifatul Masih[aa] asked if he participated in any sports and enquired about how many khuddam excercised daily; in reply, he said that he played cricket and 802 khuddam exercised daily.

Addressing Additional Mohtamim Mal, Ibrat Hasan Sahib, Huzoor[aa] asked about his duties and responsibilities. Answering Hazrat Khalifatul Masih[aa], he said he had been tasked to maintain the records of

chanda collection and expenditure.

Whilst addressing Al Iqram Khan, serving as Mohtamim Tarbiyat, Hazrat Khalifatul Masih[aa] asked what trabiyat plan was made for khuddam and how many of them offered Salat in congregation. He said 45% of khuddam offered Salat in congregation. Huzoor[aa] said:

"You must pay special attention to Namaz in congregation and the recitation of the Holy Quran."

Hazrat Amirul Momineen[aa] asked Ashraful Islam Sahib, Mohtamim Atfal, how many atfal there were in Bangladesh, Ashraful Islam Sahib reported that there were 1,362 atfal.

Hazrat Amirul Momineen[aa], whilst addressing Mushtaq Ahmad Sahib, Mohtamim Waqar-e-Amal, asked what kind of waqar-e-amal was being conducted. Mushtaq Ahmad Sahib reported they regularly cleaned mosques and cemetaries and had sought permission from the government to clean a government hospital. Hearing this, Huzoor[aa] replied, "Masha-Allah!"

Whilst enquiring from Taslim Ahmad Sahib, Mohtamim Umumi, about his responsibility, Huzoor[aa] asked if khuddam regularly offered duties, to which he replied in the affirmative and said many khuddam regularly offered their time.

Hazrat Amirul Momineen[aa] asked Shahin Ahmad Sahib, Mohtamim Nau-Mubai'een, for the number of new converts and the plan made for their training and tarbiyat. Replying to Huzoor[aa], he said the total number of new converts, in the last three years, amounted to 448 and added that they held ijtemas to help in their knowledge and spiritual training.

After this, Huzoor[aa] asked Rezauddin Ahmad Sahib, Mohtamim Umur-e-Tulaba, how many students were attending university. Rezauddin Sahib said he was currently collating this information and according to the report, 14 students were currently studying in university, 15 were studying in private universities and 16 were studying in national universities.

Huzoor[aa] then asked if the students organised any informative seminars and instructed:

"Students should organise a seminar where they invite non-Ahmadi Muslim students in which a researched paper can be read out or something else can be done to help build bridges of friendship. It doesn't necessarily have to be tabligh; any worldly topic can be addressed in it."

Whilst conversing with Mahmud Ahmad Sahib, Mohtamim Isha'at, Hazrat Khalifatul Masih[aa] asked if any magazine was being published for khuddam. Mahmud Sahib said a monthly magazine for khuddam was published.

Following this, Huzoor[aa] enquired from Mohtamim Tajnid, Sahirful Haque Sahib, how the total tajnid of Khuddam-ul-Ahmadiyya was collected. Sahirful Haque Sahib replied that they had created an online database to collect the tajnid, which was updated regularly.

Thereafter, Hazrat Amirul Momineen[aa] extended salaam to everyone and the meeting came to an end.

বয়আত গ্রহণের পরে প্রথম ইজতেমার স্মরণীয় স্মৃতিগুলো

খন্দকার মাহবুব উল ইসলাম
সাবেক মোহতামীম, মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, বাংলাদেশ

ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জের তৎকালীন মহকুমা শিক্ষা অফিসার (পরবর্তীতে জেলা শিক্ষা অফিসার) জনাব খন্দকার আজমল হক সাহেবের (আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের সদস্য) সাথে পরিচয়ের পরে তাঁর কাছ থেকে তাঁর জামা'তের বই সংগ্রহ করে পড়া শুরু করি। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করছি, কিছুদিন হল এখানে পূবালী ব্যাংকে চাকুরীতে যোগ দিয়েই স্থানীয় সরকারী পাবলিক লাইব্রেরীর সদস্য হই যেন অবিবাহিত এক তরুনের অবসর সময় কাটে। এখান থেকে বেশি করে বই সংগ্রহ করে পড়ার মাধ্যমে। ছোট থেকে সবধরনের বই পড়া আমার একমাত্র নেশা এবং আনন্দ। সেই নেশা ও আনন্দ বহুগুণে বাড়িয়ে তুলল আহমদীয়া জামা'তের বই পুস্তকসমূহ। ইতিপূর্বে আমি অনেক বড় বড় কবি, সাহিত্যিক, লেখকের বই পড়েছি। কিন্তু আহমদীয়া জামা'তের রচনার কাছে সেসব ম্লান।

অকাট্য যুক্তি ও দলীল, মর্মস্পর্শী আবেদন, হৃদয়গ্রাহী ভাষার মাধ্যমে, পবিত্র কুরআন হাদীসের আলোকে কাদিয়ানে আবির্ভূত হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) যে প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী তা দিবালোকের মতো স্পষ্ট করা হয়েছে আহমদীয়া জামা'তের বইপুস্তকসমূহে। এই জামা'তের অনুসারী জনাব খন্দকার আজমল হক ও তাঁর পরিবার পবিত্র কুরআন ও হাদীসের নির্দেশনা ষোলআনা অনুসরণ করার চেষ্টা করছেন, যা দেখে অবিভূত হলাম। কারণ ইতিপূর্বে অনেক ইসলামী দল ও জামা'তের সাথে জড়িত ছিলাম। তাদের কারোরই ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবনে পবিত্র কুরআন ও হাদীসের পুরোপুরি প্রতিফলন ছিল না। আহমদীয়া জামা'তের সদস্যদের ক্ষেত্রে এই প্রথম ব্যাতিক্রম দেখতে পেলাম। পবিত্র কুরআন হাদীসের আলোকে সুসজ্জিত, সুশৃংখল ও সুন্দর এই জামা'তের স্বপ্নই তো এতদিন দেখে এসেছি। কালবিলম্ব না করে ১৯৮০ সালের ৬ই এপ্রিল প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহদী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এবং মহান আল্লাহ্‌র মনোনীত আহমদীয়া মুসলিম জামা'তে বয়আত গ্রহণ করে হৃদয়ে একরাশ স্বস্তি, শান্তি ও আনন্দ অনুভব করলাম, যে জামা'তের লক্ষ্য হচ্ছে যুক্তি ও দলীল এবং প্রেম ও ভালবাসার মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী ইসলামের প্রচার ও প্রসার ঘটিয়ে প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর রাজত্ব কায়েম করা।

বছরে একবার কেন্দ্রীয় সালানা জলসায় (কেন্দ্রীয় বার্ষিক সম্মেলন) যোগদান করে এবং জামা'তের প্রকাশনাসমূহ ও পাক্ষিক আহমদী পত্রিকা অধ্যায়ন করে, জামা'তের সংগঠন ও অংগসংগঠন সম্পর্কে ধীরে ধীরে অবহিত হই। এরপরে ময়মনসিংহে বদলী হয়ে আসলে মরহুম আহমদ তৌফিক চৌধুরী সাহেবের (সাবেক রিজিওনাল কায়েদ, পূর্ব পাকিস্তান) মাধ্যমে ১৫ থেকে ৪০ বছর বয়সের যুবকদের নিয়ে মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারি। ১৯৩৮ সালে হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) এই সংগঠন কায়েম করেন। তিনি (রা.) বলেছেন "যুবকদের সংশোধন ব্যাতিরেকে জাতিসমূহের সংশোধন হতে পারে না।"

ময়মনসিংহ জামা'ত বড় হওয়ার কারণে মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া এখানে বেশ সক্রিয় ছিল। এর ফলে আমার মজলিসের কাজে জড়িত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হল। এই সংগঠনের সঙ্গে যতই জড়িত হচ্ছিলাম ততই অবাক হচ্ছিলাম। বিশাল মরুভূমির মধ্যে সবুজ শ্যামল মরুদ্যান যেমন পথিককে আনন্দ, স্বস্তি ও শান্তি দেয়; আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের যুব সংগঠন 'মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া 'ঠিক তেমনি এই বিশৃংখলাপূর্ণ, নীতি নৈতিকতাহীন যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা সুশৃংখল শান্তির পতাকাবাহী স্বর্গীয় দূতের

দল যারা জীবনের সবকিছু উজাড় করে দিয়ে হলেও মহান আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য জাতি ধর্ম, বর্ণ, নির্বিশেষে মানুষের সেবার জন্য নিজেদের নিয়োজিত রাখে। সমাজের বিপথগামী তরুন ও যুবকেরা যখন পাপের পঙ্কিলতায় নিজেদেরকে আকণ্ঠ নিমজ্জিত করে রেখে বলগাহীন জীবন যাপন করছে, ঠিক তখন খোদ্দামুল আহমদীয়ার সদস্যরা পবিত্র কুরআনের অনুশাসন এবং মহানবী (সা.)-এর অনুপম আদর্শের আলোকে নিজেদের জীবনকে সজ্জিত করে পরিবার, সমাজ ও দেশকে আলোকিত করছে। এদের কেউবা স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছে, কেউবা চাকুরী বা ব্যাবসা বাণিজ্য করছে, কেউবা শ্রমিকের কাজ করছে, কিন্তু দিনশেষে সবাই মসজিদ বা সংগঠনের কার্যালয়ে এসে কাধেঁ কাঁধ মিলিয়ে তা'লীম তরবিয়তী প্রোগ্রামে অংশ নিচ্ছে।

বিভিন্ন খেলাধূলা যেমন ভলিবল, ফুটবল, ক্রিকেট, টেবিলটেনিস প্রভৃতি খেলার মাধ্যমে শরীর চর্চায় অংশ নিচ্ছে বা বিভিন্ন ধর্মীয় ও জনহিতকর কাজের পরিকল্পনা প্রণয়ন করছে। এভাবে এই প্রোগামগুলো কখনো সাপ্তাহিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক এবং বড় পরিসরে বছর শেষে জাতীয় ভিত্তিতে সংগঠনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে (ঢাকায়) অনুষ্ঠিত হয়। বছর শেষে (অক্টোবরে) এমনি একটি প্রোগ্রাম, ন্যাশনাল ইজতেমায় অংশগ্রহণের জন্য আমরা মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া ময়মনসিংহের কিছু সদস্য প্রস্তুতি নেয়া শুরু করলাম। প্রসংগত উল্লেখ করছি, খোদ্দামুল আহমদীয়ার সাংগাঠনিক বছর নভেম্বরে শুরু হয়ে অক্টোবরে শেষ হয়।

তিনদিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত এই ইজতেমার সিলেবাস পূর্বেই সকল স্থানীয় মজলিসে প্রেরণ করা হয়, যাতে করে অংশগ্রহণকারী সবাই প্রতিযোগিতার বিষয়সমূহ ভালোভাবে অধ্যায়ন করার সুযোগ পায়। এবার (১৯৮৪ সালে) ইজতেমায় "হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবনী" এই বিষয়ের ওপর ১৫০০ শব্দের রচনা প্রতিযোগিতার আহ্বান করা হয়েছে, যা ইজতেমার পূর্বেই একটা নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে কেন্দ্রে প্রেরণ করতে হবে। আমি খুব দুরুদুরু বুকে এই রচনা লিখে নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যেই সংশ্লিষ্ট ঠিকানায় প্রেরণ করলাম।

এরপর অনেক উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে ময়মনসিংহের কয়েকজন খোদ্দামসহ জীবনের প্রথম ইজতেমায় যোগদানের উদ্দ্যেশ্যে দারুত তবলিগে গিয়ে মনটা প্রশান্তিতে ভরে গেল। এ যেন কিশোর, তরুন ও যুবকদের মিলন মেলা। সবাই খুব সুশৃঙ্খলভাবে লাইনে দাঁড়িয়ে রেজিষ্ট্রেশন করে বাড়তি মাল সামানা ও টাকাপয়সা মোহাফেজ খানায় জমা দিচ্ছে। আমি ফ্রেশ হয়ে খানা খেয়ে উদ্বোধনী অধিবেশনে যোগ দিলাম। পিনপতন নিরবতার মধ্যে খুব মনযোগ দিয়ে অধিবেশনের মূল্যবান বক্তব্যগুলো শুনে ভীষণ ভালো লাগল। সবাইকে সকল প্রতিযোগিতা যেমন, কুরআন তেলাওয়াত, নযম, বক্তৃতা, ধর্মীয় জ্ঞানের উপর লিখিত পরীক্ষা, কুইজ, স্মৃতিশক্তি পরীক্ষা, পয়গামে রেসানীসহ খেলাধুলা প্রতিযোগিতা এবং তালিম তরবিয়তের উপরে নসিহতমূলক বক্তব্যসমূহ শোনার জন্য বিশেষভাবে আহ্বান জানানো হল। সারাদিন ব্যাপী ধর্মীয় বিষয়ের উপর প্রতিযোগিতা শেষে বিকেলে বিভিন্ন খেলাধুলা প্রতিযোগিতা শুরু হল। খেলাধুলার এই আয়োজন দেখে আমার ভীষণ আনন্দ অনুভূত হল। খেলাধুলা এবং শরীর চর্চা যে ধর্ম শিক্ষার একটা অংশ হতে পারে, তা এই প্রথম প্রত্যক্ষ করলাম, যা অ-আহমদীদের কাছে অকল্পনীয় ব্যাপার। সাধারনতঃ যারা খেলাধুলা করে তারা যেমন ধর্মের ধার ধারে না, তেমনিভাবে যারা নিজেকে ধার্মিকভাবে তারা খেলাধুলাকে গোনাহ'র কাজ বলে মনে করে, বয়আত করার আগে এই রীতি দেখে এসেছি এতদিন।

রাতের তা'লীম তরবিয়তী অধিবেশনে জামা'তের অনেক বুজুর্গ ব্যক্তিত্ব ও মওলানা সাহেবানদের বিষয়ভিত্তিক ঈমান উদ্দীপক, মর্ম স্পর্শী বক্তৃতা শুনে, নিজের ভুলত্রুটি দুর্বলতা ঝেড়ে ফেলে একজন আদর্শ খাদেম হওয়ার জন্য মনে মনে অঙ্গিকারাবদ্ধ হলাম।

মসজিদের নীচ তলায় হলরুমে খাওয়া দাওয়া শেষে হোগলা (এক ধরনের মাদুর) বিছিয়ে শোওয়ার ব্যাবস্থা হল। স্বল্প পরিসরে কয়েকশ কিশোর, তরুন ও যুবক যারা বিভিন্ন শ্রেণিপেশা ও পরিবেশ থেকে এসেছে, কেউবা বড় কর্মকর্তা, ব্যাবসায়ী, শিক্ষক, ছাত্র, কেউবা নগন্য শ্রমিক; উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত সবাই এখানে এক হয়ে সহদোর ভাইয়ের মত এক সাথে খেয়ে পাশাপাশি শুয়ে পড়েছে। কি অপূর্ব দৃশ্য! ইসলামের প্রাথমিক যুগে তো এমনই ছিল। আজ আবার মহানবী (সা.)-এর আধ্যাত্মিক গোলাম প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)-এর মাধ্যমে ইসলামের সেই হারানো ঐতিহ্য জগতে পুনরায় কায়েম হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ।

অত্যন্ত আনন্দঘন ও আধ্যাত্মিক পরিবেশে ইজতেমার সকল কার্যক্রমের শেষ পর্যায়ে মসজিদে সমাপ্তি অধিবেশন শুরু হল। আমি চেয়ার টেবিল দিয়ে বানানো স্টেজের সামনে বসেছি যেন সবকিছু ভালোভাবে দেখা ও শোনা যায়। কিছুক্ষণ পরে জনাব আব্দুল জলীল সাহেব (তৎকালীন ন্যাশনাল মোতামাদ মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, বাংলাদেশ) আমার কাছে এসে বললেন, "রচনা প্রতিযোগিতায় আপনি প্রথম হয়েছেন, নাম ঘোষণার পরে আপনাকে স্টেজে এসে রচনার কিছু অংশ পাঠ করে শোনাতে হবে।" আমি মহান আল্লাহ্‌র নিকট কৃতজ্ঞতা জানালাম। নাম ঘোষণার পরে, নির্দেশনা অনুযায়ী স্টেজে দাঁড়িয়ে আমি রচনার কিছু অংশ পাঠ করে শোনালাম।

পুরুস্কার বিতরণ, সমাপ্তি ভাষণ ও দোয়া শেষে হৃদয়ে একরাশ আনন্দ অনুভব করলাম।

বয়আত গ্রহণের পরে জীবনের এই প্রথম ইজতেমা পরবর্তীতে প্রতিটি ইজতেমায় যোগদান করতে আমাকে অনুপ্রানিত করেছে।

স্মরণপটে খোদ্দামুল আহমদীয়ার ইজতেমা

কৃষিবিদ মোহাম্মদ ফজল-ই-ইলাহী

আমাদের প্রিয় খলিফা, খলিফাতুল মসীহ সানি আল মুসলেহ মাওউদ (রা.) আহমদী পুরুষ সদস্যদেরকে তিন ভাগে বিভাজন করে তিনটি অঙ্গ সংগঠন করেছেন। তিনি (রা.) আহমদী পুরুষ সদস্যদেরকে এভাবে বিভাজন করে প্রত্যেক সংগঠনকে আলাদা আলাদা ভাবে কিছু দায়িত্বও দিয়েছেন। বয়স অনুপাতেই তিনি আমাদেরকে এ দায়িত্ব দিয়েছেন। দায়িত্বাবলীর মধ্যে প্রধান ও উল্লেখযোগ্য দায়িত্ব হলো, ইজতেমা (সম্মেলন) করা। সে সুবাদে প্রত্যেক দেশের জামা'তের অঙ্গ সংগঠনের সদস্যগণ পৃথক পৃথক সময়ে সবাই একত্র মিলিত হয়ে বছরে একবার করে ইজতেমা করে থাকে।

তথ্যমূলে জানা যায় যে, বাংলাদেশে আহমদীয়াতের আগমন ১৯১৩ সালে। তৎকালীন সময়ে এদেশে (পূর্বের পূর্ব পাকিস্তান) আহমদীদের সংখ্যা ছিল খুবই নগন্য। হাতে গোনা কয়েক পরিবার। তখনও অঙ্গ সংগঠন বিভাজন হয় নি। নারী পুরুষ শিশু বৃদ্ধ সব সদস্য মিলে যৌথভাবে বছরে একবার জলসা করত। এখনও একই নিয়মে জলসা হয়, সাথে বছরে একবার করে সংগঠনের সদস্যগণ আলাদা ভাবে মিলিত হয়ে ইজতেমাও করে থাকে। এখানে বলে রাখা দরকার যে, যদিও আমরা নারী পুরুষ একত্রে ধর্মীয় অনুষ্ঠান করে থাকি সেখানে কঠিন পর্দার ব্যবস্থা থাকে। বিশেষ অনুষ্ঠান, সপ্তাহে শুক্রবারে জুমুআর নামায সর্বত্রই পর্দার ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে।

খাকসার জন্মগত আহমদী। জন্ম সাল ১৯৫৪। গ্রামীণ এলাকার ছেলে। কোনোভাবেই ঢাকা আসা হয় না। তখন ঢাকা আসাটা ভাগ্যচক্রের ব্যাপার ছিল। কোনো কোনো লোক বিশেষ কোনো কারণে সাতিশয় কষ্টেসৃষ্টে ঢাকায় আসতেন। আসা যাওয়া পাক্কা দুই দিন। প্রচণ্ড কসরৎ। দুর্গম সফর। তাদের মুখে ঢাকার ৪ নং বকসী বাজারের গল্পালাপ শুনতাম। মনে হত আজব এক শহর। আমি ১৯৬৯ সালে নারায়ণগঞ্জ জয়গোবিন্দ হাই স্কুল থেকে এসএসসি পাশ করি। নারায়ণগঞ্জে অবস্থান কালে মাঝে মাঝে ঢাকায় আসতাম। ১৯৭০ সালে আমি ঢাকার শের-ই-বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষি স্নাতক ডিগ্রী লাভের বাসানায় এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হই। মোটামোটি হিসাব হলো ১৯৬৯-৭০ সাল থেকে আমার ঢাকায় আসা যাওয়া শুরু। আরো ছোটকালে ঢাকার জলসার যোগদানের জন্য কালেভদ্রে বকসী বাজার এসেছি। ঐ সময় থেকেই খোদ্দামুল আহমদীয়ার সংগঠনের ইজতেমার সূচনা হয়।

বকশী বাজারে টিনের ঘরের একটি মসজিদ। পাশে (যেখানে এখন জেনারেটর বসানো) বড় আকারের একটি কুয়োয় পানির ব্যবস্থা। এ কুয়ো হতে বালতিতে রশি বেঁধে পানি তোলা আমার জন্য ছিল একটি দুঃসাধ্য কাজ। বয়স্ক একজন খাদেম সাহায্য না করলে পানি তোলা আমার জন্য অসম্ভব ছিল। কখনো তয়াম্মম করেই নামায পড়তে হতো। এসময়ে মাঝে মধ্যে খোদ্দামুল আহমদীয়ার ইজতেমায় আসতাম। ইজতেমার কর্মসূচী ছিল এইরূপ-

লিখিত পরীক্ষা, দ্বীনি মালুমাত পরীক্ষা, কুরআন নাযেরা, নযম বাংলা ও উর্দু ইত্যাদি তালীমী প্রতিযোগিতা। এক পা উপরে উঠিয়ে আরেক পায়ে দৌড়, ব্যাঙ লম্প, পায়ে বল মারা, ভলিবল ইত্যাদি শরীর চর্চামূলক প্রতিযোগিতা। এরজন্য বিজয়ীদের পুরস্কার ছিল, বলপেন, ইরেজার, রুমাল, উডপেন্সিল, সার্পনার, গায়ে মাখা সাবান, টিনের বাসন-বাটি ইত্যাদি। শিক্ষক ছিলেন উচ্চ মার্গের শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ। সর্বজনাব খলিলুর রহমান, মরহুম ওবায়দুর রহমান, মরহুম আলী কাশেম খান চৌধুরী, মরহুম ডা. আব্দুস সামাদ খান

চৌধুরী, মরহুম এটিএম হক সাহেব, মরহুম শামসুর রহমান বার এটল, শাহমুস্তাফিজুর রহমান, মরহুম মকবুল আহমদ খান। মওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ, মরহুম মওলানা এজাজ আহমদ, মরহুম মোয়াল্লেম নূর উদ্দীন আফ্রাদ সাহেব, মরহুম মোয়াল্লেম ছলিমউল্লাহ, মরহুম মওলানা মহিবুল্লাহ, মরহুম মাওলানা ফারুক সাহেব, মরহুম সেকান্দর আলী (বর্তমান খোদ্দামুল আহমদীয়ার সদর সাহেবের পিতা) মরহুম প্রাক্তণ ন্যাশনাল আমীর মোহাম্মদ মোস্তফা আলী প্রমুখ। শিক্ষগণের এক একজন বিদ্যার জাহাজ। জ্ঞানের ভাণ্ডার। শিক্ষা দানের আন্তরিকতায় তাঁরা ছিলেন অতুলনীয়, অনন্য। হাসি আর আদর ছাড়া কথাই বলতেন না। জ্ঞান তাঁদের বটবৃক্ষ তুল্য কিন্তু বিনয়ী ছিলেন চমৎকার। তাঁদের জ্ঞানের কথার শেষ নেই। কেবল শুনতেই ইচ্ছা করত। কখনো হাসি, কখনো কান্নার সব কাহিনী। হৃদয়কে আপ্লুত করত। টিভি নেই, মোবাইল-ইন্টারনেট নেই, ছিলনা এমটিএ। কেবল ভাষণ আর সোহাগভরা সুমধুর বচন শুনাই ছিল আমাদের মুখ্য কাজ। পান্ডিত্যদের পুণ্যময় কথা তন্ময় বসে শুনতাম। ভাবতাম তারা কত মহান আর কত জ্ঞানী। পক্ষান্তরে আমরা কত নগন্য, অ-জ্ঞানী। ভেবে ভেবে তখন চোখে পানি আসত।

খুব নিবিড় ভাবে তখন প্রতিযোগিতা হতো। প্রতিযোগিতা চলাকালীন সময়ে বিদ্বান শিক্ষকবৃন্দ পাশের চেয়ারে উপবিষ্ট থাকতেন। এমতাবস্থা প্রতিযোগিতাগুলি প্রাণবন্ত লাগত। বক্তৃতা প্রতিযোগিতাটা ছিল আরো চিত্তাকর্ষক। তার জন্য বিস্তর প্রস্তুতি। কে কার আগে যায়। প্রতিযোগিতার নাম্বার দিচ্ছেন প্রাক্তন আমীর জনাব মোস্তফা আলী, জনাব ওবায়দুর রহমান, খলিলুর রহমান প্রমুখ। কত বড় মাপের শিক্ষক ও বিচারক তাঁরা কল্পনাই করা যায় না। তাঁদের সামনে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিতে হবে, হাত কাঁপে, পা কাঁপে। সুতরাং প্রস্তুতি নিরলস চেষ্টায়। এ বিষয়ে প্রথম হওয়াটা মহা গৌরবের কথা। শ্রদ্ধেয় শিক্ষকগণ তাকে সাদরে বুকে ধরে আদর করতেন। কত সুমধুর সেসব স্মৃতি। ভুলেও ভুলা যায় না। মির্যা আলী আকন্দ (মিরপুর নিবাসী) সাহেবের বড় ছেলে মাহবুবুর রহমান বরাবরই বক্তৃতা প্রতিযোদিতায় প্রথম হন। তাকে ডিঙ্গানো কখনো সম্ভব নয়। তিনি বক্তৃতা ব্যতীত আর কোনো প্রতিযোগিতায়ই অংশ গ্রহণ করেন না। সুতরাং এ প্রতিযোগিতায় তাকে প্রথম হতেই হবে। বক্তৃতার বিষয় বস্তু 'আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্ব'। সময় ৫মি.। বক্তা মাহবুব ভাই মঞ্চে দাঁড়িয়ে বিচারকমন্ডলীকে সম্বোধন পূর্বক বললেন, 'হায় ! মানবজাতির জন্য আজ বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, যে আল্লাহ্ জগতের সব কিছুরই স্রষ্টা তাঁরই অস্তিত্ব আছে কি নাই এ সত্য প্রমাণের জন্য আমার মত নগন্যকে মঞ্চে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিতে হচ্ছে। তা কতই না বেদনার কথা যা ভাবাই যায় না'। এই একটি মাত্র উদ্ধৃতি উপস্থাপন করেই তিনি প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকারী হয়ে গেলেন। বাহবা পেলেন। কত অনন্য সেসব স্মৃতি। কল্পনায় ভাবলে আজও হৃদয় আপ্লুত হয়। এক ইজতেমা চলাকালীন সময়ে খাবার পরিবেশনার হাস্যরস গল্প শুনুন, যা স্মরণ হলে আজও তা চিত্তকে পুলকিত করে। মোয়াল্লেম ছলিমউল্লাহ সাহেব খুবই রসের মানুষ। সব সময় সরসে হাস্য বদনে ছন্দে কথা বলেন, তিনি খাবার খাচ্ছেন। কাছে গিয়ে খাকসার রসালো সুরে বললাম, জনাব ছলিমউল্লাহ, দিব নাকি মুরগীর একটা কেল্লা? জবাবে তিনি বললেন, 'তুমি কীভাবে বুঝলে এটা মুরগীর না মোরগের কেল্লা? যাক সে কথা। দাও দেখি একটা, যা করেন আল্লাহ' আবার এসে বললাম উস্তাদজী, দিব নাকি ডাইল? তিনি ছন্দ মিলিয়ে বললেন, 'দাও দেখি বাবা, এর সাথে করি বাইল'। এমটি আনন্দ ঘন পরিবেশে পরম প্রশান্তিতে ইজতেমান দিনগুলি কাটাতাম আর আশিসমণ্ডিত এই ইজতেমা হতে আত্মীক খাদ্য-খোরাক লাভের নেশায় থাকতাম।

তখনকার ইজতেমা ও তরবিয়তী ক্লাসগুলো খুবই প্রফুল্লমুখর ছিল। ছাত্রদের শেখারও জানার আগ্রহ ছিল এন্তার। শিক্ষকগণও ছিল মহাজ্ঞানী ও বিনয়ী। তাঁরা ভাবতেন ছাত্রদেরে কিছু শিখিয়ে দিতে হবে। আমরাও ভাবতাম আমাদেরকে কিছু শিখে যেতে হবে। ফাঁকে কখনো প্রশ্নোত্তর আসর হত। প্রচণ্ড আগ্রহ ভরে সবাই তা উপভোগ করত। জবাব দিহিতা ছিল। শেষদিন আমীর সাহেব প্রশ্ন করতেন আমরা কি শিখলাম। জ্ঞানের কি অগ্রগতি হল ইত্যাদি। সুতরাং সাবধান থাকতে হয়েছে। কর্তৃপক্ষ পূর্ব হতে চিঠে দিয়ে রেখেছেন ছাত্ররা বাড়ি ফিরে গেলে তাদেরকে জেরা করবেন তারা কি শিখে গেল। সুতরাং অবহেলা করার কায়দা নেই। ফলে বাড়ি ফিরলে পর মা বাবাও, প্রশ্ন করে জানতে চাইতেন, 'কি শিখে এলি বাবা, বলত কিছু'? নামায পড়ায়, সত্য বলায়, কুরআন পাঠে ও ধর্মীয় অন্যান্য কাজে আগ্রহ বেড়েছে কিনা খেয়াল করতেন।

তাই বলছি, ইজতেমা ও তরবিয়তী ক্লাসগুলোতে এমনিভাবে জবাব দিহিতা নিশ্চিত করতে হবে। চলে যাওয়ার পূর্বদিন কর্তৃপক্ষ বসে ছাত্রদের কাছে জানতে হবে তারা কি রপ্ত করে গেল।

আমদের ইজতেমা, তরবিয়তী ক্লাস, জলসা ও জামা'তী বিভিন্ন দিবস পালনকৃত অনুষ্ঠানগুলোতে মহাজ্ঞানের আলোচনা হয়। এ অনুষ্ঠানগুলোতে আত্মার প্রভুত আধ্যাত্মিক খোরাক থাকে, তাই সন্তানদেরকে এসব মহতী অনুষ্ঠানে প্রেরণ কল্যাণকর কাজ। মহান আল্লাহ্ বলেন, 'যারা দাঁড়িয়ে বসে এবং নিজ পার্শ্বদেশে শুইয়ে আল্লাহ্কে স্মরণ করে আর বলে, 'হে আমাদের আল্লাহ্! তুমি আমাদেরকে আগুনের আযাব হতে রক্ষা কর, আমাদের পাপ সমূহ ক্ষমা কর, আর আমাদেরকে পুণ্যবানদের সাথে মিলিত করে মৃত্যু দাও', (সূরা আলে ইমরান, রুকু ১০) তারা অধিকতর নেক বান্দা, তাই আমাদের প্রত্যেকের উচিত, যে যেভাবে সম্ভব যে কোনো সুযোগে পুণ্যানুষ্ঠানগুলোতে অংশগ্রহণ পূর্বক খোদা প্রদত্ত কল্যাণ আহরণ করা।

নানা রঙের দিনগুলি

মোহাম্মদ এহসানুল হাবিব জয়

আল্লাহ্ তা'লার অশেষ ফযল ও বরকত যে, আমরা আহমদীয়াতের কোলে পরিচর্যা পেয়েছি। মা তার সন্তানকে যেমন প্রতিনিয়ত পরিচর্যা করেন, তেমনি ঐশী খিলাফতের কল্যাণে অতি শৈশব হতে অদ্যাবধি জামা'তী সকল কার্যক্রমে আমার অংশগ্রহণ ছিল অনিবার্য এবং আবশ্যক। এমনকি পাবলিক পরীক্ষার মাঝেও ইজতেমাতে অংশগ্রহণের 'বিশ্বরেকর্ড' আমার ঝুলিতে জমা আছে। আজ আমি উচ্চ কণ্ঠেই বলতে পারি, যারা পড়াশোনার দৌড়ে এগিয়ে থাকতেন, তাদের চেয়ে আমরা খারাপ নেই– বরং কোন-কোন ক্ষেত্রে এগিয়ে। এটি জামা'তী কার্যক্রমে শামিল থাকার ফলাফল। আমি এখানে ব্যক্তিগত পড়াশোনার বিরুদ্ধে বলছি না– বলছি আমার প্রাপ্তিযোগ সম্পর্কে। ইজতেমা তেমনি একটি বিষয় আমার জীবনে। আমি কী পাই নি! আহমদীয়াত আমাকে দিয়েছে 'সব পেয়েছির দেশ'।

বাংলাদেশ খোদ্দামুল আহমদীয়া তার সুবর্ণ জয়ন্তী ইজতেমা পালন করছে। বয়সের হিসেবে আমি আজ একজন নাসের। কিন্তু মনে-মনে আমি সারাজীবন একজন 'ইমিরেটাস খাদেম'। আমি জীবনে যা করতে পেরেছি– তার শতভাগ কৃতিত্ব আমার মমতাময়ী মা (আমাতুল হাবীবা) এবং আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের। আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সা.) ছাড়া আমার জীবনের আবর্তে আর কক্ষনো কেউ ছিল না। খিলাফতের কল্যাণ ও দোয়া আমাকে ঋদ্ধ করেছে বারবার– শক্তি জুগিয়ে যাচ্ছে আজও। এই জীবন নৌকা যতবারই হেলেদুলে উঠেছে আমি আস্তে করে উড়িয়ে দিয়েছি পাক-কালেমার পাল। হযরত মসীহে মাওউদ (আ.)-এর পবিত্র নসিহত আর খুলাফাগণের ঈমান-সঞ্চারী পথ-নির্দেশনায় আজ আমি এমন এক দ্বীপের অধিবাসী– যেখানে সবাই মিলেমিশে আছি বেশ। এই চেতনা ও প্রেরণা আমাকে জুগিয়েছে মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া।

আমি যখন বুঝতে শিখেছি, জনাব আব্দুল হাদী ভাইকে সদর হিসেবে পেয়েছি। এরপর প্রয়াত কে.এম. মাহমুদুল হাসান সাহেব আমার জীবনে– বিশেষত 'লেখা' ও বক্তৃতা'র জগতে এক বিপ্লব সাধন করেছেন। তাঁর হাতে লেখা পত্রগুলো আমি আজও সযতনে পাঠ করি। জনাব ডা. সেলিম খান সাহেব যখন সদর হলেন তখন তিনি আমাকে নিয়ে এমন এক ছড়া রচনা করেন যা আজ পর্যন্ত আমাকে বিভ্রান্ত হতে বাধা দেয়। মাসিক আহ্বানে ছাপা সেই ছড়ার দু'টি লাইন ছিল–

'সরাইলের ছেলে সে নাম তার জয়
চ্যালেঞ্জের মুখে তার নেই কোন ভয় ...।'

ইজতেমাতে হাত ভরে পুরস্কার না পেলে মনটা ভরতো না। জামা'তী সব প্রতিযোগিতায় আমি এমনভাবে অংশ নিতাম যে, যেন কোন বড় পরীক্ষার প্রস্তুতি। ফলাফল হাতেনাতে পেতাম।

সদর হিসেবে এরপর পাই জনাব আবুল কালাম আজাদ সাহেবকে। এরপর জনাব মাহবুবুর রহমান সাহেব সদর হন। এরপর জনাব আবু নঈম আল মাহমুদ ও এরপরে সমবয়সী বন্ধু জনাব আব্দুল মোমেন। এরপর স্নেহভাজন জনাব মাহমুদ আহমদ বিপ্লব ও বর্তমানে জনাব মোহাম্মদ জাহেদ আলী সদর হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। সবার ভালোবাসার সাক্ষী আমি। খোদ্দামুল আহমদীয়ার প্লাটিনাম জুবলীতে রাত জেগে সুইট-এর সাথে মিলে স্মরণিকা প্রকাশ, উৎসবের লোগো তৈরী– এসব কাজই আজ আমাকে আপ্লুত করে এক বিশাল সহানুভূতিতে। হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য দিয়ে খোদ্দামুল আহমদীয়া প্রতিষ্ঠা করেন– তার প্রতি সুবিচার করতে পারি নি জানি; তবে অধমের সাধ্যানুযায়ী সবসময় মজলিসি প্রোগ্রামগুলোতে একাত্ম থাকতে চেয়েছি একনিষ্ঠভাবে। খোদ্দামুল আহমদীয়ার জীবনে যে দাপ্তরিক কাজগুলো করেছি তার সুফল পেয়েছি কর্মজীবনে। আল্লাহ্‌র কাছে অশেষ শুকরিয়া যে, 'অকৃতি-অধম' হওয়া সত্ত্বেও আমাকে নিজ করুণায় ঠাঁই দিয়েছেন খিলাফতের চার দেয়ালের ভেতরে। আজ খোদ্দামুল আহমদীয়ার সুবর্ণ জয়ন্তীতে আমার প্রার্থনা:

"নামিছে নীরব ছায়া ঘনবনশয়নে,
এ দেশ লেগেছে ভালো নয়নে।"
"নিদ্রাভঙ্গে ক্ষণিকের অপূর্ব স্বপন
নিশার তিমির মাঝে মিলায় যেমন।"

খোদ্দামুল আহমদীয়ার প্লাটিনাম জুবিলিতে লোগো তৈরীর পাশাপাশি একটি নযমও রচনা করেছিলাম। যাতে সুর করেছিলেন জনাব মামুন-উর-রশীদ সাহেব যা উদ্বোধনী পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠানে গীত হয়েছিল।

হে খোদা শোন তুমি আমারই এ প্রার্থনা
তুমি ছাড়া জীবনে আর নেই আমার বাসনা
নুরের ছটায় পূর্ণ হল খোদ্দামুল আহমদীয়া
খোদ্দামুল আহমীয়া।

সাইয়্যেদুল কাওমে খাদেমুহুম
এই আমাদের দৃপ্ত শপথ চিরচেনা।
জাতির সেবায় ধর্মের তরে নিবেদিত প্রাণ
মুসলেহ মাওউদের ঐশী সেনা।
তৌহিদ লয়ে তেপান্তরে জয়ের নেশায়
ছুটছি মোরা এই বারতা।
মুহাম্মদদের ঝর্না হতে পুষ্প কানন
প্রস্ফূটিত দেয় ঘোষণা।
মানব সেবার ব্রত নিয়ে ছুটে চলি
এই জগতে খোদ্দাম মোরা।
ভালোবাসা সবার তরে
কারো 'পরে নাই এই দিনে আজ কোন ঘৃণা।
উৎসব জাগে প্রাণে আজি পঁচাত্তরের পূর্ণফুলে।
পূর্ণরাগে উষ্ণ ছোঁয়া।
নতুনেরই আবাহনে জীবন জাগে
ঐশী প্রেমের প্রাণ মদিনা।

পরিশেষে হযরত মসীহে মাওউদ (আ.)-এর একটি উদ্ধৃতির মাধ্যমে আমার স্মৃতিচারণ শেষ করছি। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) 'তকমিলে তাবলগী আওর গুযারেশে জরুরী' শিরোনামের এক বিজ্ঞাপনে লিখেন:

"আমাকে আদেশ দেয়া হয়েছে, যারা সত্যকে পেতে চায়, তারা সত্যিকার ঈমান, অন্তরের বিশুদ্ধতা ও আল্লাহ্‌র ভালবাসা অর্জনের প্রশিক্ষণ পেতে আমার নিকট বয়আত করবে। আমি তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল থেকে তাদের বোঝা হালকা করিয়ে দিতে যত্নবান থাকবো। খোদা তা'লা আমার দোয়া ও মনোনিবেশে তাদেরকে আশিসমণ্ডিত করবেন। তবে শর্ত এই যে, আসমানী শর্তাবলী পালনে তারা মনে-প্রাণে প্রস্তুত থাকবে।"

হযরত মসীহে মাওউদ (আ.)-এর অবর্তমানে এই কাজ তাঁর পবিত্র খলীফা এবং খিলাফতের অধীনে থেকে তাঁরই নির্দেশমত জামা'ত ও অঙ্গ-সংগঠনসমূহ করে যাচ্ছেন। তাই আমাদের দায়িত্ব হলো শুধু **'আসমানী শর্তাবলী পালনে মনে-প্রাণে প্রস্তুত থাকা'**।

একইভাবে খোদ্দামুল আহমদীয়ার ৫০তম ইজতেমা উপলক্ষ্যে অধমের নিম্নোক্ত শ্রদ্ধা নিবেদন:

খোদ্দামুল আহমদীয়া বাংলাদেশে ভাই
সুবর্ণ জয়ন্তী ইজতেমা খুশির সীমা নাই।।

হামদ ও নাতে ভাইচারাতে সৈন্য খলীফার
দৃপ্তপদে এই বাংলাতে সৌরভ ছড়াবার,
ঐশী নকিব যে ডাক দিল করল সবাই তাই।।

আত্ম-জিহাদে মগ্ন বাহিনী আল্লাহ্‌র ওলীর দল
সিজদার কাঁদন আরশে মুয়াল্লায় ঝরাতে বাদল,
পুষ্প ছড়ায় ফিরিশতাকূল শুধুই সামনে ধাই।।

পঞ্চগড়ে গড় গেড়েছি পঞ্চবারের দোয়া
গড়তে সৌধ দ্বীন ইসলামের মধ্য গগণ ছোঁয়া,
মুসলেহ মাওউদের গড়া বাহিনী কাজ তো এ একটাই।।

'সাইয়্যেদুল কাওমে খাদেমুহুম' নবীর বারতা ভাই
খলীফার ডাকে আকণ্ঠ পান– লাব্বায়িক বলে যাই,
বিলিয়ে দেব মানবের তরে কিছু পাই বা না পাই।।

আতফাল খোদ্দাম গুণীদ্বয়ের ঐশী সংগঠন
ভিন্ন মাত্রা এই জামা'তে করল সংযোজন,
এসো সবাই আহমদী ভাই বুকে বুক মিলাই।।

সুবর্ণ জয়ন্তীতে আজ পঞ্চগড়ে যাই
খোদ্দামুল আহমদীয়া যিন্দাবাদ ভাই।।

ইজতেমাতে ঢল পড়েছে কিশোর আর যুবা
মুসলেহ মাওউদ দেখ তোমার আরেক সত্যতা,
যুগ-খলীফার দোয়া নিয়ে পথটি চলতে চাই।।

শোর পড়েছে সাত আসমানে সুর ধরেছে সব
হামদ ও সানায় দেখ কেমন করছে কলরব,
লাওয়াখানি চল এখন সব মিলে ওড়াই।।

বাংলাদেশের কেন্দ্র হল পুণ্যভূমি আজ
শামেলিনে ইজতেমা সব হল সরফরাজ,
আত্মদানে মত্ত হয়ে এলাহির গুণ গাই।।

আমার জীবনে ইজতেমা

ডা. ইজাজুর রহমান শুভ
ওয়াকফে জিন্দেগী, লাইবেরিয়া

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, বাংলাদেশের ৫০তম জাতীয় ইজতেমা উপলক্ষ্যে সকল খাদেম ও তিফল ভাইদের আন্তরিক মোবারকবাদ।

খাকসার বর্তমানে মজলিস নুসরাত জাহাঁর অধীনে ওয়াকফে জিন্দেগী হিসেবে পশ্চিম আফ্রিকার দেশ লাইবেরিয়ার একটি আহমদীয়া মুসলিম হাসপাতালে ডক্টর ইনচার্জ হিসাবে কর্মরত আছি, আলহামদুলিল্লাহ। ওয়াকফে জিন্দেগী– কথাটার মর্ম ও অর্থ যতটুকু বুঝতে বা উপলব্ধি করতে পেরেছি তা এক বা দুই দিনে নয় বরং ছোট থেকেই যেনো ভিতটা গড়ে উঠছিলো। এই পথচলায় অন্যতম প্রভাবক ছিলো মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ এবং কেন্দ্রীয় ইজতেমাসমূহে যোগদান।

কেন্দ্রীয় ইজতেমায় যাওয়ার শুরুটা হয় ২০০২ সালে। আমি তখন সপ্তম শ্রেণির ছাত্র। কেন্দ্রীয় ইজতেমায় সেবারই সম্ভবত প্রথমবারের মত শ্রেষ্ঠ আতফালের পুরষ্কার দেওয়া শুরু হয়। সারাদেশের বিভিন্ন মজলিস হতে একজন করে উত্তম আতফাল নির্ধারণ করে চূড়ান্তভাবে নির্বাচন করার জন্য কেন্দ্রে প্রেরণ করা হয়। খুলনা মজলিস থেকে স্থানীয় উত্তম আতফাল হিসেবে খাকসারকে নির্বাচিত করা হয়। ইজতেমায় গিয়ে এর বিশালতায় আমি মুগ্ধ হয়ে যাই। জামা'তে আহমদীয়ার সৌন্দর্যের তারুণ্যময় দিকটা আমার সামনে উন্মোচিত হয়। ইজতেমায় সকল তা'লীমি ও অন্যান্য ইভেন্ট-এর পাশাপাশি সারাদেশ থেকে আসা সকল উত্তম আতফালকে নিয়ে ২য় দিন রাতের খাবারের পর খোদ্দাম অফিসে বিশেষ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। সেই প্রতিযোগিতা ছিল বিসিএস পরীক্ষার মতই ধাপে ধাপে– প্রিলিমিনারি, লিখিত পরীক্ষা এবং সবশেষে ভাইভা। পরীক্ষা চললো মধ্যরাত পর্যন্ত। তাহাজ্জুদ ও ফজরের নামাযের কিছুক্ষণ পর আমাকে জানানো হয়, আমাকে আতফাল সম্মেলন উপস্থাপনা করতে হবে। যথারীতি ঘাবড়ে গেলাম কারণ আমার আগে উপস্থাপনা করার কোনো অভিজ্ঞতাই ছিলোনা, তার উপর রাত জাগা, গলাও বসে গিয়েছিল। তারপরও বলা হয় আমাকেই উপস্থাপনা করতে হবে। আতফাল সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল মসজিদের নিচতলায়। প্রথমবারের মতো স্টেজে দাঁড়িয়ে সকলের সামনে যখন উপস্থাপনা করলাম, সেই

অনুভুতিটা ছিলো কিছুটা ভয়ের, কিছুটা আনন্দেরও। সবথেকে শেষ চমকটা ছিলো যখন আমি জানলাম যে শ্রেষ্ঠ আতফাল আর কেউ নয়, আমি নিজেই, আলহামদুলিল্লাহ্। শ্রেষ্ঠ আতফাল হিসেবে নিজের নামটা শুনে অত্যন্ত উচ্ছ্বসিত হয়েছিলাম। কিন্তু এর থেকেও বড় কথা হল, এই প্রাপ্তি যেনো আমাকে জামা'তের কাজে আরো আগ্রহী করে তুললো। পরবর্তীতে যতদিন খুলনা মজলিসের সদস্য ছিলাম, মজলিসের নানা কাজে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করার চেষ্টা করেছি।

কেন্দ্রীয় ইজতেমায় আমার সবচেয়ে বড় এবং প্রিয় স্মৃতি ২০১৯ সালের ৪৮তম জাতীয় ইজতেমা। তখন আমি চট্টগ্রাম মজলিসের কায়েদ হিসেবে সেবারত এবং কায়েদ হিসেবে সেবারই আমার প্রথমবারের মত ইজতেমায় অংশগ্রহণ। এবার শুধু প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করলেই হবে না, মজলিসের খাদেম-তিফলদের নিগরানিও পূর্ণরূপে করতে হবে। অনেক বছরের মধ্যে প্রথমবারের মত চট্টগ্রাম মজলিস হতে পুরো বাস রিজার্ভ করে ইজতেমায় যাওয়া হলো। সেটা ছিল এক অনন্য উৎসব। সেই উৎসব আমাদের কাছে হাজারগুণ আনন্দের হয়ে ধরা দিল যখন ইজতেমার সমাপনী অনুষ্ঠানে স্টেজ থেকে ঘোষণা এল যে, মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, চট্টগ্রাম ২০১৮-১৯ কার্যসালের কর্মকাণ্ডের প্রেক্ষিতে শ্রেষ্ঠ মজলিস হিসেবে "আলমে ঈনামী" লাভ করেছে। আলহামদুলিল্লাহ, সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ। সেখানে উপস্থিত চট্টগ্রামের অন্যান্য সকল খোদ্দাম আতফালদের নিয়ে তৎকালীন মোহতরম সদর জনাব মুনাদিল ফাহাদ সাহেবের হাত থেকে "আলমে ঈনামী" গ্রহণ করা ছিল আমার জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আনন্দের মুহূর্ত। এরপর সবাইকে নিয়ে নারায়ে তাকবীর ধ্বনিতে মুখরিত করে মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ এবং তাঁর প্রেরণাসূচক বাণী আমাদের আনন্দকে আরও বহুগুণে বর্ধিত করে। চট্টগ্রাম মজলিসের ইতিহাসে এটাই প্রথম "আলমে ঈনামী" প্রাপ্তি। এই লেখনীর মাধ্যমে আমি আবারও আমার পূর্বতন কায়েদ, তৎকালীন রিজিওনাল ও জেলা কায়েদ সাহেবান এবং চট্টগ্রাম মজলিসের নায়েব কায়েদ, মোতামাদ, নাযেম মালসহ সকল নাযেম ও সদস্যদের ধন্যবাদ জানাতে চাই।

ওয়াকফে নও হিসেবে বাবা-মায়ের কাছ থেকে সর্বদাই ভবিষ্যতে জীবন ওয়াকফ করার প্রেরণা পেয়ে এসেছি এটা যেমন সত্য তেমনই উপরোক্ত ঘটনাবলীর প্রভাবে সবসময় তাগিদ লাভ করেছি নিজেকে ছাড়িয়ে যাওয়ার। কেন্দ্রীয় ইজতেমা এবং কেন্দ্রীয় তা'লীম তরবিয়তী ক্লাসগুলোতে জামা'তের বুযূর্গানেদীনের সাহচার্য, নসিহত এবং বিভিন্ন মজলিস থেকে আগত খাদেমদের জামা'তের জন্য বিভিন্ন ত্যাগ ও ভালোবাসার ঘটনা থেকে শেখার সুযোগ হয়েছে। কিভাবে সবাইকে নিয়ে এতবড় আয়োজন সম্ভবপর হয় তা কাছ থেকে দেখার সুযোগ হয়েছে।

৫০তম ইজতেমায় অংশগ্রহণ করতে পারলে নিঃসন্দেহে অনেক ভালো লাগতো। এ বছর আমি এবং আমার স্ত্রী দু'জনেই ওয়াকফ করে লাইবেরিয়াতে এসেছি। আমাদের জন্য দোয়ার আবেদন করছি। মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, বাংলাদেশের ৫০তম জাতীয় ইজতেমার সার্বিক সফলতা কামনা করছি।

"আমাদের ছেলেমেয়েরা যেন পরস্পরের সঙ্গে প্রীতি ও সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে বসবাস করতে শিখে।"

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.)
খোদ্দাম ইজতেমা, জার্মানি, ২০১১

তারুণ্যের উজ্জীবিত স্মৃতি রোমন্থন

ডা. এখতিয়ার উদ্দিন শুভ
রিজিওনাল কায়েদ, চট্টগ্রাম-সিলেট

আমরা আজ এক স্মরণীয় ক্ষণ ও ইতিহাসের অংশ হতে যাচ্ছি। আমাদের আত্মার মিলন-মেলার এক অর্ধশত পূর্তি আয়োজন করতে যাচ্ছি। আমাদের একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের আল্লাহকে পাওয়া, কেননা আমাদের খোদা-ই আমাদের স্বর্গ। লিখবো আজ স্মৃতি থেকে কিন্তু স্পৃহা তো এক অনাবিল সমৃদ্ধ হৃদয়ের। আমাদের প্রাণ ও মন এক উষ্ণ উৎসের ফসল। আমাদের সৌভাগ্যের এবং পথপ্রদর্শনের কাণ্ডারি আমাদের খলীফা। আমরা কুলমানহীন আর রজ্জু ছাড়া মেষ নই বরং আমাদের শেকড় ও আমাদের পথ চলা এক সুন্দর পথের। মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া বাংলাদেশের গৌরবোজ্জল ৫০তম জাতীয় ইজতেমা বাস্তবায়নের মাহেন্দ্রক্ষণের স্মরণিকার জন্য আজকের স্মৃতি রোমন্থন। আমি সত্যিই ভাগ্যবান আমি এই সংগঠনের সদস্য হয়ে এই আয়োজনের আমিও একজন হতে পেরে।

ইজতেমা, ধর্মীয় প্রেক্ষাপট এবং সংস্কৃতিতে এক চমৎকার মিলবন্ধনের মাধ্যম। পৃথিবীতে বিভিন্ন জাতি, ধর্ম ও বর্ণের লোক ইজতেমার আয়োজন করে কিন্তু ধর্মীয় ইজতেমার স্বরূপ দেখতে হলে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তে আসতে হবে। এই ইজতেমা আয়োজনে থাকে প্রত্যেকের জন্য মেহমান নেওয়াজির সুযোগ। বর্ণাঢ্য কিছু স্মৃতি ও ইতিহাসের রোমন্থন করাই আজকের লেখনীর উদ্দেশ্য।

বিশ্ব মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া এবং বাংলাদেশ মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া এক ও অভিন্ন লক্ষ্যে ইজতেমার সাথে পরিচিত। শৃঙ্খলার স্বার্থে বয়সভিত্তিক বিভাজনও জামা'তে আহমদীয়ার সৌন্দর্যের একটি দিক। অঙ্গসংগঠনের প্রতিটি পর্যায়ে সাংগঠনিক কার্যক্রমের অংশ হিসাবে ইজতেমার আয়োজন হয়ে আসছে। এই ইজতেমার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে অত্যন্ত চমৎকার এবং স্রষ্টাকে পাওয়ার মাধ্যম।

কয়েকটি স্মৃতি:

সন ২০২১: কোভিডোত্তর এক থমথমে বিশ্ব। কোভিড আশঙ্কা কমে আসলেও বিদায় নেয়নি। এমন এক পরিস্থিতিতে এক বছর বিরতির পর আবারও ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয় কিন্তু ছিলো না প্রাণবন্ত আতফালরা। আতফালরা ইজতেমার শান ও সৌন্দর্যের প্রতীক, অনেক কষ্ট নিয়ে সেবারের মিলনমেলা যুবকদের হয়ে যায়। আধ্যাত্মিক জামা'তের আধ্যাত্মিক অনুসঙ্গগুলো এমনই হয়ে থাকে যে, সর্বাবস্থায় আল্লাহর শুকরিয়া আদায় এবং সুযোগের সন্ধানের সম্মান করা। এটি জনাব মোহাম্মদ জাহেদ আলী-সদর সাহেবের প্রথম সফর অর্থাৎ সদর নিযুক্তির পর প্রথম জাতীয় ইজতেমা আর তাই তিনিও ছিলেন আবেগ প্রবণ। আমার দেখা এবং বয়োজ্যেষ্ঠদের কাছ থেকে জানা কিছু ইজতেমার অনুপ্রেরণাদায়ক বিষয় উপস্থাপন করছি।

সন ২০২০: সারা বিশ্ব যখন কোভিডের মহামারিতে বিপর্যস্ত তখনও আমাদের দেশীয়-প্রধান সদর সাহেব এক বিশেষ খেদমতের মিশনে সমগ্র বাংলাদেশে আমাদের মানবসেবায় নিয়োজিত করেন যেখানে মানুষ মানুষের সংস্পর্শ ছেড়ে দিয়েছিল মৃত্যু ভয়ে। বছর শেষে ইজতেমার স্বাদকে কিছুটা উপভোগের জন্য তিনি জাতীয় ইজতেমাকে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন স্থানীয় প্রতিটি স্তরে। এক ভার্চুয়াল সংযোগে বিশেষ তরবিয়তী

সেমিনারের আয়োজন করা হয় আর এভাবে প্রযুক্তিকে খোদার মাহদীর কল্যাণে নিবেদিত করা হয়।

সন ২০১৮: মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া বাংলাদেশের জাতীয় ইজতেমা প্রথমবারের মতো পঞ্চগড়ের মাটিতে আহমদনগরে অনুষ্ঠিত হয়। খাকসার সে বছর স্থানীয় কায়েদ হিসাবে যোগদানের সুযোগ পাই। স্থান ও সময়গত দিক থেকে এটি আমাদের অঞ্চলের জন্য চ্যালেঞ্জিং হলেও এক অভিনব আবেগ ও উৎসাহ নিয়ে খাদেম তিফলরা অংশ নেন। যাত্রাকালে আশকোনা মসজিদে আমাদের বিশ্রামের জন্য যেতে হয় আর সেসময় উনারা স্বপ্রণোদিত হয়ে সকল মেহমানদের যে মেহমান নেওয়াজী করেছেন তা মসীহ্ মাওউদের জামা'তের নমুনার বহিঃপ্রকাশ। ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে থাকবে এই ইজতেমা এবং আহমদনগরের ইতিহাস এই স্মরণীয় ইজতেমার বর্ণনা ব্যতিত অসম্পূর্ণ থাকবে। জাগতিক বহু প্রতিকূলতা সত্ত্বেও ইজতেমার প্রতিটি ইভেন্ট মনোমুগ্ধকর ছিলো। জনাব মুনাদিল ফাহাদ-সদর খোদ্দাম ছিলেন। ইজতেমা পরিদর্শনে কোনো একদিন সন্ধ্যার পর একজন ম্যাজিস্ট্রেট এসেছিলেন। তিনি পুরো এলাকা ও প্রদর্শনী ঘুরে দেখেন। ইজতেমা দেখে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া দিতে তিনি বাধ্য হন। তিনি বলেছিলেন– যুবকদের ও শিশুদের এমন সুশৃঙ্খল অনুষ্ঠান তিনি আগে কোনোদিন দেখেন নি। সত্যিই সেবারের ইজতেমা ভুলবার নয়।

সন ১৯৬৩। ব্রাহ্মণবাড়িয়া টেংকেরপাড় মাঠে ইজতেমাটি প্রাদেশিক ইজতেমা হলেও এটি ছিলো এ অঞ্চলের জন্য জাতীয় ইজতেমা। ইজতেমাটি ছিলো ২য় প্রাদেশিক বা আঞ্চলিক ইজতেমা। ইজতেমাটি ২-৩ নভেম্বর ১৯৬৩ সনে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার লোকনাথ টেংকেরপাড় অনুষ্ঠিত হয়, সেসময় আঞ্চলিক কায়েদ ছিলেন জনাব আহমদ তৌফিক চৌধুরী। সেই ইজতেমার ইতিহাস পরবর্তীতে শাহাদাতের সুফল তুলে দিয়েছে বাংলাদেশ আহমদীয়াতের মাটিতে। ইতিহাসে এই ইজতেমা স্বর্ণালি অধ্যায়ের সাক্ষী। ইজতেমার হাজিরাকে পাওয়ার জন্য ইজতেমার সাথে সাথেই সালানা জলসা আরম্ভ হয়। আর জলসার মাধ্যমেই শাহাদাতের সূচনা হয়। বাংলাদেশে প্রথম আহমদী শহীদ একজন খোদ্দাম। এটি আমাদের জন্য অনুপ্রেরণা এবং শিক্ষার। শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি বীর শহীদ মোহাম্মদ ওসমান গণি ভাইকে যিনি শহীদ হওয়ার মাধ্যমে বাংলাদেশ খোদ্দামুল আহমদীয়ার ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করেছেন। আমরা গর্বের সাথে বলতে পারি বাংলাদেশে প্রথম আহমদী শহীদ একজন খাদেম যিনি মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার একনিষ্ঠ একজন কর্মী ছিলেন। ঢাকা থেকে ইজতেমার সরঞ্জাম নিয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়া গিয়েছিলেন আর শহিদ হয়ে ভাই ওসমান গণি ইসলামের মর্যাদার আরেকটি মাইলফলক অর্জন করে গেলেন।

দারুত তবলীগ বকশী বাজার ইজতেমার স্মৃতি: আমরা যারা নব্বই দশকে জন্মগ্রহণ করেছি আমাদের প্রায় সবগুলো ইজতেমাই দারুত তবলীগ বকশী বাজার হয়েছে। দেশের প্রান্ত প্রান্ত থেকে আসা খাদেম তিফলদের জন্য দারুত তবলীগের প্রতিটি বালুকণা যেন অতি পরিচিত। দল বেঁধে বেঁধে ইজতেমায় আসার কথা মনে হলেই তা চোখের সামনে ভেসে উঠে। হয়তো এই স্থানটিই একসময় জাতীয় ইজতেমার জন্য অনেক বড় ছিলো কিন্তু সময়ের পরিক্রমায় আজ তা অনেকটা ছোট হয়ে গেছে। কেননা ইজতেমার লোকবল ও আয়োজন অনেক বড় হয়ে গিয়েছে কিন্তু গাদাগাদি করে ছোট্ট জায়গাটিতে ইজতেমার আয়োজনও আমাদের একসময় আনন্দ এবং স্মৃতিতে কাঁদাবে।

নিজের মজলিসে ইজতেমার স্মৃতি: ব্রাহ্মণবাড়িয়া বাংলাদেশের মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া প্রতিষ্ঠার গোড়ার দিকের একটি মজলিস। একসময় এখানে প্রাদেশিক পূর্ব বাংলার জাতীয় ইজতেমা হতো। আহমদীয়াতের বিচরণভূমি আমাদের এই মজলিসকে ঘিরে কমবেশি সারা বাংলাদেশের মানুষের স্মৃতি রয়েছে। বড় মওলানা সৈয়দ আব্দুল ওয়াহেদ সাহেবের মাধ্যমে আমরা আহমদীয়াতের যে পয়গাম পেয়েছি তা দেশময় ছড়িয়ে দিয়েছি খুবই অল্প সময়ে আর উনার নামে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার একটি গ্রাম হয়ে উঠে মৌলবীপাড়া। এ মজলিসের স্থানীয় ইজতেমা একসময় উন্মোক্ত খোলা মাঠে হতো কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে মসজিদে ইজতেমা হয়ে থাকে। আমিও মসজিদে ইজতেমা করে আসছি। ছোট থেকে আজ পর্যন্ত সেই বেড়ার মসজিদ, টিনের মসজিদ আর আজ পাকা মসজিদ দেখছি। ছোট বেলার ইজতেমার আমেজই ছিলো অন্য রকম। পুরো মসজিদ ভরে উঠতো খাদেম তিফলদের সমাগমে, মাটির চামচে দেয়া হতো ডাল-তরকারি, সে এক অন্যরকম দৃশ্য। আমরা আজ ও অদূর ভবিষ্যতে হয়তো অনেক দৃষ্টিনন্দন ইজতেমার আয়োজন করবো কিন্তু সেই সীমিত পরিসরে রঙিন কাগজের ডেকোরেশনে ইজতেমার দৃশ্য আমাদের জন্য ছিলো এর চেয়েও সুখকর। ফজরে বাড়ি বাড়ি গিয়ে সুললিত সুরে বেদারি আর ইজতেমা শেষে পুরস্কার হাতে দল বেঁধে বাড়ি ফেরার স্মৃতি আজও দাগ কাটে।

২০১৯ সনে ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে ৫০তম ইজতেমা হওয়ার কথা ছিলো কিন্তু নানাবিধ প্রতিকূলতার কারণে বাস্তবায়ন হয়ে উঠে নি। এই মজলিস ও ইজতেমার স্মৃতি ও ইতিহাস অনেক পুরোনো এবং সমৃদ্ধ। এই ইজতেমার সুফল আজ দেশে ও দেশের বাইরে অনেকেই নেযামের খেদমত করে চলেছেন। ৪৯তম ইজতেমা

টেংকেরপাড় মাঠ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

২০১৮ সালেই সম্পন্ন করা মজলিসটি বাংলাদেশের বটবৃক্ষের মতো সকলের অনুপ্রেরণারও জায়গা কেননা এই জায়গার ইজতেমা শাহাদাতের সাক্ষী।

শুভক্ষণ ও আগামীর প্রত্যাশা: বছর পেরিয়ে নতুন ইতিহাসের অংশ হিসাবে বাংলাদেশ মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া ৫০তম ইজতেমা আয়োজনের মাহেন্দ্রক্ষণে রয়েছে। সংগঠনের ৮৪বছর বয়সে বিভিন্ন চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে ৫০টি সাফল্যগাঁথা ইজতেমা উদযাপন করছে। এমন আয়োজনের অংশ হতে পারাটাও গৌরবের এবং একইসাথে আত্মবিশ্লেষণের। আজকের এসময়ে দাঁড়িয়ে আগামী ৭৫তম বার্ষিকীর প্রজন্মকে আমাদের বার্তা দিয়ে যেতে হবে এবং বর্ণাঢ্য ইতিহাস ও কর্ম উপহার দিয়ে যেতে হবে যেন ৫০ হতে ৭৫ আর ৭৫ হতে সেঞ্চুরির জাগরণ হয়। আমাদের অতীত ইতিহাস অনেক সমৃদ্ধ, ত্যাগ এবং বিরল স্মৃতির। আমরা আমাদের পূর্বসূরি অভিভাবকদের কাছে ঋণী ও কৃতজ্ঞ যাদের কাল-পরিক্রমার ফলে আজকে আমরা ৫০তম ইজতেমা আয়োজন করতে যাচ্ছি যখন কিনা আমাদের পবিত্র মাতৃভূমি বাংলাদেশও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী পালন করলো। আমরা যারা এবছর খাদেম বা তিফল রয়েছি আমরা খুবই সৌভাগ্যবান কেননা আমরা আমাদের জীবদ্দশায় মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার প্লাটিনাম জুবিলী অর্থাৎ ৭৫ বৎসর পূর্তি দেখেছি আর আজ ২০২২ সনে ইজতেমার মতো মিলনমেলার ৫০তম আয়োজনের অংশ হতে পেরেছি। বাংলাদেশের বর্তমান দেশীয় পরিস্থিতি আমাদের এই প্রাণের সংগঠনের অভিভাবককে আমাদের ইজতেমাগুলোতে আসার কখনোই সুযোগ দেইনি কিন্তু ১৯৬২ সনে প্রথম ইজতেমাতে খলীফার আশিসপ্রাপ্ত তৎকালীন বিশ্ব সদর মোহতরম হযরত সাহেবযাদা মির্যা রফি আহমদ সাহেব যোগদান করেন। আমরা আজকের এই ক্ষণে এসে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি যেন শীঘ্রই বাংলাদেশের পরিস্থিতি ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার অনুকূলে আসে এবং বর্তমান বিশ্ব শান্তির দূত আমাদের যুগ খলীফা আমাদের ইজতেমাতে উপস্থিত হন। আগামীর প্লাটিনাম জুবিলী ইজতেমাতে ইনশাআল্লাহ বাংলাদেশ খোদ্দামুল আহমদীয়া বিশ্ব খলীফার দর্শন পাওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করবে। হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) যেভাবে বলেছিলেন–

"তোমরা আল্লাহ্‌র দল হয়ে যাও"

আমরা এটা বলতে পারি– "হে আল্লাহ্‌র খলীফা আমরা আল্লাহ্‌র দল হয়ে গেছি। আমরা আল্লাহ্‌র মিশন ও মসীহে মাওউদ (আ.)-এর আদেশ অনুসারে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ঝাণ্ডা আঁকড়ে ধরে রেখেছি এবং শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত খেলাফতের সেবা করার অঙ্গীকার করেছি আর প্রত্যহ দেশ, জাতি এবং ধর্মের স্বার্থে নিজ প্রাণ, সময়, সম্পদ এমনকি মান-সম্মান কুরবানি করার ওয়াদা করেছি আর নিজের অন্তরে তা লালন করে পালনে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ।" যে দায়িত্ব আমাদের ওপর ন্যস্ত হয়েছে তা আমরা আমাদের সর্বোচ্চ ত্যাগের বিনিময়ে পালন করবো। আমাদের আজকের চলার পথ যদিও সহজ ও কোমল নয় কিন্তু ধর্মীয় আদেশ-নিষেধ পালনে আমাদের আছে মহাপরিকল্পনা তেমনি মানবসেবা ও দেশ সেবায়ও রয়েছে আমাদের সক্রিয় অবদান।

হযরত আমীরুল মু'মিনীন (আই.)-এর একটি উদ্বৃতি আজকের প্রশান্তি ও উদযাপনের ক্ষণে নিজের এবং নিজেদের স্মরণ করিয়ে আমলের জন্য পেশ করছি–

"আহমদীয়া খেলাফতকে প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে যুগ খলীফার প্রতিটি তাহরীক

এবং প্রত্যেক কথায় শুধু নিজে আমল করাই নয় বরং একে ধর্ম সেবা জ্ঞান করে প্রত্যেক পুণ্য

প্রকৃতির মানুষের কাছে তা পৌঁছে দেয়াকে আবশ্যক মনে করা।"

খেলাফতের সর্বোত্তম ও অগ্রজ সেবক হিসেবে আমরা প্রত্যেক খাদেম-তিফল এই প্রত্যাশাকে আবশ্যক পালনীয় জ্ঞান করে নিরলস শ্রম ও প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবো, ইনশাআল্লাহ্। আল্লাহ্ আমাদের তৌফিক দান করুন। আমীন, সুম্মা আমীন।

আতফালুল আহমদীয়ার আহাদ নামা/অঙ্গীকার নামা

আশহাদু আল্লাহ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকালাহু
ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসুলুহু।

ম্যাঁ ওয়াদা কারতাহুঁ কে দীনে ইসলাম আওর আহমদীয়াত,
কওম আওর ওয়াতান কি খেদমতকে লিয়ে
হারদাম তৈয়ার রাহুঁঙ্গা। হামেশা সাচ বলুঙ্গা, কিসী কো গালী নেহী দুঙ্গাঁ আওর
হযরত খলীফাতুল মসীহ কি তামাম নাসীহাতোঁ
পার আমল কারনে কি কোশিশ কারুঙ্গাঁ। (ইনশাল্লাহ তা'লা)।

আহাদ নামা/অঙ্গীকার নামার অনুবাদ

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই।
তিনি এক অদ্বিতীয় তাঁর কোন শরীক নেই।
আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মদ (সা.) তাঁর বান্দা ও রসূল।

আমি প্রতিজ্ঞা করছি, ইসলাম ও আহমদীয়াত,
জাতি ও দেশের খেদমত করার জন্য সদা প্রস্তুত থাকবো।
সদা সত্য কথা বলবো, কাউকে গালি দিব না এবং
হযরত খলীফাতুল মসীহ (আই.)
এর উপদেশ পালনে সচেষ্ট থাকবো। (ইনশাল্লাহ তা'লা)।

৪৭তম জাতীয় ইজতেমায় আতফাল বিভাগের কিছু সুন্দর মুহূর্ত

মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেব রমযান চ্যালেঞ্জ সেরা বিজয়ী মোসাদ্দেক হোসেনের হাতে ক্রেস্ট ও সার্টিফিকেট তুলে দিচ্ছেন।

মোহতরম সদর সাহেবের কাছ থেকে তাৎক্ষণিক কুইজের পুরস্কার গ্রহণ করছেন একজন তিফল।

৪৭তম জাতীয় ইজতেমায় আতফাল বিভাগের কিছু সুন্দর মুহূর্ত

সদর সাহেব ও নাযেম আলা সাহেব আতফালদের প্রতিযোগিতা পরিদর্শন করছেন।

আতফাল সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন মোহতরম সদর সাহেব।

আতফাল সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেব।

আতফাল সম্মেলনে উপস্থিত তিফলদের একাংশ।

বুকস্টলে দায়িত্বরত তিফল।

আতফালদের তালিমী প্রতিযোগিতার একটি দৃশ্য।

৫০তম জাতীয় ইজতেমা উপলক্ষ্যে ইজতেমাগাহে বিশেষ ওয়াকারে আমল করছেন তিফলরা

প্রকাশনা জগতে
মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, বাংলাদেশ

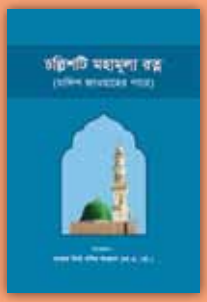

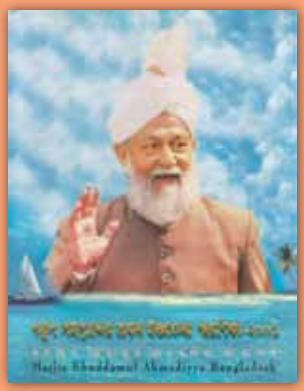

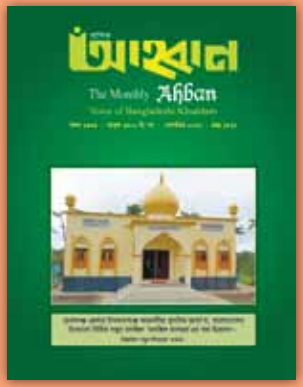

আমার জীবনে ইজতেমা

মওলানা নওশাদ আহমদ
মুরব্বি সিলসিলাহ

আমি ৫-৬ বছর বয়স থেকেই ইজতেমায় যোগদান করে আসছি। বাস্তব সত্য কথা হল, সেই সময় আমি ইজতেমা কি জিনিস তা বুঝতে শিখি নি। আমার বয়স যখন ৮/৯ বছর তখন আমি কিছুটা ইজতেমা সম্পর্কে অবগত হয়েছি। আমার দেশের বাড়ি আহমদনগর, পঞ্চগড়ে। আমার থেকে বয়সে কিছুটা বড় এবং আমার সমবয়সী প্রতিদিনের খেলার সাথী শের আলী, রিপন, স্বপন,শরীফ, তাহের, সালেহ, শামীম, আফ্রাদ, মানিক, জাফর, হামুদ, নাইম, খাবির, টিটু এবং সুমন ও জুয়েল। আমরা নিজ গ্রামে এক সাথে বড় হয়েছি। এদের মধ্যে বুঝতে শিখার পর ইজতেমায় যোগদান করে শের আলী ও রিপন ভাই কুরআান তেলাওয়াত, নজম, বক্তৃতা অর্থাৎ ধর্মীয় প্রতিযোগিতায় বেশ কয়টি পুরস্কার তারা অর্জন করেছেন, আলহামদুলিল্লাহ। সেই সময় আমরা তাদের মত ইজতেমাকে এতটা গুরুত্ব দেই নি। আমার মরহুম পিতা আব্দুল হাই মুন্সী ঘরে আমাদের ভাইদের সকলকে একসাথে ডেকে বললেন, এই পুরস্কার যদিও কয়েক টাকায় কিনা যায় কিন্তু এর মুল্য অনেক। দশ পয়সার একটি চকলেট যখন ২০০/২৫০ মানুষের সামনে থেকে অর্জন করে আনা হয়, তখন তার মুল্য আর দশ পয়সা থাকে না। যাইহোক আমরা বাবার কথা বুঝে পরবর্তী বছরের ইজতেমার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করি।

আল্লাহ্ তা'লার ফজলে এখন আমরা বুঝতে শিখেছি ইজতেমা হল ধর্মীয় প্রতিযোগিতা, খেলাধুলা, আনন্দ উৎল্লাস, একসাথে মসজিদে ঘুমানো, গোসল এবং নামায পাঁচ ওয়াক্ত বাজমাত আদায় ও তাহাজ্জুদ। আর পুরস্কার তো আছেই। সেইদিন থেকে আজ অবদি এমন কোন ইজতেমা যায় নি, যেখানে আল্লাহ্ তা'লা আমাকে অংশ নেওয়ার সুযোগ দিয়েছেন অথচ পুরস্কার দেন নি। আমি আমার জীবনে সেই দিন থেকে ইজতেমায় যোগদান করে ধর্মীয়, জাগতিক এবং আধ্যাত্মিক পুরস্কার অর্জন করে আসছি।

ইজতেমার বিষয়টি আমার কাছে পরম আনন্দের। আমার আজও ভীষণ মনে পড়ে আহমদনগর, শালসিঁড়ি যখন একই মজলিস ছিল, আমি তখন বড় আতফাল আহমদ নগর স্কুলের অষ্টম শ্রেণির এক রোল করা ছাত্র। এ বছর (১৯৯৪) সাল ইজতেমায় যোগদান করে কুরআন, নযম, বক্তৃতা এবং খেলাধুলায় পুরস্কার অর্জন করেছি আর ভীষন আনন্দিত ছিলাম বাবা হয়তো এতে সবচে বেশি খুশি হবেন। কিন্তু লিখিত পরীক্ষার পুরস্কার শালসিঁড়ির ছেলেরা নিয়ে যাওয়াতে বাবা তেমন একটা আমার প্রতি খুশি হতে পারেন নি। আল্লাহ্র অশেষ ফজল পরবর্তী বছর ইজতেমায় যোগদান করে উক্ত পুরস্কার আমি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছি, আলহামদুলিল্লাহ।

ইজতেমায় যোগদানে আমার সাফল্য দেখে আমার ভাই আলমগীর হোসেন (মৃত) আমাকে রিজিওনাল ইজতেমা ভাতগাঁও নিয়ে যাওয়ার বিষয়ে আগ্রহ প্রদান করেন। আমি তখন এসএসসি পরীক্ষার্থী। আমার ভাই আলমগীর হোসেন সাইকেলে এবং আমি ও আমার ছোট ভাই বাসে ভাতগাঁও জামা'তে গিয়ে উপস্থিত হই। সাথে আহমদনগর ও শালসিঁড়ি হতে বেশ ক'জন খোদ্দাম ও আতফাল আসেন। আমার জীবনে প্রথম বাহিরের মজলিসে গিয়ে ইজতেমায় অংশ গ্রহণ করা ভীষন আনন্দের এবং অপর দিকে ভয়ও কাজ করছিলো। আমার মরহুম ভাইয়ের আমাদের নিয়ে বেশ গর্ব যে, তার ভাইয়েরা ইজতেমা থেকে খালি হাতে ফিরবে না। আমরা রিজিওনাল ইজতেমাকে কেন্দ্র করে মওলানা ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী সাহেবের সালাত বইটি প্রায় মুখস্ত করে ফেলি, এছাড়াও নযম, কুরআন, বক্তৃতা, লিখিত পরীক্ষা সহ খেলাধুলার সকল বিষয়ে যথেষ্ট প্রস্তুতি গ্রহণ করে সেখানে যাই।

আল্লাহ্ তা'লা আমাদের মন মানসিকতাকে আরও আধ্যাত্মিক করার লক্ষ্যে আব্দুল্লাহ শামস বিন তারেক সাহেবকে আমাদের মাঝে উপস্থিত করান। তিনি সেই সময় অনার্স ফাইনাল পরীক্ষার্থী। মজলিসের কাজকে প্রাধান্য দেওয়ার লক্ষ্যে তিনি ইজতেমায় উপস্থিত হয়েছেন। সেইদিন থেকে বুঝতে শিখেছি ইজতেমা যোগদানের গুরুত্ব কত বেশি।

আমি ইজতেমায় আব্দুল্লাহ শামস বিন তারেক ভাইয়ের বক্তব্য শুনে বুঝতে পেরেছি, শত ব্যস্ততার মাঝেও মজলিস ও জামা'তকে সময় দিলে পড়ালেখার ক্ষতি হয় না। যেমনটি আজকাল পড়ালেখার নামে খোদ্দাম ও আতফালদের পিতা মাতা ইজতমায় যোগদানে দুর্বলতা প্রদর্শন করেন। আসলে এমনটি করা উচিত নয়। বরং আল্লাহ্ তা'লা বান্দার সেই সময়ের মুল্য তার জন্য বহুগুণে বাড়িয়ে দিয়ে থাকেন। আজ আমাদের কাছে তার উজ্জ্বল প্রমান হচ্ছেন, বাংলাদেশ জামা'তের নায়েব ন্যাশনাল আমীর মোহতরম ড. আব্দুল্লাহ শামস বিন তারেক সাহেব।

আমার জীবনে কেন্দ্রীয় ইজতেমায় যোগদান ছিল স্বপ্নের মতো। বাবা বলতেন, যে বনে বাঘ নেই সেই বনে শিয়ালই রাজা। মুলকথা কেন্দ্রীয় ইজতেমায় যোগদানের বিষয়টি কোন সহজ বিষয় ছিল না। আগে যেখানে কুরআন তেলাওয়াতের প্রতিযোগিতার জন্য নির্ধারিত ছিল ছোট ছোট সূরা সেখানে এখন সূরা আ'লা এবং সূরা গাশিয়ার মত সূরা মূখস্ত করতে হবে। এখন তো সিলেবাস বিস্তৃত। আর কেন্দ্রীয় ইজতেমা বলে কথা। আল্লাহ্ তা'লা কেন্দ্রীয় ইজতেমা যোগদানের সুযোগ করে দিলেন, তখন আমি খোদ্দাম হিসেবে ইজতেমায় যোগদান করি। খালি হাতে ফিরতে হয় নি, মোটের ওপর তিনটি পুরস্কার অর্জন করতে সক্ষম হয়েছি আলহামদুলিল্লাহ। আমি আশ্চর্য হয়েছি, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জামা'তের এক তিফলকে মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেব তার সুন্দর বক্তব্যের জন্য সমাপ্তি অধিবেশনে চেয়ারে দ্বার করিয়ে দ্বিতীয়বার তার বক্তৃতা সকলকে শুনানোর ব্যবস্থা করেছেনে। আজও সেই ইজতেমার দৃশ্য আমার চোখে ভাসে। আমরা সেই সময় আধ্যাত্মিক ইজতেমায় যারাই অংশ নিয়েছি আজ তাদের অধিকাংশই এই ঐশী জামা'তের খেদমতের কাজে নিয়োজিত। এখন আমি দোয়ার জন্য অসংখ্য নামের মধ্যে কয়েক জনের নাম উল্লেখ করছি, সর্বজনাব জাফর আহমদ, তাহের আহমদ, শরীফ আহমদ, শরীফ আহমদ আফ্রাদ, রইস আহমদ, মাহমুদ আহমদ সুমন, মোহাম্মদ সোলাইমান সুমন, খোরশেদ আলম, মাসুম আহমদ এবং ইয়াসিন আহমদ। আল্লাহ তা'লার অশেষ কৃপায় আমার এই বন্ধু, সহচরগণ সমগ্র বাংলাদেশে ওয়াকেফে জিন্দেগি হিসাবে নিষ্ঠার সাথে দ্বায়িত্ব পালন করছেন। আমি মনে করি ইজতেমার প্রস্তুতি ও অংশগ্রহণই আজ আমাদের এ প্লাটফর্মে আনতে সহায়ক হয়েছে।

মহান আল্লাহ রাববুল আলামিন এই ঐশী জামা'তের সংগঠনের ইজতেমায় যোগদান করে, আমাদের সকলকে জাগতিক এবং আধ্যাত্মিক পুরস্কারে ভূষিত করুন, আমিন, সুম্মা আমিন।

সুবর্ণ জয়ন্তী ইজতেমা

মঞ্জুর আহমদ
সাবেক মোহতামীম, মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, বাংলাদেশ

জাতীয় ইজতেমার সুবর্ণ জয়ন্তী উদ্‌যাপন
বিনয় অবনত হয়ে খোদার তরে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন।
ঐতিহাসিক পঞ্চগড়ে স্বর্ণোজ্জ্বল সম্মেলন
আলোক মনে তারকারাজির মহামিলন।
প্রদর্শিত হবে সেবক সাদাকালো স্কার্ফ-এর দল
পঞ্চাশ পূর্তি ইজতেমায় চলরে চল।
নবরূপে খাদেম তিফল চলবে ছুটে কাফেলা
অনিহার ব্যাধিতে বন্ধু রবে তুমি একলা।
আপনমনে কর তুমি উত্তম গুণাবলী প্রদর্শন
দুর্বলচিত্ত যেন লাভ করে তোমায় দেখে আকর্ষণ।
হৃদয়ের গহিনে মোর ইজতেমার স্মৃতি
তৃপ্ত আমি, প্রিয়গণের প্রতি সদা থাকে প্রীতি।
সৃষ্টির কল্যাণে ধাবিত তোমরা আজ বিশ্বময়
সেবকগণের খ্যাতি ছড়িয়েছে সর্বময়।
প্রাণ বিলিয়ে রেখো তুমি সংগঠনে অবদান
মানবের কাছে চেয়ো নাকো কভু তুমি প্রতিদান।
যুগ-খলিফার তাজা নির্দেশনা করব হৃদয়ে ধারণ
মোদের অন্তর ভূমি পরিশুদ্ধ হওয়ার কারণ।
হও সদা খাদেম তিফল সদর মজলিসের অনুগামী
শয়তান চক্রে হবে না তোমরা বিপথগামী।
সদর সাহেবের প্রচেষ্টায় হবে মজলিস প্রাণ প্রাচুর্য
ফুলের মতো ফুটে উঠুক আহমদীয়াতের সৌন্দর্য।
খোদ্দামুল আহমদীয়াকে ধারণ কর তুমি হৃদপিণ্ডে
ভয় করনা কভু নমরূদের অগ্নিকুণ্ডে।
আল্লাহ্‌র বিধান কায়েমে প্রতিজ্ঞ হও জমিনে
বিজয়ের পতাকা উড়াবে তোমরা গগণে।

একজন ওয়াকেফে জিন্দেগী হিসেবে আমার জীবনে ইজতেমা

মওলানা মুহাম্মদ আমীর হোসেন
মোয়াল্লেম ওয়াকফে জাদীদ

শুনে আনন্দিত হলাম যে, মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, বাংলাদেশ আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের নিজস্ব জায়গায় ৫০তম বার্ষিক ইজতেমা করতে যাচ্ছে, আলহামদুলিল্লাহ।

১৯৮৯ইং হতে আজ পর্যন্ত স্থানীয়, জেলা ও কেন্দ্রীয় ইজতেমার বিভিন্ন মজলিসে প্রতিযোগিতা নেয়ার সৌভাগ্য হয়েছে এবং হচ্ছে। শুরুর দিকে অতি সাধারণ পরিবেশে মজলিসগুলোতে স্বল্প পরিসরে ইজতেমার আয়োজন হতো। অনেক আনন্দ উপভোগ করতাম, থাকা খাওয়া নিয়ে কোনো অভিযোগ হতো না। সেসময় মসজিদগুলো তেমন উন্নত ছিল না। মাটির মেঝেতে সবাই একসাথে শুয়ে থাকতাম। সময়মত নামায, কুরআন তেলাওয়াত ও বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়া খোদ্দাম আতফালদের নিত্য দিনের রুটিন ছিল। অত্যন্ত আনন্দঘন পরিবেশে সবাই বিচরণ করতো। যখন বিদায় নিতে যেত তখন সবার মাঝে বেদনার ছাপ পড়তো। কি যেন হারিয়ে ফেলেছি। সেই দিনগুলোর কথা মনে হলে আজো তাদের চেহারা ভেসে ওঠে। তারা আজ বড় হয়ে বিভিন্ন কাজে লিপ্ত হয়েছে। ছেলে-মেয়েরা পিতা হয়েছে আর আজ তাদের সন্তান ও নাতিদের ইজতেমায় দেখতে পাই এবং পুরোনো স্মৃতি মনে পড়ে।

সন্তানদের তরবিয়তের বড় মাধ্যম হলো ইজতেমা। যারা নিয়মিত ইজতেমায় যোগদান করেছেন তারা আজ আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বড় বড় কর্মকর্তা হয়েছেন এবং কর্মক্ষেত্রে অনেক সুনাম অর্জন করছেন। দু'একজনের নাম না নিলেই নয় যেমন: শহীদ নূর উদ্দিন, শহীদ মহিবুল্লাহ, শহীদ জাহাঙ্গীর, ড. আবদুল্লাহ শামস্ বিন তারিক, ড. শাহজাহান রতন, নজরুল ইসলাম মিল্টন, ডা. সেলিম

খান, নাসের আহমদ (মোটা), মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম, আব্দুল মোমেন, মাহমুদ আহমদ বিপ্লব, নাসের আহমদ নাটাই, এস এম ইব্রাহিম, ফিরোজ আহমদ, জসিম আহমদ, মিজানুর রহমান, মাহবুবুর রহমান, সাইদুর রহমান, নঈম আল মাহমুদ, জি এম সাব্বির আহমদ, এস এম তরিকুল ইসলাম, ডা: মাহমুদ আহমদ পল্লব, ডা: এখতিয়ার উদ্দিন শুভ, ডা: ইজাজুর রহমান, শাহজাদা খান, এহসানুল হাবিব জয়, মাহমুদ আহমদ সুমন, মোহাম্মদ জাহেদ আলী (বর্তমান সদর)। এছাড়া এমন অনেকেই আছেন যারা আজ জামা'তের মুরব্বি হয়েছেন এবং ধর্মের সেবক হিসেবে কাজ করে চলেছেন। আরো অনেকেই আছেন যাদের নাম নিতে পারলাম না তবে অন্তর থেকে দোয়া করি।

তাই আজকে যারা খোদ্দাম ও আতফাল আছেন তাদের নিকট বিশেষ অনুরোধ– তারা যেন নিজেদেরকে খেলাফতের সাথে সম্পৃক্ত রাখেন। এটি এমন একটি নেয়ামত ও কল্যাণ যা অর্থ দিয়ে মূল্যায়ন করা যায় না। আমরা যারা আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের সদস্য এবং ঐশী খেলাফতের আনুগত্যকারী আমাদের সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, আমাদের কথাবার্তা, আচার-আচরণ ও ব্যবহার মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর শিক্ষা ও আদর্শ অনুযায়ী যেন হয়। আমাদের আদর্শ দেখে মানুষ যেন বলতে বাধ্য হয়, এরাই ইসলামের সঠিক শিক্ষার ওপর প্রতিষ্ঠিত।

কর্ম মানুষকে পরিচয় করিয়ে দেয়, কর্মকে কখনো ছোট বা বড় করে দেখতে নেই, যদি সেটা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য হয়। আল্লাহ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে আজ পৃথিবীর কোণে কোণে আহমদী যুবকরা ধর্মের সেবক হিসেবে ভূয়সী প্রশংসা কুড়াচ্ছে। যুগ খলীফার নির্দেশনা অনুযায়ী সকল কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে দ্বিধাবোধ করে নি। এমটিএ-র মাধ্যমে সাড়া পৃথিবীতে ইসলাম প্রচারের কাজে খোদ্দামুল আহমদীয়ার অনেক অবদান রয়েছে। মানব সেবার এক অতুলনীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করে আসছে আহমদীয়া নওজোয়ানরা। রাস্তা-ঘাট, স্কুল-কলেজ মেরামতের কাজ, গরীব-অসহায় মানুষের ঘড়বাড়ি মেরামত, খাদ্য-পানীয় ও পোশাক বিতরণ এবং রক্ত দান কর্মসূচি ইত্যাদি বিষয়ে সর্বদা এগিয়ে চলেছে।

আমি আশাবাদী বর্তমান প্রজন্ম এ থেকে পিছিয়ে নেই বা থাকবে না। আমরা সবাই সম্মিলিতভাবে খলীফার হাতকে শক্তিশালী করতে নিয়মিত দোয়া করা উচিত। আল্লাহ্ তা'লা যেন আমাদের সেবাকে গ্রহণ করেন, আমীন।

ঐশী নেয়ামত

সালেহ আহমদ
পুরুলিয়া

খেলাফত আমাদের ঐশী নেয়ামত
খলিফা আমাদের প্রাণ।
ইসলাম ধর্মের গৌরব ফেরাতে
এসেছে যুগের ইমাম
খেলাফত আমাদের ঐশী নেয়ামত
খলিফাআমাদের প্রাণ।

খেলাফত আমাদের বিজয় নিশান
খেলাফত আমাদের সত্যের সন্ধান
খেলাফতেই ইসলাম
খেলাফত আমাদের ঐশী নেয়ামত
খলিফা আমাদের প্রাণ।

খেলাফত আমাদের আলোর দিশারী
মুক্তি পেল হাজারো পূজারী
খেলাফতেই পরিত্রাণ
খেলাফত আমাদের ঐশী নেয়ামত
খলিফা আমাদের প্রাণ।

খেলাফত আমাদের হৃদয়ের স্পন্দন
খেলাফত আমাদের মান-সম্ভ্রম
খেলাফতেই ইসলাম।
খেলাফত আমাদের ঐশী-নেয়ামত
খলিফা আমাদের প্রাণ।

আমার জীবনে ইজতেমা ও কিছু কথা

মওলানা এস এম তৌহিদুল ইসলাম
মোয়াল্লেম ওয়াকফে জাদীদ

জীবনের এই মধ্যবেলায় ঠিক উপলব্ধি করতে পারছি না, আজকালকার ছেলেরাও আমাদেরই মতো ইজতেমার জন্য উদগ্রীব হয়ে বসে থাকে কিনা? আমরা কিন্তু একটা ইজতেমার রেশ না কাটতেই পরবর্তী ইজতেমার জন্য উদগ্রীব হয়ে বসে থাকতাম। বিষয়ে ঢোকার আগে বলে নিতে চাই, আমি কিন্তু জন্মগত আহমদী নই। ১৯৭৮ সাল থেকে মরহুম মৌলভী মোহাম্মদ মুতিউর রহমান সাহেবের সান্নিধ্য লাভের সুযোগ হয়েছে বলে ১৯৮৩ সালের ২২ এপ্রিল আহমদীয়াত কবুল করার সৌভাগ্য হয়। তবে আমার জন্য মহা সৌভাগ্যের বিষয় হচ্ছে, বয়আতের আগেই আঞ্চলিক ইজতেমায় অংশ নিতে পেরেছি। আবার কেন্দ্রীয় জলসায়ও অংশ নিয়েছি। সে যুগে বৃহত্তর পটুয়াখালী অঞ্চলের ইজতেমায়ও গিয়েছি আবার কেন্দ্রীয় জলসায়ও অংশ নিয়েছি। তবে কেন্দ্রীয় ইজতেমায় এসেছি বয়আতের পরেই। বয়আতের পরে ১৯৮৩ সালে জীবনে প্রথমবার যখন ইজতেমায় অংশ নিতে ঢাকায় এসেছি এর আগে আসলে বুঝতে পারিনি যে, কেন্দ্রীয় ইজতেমা এতো জাঁকজমকপূর্ণ সম্মেলনে রূপান্তরিত হয়। বকশী বাজার গেটে খাদেমরা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে হাসিমুখে সালাম দিয়ে আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছেন, ব্যাগ বহন করে গন্তব্যে পৌঁছে দিচ্ছেন। চেনা-অচেনা, অনাত্মীয় সবাই সবাইকে সালাম দিচ্ছেন। সে এক অন্য রকম অনুভূতি।

দারুত তবলীগ মসজিদ তৈরি সম্পন্ন হয়েছে কয়েক বছর আগে, তাই বেশ চকচকে চেহারার ছিলো। দু'পাশের মিনার এবং মাঝের গম্বুজটি মসজিদের বাহ্যিক সৌন্দর্য অনস্বীকার্যভাবে বাড়িয়েছে। আমার মনে আছে, ১৯৮৯ সালে একটি বিদেশি ম্যাগাজিনে ঢাকার সুন্দর মসজিদের মাঝে আমাদের মসজিদের ছবিও ছেপেছিলো। মসজিদের মেঝে আহামরি কিছু না হলেও আমাদের জন্য খুবই চমৎকার ছিলো। গেইটা ছিলো দক্ষিণ পশ্চিম কোণে, এখনকার মতো এতবড় নয় বরং ছোট। আর দক্ষিণ দিকে একতলা একটি পুরাতন বিল্ডিং, এর পূর্ব দিকে ন্যাশনাল আমীর সাহেব থাকতেন। মরহুম মৌলভী মোহাম্মদ সাহেব তখন আমীর। তার সাথেই মওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেবও থাকতেন। গেটের উত্তর দিকে ছোট্ট একটা বিল্ডিং, যা আজও টিঁকে আছে। আর পূর্ব দিকে টিনসেড ডরমিটরি। এর সামনে দক্ষিণ দিকে ছোট্ট ছোট্ট দু'একটি থাকার ঘর, যাতে মওলানা আব্দুল আজিজ সাদেক সাহেবের সাথে আরও কেউ থাকতেন। বকশীবাজারের পশ্চিম থেকে পূর্ব এবং উত্তর থেকে দক্ষিণ দিক অব্দি সাদামাটা দেয়াল, তখনও কাঁটাতারে আবদ্ধ ছিলো না।

তখন বাংলাদেশের খোদ্দামুল আহমদীয়ার ন্যাশনাল কায়েদ মরহুম মোহাম্মদ হাবীব উল্লাহ সাহেব। তার নেতৃত্ব দেয়ার সক্ষমতা সত্যিই অসাধারণ ছিল। সাধারণ খোদ্দামের সাথে তার সম্পৃক্ততা ছিল খুবই নিবিড়। মানুষকে বশে রাখার এবং কাজ আদায়ের ক্ষেত্রে তিনি অনন্য উদাহরণ। তার যোগ্য নেতৃত্বে চমৎকারভাবে একটি ইজতেমা অনুষ্ঠিত হলো। সেই প্রভাতে তাহাজ্জুদ নামাযের পূর্বে বেদারী হতো। অধিকাংশই ঝটপট উঠে যেতো। ছোট্ট ছোট্ট শিশুরা এতো প্রভাতে উঠতে চাইতো না, তাদেরকে আদর-সোহাগ করে উঠানো হতো। বাথরুম, ওজু শেষ করে জলদি নামাযে যেতাম। মওলানা আব্দুল আজিজ সাদেক সাহেবের হৃদয়গ্রাহী তিলাওয়াতের মাধ্যমে

তাহাজ্জুদ নামায আদায় খুবই প্রাণবন্ত ছিল। ফজরের নামাযের পরে দরসুল কুরআন। এ সবকিছুই ভীষণভাবে হৃদয়ের গভীরে গেঁথে আছে। খেলাধুলার আয়োজন ছিলো খুবই আনন্দের সাথে। ফজরের পরে ঢাকা মেডিকেলের ফজলে রাব্বি হলের মাঠে ফুটবল প্রতিযোগিতায় বিভাগীয় টিম অংশ নিতো। আবার দুপুরে যোহর নামায আদায় শেষে খাবারের আয়োজন। সামান্য বিরতি দিয়ে আবারও খেলাধুলা। বিকেলে দুর্দান্ত ভলিবল প্রতিযোগিতা হতো। খুলনা বিভাগ এবং চট্টগ্রাম বিভাগের মধ্যে তীব্র লড়াই দেখে খুবই আনন্দ পেতাম। খুলনার পক্ষে মূলত সুন্দরবনের আর চট্টগ্রামের পক্ষে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার খোদ্দামরা খেলতো। এছাড়াও বিভিন্ন ইভেন্টের দৌঁড় প্রতিযোগিতা, হাই জাম্প এবং লং জাম্প, মোরগ লড়াই, লৌহ গোলক নিক্ষেপ, স্লো সাইকেল চালানো ইত্যাদি ইভেন্টস বেশ উপভোগ্য ছিলো। স্লো সাইকেল চালিয়ে কুমিল্লার তানভীর ভাই, শামীম ভাই, আবুল কাসেম ভূইয়া ব্রাদার্স সবার নজর কাড়তেন। আবার লাফের ইভেন্টে মওলানা মাসুম ভাই, ডাঃ সেলিম খান খুবই ভালো ছিলেন। মওলানা সালেহ আহমদ সাহেবও খেলাধুলায় অংশ নিয়ে সবাইকে চমকে দিতেন। তিনি খুবই ভালো এ্যাথলেট ছিলেন। এভাবেই ধর্মীয় আচার আচরণের পাশাপাশি বৈচিত্র্যময় খেলাধুলার আয়োজন দেখে খুবই আনন্দ পেতাম। আমি আবার খেলাধুলায় মোটেই ভালো ছিলাম না।

ইজতেমার খাবারের আয়োজনও ছিলো আকর্ষণীয়। সকালে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে নাস্তার রুটি কলা বিতরণ হতো। কোনোদিন আবার ডালভাজির সাথে পরাটা। আর দুপুরের খাবারের আয়োজনে মাংস বা মাছের সাথে সেই বিখ্যাত ডাল। যার জন্য বকশী বাজারের খ্যাতি সারা দেশে। রাতের খাবারে সাধারণত সবজির সাথে ডাল থাকতো। তবে সন্ধ্যার পরে তরবিয়তী অধিবেশনে মরহুম ডাঃ আব্দুস সামাদ খান চৌধুরী সাহেব, মরহুম আহমদ তৌফিক চৌধুরী সাহেব, খলিলুর রহমান সাহেব, মরহুম মওলানা এজাজ আহমদ সাহেব, মরহুম মওলানা আব্দুল আজিজ সাদেক সাহেব এবং মওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেবের হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা শুনতে শুনতে বিভোর হয়ে যেতাম। বারবার মনে হতো আমি তো আজও বয়আত করিনি। তাহলে কিভাবে এসবের ওপর আমল করতে পারবো? তাদের বক্তব্যের ভাষা, যুক্তি, দলিল দস্তাবেজ এতটাই প্রভাবিত করে, আমি তা বুঝাতে পারছি না। এককথায় অসাধারণ, আমি মুগ্ধ হয়ে যেতাম।

ইজতেমার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিলো বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিযোগিতা। কুরআন তিলাওয়াত, নযম, বক্তৃতা, লিখিত পরীক্ষা, পয়গামে রেসানী ইত্যাদি। সবগুলোই বেশ ভালো লাগতো। সেবার আমি লিখিত পরীক্ষায় প্রথম হয়েছিলাম। আমি কিন্তু ভাবতেও পারিনি, এতো ভালো ফলাফল হবে। আসলে মরহুম মুতিউর রহমান সাহেবের সাথে সম্পৃক্ততার কারণে ইসলামের শিক্ষা এবং জ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলাম তা সুস্পষ্ট হলো। আমি পুরস্কারে ভূষিত হওয়ায় তিনি যারপরনাই আনন্দ পেয়েছিলেন। তবে বরাবর যারা প্রথম হতো তারা কিন্তু আমার পারফরম্যান্সে বেশ অবাক হয়ে গেছে। একটি নতুন ছেলে এসে এভাবে তাদের অবস্থান নড়িয়ে দেবে তারা এটা প্রত্যাশা করেন নি। বিশেষভাবে কুমিল্লার তানভীর ভাই, যিনি এখন আমেরিকা থাকেন তিনি রীতিমতো আমাকে বলেই ফেললেন। তবে আমি নযমে কখনোই আগাতে পারিনি। তিলাওয়াত শুনিয়েও লাভ হতো না। কেননা আমার গলার আওয়াজ এবং সুর কোনোমতে চলনসই ছিলো। পয়গামে রেসানীটা খুবই উপভোগ করতাম। স্মরণশক্তিটা মোটামুটি ভালোই ছিলো বলে এখানে কদর ছিলো।

১৯৮৩, ১৯৮৪, ১৯৮৫, ১৯৮৬ সালের ইজতেমা পার হলো এভাবেই। এদিকে ১৯৮৭ সালের জুলাই মাসে মোয়াল্লেম ওয়াকফে জাদীদ হিসেবে জামা'তের সেবায় অন্তর্ভুক্ত হতে ঢাকায় এসেছি। তাই এবছরের ইজতেমায় খেদমতের সুযোগও লাভ করি। হাদী ভাই যখনই কোথাও ডেকেছেন লাব্বাইক বলে ঝাপিয়ে পড়তে দ্বিধা করিনি। বিশেষ করে খাওয়ার সময়ে বকশী বাজারের ছেলেদের দায়িত্ব পালন করতে হতো।

১৯৮৯ সালের ইজতেমায় একটি অসাধারণ দৃশ্যের অবতারণা হলো। সে বছর আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের শত বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে ব্যাপক শান-শওকত এবং আয়োজনে ইজতেমা অনুষ্ঠিত হলো। ইজতেমার বেশ আগ থেকেই বাংলাদেশের সব মজলিসে কেন্দ্রের পক্ষ থেকে জোর দিয়ে প্রচারণা চালানো হয়েছে। জামা'তের সব পর্যায়ের মানুষদের মধ্যে একটা সাড়া পাওয়া গেল। বাংলাদেশের ইতিহাসে এতো বিরাট সংখ্যায় উপস্থিতি আর কখনও হয়েছে বলে মনে হচ্ছে না। সেবার লোকাধিক্যের কারণে বকশীবাজার ডরমিটরির সামনে খাবারের আয়োজন করতে হয়েছে। আগের বছরগুলোতে মসজিদের নিচের হলরুম, যা এখন লাজনাদের মসজিদ- এখানেই খাবারের আয়োজন হতো।

এভাবেই কেটেছে আমাদের আগেকার দিনের ইজতেমা। ঢাকায় কেন্দ্রীয় ইজতেমায় এসে আহমদী বন্ধুদের সাহচর্যে মাত্র ক'টা দিন অতিবাহিত করে এক অনাবিল আনন্দ নিয়ে বাড়িতে ফিরে যেতাম বটে কিন্তু মনটা জুড়িয়ে থাকতো ইজতেমার রেশে। যার সামান্য স্মৃতি রোমন্থন করতে চেষ্টা করলাম মাত্র। ধর্মীয় এবং জাগতিকতার অপূর্ব সমন্বয়ে অসীম আত্মতৃপ্তি, বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাস, আবেগ আর আনন্দের সীমা পরিসীমা ছিল না সেই দিনগুলোতে। ফিরে আর আসবে কি কখনো ...।

স্মৃতির পাতা থেকে কিছু কথা

মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম মিঠু
সাবেক মোহতামীম ইশায়াত
মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, বাংলাদেশ

প্রথমেই মহান আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনপূর্বক মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, বাংলাদেশকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি তাদের ইজতেমার সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষ্যে প্রকাশিতব্য স্মরণিকায় খাকসারের অভিব্যক্তি বর্ণনা করার সুযোগ দেয়ার জন্য, আলহামদুলিল্লাহ।

পুরান ঢাকার ইসলামপুরে দাদাবাড়িতে আমার জন্ম। বকশী বাজার থেকে মাত্র ২ কিলোমিটার দূরত্বে। তাই আমার শৈশব, কৈশোরের খেলার মাঠ, প্রথম ধর্মীয় ও জাগতিক পাঠশালা, জীবন সংগ্রাম, ব্যবসা ও চাকুরী, বিয়ে-সন্তান– জীবনের প্রতিটি অধ্যায় বকশী বাজার দারুত তবলীগ মসজিদ প্রাঙ্গণকে ঘিরে।

১৯৮৪-তে এসএসসি পাশ করার পর খোদ্দাম হলাম। হালকা যয়ীম হিসেবে মজলিসি কর্মকাণ্ড শুরু। এই পথচলায় এরপর ঢাকা মজলিসের নাযেম ইশায়াত, পরপর তিনটি আমেলায় মোহতামীম ইশায়াত (মোহতরম আব্দুল হাদী ভাই, মোহতরম কে.এম. মাহমুদুল হাসান ও মোহতরম ড. মুহাম্মদ সেলিম খানের আমেলাতে)।

১৯৮৯ সালের কথা। আমার বন্ধুবর সালমান ভাই তখন ঢাকা মজলিসের কায়েদ এবং আমি তার আমেলার নাযেম ইশায়াত। তখন প্রকাশনার কোন কাজ ছিল না, শুধু ইজতেমা উপলক্ষ্যে 'মনন' নামক একটি দেয়ালিকা প্রকাশ করতাম। সালমান ভাই আমেলার মিটিং-এ সদ্যপ্রকাশিত কুরআন শরীফের একটি কপি হাতে নিয়ে উঁচু করে ধরে চোখে মুখে আনন্দের দ্যুতি ছড়িয়ে আমেলার সদস্যদের উদ্দেশ্যে বললেন, "আল্লাহ তা'লা ইয়ামিন মামাকে অর্থ-সম্পদ দিয়েছেন আর তাসাদ্দক সাহেবকে দিয়েছেন প্রিন্টিং প্রেস। আর এ দু'জনের কম্বিনেশনে আমরা একটি বহুকাঙ্খিত বাংলা কুরআন উপহার পেয়েছি।" সেই আমেলার সভায় বসে আমি তখন আপনমনে মহান আল্লাহ্‌র দরবারে দোয়া করতে লাগলাম, হে আল্লাহ! তুমি আমাকে যে নাযেম ইশায়াতের দায়িত্ব দিয়েছ, এখানে তো তেমন কোন কাজই নেই। আমার পরম সৌভাগ্য হবে যদি আমিও জামা'তের কুরআন প্রকাশনার খেদমত লাভ করতে পারি। আজ আপনারা সাক্ষী, আমাদের জীবন্ত খোদা কি বিস্ময়করভাবে দোয়া কবুল করলেন।

২০০৬/০৭ সালের দিকে ঢাকা মজলিসের ভারপ্রাপ্ত কায়েদের দায়িত্ব অর্পিত হলে একটি সফল ইজতেমার আয়োজন করার আল্লাহ্ তা'লা তৌফিক দান করেন। তারপর ২০১১-১৩ সালে জামা'তের ন্যাশনাল সেক্রেটারী ইশায়াত হিসেবে আল্লাহ্ তা'লা অনুগৃহিত

করেছেন। আল্লাহ্ তা'লার অশেষ অনুগ্রহে সুযোগ করে দিয়েছেন জামা'তের বিভিন্ন প্রকাশনা এবং কুরআনের প্রকাশনায় খিদমত করার তৌফিক দিয়ে। এর জন্য সর্বদা মহান আল্লাহর কাছে লাখো শুকরিয়া জ্ঞাপন করে যাচ্ছি।

জামা'তের বর্তমান কুরআন প্রকাশনার দায়িত্ব আমার ওপর ন্যস্ত হল। ন্যাশনাল আমেলার সাথে আমাদের প্রাণপ্রিয় খলীফার এক ভার্চুয়াল মোলাকাতে ন্যাশনাল আমীর সাহেব হুযূর (আই.)-এর কাছে ২ সপ্তাহের মধ্যে বাংলা অনুবাদকৃত পবিত্র কুরআন প্রকাশ করে প্রেরণের অঙ্গীকার করেছিলেন, যা বাস্তবিকভাবে প্রায় অসম্ভব ছিল। ন্যাশনাল আমীর আলহাজ্জ মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী সাহেব কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে খাকসার সদকা দিয়ে দোয়ার সাথে অসাধ্য সাধনে নেমে পড়ি। ন্যাশনাল আমীর সাহেব বলেন, 'এর সাথে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করার বিষয় জড়িত'।

আমি সবিস্ময়ে প্রতিটি পদক্ষেপে জীবন্ত খোদার জ্বলন্ত নিদর্শন প্রত্যক্ষ করতে থাকি। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর ফিরিশতাবাহিনীর ঐশী সাহায্য না পাঠালে মাত্র ২ সপ্তাহে একটি পূর্ণাঙ্গ কুরআন প্রস্তুত করে এর কয়েকটি কপি লন্ডনে হুযূর (আই.)-এর দপ্তরে প্রেরণ করা মোটেই সম্ভবপর ছিল না। এই ঈমানোদ্দীপক ঘটনা নিয়ে একটি বই রচনা করা যেতে পারে।

আল্লাহ্ তা'লার ফযলে হুযূর (আই.)-এর কাছে অঙ্গীকারকৃত সময়ের মধ্যে বাংলাদেশ থেকে আমরা পবিত্র কুরআন প্রস্তুত করে প্রেরণ করতে সক্ষম হই। লন্ডন থেকে মওলানা ফিরোজ আলম সাহেব ফোনে জানালেন, আপনার কুরআন(!) হুযূরের কাছে পৌঁছেছে। হুযূর (আই.) তা হাতে নিয়ে আদর করেছেন। আমি অনুভব করলাম, হুযূর (আই.) যেন আমাকেই হাত বুলিয়ে আদর করছেন। আমি মওলানা সাহেবকে বললাম, আমার কুরআন না– জামা'তের কুরআন। তিনি হেসে বললেন, আপনার কুরআনই, আপনার ভূমিকা কি কম ছিল? আলহামদুলিল্লাহ। আমার হাতে গরম পানির ফোঁটা পরল। দেখি, অবচেতনভাবে কখন আমার দুচোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে হাতের ওপর টপটপ করে পানি ঝরে পড়ছে। মনে হয়েছে, আমার মানব জীবন স্বার্থক হয়েছে। এভাবেই আল্লাহ্ তা'লা এই নগণ্যকে দোয়া কবুলিয়তের মর্যাদা দিয়েছেন।

মোহতরম আব্দুল হাদী ভাই প্রথম সদর হলেন। তাঁর ন্যাশনাল আমেলাতে সহকারী মোহতামীম ইশায়াত হিসেবে অন্তর্ভুক্তি হল এবং আমাকে তিনি আহ্বান পত্রিকার (যা টেবলয়েড পত্রিকা আকারে বের হত) জন্য কাজ করতে বললেন। রাতজাগা পাখি হয়ে পত্রিকা প্রকাশ করে বকশীবাজার পৌঁছানো, সেই পত্রিকা হ্রাসকৃত মাশুলে কমলাপুরের ডাকবিভাগ গ্রাহকদের ঠিকানায় পৌঁছানো নিশ্চিত করা, রাস্তায় হকারদের মাধ্যমে বাইরের জগতে বিক্রয় করা নিত্য নৈমিত্তিক কাজ ছিল। আমার পথপ্রদর্শক ও সহকর্মী হিসেবে তিনজন জাফরকে পেয়েছিলাম। জনাব জাফর আহমদ (নাসের নাটাই ভাইয়ের ছোট ভাই), জনাব জাফর আহমদ প্রধান (নারায়ণগঞ্জ) ও বিচারপতি জনাব জাফর আহমদ। পরবর্তীতে আহ্বান-এর নির্বাহী সম্পাদকের দায়িত্ব পালনের সৌভাগ্য হয়।

ইজতেমা আসলেই আমার মূল চ্যালেঞ্জ থাকত প্রকাশনা নিয়ে। এ উপলক্ষ্যে বিশেষ সংখ্যা আহ্বান কিংবা স্মরণিকা প্রকাশ করতে গিয়ে কম্পিউটার হাউজ আর প্রেসেই সময় কেটে যেত। এভাবে কত যে রাত জেগে জেগে কাজ করতে হয়েছে। সেই দিনগুলোর সুন্দর সুন্দর অনেক সুখস্মৃতি রয়েছে, যা হৃদয়পটে চিরজাগরুক হয়ে আছে। ইজতেমায় বরাবরই আমার দায়িত্ব থাকতো ডেকোরেশনের। ব্যানার বা ব্যাকড্রপ আর ফেস্টুন দিয়ে সাজানো। সেই দিনগুলোর পুরনো ফটোগ্রাফী থেকে আমার সেই ব্যানারগুলি দেখে এখনো রোমাঞ্চিত হই।

আমার জীবন থেকে শিক্ষনীয় হল– তা'লীম-তরবিয়তী ক্লাস, ইজতেমায় অংশগ্রহণের কল্যাণে একটা বন্ধুমহল উপহার পেয়েছিলাম। এটার খুবই দরকার ছিল। নাহলে বাইরের জগতের প্রতিকূলতার মরিচীকাময় গড্ডালিকা প্রবাহে ভেসে যাওয়ার অনেক লোভনীয় হাতছানি ও ঝুঁকিকে পাশ কাটিয়ে জামা'তের আঁচল ধরে টিকে থাকা দুরুহ হয়ে পড়ত। কেউ কেউ জামা'ত থেকে দূরে সরে গেছে, অনেকে আজ বিদেশে পাড়ি জমিয়েছে। কিন্তু আমরা এখনও জামা'তের নগণ্য খাদেম হিসেবে খিলাফতের কল্যাণকর অমৃতসুধা পান করার সৌভাগ্য পাচ্ছি, আলহামদুলিল্লাহ। তাই সকল অভিভাবকদের সুদৃষ্টি আকর্ষণ করছি, আমরা যেন আমাদের সন্তানদের 'মসজিদকেন্দ্রীক সমাজ ব্যবস্থা'– বিষয়টির গভীরতা অনুধাবন করাতে সচেষ্ট হই। একটি ঈমানী দৃঢ়তায় বলিয়ান বন্ধুমহল গড়তে ও মজলিসি কর্মকাণ্ডে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত হতে সহায়তা করি। মানবীয় গুণাবলীর উৎকর্ষ সাধনের অভিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে ও জামা'তের একনিষ্ঠ খাদেম হতে নিজ সন্তানদেরকে আন্তরিকতার সাথে অনুপ্রাণিত করি। এই মাইন্ডসেট খুবই– খুবই জরুরী।

আমার জন্য সবাই খাসভাবে দোয়া করবেন আল্লাহ্ তা'লা যেন আমাকে আগত দিনগুলোতে সঠিকভাবে একজন নগণ্য সেবকের মত জামা'তের খেদমত করার– খিলাফতের প্রতি উৎসর্গীকৃত ও অনুরক্ত থাকার তৌফিক দান করেন। সর্বোপরী মহান আল্লাহ্ যেন সর্বদা আমাদেরকে খেলাফতের কল্যাণের চাদরে আবৃত করে রাখেন, আমীন, সুম্মা আমীন।

ইজতেমায় যোগদানে আন্তরিকতা সৃষ্টি হয়

মওলানা এস.এম. মাহমুদুল হক
মোয়াল্লেম ওয়াকফে জাদীদ

হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ সানী আল মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) ১৯৩৮ সনে মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া প্রতিষ্ঠা করেন। এটি প্রতিষ্ঠার একমাত্র উদ্দেশ্য হল ৪০ বছর বয়স পর্যন্ত আহমদী যুবকদেরকে বিশেষ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আহমদীয়াতের অগ্রগতি এবং অগ্রযাত্রা ত্বরান্বিত করার জন্য যোগ্য সৈনিক হিসেবে তৈরি করা। এই প্রশিক্ষণ এবং তরবিয়তের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হল ইজতেমা।

খাকসার যখন তিফল ছিলাম তখন থেকেই একটি স্থায়ী ঠিকানা হৃদয়ে গেঁথে যায় আর তা হল ৪নং বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১। খোদ্দামুল আহমদীয়া কর্তৃক আয়োজিত কেন্দ্রীয় তা'লীম ও তরবিয়তী ক্লাস এবং বার্ষিক ইজতেমায় যোগদানের জন্য পরম আগ্রহের সাথে অপেক্ষায় থাকতাম। আর এর জন্য বছরব্যাপী প্রস্তুতি নিতাম। আমার পিতা জনাব এস এম হাবিবুল্লাহ সাহেব সব সময় তরবিয়তী ক্লাস এবং ইজতেমায় যোগদানের জন্য আমাদের সাত ভাইকে সব সময় প্রস্তুতি গ্রহণ করাতেন। তিনি জানতেন আহমদীয়াতকে নিজেদের জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য এ ধরনের আয়োজনে অংশগ্রহণ করা অতীব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

ইজতেমায় যোগদানের মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রতিটি খোদ্দাম ও আতফালদের সাথে পরিচিত হওয়ার এবং নিজেদের মধ্যে আন্তরিকতার সেতুবন্ধন তৈরি করার এক সুবর্ণ সুযোগ হয়। ইজতেমায় যোগদানের মাধ্যমে (বিশেষ করে কেন্দ্রীয় ইজতেমা) জামা'তের প্রবীণ এবং বুযূর্গ আহমদী যারা রয়েছেন তাদের সাথে পরিচিত হওয়ার, তাদের নসিহত শুনার এবং দোয়া চেয়ে নেয়ার সুযোগ তৈরি হয়। আহমদী সন্তান যারা ছোটবেলা থেকে ইজতেমায় এবং তরবিয়তী ক্লাসে অংশগ্রহণ করেন ঐ সকল আতফাল খোদ্দাম আহমদীয়াতের

প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সৈনিক হিসেবে দায়িত্ব পালনের যোগ্যতা অর্জন করেন। তারা নেক ও পবিত্রতা অর্জনকারী, দোয়ায় অভ্যস্ত এবং আহমদীয়াতের ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিসত্ত্বায় পরিণত হয়।

সুতরাং আমরা যদি চাই আমাদের সন্তান জাগতিক ও আধ্যাত্মিকভাবে যোগ্য মানুষ হিসেবে গড়ে উঠুক তাহলে এ ধরনের আয়োজনে অংশগ্রহণের কোনো বিকল্প নাই। কেননা ইজতেমায় নেক কাজের প্রতিযোগিতার পাশাপাশি ধৈর্য ও সহনশীলতা ও আদর্শ মানুষ হওয়ার প্রশিক্ষণ লাভ করার সৌভাগ্য হয়।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) ঐশী জ্ঞানের ভিত্তিতে সারা বিশ্বব্যাপী আহমদীয়াতের অগ্রযাত্রাকে বেগবান করার জন্য খোদ্দামুল আহমদীয়ার যে যোগ্যতা ও দায়িত্ব রয়েছে সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন,

ধর্মের সেবাকে আল্লাহর এক অনুগ্রহ মনে করো, এর বিনিময়ে কখনো পুরস্কার কামনা করো না। নিজের বয়সকে এক বিরাট নেয়ামত মনে কর, পরিশেষে তোমাদের সময়ের অভিযোগ না করতে হয়।

হযরত মির্যা তাহের আহমদ খলিফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) খোদ্দামুল আহমদীয়াকে উদ্দেশ্য করে বলেন, 'আমাদের কাজ হলো পৃথিবীতে আহমদীয়াতের প্রচার করা, সমস্ত জগতই হলো আমাদের কার্যালয়।'

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) জার্মানির ন্যাশনাল ইজতেমা ২০২১-এ বলেন, "ইজতেমা তখনই সফল যখন আমরা এর প্রকৃত মর্মার্থ উপলব্ধি করব। আমাদের উদ্দেশ্য কি? কারো যদি নিজের উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানা না থাকে তাহলে কোনো লাভ নেই। মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে খোদা তা'লা বলেন, আমি মানুষকে ইবাদতের উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছি। একজন আহমদী মুসলমানের সর্বদা মনে রাখা উচিত এটিই তার জীবনের উদ্দেশ্য। তাকে খোদা তা'লার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে। এই ইজতেমা, তরবিয়তী ক্লাস, জলসা আয়োজনের লক্ষ্য হল আমাদের আধ্যাত্মিক অবস্থার উন্নতি সাধন। এই ইজতেমা যেন খোদা তা'লার সাথে সুদৃঢ় সম্পর্ক স্থাপনের, আধ্যাত্মিক উন্নতির এবং নামাযের প্রতি মনোযোগ আকৃষ্টকারী হয়। এটিই একজন আহমদীর বিশেষ বৈশিষ্ট্য আর তাই হওয়া প্রয়োজন।"

পরিশেষে আল্লাহ্ তা'লার নিকট এই দোয়া করছি, হে পরম কৃপাকারী খোদা! আমাদের সন্তানদের এমন যোগ্যতা দান করো যাতে আহমদীয়াতের বিজয়ে অবদান রাখতে পারে। সুবর্ণ জয়ন্তী ইজতেমায় আগত সকলকে সুস্বাগতম। এই ইজতেমা আয়োজনে, স্মরণিকার কাজে যারা অবদান রেখেছেন আল্লাহ্ তা'লা সকলকে সর্বোত্তম প্রতিদান দিন, আমীন, সুম্মা আমীন।

৫০তম ইজতেমা

আল-আমিন হক তুষার
পুরুলিয়া

৫০তম ইজতেমা আহমদনগরে হবে
তা সকলের জানা।
সুবর্ণ জয়ন্তী– স্বরণীয় এ ইজতেমা
দিয়েছে (হুযূর) তার অনুমোদন-খানা।

করতোয়া-নদী আর সবুজের ছায়া
বাড়াবে সকলের হৃদয়ে মায়া।
সারা-দেশ হতে আসবে নও-জোয়ান,
নেক-কাজে প্রতিযোগিতা এই তাদের পণ।

নানান সাজে-সাজবে এ ভেলা
নয়-জাগতিক হবে আধ্যাত্মিক মেলা।
আসবে অনেক খোদ্দাম আতফাল-তাই
আরো আসবে নও-মোবাঈন ভাই।

কুরআন-নযম আর আযানের সুর
মুখরিত হবে ইজতেমা সু-মধুর।
আছে অনেক খেলার আয়োজন
থাকবে সেখানে সকলের অংশগ্রহণ।

দেখবে-শৃঙ্খলা আর আনুগত্য
সৌহার্দ্য-সম্প্রীতি আর ভ্রাতৃত্ব।

লক্ষ্য-সকলের একটাই,
আল্লাহ্-রাসূলের ভালবাসা চাই।

সুবর্ণ জয়ন্তী– স্বরণীয় এ ইজতেমা
রয়ে যাবো সকলে ইতিহাসে চেনা।

ইজতেমার কিছু স্মৃতি কিছু কথা

এডভোকেট শাহ্ নজির আহমদ

আমি ১৯৯৬ সালে ঢাকায় আসি তৎকালীন সদর, ডা. মুহাম্মদ সেলিম খান, মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া বাংলাদেশ তার আহ্বানে। এরপর হতে আর ঢাকা ত্যাগ করা সম্ভব হয় নি। এই সময় হতে মহান আল্লাহ্'র অপার অনুগ্রহে খোদ্দামের বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করার সুযোগ হয়। আমার জীবনের প্রথম জামা'তি জ্ঞান লাভ করি আমার পিতা শাহ্ আকিল আহমদের নিকট হতে, তিনি অত্যন্ত জ্ঞানী ও যুক্তিবাদী ছিলেন। বই ও পত্রিকা পড়ার এক অগাধ নেশা ছিল তার, তার এই রক্তের টান আমাদের মধ্যে কিছু হলেও সঞ্চারিত হয়। দ্বিতীয় শিক্ষা পাই আমরা ডা. রুহুল আমিন সাহেবের নিকট হতে, তিনি অত্যন্ত বিনয়ী ও জামাতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও আনুগত্যের এক মহান আদর্শ ছিলেন। তবলীগের এক মহা নায়ক।

আমরা অনেক জাগায় এক সাথে সফর করার সৌভাগ্য লাভ করি। তিনি আমাদের হাতে কলমে আহমদীয়া জামা'তের বই পড়ার প্রতি মনোযোগী করে তুলেন। এই সময় আমাদের জামা'তি কার্যক্রমের সহিত কোন পরিচয় লাভ হয় নি, এমনকি ইজতেমা বা তা'লীম তরবিয়তী ক্লাস এর সহিতও আমরা পরিচিত ছিলাম না। তিনি বলতেন যদি ইমাম মাহদীর বই আমরা কম পক্ষে তিনবার না পড়ি তাহলে এ থেকে কোন শিক্ষাই লাভ করা সম্ভব নয়। তিনি আমাকে ১৯৯৪ সালে ঢাকায় প্রথম নিয়ে আসেন বকশী বাজার আমাদের কেন্দ্রে। আমি উনাদের উভয়ের রুহের মাগফেরাত কামনা করছি এবং সকলের দোয়ার দরখাস্ত করছি।

পরের বিষয়টি হল মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া বাংলাদেশর ইজতেমা। ঢাকায় থাকার সুবাদে ১৯৯৭ সাল থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত ইজতেমায় যোগদানের সুযোগ হয়। এর ফলে ইজতেমার অনেক খুঁটিনাটি বিষয়ের জ্ঞাণ লাভ করি। এই ইজতেমায় যারা অংশগ্রহণ করে তাদের সবার ইচ্ছাটা একরকম থাকে না। কেউ আসে কেবল জ্ঞান আহরণের জন্য, কেউ জ্ঞান আহরণের পাশাপাশি বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণের জন্য আসে। একদল থাকে যারা কেবল খেলাধুলায় অংশগ্রহণ করে। কারো নেশা পুরস্কার জেতার। ইজতেমার সিলেবাসে যেমন- তা'লীমি পরীক্ষা, সাধারণ জ্ঞান, পয়গামে রেসানী, বক্তৃতা প্রতিয়োগিতা, নযম ও কুরআন তেলাওয়াত প্রতিযোগিতা থাকে, তেমনই একটি প্রতিযোগিতা থাকে আদর্শ খোদ্দাম ও আতফালের পুরস্কার। এই পুরস্কার সবার ভাগ্য যদিও হয়ে উঠে না- তবুও সেখানে এমন একটি পুরস্কার আছে যা চাক্ষুষ দেখা যায় না, কিন্তু লাভ করা যায়- তা হল বুনিয়াদী আহমদীয়াতের পুরস্কার। কাজেই যারা জীবনে এক দুইবার ইজতেমায় এসেছে তারাই আজ আহমদীয়াতের এক একটি খুঁটির কাজ করছেন।

ইজতেমায় নিয়ম শৃংখলা হতে শুরু করে খাবার, গোসল, নামায, পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার কাজ সবই জীবনের জন্য মাইল ফলক হয়ে থাকে। আমার জানা মতে অনেক এমন আছে যারা ধর্মের প্রতি তেমন টান ছিল না- কিন্তু এই ইজতেমায় অংশগ্রহণের ফলে এখানকার বুজুর্গদের ভালবাসা ও তাদের আদর্শিক শিক্ষা গ্রহণের ফলে ভাল আহমদী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করে। এখানে আসার ফলে জামা'তের জ্ঞানীজনের হতে প্রকৃত জ্ঞান লাভের সুযোগ ঘটে। এখানে ধর্মীয় জ্ঞান যেমন দেওয়া হয় পাশাপাশি জামা'তের সাংগঠনিক শিক্ষাও

হাতে কলমে দান করা হয়। একজন আহমদী শিশুর মেধা বিকাশের জন্য তাকে একটি সঠিক পথের ঠিকানা দেওয়া হয়, যার মাধ্যমে সে বৈরী পরিবেশের মাঝে দলিল প্রমাণে নিজেদের বিজয়ীর বেশে প্রতিষ্ঠিত করে নিতে পারে। আমাদের সময়ে যেমন আমরা মোস্তফা আলী সাহেব, আহমদ তৌফিক চৌধুরী সাহেব, দু'জনেই সাবেক আমীর ছিলেন, মওলানা সাদেক মাহমুদ সাহেব, মওলানা আব্দুল আজিজ সাদেক সাহেব, মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী সাহেব, মওলানা সালেহ আহমদ সাহেব, মওলানা ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী সাহের, মওলানা বশিরুর রহমান সাহেব, সদর মুরব্বীদ্বয় এবং মৌলভী মতিউর রহমান সাহেব এদের নানামূখী প্রতিভার জ্ঞান লাভ করি। কারো নিকট হতে আধ্যাত্মিক উন্নতির জ্ঞান, কারো নিকট হতে আহমদীয়াতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জ্ঞান, কারো নিকট হতে সামাজিক শিক্ষা। কারো হতে সাংগঠনিক। কোনটিই অবদান আজ কম নয়। আজ এই ইজতেমার লেখনিতে একটি কথা বলতে চাই- মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার ইজতেমা হবে একটি সার্বজনীন ইজতেমা, যাতে সকল স্তরের খোদ্দাম ও আতফাল কোন প্রকারের বাঁধা ছাড়াই অংশ গ্রহণ করতে পারে। এতেই আমরা আমাদের পরবর্তী প্রজন্মকে তাদের আহমদীয়াতের ভীত গড়ে দিতে পারব। কিছুকাল বাছাই করে কেন্দ্রীয় ইজতেমায় ও কেন্দ্রীয় তা'লীম তরবীয়তি ক্লাসে অংশ গ্রহণের সুযোগ দেওয়া হত - এ হতে অনেক খোদ্দাম ও আতফাল তাদের জীবন হতে এই সুযোগটি হারায়। তাই আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলছি সবার পক্ষে সকল অনুষ্ঠান অংশ গ্রহণের সুযোগ থাকে না বিধায় কাউকে কেন্দ্রীয় ইজতেমায় অংশ গ্রহণের সুযোগ হতে বাঁধা গ্রস্ত না করাই শ্রেয়। আহমদী শিশুদের শিক্ষার জায়গা হল তা'লীম তরবীয়তি ক্লাস ও এই ইজতেমা। এই দুই জাগায় অবাধ অংশগ্রহণ না হলে অনেকের জীবনেই ধর্মীয় জ্ঞানের কমতি থেকে যাবে বলে আমার বিশ্বাস।

ইজতেমায় সারা বাংলাদেশ হতে খোদ্দাম আতফালগণ আসে, এখান থেকে প্রত্যেকর সমমনা একটি গ্রুপ তৈরী হয়ে যায়, যাদের সহিত সারাজীবনভর একটি মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠে। আবার অনেকের সাথে মিলিত হওয়ার ফলে পরস্পর কালচারের যেমন বিনিময় হয় তেমনি নিজের মধ্যে যত ঘাটতি আছে তা চিহ্নিত করে সমাধানের পথ বেছে নিয়ে নিজের আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের পথ সুগম করা যায়। তাই ইজতেমার স্মৃতি গুলি বড়ই মধুর- জ্ঞানগর্ভ হয়ে থাকে।

ইজতেমার স্মরণীয় কথা লিখতে গিয়ে মনে পরে শহীদ মহিবুল্লাহ, শহীদ নুরুদ্দীন ও শহীদ ডা. মাজেদ-এর কথা। যাদের সাথে ইজতেমায় আমাদের অংশগ্রহণ করার সুযোগ হয়। বিশেষ করে মহিবুল্লাহ শহীদ হওয়ার বছর আমি তার পাশে বসেই ইজতেমার একটি অনুষ্ঠানে খুব সম্ভবত মজলিসের সাংগঠনিক বক্তব্য শুনছিলাম– এই বছরই আমাদের প্রিয় এই মুখ খুলনা অঞ্চলের রিজিওনাল কায়েদ থাকা অবস্থায় শহীদ হয়। আমরা হারালাম আল্লাহ্'র ঐশী জামা'তের এক আধ্যাত্মিক সৈনিক। তাই প্রতি বছর যখনই খোদ্দাম হোক, আনসার হোক ইজতেমা শব্দটি কানে আসে আমার সামনে মুহিবুল্লার চেহারা ভেসে আসে। আজকের এই লিখনিতে আমি খুলনার সাত শহীদকে স্মরণ করি, বিশেষ করে প্রিয় মুহিবুল্লাকে। খোদ্দামের এই মহান ইজতেমা হাজারো মহিবুল্লাহ সৃষ্টি করবে, এই প্রত্যাশা।

"নামায পড়ার বিষয়ে মনোযোগী হোন।
নিজের আচার-আচরণের ব্যাপারে যত্নবান হোন।
যথারীতি পবিত্র কুরআন পাঠের প্রতি মনোযোগ দিন।
স্কুলের পড়াশুনার ব্যাপারে যত্নবান হোন।"

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.)
খোদ্দাম ইজতেমা, জার্মানি, ২০১১

৪৭তম ইজতেমা উপলক্ষ্যে পঞ্চগড়ের জনপ্রতিনিধি ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে হযরত ইমাম মাহদী (আ.) কর্তৃক রচিত পুস্তক ইসলামী নীতি দর্শন, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের শত বার্ষিকী স্মরণীকা, হুযূর (আই.)-এর রচিত বিশ্ব সংকট ও শান্তির পথ সহ বিভিন্ন বই পুস্তক প্রদান করা হয়। এরই কয়েকটি আলোকচিত্র–

৪৭তম ইজতেমা উপলক্ষ্যে **পঞ্চগড়-২ আসনের সাংসদ এ্যাড. নুরুল ইসলাম সুজন'কে** আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশের শতবার্ষিকী স্মরণীকা, হুযূর (আই.)-এর বিশ্ব সংকট ও শান্তির পথ, ইসলামী নীতি দর্শন সহ বিভিন্ন বই পুস্তক প্রদান করা হয়।

৪৭তম ইজতেমা উপলক্ষ্যে **পঞ্চগড় জেলা প্রশাসক সাবিনা ইয়াসমিন'কে** আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশের শতবার্ষিকী স্মরণীকা, হুযূর (আই.)-এর বিশ্ব সংকট ও শান্তির পথ, ইসলামী নীতি দর্শন সহ বিভিন্ন বই পুস্তক প্রদান করা হয়।

৪৭তম ইজতেমা উপলক্ষ্যে **পঞ্চগড় পৌরসভার মেয়র জনাব তৌহিদুল ইসলাম'কে** আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশের শতবার্ষিকী স্মরণীকা, হুযূর (আই.)-এর বিশ্ব সংকট ও শান্তির পথ, ইসলামী নীতি দর্শন সহ বিভিন্ন বই পুস্তক প্রদান করা হয়।

৪৭তম ইজতেমা উপলক্ষ্যে **পঞ্চগড় জেলার রিভিনিউ ডেপুটি কালেক্টর জনাব মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর'কে** আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশের শতবার্ষিকী স্মরণীকা, হুযূর (আই.)-এর বিশ্ব সংকট ও শান্তির পথ, ইসলামী নীতি দর্শন সহ বিভিন্ন বই পুস্তক প্রদান করা হয়।

৪৭তম ইজতেমা উপলক্ষ্যে প্রীতিভোজে আগত অতিথিগণ শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখছেন

৪৭তম ইজতেমার প্রীতিভোজে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখছেন জনাব আওরঙ্গজেব, চেয়ারম্যান, ৮নং ধাক্কামার ইউনিয়ন, পঞ্চগড়।

"এত সুন্দর শান্তিপূর্ণ পরিবেশ ও শৃঙ্খলা আমি আর কোথাও দেখতে পাই না"

৪৭তম ইজতেমার প্রীতিভোজে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখছেন কামরুন্নাহার সাকী, সংরক্ষিত মহিলা সদস্য।

"এত সুশৃঙ্খলা ও শান্তিপ্রিয়তা অন্য কোন সংগঠনের মাঝে আমি আর দেখি নি"

শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখছেন বোদা প্রেস ক্লাবের সভাপতি জনাব নজরুল ইসলাম।

"সমাজে সবাই শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করবে এটাই কাম্য"

শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখছেন বাংলাদেশ টেলিভিশনের পঞ্চগড় জেলা প্রতিনিধি প্রবীণ সাংবাদিক জনাব মোহাম্মদ আমির খসরু লাবলু।

"আহমদীয়া মুসলিম জামাতের শান্তিপূর্ণ এই উত্তম শিক্ষা সবার মাঝে ছড়িয়ে দিতে হবে।"

শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখছেন জনাব মনোয়ার হোসেন, সদস্য জেলা পরিষদ, পঞ্চগড়।

"যার যার ধর্ম স্বাধীনভাবে পালন করবে এটাই আমাদের প্রত্যাশা"

প্রীতিভোজে আমন্ত্রিত অতিথিদের হাতে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিভিন্ন বই পুস্তক তুলে দেয়া হচ্ছে।

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, বাংলাদেশ-এর ৪৭তম বার্ষিক ইজতেমার কিছু আলোকচিত্র

ডিউটিরত খাদেমগণের অনুভূতি সম্পর্কে খোঁজ খবর নিচ্ছেন মোহতরম সদর সাহেব।

ইজতেমার এক ফাঁকে মোহতরম সদর সাহেব ও নাযেম আলা সহ অন্যান্য খাদেমগণ।

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয় বাংলাদেশের ৪৭তম ইজতেমায় চিকিৎসা সেবা কেন্দ্রে ডাক্তারগণ।

ইজতেমায় তবলিগী বুথে তবলীগ করছেন মওলানা শাহ মুহাম্মদ নূরুল আমীন সাহেব।

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয় বাংলাদেশের ৪৭তম ইজতেমায় দেয়ালিকা ও প্রদর্শনী বিভাগের খাদেমগণ।

প্রদর্শনী পরিদর্শন করছেন জনাব মোহাম্মদ মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর, রিভিনিউ ডেপুটি কালেক্টর পঞ্চগড়।

দেয়ালিকার মান যাচাই করছেন মোহতরম সদর সাহেব।

বিভিন্ন মজলিসের দেয়ালিকা পরিদর্শন করছেন মোহতরম সদর সাহেব।

দেয়ালিকা ও প্রদর্শনী পরিদর্শনের পর মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেব মন্তব্য খাতায় মন্তব্য লিখছেন।

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয় বাংলাদেশের ৪৭তম ইজতেমায় লংজাম্প খেলার একটি মুহূর্ত।

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয় বাংলাদেশের ৪৭তম ইজতেমায় নতুন খেলা 'স্ট্রংম্যান'-এর একটি মুহূর্ত।

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয় বাংলাদেশের ৪৭তম ইজতেমায় ভলিবল খেলার একটি মুহূর্ত।

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয় বাংলাদেশের ৪৭তম ইজতেমা গাহের প্রবেশদ্বারে দায়িত্বরত খাদেমগণ।

মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেব ও মোহতরম সদর সাহেব ইজতেমা গাহের এলাকা পরিদর্শন করছেন।

আবারো শ্রেষ্ঠ মজলিসের সম্মান অর্জন করায় ব্রাহ্মণবাড়িয়া মজলিসের কায়েদ সাহেবের হাতে পুরস্কার তুলে দিচ্ছেন মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেব।

মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেব-এর কাছ থেকে পুরস্কার গ্রহণ করছেন জামেয়া আহমদীয়া, বাংলাদেশের ছাত্র জনাব আব্দুল গনি।

আহমদীয়া খিলাফতের ব্যবস্থাধীনে ইজতেমা স্থায়ী রূপ লাভ করেছে

আমীর মাহমুদ ভূঁইয়া
সম্পাদক ও প্রকাশক, সাপ্তাহিক প্রতাপ

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তে যে সকল ইসলামী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় তন্মধ্যে ইজতেমা অন্যতম। সমগ্র বিশ্বেই আজ মহাসমারোহে ইজতেমা অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

ঐশী জামা'তে ইজতেমার গুরুত্ব অপরিসীম। ইজতেমা বলতে ধর্মীয় কাজে একত্রিত হওয়া বা সমবেত হওয়াকে বুঝায়। মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া প্রতি বছর ইজতেমার আয়োজন করে থাকে। যা ধর্মীয় বিশ্লেষকদের দৃষ্টিতে সত্যিকারভাবেই অনন্য এবং আধ্যাত্মিক প্রাণ প্রাচুর্যে ভরপুর দৃষ্টিনন্দন দীপ্তিকর সোনালী আয়োজন। ইসলামী খিলাফত ব্যবস্থাধীনে ইজতেমা এখন স্থায়ীরূপ লাভ করেছে। আহমদীয়া মুসলিম যুব সংগঠন মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার আধ্যাত্মিক তরক্কি লাভ এবং সাংগঠনিক মজবুতির জন্য ও সদস্যদের ঈমানী দৃঢ়তার জন্য ও ঈমান আমলের উন্নতির জন্য ইজতেমার প্রয়োজনিয়তা অপরিহার্য।

ইজতেমা একটি অনন্য অসাধারণ আয়োজন বৃহৎ জনসমাবেশ। যে অনুষ্ঠানে বহু লোক একত্র হয়। যাতে অধিক মানুষের সম্মেলন ঘটে। ইজতেমার উদ্দেশ্য হলো ধর্মীয় কাজের জন্য ইসলামী জামা'তের সদস্যদের এক জায়গায় একত্রিত করা। বছরে একবার তারা নির্দিষ্ট একটি স্থানে একত্রিত হওয়ার সুবর্ণ সুযোগ লাভ করে। এতে পরস্পর তাদের সাক্ষাৎ লাভ হয়। নতুন- পুরাতন ভ্রাতাদের মধ্যে আলাপ- আলোচনা হয় এবং দেখা সাক্ষাৎ হয়। এতে করে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন আরও সুদৃঢ়তর হয়। পারস্পরিক সম্পর্কের সেতুবন্ধন মজবুত হয়। তাদের মধ্যে সম্প্রীতির মেলবন্ধন তৈরী হয়। যা ইজতেমার গোটা কার্যক্রমকে করে বেগবান প্রাণময় প্রাণোচ্ছল।

ইজতেমা একটি প্রাণসঞ্চারী আধ্যাত্মিক আনন্দ অনুষ্ঠান। এ এক অপূর্ব প্রীতি সম্মেলন। ইজতেমায় ধর্মপ্রাণ খোদ্দাম ও আতফালরা স্বতস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে এবং আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণ লাভ করে প্রভূতভাবে উপকৃত হয়। ইজতেমায় কেউ একবার অংশগ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করে থাকলে তিনি সহজেই ইজতেমার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারবেন এবং সেই সাথে জীবন প্রদায়ী আধ্যাত্মিক ও রুহানি ফায়দা হাসিলেরও সুবর্ণ সুযোগ লাভ হয়।

ইজতেমায় অংশগ্রহণ করেও যারা আধ্যাত্মিক শুদ্ধতা ও রুহানি ফায়দা হাসিল করতে পারে নি তারা সত্যিই দূর্ভাগা। ইজতেমায় অংশগ্রহণের ফলে ধর্মীয় খুঁটিনাটি সব বিষয়ে জানার দিগন্ত উন্মোচিত হয়। দীর্ঘ এক বছর অপেক্ষার পর আসে সেই মাহেন্দ্রক্ষণ, সেই সোনালী ভোর।

ইসলামী ইজতেমায় অংশগ্রহণকারীরা সবাই দ্বীনি শিক্ষা লাভ এবং আধ্যাত্মিক

প্রশিক্ষণ লাভের জন্যই ছুটে আসে। এটি আধ্যাত্মিক মিলন মেলা। বিষয়ভিত্তিক আলোচনা পর্বে বিভিন্ন বক্তাগণ ধর্ম বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক, তা'লীম-তরবিয়তী বিষয়ে এবং সমকালীন নানা কল্যাণকর বিষয়ে বক্তৃতা করেন। খলীফায়ে ওয়াক্ত ও ন্যাশনাল আমীর এর হেদায়াতপূর্ণ বাণীর আলোকে সদর মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া ইজতেমায় অংশগ্রহণ কারীদের বিভিন্ন দিকনির্দেশনাও প্রদান করে থাকেন। যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

ইজতেমার অনুষ্ঠান সূচী মোতাবেক কুরআন-হাদীস, দ্বীনি মালুমাত শিক্ষা, ধর্মীয় মসলা মাসায়েল শিক্ষা, ধর্মীয় কুইজ, বক্তৃতা প্রতিযোগিতা, সওয়াল জওয়াব পর্ব, শরীর চর্চা, খেলাধুলা প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয় এবং বিভিন্ন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। যাতে খোদ্দাম আতফালরা অংশ গ্রহণ করে থাকে।

ইজতেমায় অংশগ্রহণ করে সোনার টুকরো তারুণ্যদীপ্ত যুবক ও কিশোররা সোনার মানুষে পরিণত হয়ে নিজ নিজ গৃহে ফিরে। তারা আধ্যাত্মিকতা শুদ্ধতা ও পবিত্রতা লাভ করে। একটা বৈপ্লবিক পবিত্র পরিবর্তনের ধারা সূচীত হয় তাদের সোনালী জীবন ধারায়।

ইজতেমায় যারা অংশগ্রহণ করে তাদের জীবনধারায় এক পবিত্র পরিবর্তন ও নবজাগরণ সৃষ্টি হয়। নেক কাজের প্রাণময় প্রবাহধারার শুভ সূচনা হয়। এরকম সত্যিকার জমায়েত বা সম্মেলন বার বার ঘটুক– এটিই ধার্মিকদের প্রত্যাশা।

প্রতি বছর মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, বাংলাদেশ ইজতেমার আয়োজন করে থাকে। আহমদীয়া মুসলিম যুব সংগঠন মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া ইসলামিক পরিমণ্ডলে আধ্যাত্মিক মানবিক দেশাত্ববোধের চেতনায় সমৃদ্ধ একটি শক্তিশালী ইসলামী যুব সংগঠনরূপে সমধিক পরিচিত। যারা প্রেম-প্রীতি ভালবাসার মাধ্যমে মানব অন্তর জয় করে অত্যন্ত শান্তিপূর্ণভাবে ইসলাম ধর্মের প্রচার ও প্রসারতার কাজ করে থাকে।

প্রসঙ্গক্রমে বলা দরকার সাবেক ও প্রয়াত ন্যাশনাল কায়েদ প্রফেসর মোহাম্মদ হাবীব উল্লাহ এবং লন্ডন প্রবাসী মুহাম্মদ আব্দুল হাদী এর সময় বিষ্ণুপুর মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার কায়েদ হিসাবে দায়িত্ব পালন করার সৌভাগ্য হয়। সে সময় আমরা ন্যাশনাল ইজতেমায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করি এবং বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে পুরস্কার ও লাভ করি।

সে সময় ইজতেমায় অংশগ্রহণের আনন্দময় স্মৃতিগুলি সত্যিসত্যিই স্মৃতিপটে ভাস্বর হয়ে আছে। সেই সময়ের ইজতেমাকে এবং সেই সোনালী দিনগুলোকে কি ভুলা যায়। মরহুম মোহাম্মদ হাবীব উল্লাহ, জনাব আব্দুল হাদী ও মরহুম কে.এম. মাহমুদুল হাসান সাহেবের সাথে কাজ করার অনেক মধুর স্মৃতি রয়েছে। আজ সময়ের সাথে সাথে মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, বাংলাদেশ অনেক দূর এগিয়ে গেছে।

আজ বৃহৎ পরিসরে ইজতেমা অনুষ্ঠিত হবে। সেদিন যা ছিল অসম্ভব অকল্পনীয়। আজ বাস্তবে পঞ্চম খিলাফতকালে খোদার ফজলে তাই সম্ভব হতে চলছে। খোদা তা'লার কি বিস্ময়কর কুদরত!

বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের খলীফা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.)-এর খিলাফতকালে অপার সম্ভাবনার সকল দ্বার যেমন অবারিত হয়েছে তেমনিভাবে মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, বাংলাদেশ এর আধ্যাত্মিক উন্নয়ন ও অগ্রগতির ধারাও বেগবান হয়েছে এবং সোনালী দিগন্তও উন্মোচিত হয়েছে এবং খোদার আশীষ ও অনুগ্রহ এবং কুদরতের বহিঃপ্রকাশও ঘটেছে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর রসূল-প্রেম

بعد از خدا بعشق محمدؐ مخمرم
گر کفر ایں بود بخدا سخت کافرم

খোদার পরে মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রেমে
আমি সবচেয়ে বেশি বিভোর–

এর নামই যদি কুফুরি হয় তাহলে
খোদার কসম আমি কট্টর কাফের।

(দুররে সামীন)

ইজতেমা নেক কাজের প্রতিযোগিতার শিক্ষা দেয়

মোবাশ্বের আহমদ, ঢাকা

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, "তোমরা নেক কাজে পরস্পর প্রতিযোগিতা কর।" (সূরা আল মায়েদা, আয়াত: ৪৯) আল্লাহ্ তা'লার অশেষ ফজলে আমরা এবছর ৫০তম জাতীয় বার্ষিক ইজতেমায় অংশগ্রহণ করছি, আলহামদুলিল্লাহ। গত ২ বছর ধরে করোনা মহামারির কারণে আমরা পূর্ণ উদ্যমে ইজতেমায় যোগদান করতে পারি নি। যেভাবে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী আল মুসলেহ মাওউদ (রা.) বলেছেন, "যুবকদের সংশোধন ব্যতিরেকে জাতিসমূহের সংশোধন সম্ভব নয়" সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখে এবছর আমরা আবারও মিলিত হচ্ছি।

ইনশাআল্লাহ্ এবছর আমরা পরিপূর্ণভাবে ইজতেমার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে সকল কার্যক্রমে সফলভাবে অংশগ্রহণ করতে পারব।

সাধারণত কেন্দ্র কর্তৃক খোদ্দাম ও আতফালদের জন্য কেন্দ্রীয় পর্যায়ে তা'লীম তরবিয়তী ক্লাস ও ইজতেমার আয়োজন করা হয়ে থাকে। তবে তা'লীম তরবিয়তী ক্লাস অপেক্ষা জাতীয় ইজতেমায় খোদ্দাম ও আতফালদের মুখর পদচারণা দেখা যায়। ৩ দিনের এই মহতী প্রোগ্রামে অংশগ্রহণের জন্য সকল খাদেম ও তিফল ভাইয়েরা সারা বছর মুখিয়ে থাকে।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) যেভাবে বলেছেন, "যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা নিজেদের মাঝে পরিবর্তন সৃষ্টি না করবে, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা নিজেদের কর্ম দ্বারা এটি বলে দিবে না যে তোমরা সমস্ত পরিশ্রমকারীদের চেয়ে বেশি পরিশ্রমী, সমস্ত কুরবানিকারীদের চেয়ে বেশি কুরবানিকারী, তোমরা পৃথিবীর নও আকাশের সৃষ্টি, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা পৃথিবীতে কোন পরিবর্তন সাধন করতে পারবে না।" তদ্রুপ আমাদের এই ইজতেমায় অংশগ্রহণের মূল উদ্দেশ্য হলো নেক কাজে একজন আরেক জনের থেকে এগিয়ে যাওয়া, আনুগত্যে ও একতাবদ্ধতায় সবার সামনে দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা, নিজেদের মাঝে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনকে দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর করা, সর্বোপরি খোদা তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যমে আদর্শ খাদেম ও তিফল হওয়ার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া।

৫০তম ইজতেমা বাংলাদেশের খোদ্দাম ও আতফালদের জন্য এক মাইলফলক। সকলেই এ ইজতেমায় অংশগ্রহণের জন্য অনেক দোয়া করছি। আমাদের সবার মনে রাখা উচিৎ, সর্বশক্তিমান খোদা তা'লা হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-কে জানিয়েছেন, "এই জামা'তের মাঝে আমি তোমাকে এমন লোক প্রদান করব যারা জ্ঞানার্জন ও বুদ্ধিমত্তায় সকলকে ছাড়িয়ে যাবে।" এ প্রসঙ্গে হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) বলেন, "তাই আমাদের প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে যেন আমরা সেইসব লোকের অন্তর্ভুক্ত হতে পারি যারা খোদা তা'লার এই ওয়াদাকে পূর্ণতা দানকারী হবে।" তাই জ্ঞানার্জন করা এই প্রোগ্রামের অন্যতম উদ্দেশ্য।

হুযূর (আই.) অন্যত্র বলেন, "খোদ্দামুল আহমদীয়ার একটি বড় কাজ হলো খেলাফতের হিফাযত করা। ... সত্যিকার হিফাযত হল যুগ-খলীফার বাণী প্রচার করা, এর ওপর আমল করা ও অন্যকে আমল করানো এবং নব প্রজন্মের তত্ত্বাবধান করা।" তাই আমাদের এই উদ্দেশ্যসমূহকে সামনে রেখে ইজতেমার দিনগুলি অতিবাহিত করা উচিত এবং আমাদের আত্মজিজ্ঞাসা করা দরকার যে, আমরা কি প্রকৃতপক্ষেই এই মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হতে পেরেছি?

দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে যারা এই মহতী ইজতেমায় যোগ দিচ্ছেন তাদেরকে অগ্রীম শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আল্লাহ্ তা'লা এই ইজতেমাকে আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতির এক বিশেষ উপলক্ষ্য করুন, আমীন। সকলের নিকট হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.)-এর জন্য, ইজতেমার সকল কর্মকর্তা-কর্মী, আগত খোদ্দাম ও আতফাল এবং বিশ্বের সকল ভাইবোনদের জন্য দোয়ার আবেদন করছি।

আমার জীবনের প্রথম ইজতেমা ও কিছু স্মৃতি

মুহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক
জেলা কায়েদ, রংপুর জেলা

প্রত্যেকটি মানুষের জীবন কিছু অধ্যায়ের সমষ্টি। অধ্যায়গুলির কিছু হতে পারে নক্ষত্রের ন্যায় উজ্জ্বল আবার কিছু হতেই পারে অনুজ্জ্বল। উজ্জ্বল অনুজ্জ্বল প্রত্যেকটি অধ্যায় আবার সজ্জিত নেক কর্মকাণ্ড, জৈবিক চাহিদায় পেশাগত কর্মকাণ্ড এবং প্রবৃত্তির তাড়নায় ধরাশায়ী কর্মকাণ্ড।

আমি একজন মুসলিম হিসেবে আমার জীবনের যে অধ্যায়গুলি নেক কর্মকাণ্ড দ্বারা অলংকৃত সেই অধ্যায়কে উজ্জ্বল নক্ষত্রের সাথে তুলনা করি যা আমাকে প্রত্যেকটি সময় জীবনে চলার পথে আলোকবর্তিকা হিসেবে বর্নাঢ্য জীবন গঠনের পথনির্দেশনা দেয়। এই নেক কর্মকাণ্ডগুলি যার জীবনে যতটুকু শক্তিশালী তার জীবন তত সাফল্যমণ্ডিত।

জীবন গড়ার এই অধ্যায়গুলি নেক কর্মকাণ্ডে সাজাতে কিছু নেক মানুষের সংসর্গ, নেক কাজে প্রতিযোগিতা, নেক মানুষের মিলন মেলা, উপযুক্ত মাধ্যম ও বুযূর্গদের সান্নিধ্যে হৃদয়ঙ্গম বাণীশ্রবণ জরুরী। কিন্তু বর্তমান দুনিয়ায় এইসব নিঃস্বার্থ ও পার্থিব অলাভজনক কর্মকাণ্ড ব্যবস্থাপনা খুঁজে পাওয়া দুস্কর। কি সমাজপতি, কি ধর্মগুরু, কি রাজনীতিবিদ সবাই আজ দুনিয়াবী প্রতিযোগিতায়, অশ্লীলতায়, নোংরামীতে, ফেতনা-ফ্যাসাদে নিমজ্জিত। এমতাবস্থায় অন্ধকারাচ্ছন্ন এই যুগের সংস্কারে প্রয়োজন ছিল সকল প্রকার দুনিয়াবী প্রতিযোগিতামুক্ত, নোংরামীমুক্ত ও অশ্লীলতা বিবর্জিত, আলোর পথ দেখানো, সৃষ্টিকর্তা কর্তৃক আমাদেরকে সৃষ্টির উদ্দেশ্য বোঝানো, এক কথায় আলোকিত জীবন গড়ার মিলন মেলা। তা-ই করেছেন হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ধর্মকে পৃথিবীতে সমুন্নতকারী ও বিজয়দানকারী প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)-এর পবিত্র জামা'ত। এই জামা'তের ব্যবস্থানা কর্তৃক সকল অঙ্গসংগঠনের পাশাপাশি মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া সংগঠনেও সূচিত হয়েছে স্থানীয়, জেলা, রিজিওনাল ও জাতীয় ইজতেমার। পৃথিবীতে এই ব্যবস্থাপনার বয়সও শত বছর পেরিয়েছে। আল্লাহ্ তা'লার অশেষ রহমতে

বাংলাদেশেও এই ২০২২ সালে ৫০তম জাতীয় ইজতেমার আয়োজন সম্পূর্ণ প্রায়। ইনশাআল্লাহ।

খাকসার যেহেতু লেখাটির শিরোনাম করেছি আমার জীবনের প্রথম ইজতেমা তাই সেই বিষয়টিতেই ফিরে গিয়ে আপনাদের নিকট শেয়ার করতে চাই কেমন ছিল সেই অনুভূতি। খাকসার বয়আত করা একজন আহমদী। আমার বাবা জনাব আব্দুস সালাম সাহেব যাকে অনেকেই মরুভূমির উট হিসেবে চিনেন (বিশেষ করে বগুড়া নিউ সোনাতলা অঞ্চলের লোকজন)। তিনি ১৯৯৪ সালে প্রথম বয়আত করেন যখন খাকসার ক্লাস ফোরে পড়ি। একে তো বয়সে অনেক ছোট তার মধ্যে অন্ধকার সমাজে বাস, ধর্ম বলতে বুঝতাম সর্বোচ্চ মাঝে মধ্যে শুক্রবার, ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিতরের নামায, সাথে ছিল বিভিন্ন সামাজিক কদাচার যেমন- মিলাদ, শবে বরাত, ইত্যাদি। এরপর খাকসার যখন ১৯৯৬ সালে ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে উঠি তখন নাকি আমাদের বয়স হয় বয়আতের। সেই বছরেই জামা'তের মওলানা সাহেব এসে আমাদের বয়আত ফরম পূরণ করান। এর পরপরই অর্থাৎ ১৯৯৭ কিংবা ১৯৯৮ সালে প্রথম জাতীয় ইজতেমায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে শুরু হয় আমার জীবনে ইজতেমা নামক অধ্যায়ের। আমি কম বেশি আগে থেকেই এই শব্দটির সাথে পরিচিত ছিলাম।

কারণ আমি যে অন্ধকার যুগে, অন্ধকার সমাজে বাস করতাম সেখানে দেখতাম পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় না করলেও সমাজের কিছু লোক অনেক দম্ভের সাথে টঙ্গীর তুরাগ পাড়ের ইজতেমায় যেত। এমন একখানা ভাব নিয়ে ফিরতো মনে হয় যেন বিশাল কিছু করে পাপমুক্ত হয়ে ফিরিশতা সেজে আসলেন। তাদেরকে জিজ্ঞাসা করতাম, ইজতেমায় কি কি শুনে আসলেন, কি কি শিখে আসলেন, বক্তাদের কেমন দেখলেন, তারা একেক জন একেক ধরনের উত্তর দিতেন। কেউ বলতেন মেলা কিছু শুনে আসলাম ও শিখে আসলাম। আমি বললাম, যা শুনে আসলেন আমাদের একটু বলুন আমরাও একটু শিখি। তারা বলতেন, অনেক কিছু বলে অতো কি আর মনে থাকে? আমি বললাম, গুরুত্বপূর্ণ দু'একটি বিষয় বলেন, তখন বলেন মনে থাকে না বাপু কি আর বলি।

অনেকে বলেন সেখানে রান্না-বান্না, খাওয়া-দাওয়া, গোসল-নামায, বাজার করা, ঢাকা শহরে একটু ঘোরাফেরা ইত্যাদি করতে আর সময় পাই কই অতো কিছু শোনার। বক্তারা কথা বলেন কোথায় থেকে যেন বক্তব্য দেয় তা তো দেখতে পারলাম না, আমরা আমাদের কাজ কর্মের ফাকে মাইকে বয়ান শুনলাম উর্দু ভাষায় অতটা বুঝতে পারি নি। তাই যখন আমাদের মজলিসের ইজতেমার কথা শুনলাম তখন প্রচণ্ড কৌতুহল ছিল কবে যোগদান করতে পারব সেখানে। তারপর সময়টি আসল বছরের শেষ দিকে, বকশী বাজারে প্রতি বছরের ন্যায় আয়োজন হলো, যোগ দিলাম ইজতেমায়। দারুত তবলীগে প্রবেশ করতেই আঁচ করতে পারলাম এক মহা শান্তিপূর্ণ পরিবেশের। রাত পার করতেই সেখানকার কর্মকাণ্ডে তৃষ্ণার্ত মন শীতল হতে লাগল। পরের দিন ফজরের নামায থেকে শুরু করে নাস্তা করা, রেজিস্ট্রেশন করা, পতাকা উত্তোলন করা, দোয়ার মাধ্যমে ইজতেমার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন, উদ্বোধনী বক্তব্য সব কিছুতেই কেমন যেন এক আধ্যাত্মিক পরিবেশ। সারাজীবন মৌলবী মুন্সীদের (আহমদী হওয়ার আগে যে নামে তাদের জানতাম) বয়ানে বেহেশতের বর্ণনা শুনতাম মনে হয় যেন দুনিয়াতেই বেহেশতে প্রবেশ করেছি। আমার হৃদয়ের শূন্যস্থানগুলি যেন হেদায়াত আর আধ্যাত্মিকতার পরশে শিহরিত হতে লাগল। শূন্য মেমোরিতে যেন কিছু ভরতে শুরু করল। সেখানে তা'লীমি প্রতিযোগিতার যে বিষয়গুলি ছিল আমাদের অন্ধকার সমাজে সেগুলির শিক্ষা অর্জন করা ছিল মুন্সী মৌলবীদের কাজ বা আমল। আমরা তো সাধারণ মুসল্লি আমাদের কেন এত কিছু শিখতে হবে, জানতে হবে। যারা মাদ্রাসায় পড়বে কেবল তারাই করবে এইসব। যদিও আমরা পারিবারিকভাবে একটু নিজেদের চেষ্টায় পাঠ্য বইয়ের কিছু তা'লীমি বিষয় শিখেছিলাম যা দিয়ে উক্ত সমাজে মুন্সীগিরী করতে পারলেও এখানকার ছোট ছোট ছেলেদের পারফর্ম দেখে সাহসই হলো না কোন প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার কেবল আযান প্রতিযোগিতা ছাড়া। কারণ আযান প্রতিযোগিতাটিই যেন আমার নিকট কমন পড়ল।

যাহোক, ইজতেমার এই দিনগুলিতে আমার মনে ধীরে ধীরে এমন একটা প্রতিযোগী মনোভাব গড়ে উঠল যে মনে মনে সংকল্প করলাম সামনের বছর এসে অবশ্যই পুরস্কার হাতে বাড়ি ফিরব ইনশাআল্লাহ্। সেই অনুযায়ী বাড়িতে গিয়ে প্রচুর পড়াশোনা করে পুরস্কার পাওয়া যেমন তেমন আমার অতীতের ধর্মীয় জ্ঞানের স্বল্পতা পূরণ করার বড় একটা সুযোগ পেয়ে যাই।

এরপর খেলাধুলা প্রতিযোগিতা দেখে চিন্তা করি যে, এতদিন শুনলাম খেলাধুলা আর ইসলাম আলাদা জিনিস। হ্যাঁ এমনই মনে হয় তাদের বয়ানে বুঝতাম। কিন্তু ইজতেমায় এসে হাদিস কুরআন অধ্যায়ন করে জানতে পারলাম যে, খেলাধুলা সুস্থ্য শরীর গঠনে অত্যন্ত ভূমিকা রাখে, যাতে সুস্থ্য দেহে সুস্থ্য মনে ইবাদত বন্দেগীতে নিজেকে বিলীন করা যায়। সব মিলিয়ে এমন এক ভারসাম্যপূর্ণ পরিবেশে ভারসাম্যতার সাথে শরীর গঠন ও ধর্ম পালনের শিক্ষায় আমি অভিভূত হতে থাকি।

ইসলাম কখনই বৈরাগ্য পছন্দ করে না। ধর্ম মেনে পূর্ণ ইবাদত বন্দেগী করলেও জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় জীবিকার সন্ধান করা ইসলামে নিষিদ্ধ নয়। সেই বিষয়টিও বুঝি ইজতেমাতেই। ক্যারিয়ার গাইড লাইনের মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হয় কিভাবে পরিপূর্ণ ধর্ম পালন করেও অর্থ উপার্জন করা যায়। কতটুকু দুনিয়া নিয়ে ব্যস্ত থাকা যায়। ধর্ম পালনের পাশাপাশি কম সময়ে কিভাবে যুগোপযোগী শিক্ষা, কারিগরি শিক্ষা বা কৌশল গ্রহণ করে জীবিকার সন্ধান করা যায়। এই পৃথিবীতে সকল দিক ঠিক রেখে

এমন ভারসাম্যপূর্ণ শিক্ষার চর্চা এই মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার ইজতেমাতেই দেওয়া হয় দেখে আমার জ্ঞানের নতুন নতুন শাখা উন্মোচিত হতে লাগল। যা অআহমদী সমাজের লোকেরা কল্পনাও করতে পারে না।

আমরা যখন তবলীগ করতে গিয়ে প্রসঙ্গক্রমে এমন কথা শুনাই তখন তাদের চোখ কপালে উঠা ছাড়া আর কোনো জবাব থাকে না। তাই যেসকল খাদেম-তিফলগণ এই মিলন মেলায় নিয়মিত যোগদান করেন তাদের জীবনের অধ্যায়গুলি আপনি পরখ করে দেখুন এবং যারা এর বিপরীত তাদের অধ্যায়গুলিও দেখুন নিশ্চয়ই যেকেউ সহজেই বিস্তর পার্থক্য বুঝতে পারবেন। এখানে যে শৃংখলা, নিয়মানুবর্তিতা, নেতৃত্ব, ধৈর্যের শিক্ষা দেয়া হয় তা দুনিয়াতে কোন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনে খুঁজে পাওয়া ঢের কঠিন। যেমন, অল্প জায়গার মধ্যে খাওয়া-দাওয়া, পায়খানা-প্রস্রাব, অযু-গোসল, ফ্লোরে সুন্দর ও পরিপাটির সাথে ঘুমানো, দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে শৃংখলার সাথে খাবার সংগ্রহ করা ও খাওয়া, নির্দিষ্ট সময়ে ঘুমানো-ঘুম থেকে ওঠা, সময়মত প্রত্যেকটি কাজ সুসম্পন্ন করা ইত্যাদি। এসব বিষয়ে দেখাদেখি করে যারা দুর্বল তাদের মনে স্পৃহা জাগ্রত হওয়ার একটা বিশাল সুযোগ আমি এখানে প্রত্যক্ষ করেছি। ইজতেমার মাধ্যমে অর্জিত এই ব্যবহারিক শিক্ষাগুলি আমার জীবনে অনেক কাজে দিয়েছে। যখন আমি একটি বাহিনীতে ভর্তি হয়ে ট্রেনিং নিচ্ছিলাম সেখানে প্রত্যেকটি কাজ আমার নিকট মানসিকভাবে অনেক সহজ মনে হয়েছে। যেখানে সেগুলিতে তাল মেলাতে না পেরে আমার সাথের অনেকে ট্রেনিং সেন্টার থেকে পালিয়েছে। ট্রেনিং সেন্টারগুলিতে অত্যন্ত অল্প জায়গার ভিতর একদম ঠিক সেভাবেই সকল ব্যবস্থাপনা করা হয়ে থাকে। তাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস যারা জীবনের সকল ইজতেমায় যোগদান করেছেন তাদের অন্তত প্রত্যেকেই ট্রেনিং-এ ভালো রেজাল্ট করে কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হয়েছেন। চাকুরীতে শৃংখলাজনিত দ্বন্দ্বে দ্বন্দ্বমুক্ত থেকে কর্মে নিয়োজিত থাকতে পেরেছেন। যারা আগামীতেও এই শিক্ষাক্ষেত্রে নিয়মিত যোগদান করবেন তারাও এমনিভাবে কৃতিত্ব দেখাতে সক্ষম হবেন বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। তারা যেখানেই কর্মে যোগ দেন না কেন অবশ্যই তাদের ভিতর থেকে আলো বিচ্ছুরিত হতে থাকবে যা তার সহকর্মীদের মাঝে প্রবলভাবে প্রভাবিত করবে। তার গুণে মুগ্ধ হয়ে কর্মস্থলের যেকোনো কর্মকর্তাই তাকে নেতৃত্বের আসনে সম্মানিত করবে বলে আমার নিজ অভিজ্ঞতা থেকে দৃঢ় বিশ্বাস। কারণ বর্তমান যুগে বেশিরভাগ লোকই ধর্মে কর্মে নিজে যাই হোক না কেন সৎ, নির্ভিক, দক্ষ বিবেকবান মানুষের কদর যথেষ্ট করেন। যারা ইজতেমাগুলিতে বা জামা'তের অনুষ্ঠানগুলিতে নিয়মিত যোগদান করবেন না তারা আহমদী হলেও উপরোক্ত গুণহীন হওয়ার সম্ভাবনাই থাকে অনেকাংশে।

আমার খোদ্দাম জীবনে আর মাত্র ৩টির মত ইজতেমা পাব ইনশাআল্লাহ। অনেক মিস করছি এখন থেকেই। ভাবছি কিভাবে থাকতে পারব যখন শুনব মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার ইজতেমা হচ্ছে? মনে হচ্ছে, এই মহা বিদ্যালয় থেকে কতটুকুইবা নিজে অর্জন করতে পারলাম। যে ইজতেমাগুলি মিস করেছি সেগুলিতেও যদি যোগ দিতে পারতাম তাহলে আরো অনেকগুলি গুণে হয়তো গুণান্বিত হতে পারতাম।

সবশেষে দোয়া করি যেন বিশ্বের সকল খাদেম কদর করতে পারে মহান উদ্দেশ্যে সৃষ্ট এই ইজতেমার। আল্লাহ্ তা'লা যেন আমাদেরকে এই ইজতেমার মাধ্যমে মাহদী (আ.)-এর উপযুক্ত সৈনিক হিসেবে তৈরি হয়ে দেশের কল্যাণ সাধন ও ইসলামের বিশ্ববিজয়ে অগ্রণী ভূমিকা রাখার তৌফিক দান করেন। আমীন।

আমার জীবনে ইজতেমার গুরুত্ব

মুহাম্মদ জহুরুল ইসলাম মণি
রিজিওনাল কায়েদ, ঢাকা-বরিশাল রিজিওন

বিশ বছর আগে সত্যের প্রেরণার উজ্জীবিত হয়ে জীবনের কঠিন বাস্তবতার নিরীখে প্রতিকূলতাকে সঙ্গী করে আহমদীয়াত গ্রহণ আমার জীবনপট পরিবর্তনের প্রধান দিক। কিন্তু সত্যগ্রহণ করেও যেন থাকতে হয় এক দোদুল্যমান অবস্থায়। সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন অপবাদ-মিথ্যারোপ শুনতে শুনতে হয়তো সত্যের কাটা বাম দিকে (অবিশ্বাসের প্রতি) হেলে পড়তে চায়, আর এটাই প্রকৃতির নিয়ম। আহমদীদের বিরুদ্ধে সমাজে প্রচলিত বিশ্বাস ও কথা বা অপবাদগুলোর সত্যতা যদি প্রমাণিত না হয় এবং সেটি যদি নিজ অন্তরে পর্যবেক্ষণ করা যায় তাহলেই সত্যে প্রতিষ্ঠিত থাকা খুব সহজ হয়ে যায়। তৎকালীন আমার মতো প্রত্যেক নও-মোবাঈনও বোধ হয় এভাবে সূক্ষ্ম দৃষ্টি দিয়ে বিষয়গুলো যাচাই করতে থাকে। যখন আমি প্রচলিত কথার কোনো মিল এই জামা'তের লোকদের মাঝে খুঁজে পাই নি তখন সত্যতার বিষয়ে কোনো সন্দেহ থাকে না।

১১ অক্টোবর, ২০০২ তারিখে বয়আত গ্রহণের পর জলসার অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করি। দুনিয়াবী বিভিন্ন জলসার সাথে এই জলসা একই হবে বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু যখন এখানে এসে দেখি দিনের বেলায় জলসা হয়, সাবলীল তত্ত্বজ্ঞানপূর্ণ ধর্মীয় বক্তৃতা হয়– সেটি দেখে আশ্চার্যান্বিত হই।

ইজতেমা সম্পর্কে আমাদের সমাজে প্রচলিত ইজতেমার যে ধারণা ছিল, আমার মধ্যেও তার ব্যতিক্রম ছিলো না। কিন্তু যখন দেখি খোদ্দামুল আহমদীয়ার ইজতেমা হবে তখন উৎসুক মনে আগ্রহ জন্মাল যে, এই ইজতেমা আবার কেমন ইজতেমা। ইজতেমায় অংশগ্রহণ করে স্বীয় ধারণার সম্পূর্ণ বিপরীত প্রকাশ পায়। যুবকরা তিন দিন এসে এখানে থাকে, খেলাধুলা করে, বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে এবং তাদের পুরস্কারও দেওয়া হয়। যদিও আমি কেবল পর্যবেক্ষণকারী ছিলাম, রাতে থাকাও হয় নি। কিন্তু সকলের সাথে নামায পড়া, খাবার খাওয়া প্রভৃতি সকল ব্যবস্থা আমার কাছে খুবই ভালো লেগেছে। যদিও তখন আমার সাথে লোকদের কোনো পরিচিত ছিলো না, তাই শুধু শুক্রবার কেন্দ্রিক আয়োজিত অনুষ্ঠানগুলোতে আসতাম।

আমার দৃষ্টিতে ইজতেমা খুবই বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্বপূর্ণ এটাই যে, এই ইজতেমা অআহমদীদের মাঝে প্রচলিত ধ্যান-ধারণার সম্পূর্ণ বিপরীত একটি বিষয় এবং একটি অনন্য দিক। ঢাকার স্থানীয় ইজতেমায় অংশগ্রহণ ও পুরষ্কার প্রাপ্তি একটি নতুন দিক উন্মোচন করেছে আমার জীবনে। এরপর জেলা পর্যায়ে আয়োজিত ইজতেমায় অংশগ্রহণ করি। বিষয়গুলো এতটাই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ যা অন্য কোনো গোত্র, দল বা সংগঠনের মাঝে নেই। ইজতেমা আসলেই অন্যদের সাথে যোগাযোগের ও সম্পর্ক তৈরির একটি অনন্য মাধ্যম, আমার পক্ষে পুরোটা বর্ণনা করা অবর্ণনীয়।

ইজতেমায় অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে অর্থাৎ জাগতিক বিভিন্ন বিষয় যে ধর্মীয় শিক্ষার মাধ্যমে অর্জন করা বা শিখা যায় বিষয়টি কেবল আহমদীয়া জামা'তের মাঝেই পাওয়া যায়। ইজতেমা ভ্রাতৃত্বের সেতুবন্ধন এবং পারস্পারিক সহযোগিতা ও প্রতিযোগিতার মাধ্যম। জীবনের বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান লাভ হয় ইজতেমায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে। আমার জীবনে ইজতেমার গুরুত্ব ভাষায় প্রকাশ করার মতো নয়– একটু ক্ষুদ্র প্রচেষ্টায় প্রস্ফুটিত করতে চেয়েছি মাত্র। ইজতেমায় অংশগ্রহণকারী সকলের জন্য সালাম ও শুভ কামনা।

ইজতেমার সুবর্ণে বর্ণিল হোক সবার অগ্রযাত্রা

মুহাম্মদ মিরাজুল ইসলাম জুম্মন
ঢাকা

অন্ধকারে আলোর খোঁজে দীপ্তির নেশায় প্রভাশালী হয়ে উদ্ভাসিত হওয়ার বাসনা মানুষেরই চিরাচরিত আচরণ। সেই কিরণ সত্যের, সেই প্রভা ত্যাগের আবার সেই দ্যুতি মিলনের। হ্যাঁ, বাহারি মিলনের সেই জ্যোতি বিরহ-আন্ধারের ঢেউকে ছাপিয়ে স্মৃতির তীরে ঠাঁই পায়। কৈশরে অতিবাহিত ক্ষণগুলো যেন স্মৃতির পাতায় কলমের কান্না হয়ে সিঞ্চিত হয়। বয়োঃসন্ধিকালের চড়াই-উৎরাইয়ের উত্থান-পতনের মাঝে রয়েছে কিছু রোমন্থকর মতি। মননের ভিতর হতে সেই স্মৃতি আবারো পুনর্জাগরিত করার সুযোগ পেলাম এবারের সুবর্ণ জয়ন্তী ইজতেমার স্মরণিকায়।

সত্যের প্রেরণায় দীক্ষিত একদল ফেরশতা সাহায্যপুষ্ট বান্দাদের যৌবন-রক্তের প্রখরতার কুটিল প্রভাব ছাপিয়ে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনে পারস্পারিক ভালোবাসার প্রসবণে সিক্ত হয়ে যুগ-ইমাম, মসীহে মাওউদ (আ.)-এর খিলাফতের কার্যক্রমে পরস্পর পূণ্য কাজে প্রতিযোগিতার এক অনন্য মাধ্যম বা বৃহৎ মঞ্চ হলো 'ইজতেমা'।

শৈশবে ইজতেমার যাত্রা শুরু হয়েছিল মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, ঢাকার ইজতেমার মাধ্যমে। একটি বোর্ড ও কলম সান্ত্বনা পুরষ্কার হিসেবে প্রাপ্তি। প্রাপ্তির চেয়ে প্রেরণাই ছিল বোধহয় অধিক। ২০০৯ সালের ইজতেমায় অর্জন করি প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হওয়ার পুরষ্কার। এরপর আর থেমে নেই ইজতেমার পথচলা।

কেন্দ্রীয় মঞ্চে ইজতেমায় অংশগ্রহণ ইজতেমা-জীবনে একটি বিচিত্র রংধনুর রঙ ধারণ করে। সৃষ্টি হয় এক নতুন আমেজ ও আবহ। এ যেন এক নতুন দুনিয়া। একাকীত্বের নিসঙ্গতা ভঙ্গ করে নিয়ে আসে স্মরণীয় আনন্দের দিনগুলো। প্রতিবছর ইজতেমার সংবাদ আমার জন্য বয়ে আনে এক অনাবিল শ্রান্তি। সুযোগ আসে পুনরায় অর্বাচীন ও প্রাচীন, দূরের ও কাছের বন্ধু এবং পরিচিতজনের সাথে সাক্ষাত ও মিলনের। সৌভাগ্য লাভ হয় নতুন ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের।

ইজতেমার দিনগুলোতে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের ফলে দূর হয় হীনম্মন্যতা ও সংশয়হীনতা। বিকশিত হয় নিজ প্রতিভা। যাচাই করার সুযোগ আসে নিজ দক্ষতার ও কৌশলের; যা প্রয়োজন হয় জাগতিকতার মোহে আচ্ছন্ন জীবনের বাস্তবতায়। যেমন বক্তৃতায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে সবার সামনে কথা বলার সাহস, দলীয় খেলাধুলায় দল আকারে কাজ করার অভিজ্ঞতা অর্জন। পাশপাশি ইজতেমার বিভিন্ন কমিটিতে কাজ করার অভিজ্ঞতাও বাস্তব জীবনে সফলতা অর্জনের ক্ষেত্রে অন্যদের তুলনীয় আল্লাহ্‌র ফজলে আমরা (আহমদী খাদেমরা) রয়েছি একধাপ এগিয়ে। আমার জীবনের বহু কাজ শিখেছি ইজতেমার কাজের মাধ্যমে। প্রতিটি ইজতেমাতেই নতুন নতুন দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে শিখেছি কিভাবে সহজে, কতটা কৌশলে নিজের দায়িত্ব বা চ্যালেঞ্জগুলো নিজেই বা দল আকারে সমাধা করা যায়।

সুবর্ণ জয়ন্তী ইজতেমা সকল খাদেম ও তিফলের জীবন সুবর্ণ বৈচিত্র্যের সমারোহে বর্ণিল হয়ে উঠুক এই প্রত্যাশায় অংশগ্রহণকারী সকলকে সালাম ও অভিবাদন।

আমার জীবনের ইজতেমার অভিজ্ঞতা

আব্দুল বাসেত
রাজশাহী মজলিস

‘ইজতেমা’, এই শব্দটি শুনলেই আমার হৃদয়ে এক আশ্চর্য আনন্দের সঞ্চার হয়। আমার কাছে ইজতেমা শুধুমাত্র একটি মিলনক্ষেত্র নয় বরং ঈমানী পরিশুদ্ধি, জ্ঞান ও মূল্যবোধ বৃদ্ধি এবং ভ্রাতৃত্বের বন্ধন মজবুত করণের একটি অপূর্ব সুযোগ।

খাকসার ২০১৫ সালে প্রথমবার কেন্দ্রীয় ইজতেমায় অংশগ্রহণের সুযোগ লাভ করি। ১০ বছর বয়সী এই ছেলেটির কাছে এ যেন শ্রেষ্ঠ অভিজ্ঞতা। আহমদনগর হতে কাফেলা বাসে রওনা হয় ইজতেমার উদ্দেশ্যে। বাসে প্রায় সকলেই খোদ্দাম আতফাল ছিলেন। পুরো যাত্রাপথে হাসি-তামাশার মধ্যেও প্রত্যেকের প্রতি প্রত্যেকের যে যত্ন ও দায়িত্বশীলতা আমি দেখেছি তা আহমদীয়াতের বন্ধন ছাড়া সম্ভব নয়। ইজতেমা গাহে বাংলাদেশের বিভিন্ন মজলিস থেকে খোদ্দাম আতফাল ভাইয়েরা এসেছিলেন, আমরা প্রায় কাউকেই ঠিকমতো চিনতাম না। কিন্তু তাদের আচার-আচরণ ও ব্যবহার দেখে বার বার মনে হয়েছে, তারা আমাদের খুব আপন কেউ। এটাই বুঝি খোদ্দামুল আহমদীয়ার ভ্রাতৃত্বের বন্ধন।

ইজতেমার প্রতিযোগিতা পর্বের শুরুতে ভয় ভয় লাগছিলো। আমি প্রতিটি প্রতিযোগিতাতেই অংশগ্রহণ করি। প্রতিযোগিতা দেয়ার সময় খেয়াল করলাম, শ্রদ্ধেয় বিচারকগণ খুব মনোযোগ সহকারে প্রত্যেক প্রতিযোগীর কথা শুনছেন। এতে করে যেমন অবাক হলাম তেমনি ভয়টা আরও বেড়ে গেল। উর্দু বক্তৃতা প্রতিযোগিতায় বক্তৃতা প্রদানের পর একজন শ্রদ্ধেয় বিচারক সাহেব আমার পিঠে হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন, ‘মাশাআল্লাহ! তোমার বক্তৃতা উপস্থাপন খুব সুন্দর হয়েছে।’ এই শব্দগুলি আমার কাছে হাজার পুরস্কারের চেয়েও উৎকৃষ্ট মনে হয়েছিলো এবং এই শব্দগুলো আমাকে প্রতিনিয়ত অনুপ্রাণিত করে।

আমাদের আতফালদের জন্য জাতীয় ইজতেমায় সবচেয়ে আগ্রহের বিষয় ছিল ‘আতফাল সম্মেলন’। তৎকালীন মোহতামিম আতফাল মোহতরম মাহবুবুর রহমান জেপি সাহেব আমাদেরকে অনুষ্ঠানের পূর্বে শিখিয়ে দিয়েছিলেন মোহতরম সদর সাহেবের সামনে আমাদের প্রদর্শন কেমন হওয়া উচিত। মোহতরম সদর সাহেবের বক্তৃতা ছিল আমাদের জন্য অন্যরকম কিছু। সকলে অবাক হয়ে প্রতিটা কথা শুনছিলাম। আমি সেবছর ইজতেমায় একটিমাত্র পুরস্কার পাই। কিন্তু ইজতেমা শেষে যে পরিমাণ উৎসাহ, অনুপ্রেরণা ও উদ্যমের সাথে বাড়ি ফিরেছিলাম তা ছিল সকল পুরস্কারের কাছে তুচ্ছ। যা কিনা পরবর্তী বছরগুলোতে ইজতেমায় অংশগ্রহণে এবং মজলিসি কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণে আমাকে অনুপ্রেরণা দিয়েছে।

নিজের ভাষায় বললে, আমার কাছে ইজতেমা যেন ‘দ্বিতীয় ঈদ’। জাতীয় ইজতেমায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে সারা দেশের বিভিন্ন মজলিসের খোদ্দাম-আতফালদের সাথে যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন তৈরি হয় তা চিরদিন অটুট থাকে। প্রতিবছর ইজতেমা আমাদেরকে সজীব করে এবং এই উৎফুল্লতাই মজলিসের কাজে আমাদের অনুপ্রেরণা প্রদান করে। আজ আমরা ৫০তম জাতীয় ইজতেমায় অংশগ্রহণের সুযোগ পাচ্ছি, আলহামদুলিল্লাহ।

আল্লাহ্ তা’লা আমাদের সকলকে এই ইজতেমা হতে বরকত অন্বেষণের তৌফিক দান করুন। আমীন।

ইজতেমায় অংশ নিয়ে আমি যা পেয়েছি

জুহায়ের আহমদ, ধানীখোলা

আমাদের প্রথম স্মরণীয় রিজিওনাল ইজতেমা সম্পর্কে কিছু লেখার ইচ্ছে করছি। যদিও এই ইজতেমাতে অংশ নেয়া আমার অনেকটা অনিশ্চিত ছিল। কেননা সামনে ছিল আমার এসএসসি পরীক্ষা। কিন্তু খোদা তা'লার অশেষ কৃপায় কায়েদ সাহেবের উৎসাহে সিদ্ধান্ত নিলাম ইজতেমায় অবশ্যই অংশ নিব। আমার উদ্দেশ্য ছিল উদ্বোধনী অনুষ্ঠান করেই ফিরে আসার।

ইজতেমার উদ্বোধনী অনুষ্ঠান যখন শেষ হল তখন রিজিওনাল কায়েদ সাহেবের অবর্তমানে জেলা কায়েদ সাহেব জনাব হানিফ আহমদের কাছে গেলাম অনুমতি নেয়ার জন্য। কিন্তু তিনি এবং আমাদের মজলিসের কায়েদ সাহেব আমাকে বারবার বুঝাচ্ছিলেন, ইজতেমা শেষ করে যাও। ইজতেমায় অংশ নেয়ার বরকতে আল্লাহ্ তোমাকে উত্তম প্রতিদান দিবেন। তাদের প্রেরণায় আমি ইজতেমাতে থেকে যাই আর বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশ নেই। ইজতেমার শেষ দিন মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, বাংলাদেশের সদর সাহেব ইজতেমাতে আসেন। তিনি আমাদের উদ্দেশ্যে নসীহতমূলক বক্তব্য প্রদান করেন। শেষে তাঁর হাত থেকে পুরস্কার গ্রহণ ছিল আমার জীবনে অনেক বড় আনন্দের বিষয়।

ইজতেমা শেষে বাড়ি ফেরার পথে অনেক কষ্ট হচ্ছিল। দু'টা দিন একসাথে বাজামাত তাহাজ্জুদ নামায আদায়, পাঁচ বেলার নামায আদায়, এক সাথে খাবার, খেলাধুলা করেছি কতই না ভালো কেটেছে। তবে ইজতেমা থেকে আসার পর আমার মনে এক ধরনের স্বস্তি কাজ করছিল। আমার কয়েক দিন স্কুলের বই না পড়া সত্ত্বেও মনে হচ্ছিল আমার যেন সবই পড়া আছে, পরীক্ষায় ভালোভাবে লিখতে পারবো। এসএসসি পরীক্ষা শুরু হলো। প্রতিটি পরীক্ষায় আল্লাহ্‌র কৃপায় মোটামুটি ভালোই হয়েছে। যেদিন ফল প্রকাশ হয় সেদিন ছিলো আমার জন্য খোদা তা'লার উপহার প্রদানের দিন। প্রথমে শুনলাম এ+ পেয়েছি। তারপর এক বন্ধু ফোন করে বললো তুমি গোল্ডেন এ+ পেয়েছ। আলহামদুলিল্লাহ্।

আমি খোদা তা'লার শুকরিয়া জ্ঞাপন করলাম আর নিজ চোখে প্রত্যক্ষ করলাম আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের কাজে সময় ব্যয় করার ফজিলত। আসলে ইজতেমা বা তা'লীম ক্লাসে অংশগ্রহণ আমাদের আধ্যাত্মিক ও জাগতিক উন্নতির একটি মহামাধ্যম।

ইজতেমার আনন্দ ভুলবার নয়

মাহির লাব্বি
ভাতগাঁও

ইজতেমা আমাদের জন্য একটি অনেক বড় নেয়ামত। এ নেয়ামত যারা উপলব্ধি করে তারা কখনও ইজতেমায় অংশগ্রহণ থেকে বঞ্চিত থাকে না। ইজতেমায় অংশ নিয়ে আমরা বিভিন্ন মজলিসের আহমদী ভাইদের সাথে সাক্ষাৎ করে জাগতিক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভ করতে পারি। এছাড়া সবাই মিলে ধর্মীয় পরিবেশে আনন্দও করতে পারি। আমি এখন পর্যন্ত ৪-৫ বার জাতীয় ইজতেমায় অংশগ্রহণ করার তৌফিক লাভ করেছি, আলহামদুলিল্লাহ্। আমরা যখন ইজতেমায় যাই তখন আমাদের মজলিসের সবাই একত্রে রওয়ানা হই। সকলে মিলে একসাথে ভ্রমণ করে ইজতেমায় যাওয়ার মজাই আলাদা। ইজতেমা আমাদের অনেক কিছু শেখায়। যেমন ভদ্রতা বজায় রাখা, নম্রতা, শালীনতা, বড়দের সাথে ভালো ব্যবহার করা ইত্যাদি।

আমার জীবনে আমি প্রথম ইজতেমায় অংশগ্রহণ করি ২০১৬ সালে। এই আনন্দ ও মজার অনুভূতি বলে প্রকাশ করা সম্ভব না। ইজতেমায় আমাদের অনেক তা'লীমি প্রতিযোগিতা হয়। যেমন শুদ্ধ কুরআন তেলাওয়াত, নযম, আযান ইত্যাদি প্রতিযোগিতা এবং পাশাপাশি খেলাধুলা হয়। এতে আমরা সকলেই ভালো কাজে উদ্বুদ্ধ হই। এই ইজতেমায় আমি বেশ ক'টি পুরস্কার লাভ করি। ইজতেমার স্মৃতিগুলো সারা জীবন আমার স্মরণীয় হয়ে থাকবে। এরপর ২০১৮ সালে আমি ৪৭ তম জাতীয় ইজতেমায় অংশগ্রহণ করার সৌভাগ্য লাভ করি। যেটি হয়েছিল পঞ্চগড়ের আহমদ নগরে। এটি ছিল একটি ঐতিহাসিক ইজতেমা। আমাদের খুব নিকটে হওয়ার কারণে আমরা ইজতেমায় বেশি বেশি অংশগ্রহণ করতে পেরেছিলাম।

আমার মনের কথা বলতে গেলে যখনই শুনি বা জানতে পারি যে আগামী মাসে বা এত তারিখে ইজতেমা অনুষ্ঠিত হবে তখন থেকেই আমার মন অনেক উৎফুল্য হয়ে যায় এটা ভেবে যে আমি এবার ইজতেমায় অংশগ্রহণ করব। এরপর ২০১৯ সালে ৪৮ তম জাতীয় ইজতেমা দারুত তাবলীগ ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। ইজতেমা আমার কাছে এতটাই গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয় যে ইজতেমার এক একটি দিন আমার কাছে ঈদের দিনের সমান মনে হয়। আমরা সকলেই সবার সাথে মিলিত হই, ইজতেমার পড়ে আমরা ক'জন বাইরে ঘুরতে গিয়েছিলাম। এরপর ২০২১ সালে ৪৯তম জাতীয় ইজতেমাতেও অংশ নেই। এই ইজতেমায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ মাঠে ফুটবল এবং অন্যান্য খেলার আয়োজন করা হয়েছিল।

স্থানীয়, জেলা এবং রিজিওনাল ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয় কিন্তু জাতীয় ইজতেমার মত আনন্দ অন্য কোন ইজতেমায় আমি কখনো পাই নি। জাতীয় ইজতেমায় খাওয়া থেকে শুরু করে দেয়ালিকা প্রকাশ, বিজ্ঞান প্রজেক্টে অনেকেই অনেক কিছু উপস্থাপন করার চেষ্টা করে যা আমার কাছে খুবই আনন্দময় এবং ভালো লাগে। প্রত্যেক বছরের ইজতেমা আমার জন্য বয়ে আনে নতুন কিছু অভিজ্ঞতা আর কল্যাণ।

আমার জীবনে ইজতেমা

বাসেল আহমদ শাবাব
মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, চট্টগ্রাম

আমার জন্ম ও বড় হওয়া চট্টগ্রামের মাটিতে। নিজের বাসার পরে চট্টগ্রামের মসজিদ বায়তুল বাসেত'কে আমার দ্বিতীয় ঠিকানা হিসেবে বলতেই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি। এই পর্যন্ত যদি হিসেব করি, আল্লাহ্‌র ফযলে জ্ঞান হওয়ার পর হতে চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত প্রতিটা স্থানীয়, জেলা ও রিজিওনাল ইজতেমায় অংশ নেয়ার সৌভাগ্য হয়েছে। মহান আল্লাহ্ সুযোগ দেয়াতে খোদ্দামুল আহমদীয়াতে বিভিন্ন দায়িত্বে থাকাকালীন বেশ কিছু ইজতেমাতে আয়োজক হিসেবে কাজ করারও তৌফিক পেয়েছি, আলহামদুলিল্লাহ্।

কথা বলা ও হাটতে শেখা শুরু করার পর-ই ইজতেমা ও তা'লীম তরবিয়তী ক্লাসে নিয়মিত অংশ নেয়া। ছোট আতফাল হিসেবে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করা ও পুরষ্কার পাওয়া শুরু করলাম। তখন খুব আনন্দ লাগতো। তবে ইজতেমায় আমার সবচেয়ে পছন্দের ছিলো রাতে মসজিদে অবস্থান। কিন্তু ছোট থেকেই ঠাণ্ডাজনিত সমস্যার কারণে আমাকে রাতে মসজিদে অবস্থান করতে দিতে চাইতেন না আমার বাবা। তবুও জোর করে থাকতে চাইতাম। একবার আমার মনে আছে, ইজতেমার আগের রাতে মসজিদে অবস্থান করাতে আমার বেশ ঠাণ্ডা লেগে যায়, তখন আমার বয়স ৯-১০ বছর। পরদিন ছিলো কুরআন তেলাওয়াত প্রতিযোগিতা। আর সকালে উঠে আমার গলা থেকে কোনো প্রকার সুর তো দূরের কথা শব্দ পর্যন্ত বেরোচ্ছেনা। যে বিভাগে পুরষ্কার পাওয়ার সুযোগ বেশি ছিলো, সেটাতেই কোনো পুরষ্কার পেলাম না সে বছর। কুরআন তেলাওয়াত ও বক্তৃতা প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়া আমার বেশি পছন্দের ছিলো। তবে প্রতিযোগিতাগুলো কঠিন হত কেন্দ্রীয় ইজতেমায়। সারা দেশের বিভিন্ন মজলিসের খোদ্দাম-আতফালদের এই মিলনমেলায় নতুন মানুষদের সাথে পরিচিত হওয়া, প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়া ও পুরষ্কার পাওয়ার আনন্দ অন্যরকম ছিলো। চট্টগ্রাম হতে বাসে বা ট্রেনে করে একসাথে অনেক খোদ্দাম-আতফালরা মিলে ঢাকায় গিয়ে কেন্দ্রীয় ইজতেমায় অংশ নেয়ার অভিজ্ঞতা সত্যিই দারুণ ও অসম্ভব আবেগপূর্ণ।

আমি যখন আতফাল বয়সে প্রতিযোগিতা করতাম তখন শুধু তাকিয়ে থাকতাম খোদ্দামদের গ্রুপটার দিকে। তাঁদের সিলেবাস দেখে কি যে অবাক হতাম! এতকিছু কিভাবে শেখা সম্ভব? আমি কবে খোদ্দাম হবো, কবে তাঁদের সাথে প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারবো! এসব ভাবতে ভাবতেই কখন যে বয়স পনেরো এর কোঠা পার হলো, টের-ই পেলাম না।

সময়ের পরিক্রমায় বড় হতে থাকলাম। শুধু প্রতিযোগী হিসেবে অংশ নেয়ার সুযোগ ধীরে ধীরে কমতে থাকলো। খোদ্দামুল আহমদীয়ার আমেলায় সর্বপ্রথম দায়িত্ব পাই এডিশনাল মোতামাদের। এরপর যখন-ই ইজতেমা আসতো, দেখা যেতো কোনো না কোনো সাব-কমিটিতে খাকসারের নাম রয়েছে এবং মহান আল্লাহ্ এক নতুন উপায়ে ইজতেমার স্বাদ গ্রহণের সুযোগ

দিলেন। প্রথম প্রথম শুধু ক্লাস বা প্রতিযোগিতা পরিচালনায় সহায়তা বা চা-নাস্তা আনা নেয়ার মত কাজগুলো করতাম পরবর্তীতে পুরষ্কার, খাদ্য বিভাগ, কিংবা আবাসনের মত বড় বড় ক্ষেত্রে সেবা করার তৌফিক লাভ করি। কাজের ক্ষেত্রে যাদের কাছ থেকে বেশি শেখার সুযোগ পেয়েছি তারা হলেন– জনাব শিমরান মির্যা (প্রাক্তন কায়েদ ও বর্তমানে আনসারুল্লাহ যয়ীমে আলা চট্টগ্রাম), মতিউর রহমান ভূঁইয়া, বিজয় ভাই, ডা. শুভ ভাই, রুপু ভাই, মোসাউয়ের ভাই, আকাশ সহ আরো অনেকেই। সময়ের সাথে সাথে দায়িত্ব পরিবর্তন হয়েছে, বেড়েছে কাজের পরিধি তবে প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়ার তীব্র ইচ্ছা এখনো আগের মতই রয়েছে। সুযোগ পেলেই যেকোন তা'লিমী প্রতিযোগিতায় কোনোরূপ প্রস্তুতি না থাকলেও অংশ নিতে পারলে অসম্ভব ভালো লাগে। এখন আমার চেয়ে ছোট বয়সের খাদেম-তিফলদের দেখে ভালো লাগে; তাঁদের উৎসাহ উদ্দীপনা ও ইজতেমায় অংশ নেয়ার প্রতি আগ্রহ দেখে মনে পড়ে যায় সেই আতফাল বা খোদ্দাম বয়সের শুরুর দিকের সোনালী সময়ের কথা। এখন আমি আর চট্টগ্রামে নেই। তবে ইজতেমার সময় ঘনিয়ে আসলেই মন পড়ে থাকে মসজিদ বায়তুল বাসেতের ২য় তলার কোণার দিকের অংশগুলোতে, ঠিক যে স্থানে প্রতিযোগিতাগুলো হতো, যেখানে রয়েছে হাজারো স্মৃতি।

শেষ করছি কিছু একান্ত উপলব্ধি ব্যাক্ত করে। ইজতেমাসমূহে অংশ নেয়া ও কাজ করা থেকে এতটুকু বলতে পারি– সারাবছর তা'লীমি বিভিন্ন বিষয়ে আমাদের হয়তো ঘাটতি থাকে, আর এই ইজতেমাগুলো সেই ঘাটতি পূরণের এক অসাধারণ সুযোগ। এছাড়াও, খোদ্দাম-আতফালদের মাঝে ভ্রাতৃত্ববন্ধন মজবুত করতে ইজতেমা খুব সুন্দর ভূমিকা পালন করে। আমার বিশ্বাস, যে ছাত্র নিয়মিত তা'লীমি ক্লাস ও ইজতেমাগুলোতে অংশ নেন সে স্কুল-কলেজ কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশোনায় কখনো পিছিয়ে থাকবেন না, ইনশাআল্লাহ্।

মহান আল্লাহ্ আমাদের সকলকে ইজতেমার কল্যাণ লাভ করার তৌফিক দান করুন। সকলে যেন নিজ নিজ মজলিসের ইজতেমার পাশাপাশি কেন্দ্রীয় ইজতেমায় অংশগ্রহণের চেষ্টা জারি রাখি।

ধর্মের প্রতি ভালবাসার শিক্ষা দেয় ইজতেমা

মওলানা মুহাম্মদ কাসেম হোসাইন পিয়াস
মুরব্বী সিলসিলাহ

আমার যতদূর মনে পড়ে ২০০৩ সাল থেকে ইজতেমার যাত্রা শুরু আমার। ২০০৩ এর পর থেকে কোনো দিন ইজতেমা মিস করি নি। ঈদের আনন্দের চেয়ে কোনো অংশে কম ছিল না ইজতেমার আনন্দ। বরং বেশি ছিল। নযমের প্রতি আগ্রহ ছিল অনেক। আর নযমে পুরস্কারও পেতাম। বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় পুরস্কার পেয়ে আগ্রহ বেড়ে যেত দ্বিগুন, অপেক্ষায় থাকতাম পরের বছরের ইজতেমার জন্য। আজ জামা'ত ও ধর্মের জন্য যতটুকু টান, আগ্রহ এসবের হাতে খড়ি ছিল ইজতেমা।

ইজতেমায় আমি শিখেছিলাম আল্লাহ্ দোয়া কবুল করেন। প্রতি ইজতেমায় আল্লাহ্র কাছে বলতাম আমার এত গুলো পুরস্কার দরকার, আল্লাহ্ আমার মত দূর্বল বান্দার দোয়াকে গ্রহণ করে পুরষ্কৃত করতেন। আর এভাবে আমি শিখেছি আল্লাহ্র কাছে চাইলে তিনি ফিরান না। বরং ছোট বিষয় হলেও তাঁর কাছেই চাইতে হয়। ৫০ তম ইজতেমায় অংশগ্রহণকারিদের অনেক অনেক মোবারক বাদ।

আমার জীবনে প্রথম ইজতেমা

খালিদ আহমদ
ঢাকা

বয়স তখন পনের আমার। প্রথম ইজতেমাতে অংশগ্রহণ করি দাম্মাম, সৌদি আরবে। ছোট জামা'ত, অল্প কিছু আহমদী পরিবার। তাই অঙ্গ-সংগঠনের কার্যক্রমও কম ছিল ওই সময়ে। আমার পু স্কুল ও কলেজ জীবন সৌদিতে বড় হয়েছি। ক্লাস ফোর ফাইভে যখন পড়ি তখন আহমদীয়া জামা'তের সবার সাথে যুক্ত হই। আস্তে আস্তে জানতে পারি আমরা অন্য মুসলমানদের মতো না, আমরা মহানবী (সা.)-এর নির্দেশ অনুসারে এ যুগের প্রতিশ্রুত মসীহ্‌কে মান্য করেছি।

যাহোক, প্রথম ইজতেমার কথাতে আসি আবার। আমি ওই ইজতেমায় একমাত্র বড় আতফাল। আরো চার পাঁচ জন ছিল ছোট আতফাল। তারা আমার চেয়ে প্রায় চার বছরের ছোট ছিল। আমার সমবয়সী কোন আহমদী বন্ধু ছিল না। যারা ছিল তারা আমার চেয়ে দুই তিন বছরের বড় খোদ্দাম। সেখানের জামা'তের বেশিরভাগ ছিলেন পাকিস্তান ও ভারত থেকে। সব প্রোগ্রাম উর্দুতে হত। তাই খুতবা ও অন্য প্রোগ্রামগুলো যখন ছোট ছিলাম বুঝতাম না।

আমার স্কুলের বন্ধুরা কেউ আহমদী ছিল না। তখন আমার ইচ্ছা ছিল বিভিন্ন ধর্মের ব্যাপারে জ্ঞান নিবো আর বড় হলে যাচাই-বাছাই করে সেই ধর্মের অনুসারী হব।

জামা'তি পুস্তকাবলী সৌদিতে পাওয়া যেত না আর এখনকার মত তখন কোন ওয়েবসাইটও ছিল না যেখান থেকে বই পড়া যাবে! এমটিএ-এর কারণে এবং খলিফা রাবে (রাহে.)-র প্রশ্ন-উত্তরের প্রোগ্রাম দেখে প্রভাবিত হই তখন। সেই ইজতেমায় কুরআন তিলাওয়াত এবং উর্দু ও ইংরেজি বক্তৃতায় পুরস্কারপ্রাপ্ত হই। তখন ছোট আতফাল ও বড় আতফাল কোন ভাগ ছিল না। 'ওফাতে মসীহ (আ.)' এর ওপর বক্তৃতা দেই উর্দু ও ইংরেজিতে। বক্তৃতাটা নিজেই রিসার্চ করে লিখেছিলাম। তুলে ধরেছিলাম ঈসা আলাইহিস সালামের মৃত্যু নিয়ে ইহুদি, খ্রিস্টান, অ-আহমদী মুসলমান ও আহমদীদের ধর্মবিশ্বাস কি তা সংক্ষিপ্ত আকারে।

যাহোক, এরপর থেকে বিভিন্ন ধর্মের ব্যাপারে জানার আগ্রহ এবং আহমদীয়ত কেন বা সত্য তা জানার ও গবেষণা করার আগ্রহ আরও প্রকট হয়। আলহামদুলিল্লাহ! এমটিএ, আহমদীয়া জামা'তের বই এবং জামা'তের বিভিন্ন প্রোগ্রামে অংশ গ্রহণের কারণেই খাকসার আজ আহমদীয়তের ছায়াতলে থাকার সৌভাগ্য হয়েছে।

আমরা আদর্শ হই

তানভীর-ই-ইলাহী ইভান
কায়েদ, মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, তেজগাঁও

আলহামদুলিল্লাহ্! আমরা ৫০তম বার্ষিক ইজতেমা করতে যাচ্ছি। আমাদের সমাজের চারপাশে আজ আত্মার ক্রম অবোন্নতির বহুবিধ উপায় উপকরণ বিদ্যমান। এ পরিস্থিতিতে স্বীয় চরিত্রকে উত্তম আদর্শে দাঁড় করিয়ে রাখা অত্যন্ত কঠিন কাজ। একথা বড়দের বেলায় যেমন সত্য যুবকদের বেলায়ও একই সত্য। আহমদী পরিবারের জন্য এ সমস্যা অত্যন্ত প্রকট। ধ্বংসে নিপতিত হওয়ার সম্ভাবনা পদে পদে। ঘর থেকে পা বাড়ালেই বিপদের আশঙ্কা। চরিত্রকে নির্মল, পরিশুদ্ধ রাখা যুদ্ধ করার শামিল। তবুও আমাদেরকে পবিত্র আদর্শের ওপর নিজেকে প্রতিষ্ঠিত রাখতে হবে। কোনো অবস্থাতেই পদস্খলন হওয়া যাবে না।

একজন আহমদী যুবক হিসেবে আমার আচার ব্যবহার অন্যান্যদের তুলনায় আদর্শ হবে। কারো সাথে মেশার সাথে সাথেই আমাকে বুঝিয়ে দিতে হবে যে আমি নেশা, পান, বিড়ি, সিগারেট অতিরিক্ত চা পান পছন্দ করি না। আমাকে সর্বাবস্থায় নিজের ধর্ম কর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকতে হবে। আমাদের সমস্ত সাথীদের সব সময় বলতে হবে, প্রত্যুষে নামায ও কিছুটা সময় কুরআন পাঠ শেষ না করে ঘরের বাইরে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

অধুনা সমাজের দুর্বিসহ পরিস্থিতি থেকে মুক্ত থাকা ও পরিস্থিতি মোকাবিলা করার আরো কায়দা-কৌশল আছে, যা আমাদেরকে সুযোগ বুঝে কাজে লাগাতে হবে। লাগামহীনভাবে সন্তানদেরকে মোবাইল, টেলিভিশন, ইন্টারনেট, ফেসবুক ব্যবহারে ছেড়ে দেয়া যাবে না। এ ব্যাপারে চরম সতর্ক থাকতে হবে। আদরের সাথে এসবের কুফল বুঝিয়ে তাদেরকে সামলিয়ে রাখতে হবে।

একবার উত্তেজিত হয়ে পড়লে আর নিয়ন্ত্রণে রাখা সহজ হবে না। শেষ কথা হলো, এই পরিবেশেই আমাদেরকে থাকতে হচ্ছে, চলতে হবে। এর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে চলার আর উপায় নাই, সুতরাং প্রয়োজন আন্তরিক দোয়ার। নিজের জন্য সাথে সন্তানদের জন্যও। সর্বত্রই নোংরা, অসত্য, অশ্লীল, অধর্ম, অপকর্ম সয়লাব। এতসব অশ্রাব্য পরিস্থিতিতে বসবাস করে নিজে উত্তম থাকা অত্যন্ত কঠিন কাজ। এমতাবস্থায় আল্লাহ্‌র সাহায্য ছাড়া এ অবস্থা থেকে নিরঙ্কুশ বেঁচে থাকা কস্মিনকালেও সম্ভব নয়। সর্বদা দোয়া করুন, হে খোদা! তুমি আমাদেরকে সর্বাবস্থায় সিরাতাল মুস্তাকীমে পরিচালিত কর, আমাকে এবং আমার পরিবারের সদস্যদেরকে দুনিয়ার অসভ্য প্রভাব থেকে সহজে বাঁচিয়ে রাখ, আমীন।

পৃষ্ঠা: ৪, শুভেচ্ছা মূল্য: ২ টাকা

ঢাকা, ১ অক্টোবর, ২০১৭, বর্ষ ১, সংখ্যা ১

৪৬তম বার্ষিক ইজতেমা উপলক্ষ্যে–

ইজতেমা বুলেটিন

সমগ্র বিশ্বের শান্তি কামনার মধ্য দিয়ে ৪৬তম ইজতেমার শুভ উদ্বোধন

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া বাংলাদেশের ৪৬তম জাতীয় বার্ষিক ইজতেমার কার্যক্রম শুরু হয় গত ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৭ইং রোজ শুক্রবার সকাল ৮.৩০ মিনিটে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় কার্যালয় ঢাকার দারুত তবলীগ মসজিদ প্রাঙ্গনে। প্রচণ্ড বৃষ্টি উপেক্ষা করেও দেশের দূর-দূরান্ত হতে ৯৬টি মজলিস থেকে প্রায় ৮০০ খোদ্দামুল আহমদীয়ার সদস্য এবং প্রায় ৪০০ আতফালুল আহমদীয়ার সদস্য এতে অংশগ্রহণ করেন।

২৯ সেপ্টেম্বর সকাল ৮.৩০ মিনিটে পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে ইজতেমার কার্যক্রম শুরু হয়। পতাকা উত্তোলনপর্ব শেষে উদ্বোধনী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ন্যাশনাল আমীর মোহতরম আলহাজ্জ মোবাশশের উর রহমান। পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত এবং নযম পাঠের পর ইজতেমা উপলক্ষে মোহতরম ন্যাশনাল আমীর ঈমান উদ্দীপক বক্তব্য প্রদান করেন যা ইজতেমায় আগত সকল সদস্যগণকে বিশেষভাবে উজ্জীবিত করে। উদ্বোধনী ভাষণে তিনি শৃংখলা, প্রেমপ্রীতি ও ভালোবাসার মাধ্যমে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা প্রচার ও প্রসারের প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। তিনি ইজতেমায় অংশগ্রহণকারী সব খোদ্দাম ও আতফালবৃন্দকে মহানবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রকৃত শিক্ষা নিষ্ঠার সাথে পালন করার আহ্বান জানান।

উদ্বোধনী অধিবেশনে আরো বক্তৃতা করেন ৪৬তম বার্ষিক ইজতেমার চেয়ারম্যান জনাব শাহানশাহ আজাদ জুম্মন। এছাড়া সদর মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া বাংলাদেশ ইজতেমা উপলক্ষে আগত সকলকে স্বাগত জানিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন।

৪৬তম বার্ষিক ইজতেমায় উদ্বোধনী বক্তৃতা রাখছেন মোহতরম আলহাজ্জ মোবাশশের উর রহমান, ন্যাশনাল আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

ইজতেমায় বক্তৃতা রাখছেন মোহতরম সদর, মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, বাংলাদেশ

মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের দোয়া পরিচালনার মাধ্যমে উদ্বোধনী অধিবেশনের সমাপ্তি হয়। এরপর

সফলতার সাথে আতফাল সম্মেলন অনুষ্ঠিত

গতকাল রোজ শনিবার সন্ধ্যা ৭টায় মজলিস আতফালুল আহমদীয়া বাংলাদেশের উদ্যোগে ইজতেমা উপলক্ষ্যে আগত সকল আতফালদের নিয়ে আতফাল সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতি করেন সদর সাহেবের প্রতিনিধি জনাব মুনাদিল ফাহাদ, নায়েব সদর-২।

তারুয়া মজলিসের আতফালুল আহমদীয়ার সদস্য ইশতিয়াক আহমদ প্রিতম এর পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে আতফাল সম্মেলনের কার্যক্রম শুরু হয়। নযম পাঠ করেন ঘাটুরা মজলিসের আতফালুল আহমদীয়ার সদস্য তুষার আহমদ।

সম্মেলনে আতফালদের উদ্দেশ্যে নসীহতমূলক বক্তৃতা করেন জনাব মোহাম্মদ হাবীবুল্লাহ, বাংলাডেস্ক, ঢাকা। তিনি আতফালদের উদ্দেশ্যে কয়েকটি বিষয়ে দিক নির্দেশনা প্রদান করেন। এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য হল-আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা, ইসলাম ও রসূলের শিক্ষা ও আদর্শ জীবন বিপন্ন অবস্থাতেও প্রতিপালন করা এবং রসূল তথা রসূল (সা.) এর অবর্তমানে খিলাফতের প্রতি পরম ভালোবাসা রাখা।

এছাড়া তিনি আতফালদেরকে নিয়মিত পবিত্র কুরআন চর্চা, নিয়মিত পাঁচওয়াক্ত বাজামাত নামায আদায় ও খিলাফতের প্রতি ভালোবাসা ও আনুগত্য বিষয়েও দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

আতফাল সম্মেলনের এ পর্যায়ে

এরপর ৪র্থ পৃষ্ঠা-

৪৭তম বার্ষিক ইজতেমা উপলক্ষ্যে–

পঞ্চগড়, ২১ অক্টোবর, ২০১৮, বর্ষ ২, সংখ্যা ২, দ্বিতীয় সংস্করণ

ইজতেমা বুলেটিন

বিশ্বের শান্তি কামনার মধ্য দিয়ে আজ শেষ হচ্ছে মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া বাংলাদেশের ৪৭তম জাতীয় ইজতেমা

৪৭তম বার্ষিক ইজতেমায় বক্তব্য রাখছেন মোহতরম আলহাজ্জ মোবাশশের উর রহমান, ন্যাশনাল আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ। মঞ্চে উপবিষ্ট আছেন মোহাম্মদ তৌহিদুল ইসলাম, মেয়র, পঞ্চগড় পৌরসভা এবং মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া বাংলাদেশের সদর জনাব মুনাদিল ফাহাদ

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া বাংলাদেশের ৪৭তম জাতীয় বার্ষিক ইজতেমার কার্যক্রম শুরু হয় গত ১৯ অক্টোবর ২০১৮ইং রোজ শুক্রবার সকাল ১১.০০টায় হিমালয় কন্যা পঞ্চগড়ের ধাক্কামারা ইউনিয়নের আহমদনগর গ্রামে বিশাল খোলা মাঠে। দেশের দূর-দূরান্ত হতে প্রায় দুই সহস্রাধিক খোদ্দামুল আহমদীয়ার সদস্য এতে অংশগ্রহণ করেন।

১৯ অক্টোবর সকাল ১১টায় জাতীয় ও সংগঠনের পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে ইজতেমার কার্যক্রম শুরু হয়। পতাকা উত্তোলন করেন আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশের ন্যাশনাল আমীর মোহতরম আলহাজ্জ মুবাশ্বের উর রহমান এবং মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া বাংলাদেশের সদর জনাব মুনাদিল ফাহাদ। পতাকা উত্তোলনপর্ব শেষে জনাব এখতিয়ার উদ্দিন শুভ এর পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত এবং জুবায়ের আহমদ রিয়াদ এর নযম পাঠের মাধ্যমে উদ্বোধনী অধিবেশন শুরু হয়। এতে বক্তব্য রাখেন ৪৭ বার্ষিক ইজতেমার নায়েম আলা জনাব মাহবুব রহমান জেপী। তিনি তার বক্তৃতায় বলেন, পরস্পরের মাঝে ব্যপকভাবে সালাম বিনিময় করুন। এছাড়া সকলকে সুশৃঙ্খলভাবে ইজতেমার সকল অনুষ্ঠানে যোগদানের প্রতিও আহ্বান জানান।

এ পর্যায়ে বক্তব্য রাখেন মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, নায়েব ন্যাশনাল আমীর ও মুবাল্লেগ ইনচার্জ, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ। তিনি তার বক্তৃতায় বলেন, আমাদের অনেক বেশি দোয়া করা উচিত। বিশেষ করে এই দোয়াগুলো নিয়মিত পড়ুন -রাব্বে আদ খিলনী মুদখালা সিদকিউ ওয়া আখরেজনী মুখরাজা সিদকিউ ওয়াজ আললী মিল্লাদুনকা সুলতানান নাসীরা।

রাব্বি আনজিলনী মুনযালাম মুবারাকান ওয়া আনতা খায়রুল মুনজেলীন। রাব্বি আনজিলনী মুনযালাম মুবারাকান আইনা মা কুনতু।

রাব্বি আনজিলনী মুনযালাম মুবারাকান হাইসু মা কুনতু। এছাড়া তিনি আরো বিশেষ কিছু দোয়া পড়ার প্রতি আহ্বান জানান।

এরপর ৪র্থ পৃষ্ঠা-

মহানবী (সা.)-এর আদর্শ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই শান্তিপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠা সম্ভব

তরবিয়তী অধিবেশনে বক্তৃতা রাখছেন মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী নায়েব আমীর ও মুবাল্লেগ ইনচার্জ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

স্মৃতিরপাতায় ইজতেমার দিনগুলো শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখছেন মোহাম্মদ তাসাদ্দক হোসেন

গতকাল রোজ শনিবার ২০ অক্টোবর সন্ধ্যা ৭টায় মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া বাংলাদেশের উদ্যোগে এক তরবিয়তী সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে বক্তব্য রাখেন মওলানা মোহাম্মদ সোলায়মান, মুরব্বী সিলসিলাহ এবং মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, মুবাল্লেগ ইনচার্জ, বাংলাদেশ। এছাড়া স্মৃতিপাতা থেকে ইজতেমা উল্লেখ করে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন মোহাম্মদ তাসাদ্দক হোসেন, ন্যাশনাল সেক্রেটারী রিশতানাতা, বাংলাদেশ। মহানবী (সা.)এর জীবনাদর্শ অনুসরণ করে জীবন পরিচালনার আহ্বান জানান।

৪৮তম বার্ষিক ইজতেমা উপলক্ষ্যে–

ঢাকা, ০৬ অক্টোবর, ২০১৯, বর্ষ ৩, সংখ্যা ৩

ইজতেমা বুলেটিন

আল্লাহ্ তা'লার কৃতজ্ঞতা আদায়ের মধ্য দিয়ে শেষ হচ্ছে ৪৮তম ইজতেমা

জাতীয় ও সংগঠনের পতাকা উত্তোলন করছেন আলহাজ্জ মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, ন্যাশনাল আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ এবং মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া বাংলাদেশের সদর জনাব মুনাদিল ফাহাদ। দোয়া পরিচালনা করছেন মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেব।

জাতীয় ও সংগঠনের পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া বাংলাদেশের ৪৮তম জাতীয় বার্ষিক ইজতেমার শুভ উদ্বোধন করেন আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের ন্যাশনাল আমীর আলহাজ্জ মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া বাংলাদেশের সদর জনাব মুনাদিল ফাহাদ এবং ইজতেমার নাযেম আলা জনাব মাহবুবুর রহমান জেপি। আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় কার্যালয় ঢাকার দারুত তবলীগ মসজিদ প্রাঙ্গনে ৪ অক্টোবর শুক্রবার সকাল ৭:০০ মিনিটে ইজতেমার উদ্বোধন করা হয়।

পতাকা উত্তোলনপর্ব শেষে উদ্বোধনী অধিবেশনে ন্যাশনাল আমীর আলহাজ্জ মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী,

৪৮তম বার্ষিক ইজতেমায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন মোহতরম ন্যাশনাল আমীর আলহাজ্জ মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া বাংলাদেশের সদর মুনাদিল ফাহাদ এবং ৪৮তম জাতীয় ইজতেমার নাযেম আলা মাহবুবুর রহমান জেপি।

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার সদর জনাব মুনাদিল ফাহাদ এবং ইজতেমার নাযেম আলা জনাব মাহাবুবুর রহমান জেপী বক্তব্য রাখেন। শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব হাসান মোহাম্মদ মিনহাজুর রহমান এবং নযম পাঠ করেন জনাব জুবায়ের আহমদ রিয়াদ। এরপর স্বাগত বক্তব্য রাখেন জনাব মাহবুবুর রহমান জেপী। তিনি তার বক্তৃতায় ইজতেমায় আগত সকলকে নসীহত করেন যে, তারা যেন খেলাধূলা সহ সব বিষয়ে উন্নত আদর্শ স্থাপন করেন। ইজতেমায় অংশগ্রহণকারী সবাই যেন সঠিক সময়ে বাজামাত নামায আদায় করেন এবং সব প্রোগ্রামে অংশ নেন এ বিষয়ে বিশেষ তাগিদ প্রদান করেন।

এরপর ৪র্থ পৃষ্ঠা-

সফলতার সাথে জাতীয় আতফাল সম্মেলন অনুষ্ঠিত

গতকাল রোজ শনিবার রাত ৮টায় মজলিস আতফালুল আহমদীয়া বাংলাদেশের উদ্যোগে ইজতেমা উপলক্ষ্যে আগত সকল আতফালদের নিয়ে বার্ষিক আতফাল সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া বাংলাদেশের সদর জনাব মুনাদিল ফাহাদ।

পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত ও নযম পাঠের মাধ্যমে সম্মেলনের কার্যক্রম শুরু হয়।

সম্মেলনে আতফালদের উদ্দেশ্যে নসীহতমূলক বক্তৃতা করেন সদর সাহেব। তিনি তার বক্তৃতায় বলেন আতফালদেরকে নিয়মিত পবিত্র কুরআন চর্চা, নিয়মিত পাঁচওয়াক্ত বাজামাত নামায আদায় ও খিলাফতের প্রতি ভালোবাসা এবং আনুগত্যের বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

আতফাল সম্মেলনের এ পর্যায়ে যোগ দেন প্রাণ-আরএফএল গ্রুপের সম্মানিত চেয়ারম্যান ও সিইও জনাব আহসান খান চৌধুরী এবং জনাব শাহান শাহ আজাদ জুম্মন, নায়েব ন্যাশনাল আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ। প্রাণ-আরএফএল গ্রুপের চেয়ারম্যান ও সিইও জনাব আহসান খান চৌধুরী তার বক্তব্যে আতফালদেরকে পড়ালেখায় উন্নতি করার বিষয়ে বিভিন্নভাবে উদ্বুদ্ধ করেন। এরপর রমযান চ্যালেঞ্জ-এর পুরস্কার বিজয়ীদের হাতে তুলে দেন মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া বাংলাদেশের সদর এবং প্রাণ-আরএফএল গ্রুপের চেয়ারম্যান ও সিইও জনাব আহসান খান চৌধুরী। দোয়ার মাধ্যমে সম্মেলন সমাপ্ত হয়।

পায়ে হেঁটে ইজতেমায় অংশ নিতাম

মোহাম্মদ ফারুক মিয়া
উত্তর ইয়ারিংছড়ি, লংগদু, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা

খাকসারের বাবা ২০০৭ সালে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তে বয়আত গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেন, আলহামদুলিল্লাহ্। আমরা তখন রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার মাহিল্লা জামা'তের নিকটস্থ গ্রাম প্রায় ৫ কিলোমিটার পশ্চিমে কালাপাকুজ্জা ইউনিয়নের উত্তর রহমতপুরে বসবাস করতাম।

আমি তখন আতফাল, আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে এবং জুমুআর নামাযে অংশগ্রহণের জন্য বাবা আমাদের পরিবারের সবাইকে সাথে নিয়ে প্রায় ৫ কিলোমিটার পাহাড়ি রাস্তা হেঁটে আর কিছুটা নৌকায় করে মাহিল্লায় নিয়ে আসতেন।

ইজতেমা উপলক্ষ্যে স্থানীয় কায়েদ সাহেবের অগ্রীম এলান পাওয়ার পর আমরা ইজতেমায় অংশ নেয়ার জন্য আগ থেকেই প্রস্তুতি গ্রহণ করতাম যেমন, অগ্রীম স্কুল থেকে ছুটি নেওয়া এবং পোশাক পরিচ্ছন্ন ও প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিতাম। ইজতেমায় যোগদানের ফলে আমাদের ধর্মীয় জ্ঞান বৃদ্ধি পেতে থাকে।

২০১২ সালে প্রথম দিকে আমরা মাহিল্যা জামা'তের নিকটস্থ গ্রাম থেকে প্রায় ৩৫ কিলোমিটার পশ্চিমে ইয়ারিংছড়ি গ্রামে হিজরত করি। সেখান থেকেও আমরা জামা'তের বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও ইজতেমায় যোগদান করতাম।

তার মধ্যে আমার সবচেয়ে বেশি মনে পড়ে আমরা ৪ ভাই, ৩জন আতফাল আর আমি তখন খোদ্দাম। ২০১২ সালের ইজতেমা উপলক্ষ্যে আমরা ইয়ারিংছড়ি হালকা থেকে আগের দিন সকাল ০৭:০০ টায় রওনা করতাম, প্রায় ৩৫ কিলোমিটার পানি পথে মাইনীমুখী লাইন বোটের মাধ্যমে তারপর আমাদের পুরোনো বাড়ির পাশ দিয়ে আরো ৫ কিলোমিটার পায়ে হেটে মাহিল্লা জামা'তে পৌঁছে যেতাম। পাহাড়ি রাস্তা অতিক্রম করা যদিও কষ্টের তারপরও ইজতেমায় অংশ নিতে যাচ্ছি এই ভেবে পথের কষ্ট কোনো কষ্টই মনে হত না।

ফজরের আগে তাহাজ্জুদ এর জন্য বেদারী ও পরে ফজর নামায পরে ইজতেমার কার্যক্রম শুরু হতো। আমরা বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশ নিতাম এবং পুরস্কারও পেয়েছি। ইজতেমায় যোগদানের মাধ্যমে তাহাজ্জুদ নামাযসহ ধর্মীয় বিভিন্ন বিষয় শিখেছি।

এরপর দীর্ঘ ০৫ বছর পরে ঢাকায় আসার পর প্রথমে স্থানীয় ঢাকা জামা'তের ইজতেমায় অংশগ্রহণ করার সুযোগ হয়। এরপরে মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া বাংলাদেশের ৪৮তম ইজতেমায় অংশগ্রহণের সুযোগ হয়। ইজতেমার দিনগুলো শেষে মনে হতো আনন্দ যেন পূর্ণতা পায়নি। আবার পরবর্তী ইজতেমার জন্য অপেক্ষা করতাম। নিজ জামা'তের খোদ্দাম ও আতফালের সাথে সাক্ষাৎ ও অন্যান্য জামা'ত থেকে আগত খোদ্দাম আতফাল ভাইদের সাথে পরিচয় আমাকে আরো আন্দময় করে তুলে।

সেই দিনগুলোর ইজতেমায় যোগদানের আনন্দময় স্মৃতি মনে পড়লে অনেক ভালো লাগে। ৫০তম ইজতেমার সফলতা কামনা করি।

আমার জীবনে প্রথম ইজতেমায় যোগদান

মুহাম্মদ নাভিদুর রহমান
ছোনটিয়া মজলিস

আমার জীবনের প্রথম ইজতেমা হলো ময়মনসিংহ রিজিওনাল ইজতেমা ২০২২। এর আগেও তা'লীম-তরবিয়তী ক্লাসে যাওয়ার সৌভাগ্য হয়েছে কিন্তু ইজতেমায় যাওয়া হয়ে উঠে নি। ২০২২ সালের রিজিওনাল ইজতেমা ময়মনসিংহ আমার জীবনে একটি স্মরণীয় দিক। কেননা এই ইজতেমায় আমি সদর মজলিসের হাত থেকে পুরস্কার গ্রহণ করতে পেরেছি। তাই ১ম ইজতেমা হিসেবে এটি আমার কাছে অবিস্মরণীয়।

১৭ই আগস্ট আমরা আমাদের ছোনটিয়া থেকে ১৩-১৪ কি.মি. দূরত্ব হোসনাবাদের উদ্দেশ্যে ৮জন আতফাল মাগরিবের নামায আদায় করে রওনা হই। এশার নামাযের পর আমরা হোসনাবাদ আহমদী মসজিদ 'মোবারাক' এ পৌঁছাই। ইজতেমায় দায়িত্বরত কর্মীরা আমাদেরকে সাদরে হাসিমুখে বরণ করেন। খোদ্দাম অফিসে রেজিস্ট্রেশন করাই। সেখানে অনেক পরিচিত-অপরিচিত খোদ্দাম-আতফাল ভাইদের সাথে দেখা হয়।

১৮ই আগস্ট উক্ত ইজতেমা শুরু হয়। সদর সাহেবের প্রতিনিধির সভাপতিত্বে কুরআন তিলাওয়াত ও নযমের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। স্থানীয় প্রেসিডেন্ট সাহেবের প্রতিনিধি, জামালপুর ও ময়মনসিংহের জেলা কায়েদ, রিজিওনাল কায়েদ সাহেব ও সর্বশেষ সদর সাহেবের প্রতিনিধি তাদের মূল্যবান বক্তব্য প্রদান করেন। এরপর সদর সাহেবের প্রতিনিধি পায়রা উড়ানোর মাধ্যমে ২য় রিজিওনাল ইজতেমার উদ্বোধন করেন।

উদ্বোধনের পর বিভিন্ন প্রতিযোগিতা শুরু হয়। আমি একজন বড় আতফাল। তাই আতফালদের অংশে গিয়ে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করি। এই আয়োজনে বিভিন্ন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। কুরআন তেলাওয়াত, নযম, লিখিত পরীক্ষার পাশাপাশি ফুটবল খেলাসহ অন্যান্য খেলাও অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রতিযোগিতায় সকলেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ নেয়। কুইজের পাশাপাশি পয়গামে রেসানীও অনুষ্ঠিত হয়। অবশ্য আমাদের দল কোনোটিতেই জিততে পারে নি। পুরস্কার বড় বিষয় নয় অংশগ্রহণই বড়। আর তাছাড়া কুইজ ও পয়গামে রেসানীতে যে আনন্দ তা একমাত্র যারা অংশগ্রহণ করেছে তারাই অনুভব করতে পারে।

আমাদের ময়মনসিংহ রিজিওনের এই দ্বিতীয় ইজতেমায় আমরা সকলেই মসজিদের পাশের পুকুরে গোসল করার আনন্দ উপভোগ করি। ইজতেমার আয়োজনটি একটা ছোট্ট জলসাগাহের মতো সাজানো হয়। মঞ্চে মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার প্রতীক সাদা-কালো রঙের বেলুন দিয়ে সাজানো হয়। এখানে বিদ্যুৎ সমস্যার জন্য জেনারেটরের সুব্যবস্থা করা হয়।

মোহতরম সদর সাহেব ১৮ আগস্ট রাতে ইজতেমা স্থলে পৌঁছান। ১৯ তারিখ সকালে তিনি খেলার মাঠ পরিদর্শন করেন ও আমাদের খেলা উপভোগ করেন। ইজতেমার প্রধান আকর্ষণই হলো প্রতিযোগিতা। আর আমি এই প্রতিযোগিতাগুলোতে অংশ নেওয়ার মাধ্যমে আমার ভুল-ত্রুটিগুলো সংশোধন করার সুযোগ পাই। ওস্তাদজি যারা ছিলেন তারা আমাদের ভুলগুলো সংশোধন করে দেন।

অবশেষে ১৯ তারিখ ইজতেমার সমাপনী ও পুরষ্কার বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়। সমাপনীতে আমরা সদর সাহেবের মূল্যবান কথা শুনতে পারি। আমার সদর সাহেবের হাত থেকে তিনটি পুরষ্কার নেওয়ার সুযোগ হয়। আলহামদুলিল্লাহ্।

তারপর আমরা সকলেই বাড়ির দিকে রওনা হই। ময়মনসিংহ অঞ্চলের ২য় রিজিওনাল ইজতেমা আমার জীবনে একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে থাকবে। এ ইজতেমা আমাকে বাজামা'ত তাহাজ্জুদ নামায, ভ্রাতৃত্ব, শৃংখলা, আনুগত্য ইত্যাদিতে উদ্বুদ্ধ করেছে।

ধর্মের প্রতি আন্তরিকতার শিক্ষা দেয় ইজতেমা

মুহাম্মদ কামাল উদ্দিন
ঢাকা

আমার জীবনে ১ম কেন্দ্রীয় তালিম তরবিয়তী ক্লাসে যোগ দেই ২০০৪ সালের জানুয়ারি মাসে। তখন জলসার প্রস্তুতির কারণে কেন্দ্র ঢাকার পরিবর্তে নারায়ণগঞ্জ জামা'তে ক্লাস করার অনুমতি দেয়। উক্ত ক্লাসে ঢাকা মজলিসের পক্ষ থেকে অনেক খাদেম তিফল অংশগ্রহণ করে। আমাদের গ্রুপ লিডার ছিল আতাহার আহমদ সোহাগ। তিনি খুব সুন্দর ভাবে লিডারের দায়িত্ব পালন করের। বর্তমানে তিনি ওয়াকফে নও ডাক্তার হিসেবে জামা'তের সেবা করছেন।

নারায়ণগঞ্জে তা'লীম ক্লাসে গিয়ে আমরা খুব সুন্দরভাবে ক্লাস ও খেলাধুলা করি। এতে আমার খুব ভালো লাগে এবং পরবর্তী বিভিন্ন তা'লীম ক্লাসে অংশ নিতে থাকলাম। তা'লীম ক্লাসের পাশাপাশি স্থানীয় এবং কেন্দ্রীয় ইজতেমায় নিয়মিত অংশ নিতাম। তা'লীম ক্লাস এবং ইজতেমায় অংশগ্রহণের ফলে জামা'ত ও মজলিস সম্পর্কে আমার আগ্রহ এবং ভালবাসা বাড়তে থাকে। এখন এমন হয়েছে যে, জামা'ত বা মজলিসের কাজ না করতে পারলে খুব খারাপ লাগে।

আল্লাহ্‌র অপার কৃপায় জামা'ত ও মজলিসের বিভিন্নভাবে সেবা করার কখনও কখনও সৌভাগ্য হয়, আলহামদুলিল্লাহ্।

আমার জীবনে শ্রেষ্ঠ ইজতেমা

তাহির উল আফরাদ (পাভেল), ধানীখোলা

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা বলেন 'আল্লাহর ওপর নির্ভর করো, কার্যসম্পাদনকারী হিসেবে আল্লাহ্ই যথেষ্ট' (সূরা আল আহযাব, আয়াত: ৪)। আল্লাহ্র এই যথেষ্টতার জ্বলন্ত প্রমাণ ছিল ১৯-২১ অক্টোবর ২০১৮ সালে অনুষ্ঠিতব্য আহমদনগর পঞ্চগড়ের ইজতেমা। কেননা এই ইজতেমায় আল্লাহ্র বরকত ও আশিস ব্যাপকভাবে পাওয়া যায়। উক্ত ইজতেমায় অনুকূলতার চাইতে প্রতিকূল সম্ভাবনার পরিমাণই ছিল বেশি। কিন্তু আল্লাহ্র অপার অনুগ্রহ ও সাহায্যের মাধ্যমে সকল বাধা উপেক্ষা করে ইজতেমা সম্পন্ন হয়। আলহামদুলিল্লাহ।

এত বড় আকারে ইজতেমা আয়োজন মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া বাংলাদেশের জন্য ছিল একটি চ্যালেঞ্জ। আর এ চ্যালেঞ্জ সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সফল হয়। পঞ্চগড়ের ইজতেমাটি ছিল আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ ও ঐতিহাসিক ইজতেমা। যা মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া বাংলাদেশের জন্য মাইলফলক হয়ে থাকবে। তখন খাকসার ছিলাম এইচএসসি পরীক্ষার্থী। উক্ত সময়ে আমার প্রি-টেস্ট পরীক্ষার সময় ছিল। তাই আমি সন্দিহান ছিলাম যে আমি উক্ত ইজতেমায় অংশগ্রহণ করতে পারব কি না। এজন্য আমি অনবরত দোয়া করছিলাম ও হুযূর (আই.)-কে চিঠি লিখেছিলাম এইভাবে যে, প্রিয় হুযূর! আমার জন্য দোয়া করুন যাতে আমি এই ঐতিহাসিক ইজতেমায় অংশগ্রহণ করতে পারি ও ইতিহাসের সাক্ষী হতে পারি। আমার দোয়ার প্রতিফলন আমি ১২/১৩ তারিখেই পাই। হঠাৎ শুনি যে আমার পরিক্ষা অক্টোবরের পরিবর্তে নভেম্বরে অনুষ্ঠিত হবে। শোনামাত্রই আমি দেরি না করে সেদিনই বাসের টিকিট কাটি। কেননা আমাদের জেলা থেকে একটি বাসই আছে পঞ্চগড়ের, বিলম্ব হলে টিকিট পাওয়া যাবে না। ১৬ তারিখ রাতের টিকিট কাটি। ১৬ তারিখ আমরা যাত্রা শুরু করি, আমার সাথে আমার জেলার আরও ৫ জন খোদ্দাম ভাই ছিল। আমরা ঠিক সকাল ৬.৩০ মিনিটে ইজতেমা গাহে পৌঁছি। অভ্যর্থনা টিম আমাদের সাদরে গ্রহণ করে। এরপর আমরা আমাদের আবাসস্থলে যাই।

ইজতেমায় আগতদের জন্য জামেয়ার বিল্ডিংকে নির্ধারণ করা হয়। আমাদের পৌঁছানোর আগেও অনেকেই সেখানে পৌঁছে যায়। কিছুক্ষণ পরপর লোকজন আসছিল। সবার চোখে-মুখে ছিল আনন্দের চিহ্ন। যেসকল খোদ্দাম ও আতফালরা গিয়ে পৌঁছাচ্ছিল তারা সাথে সাথেই কোনো না কোনো কাজে লেগে পড়ছিল। খাকসারের জেলা তথা ময়মনসিংহ জেলার ওপর লাইটিং এর কাজ বর্তায়। তাই আমরাও আমাদের কাজে লেগে পড়ি জেলা কায়েদ সাহেবের নেতৃত্বে। উক্ত ইজতেমার থিম ছিল **'সালাম'** যা ইজতেমা শুরু হওয়ার পূর্বেই প্রকাশ পাচ্ছিল। কারো সাথে কারো দেখা হলেই সালাম বিনিময় করেই একজন আরেকজনের সাথে আলিঙ্গন করছিল। যা ছিল দৃষ্টিনন্দন আর যা কেবল আহমদী জামা'তের মাঝেই সম্ভব।

ইজতেমার পূর্ব প্রস্তুতি ১৮ তারিখ রাতেই শেষ হয়ে গিয়েছিলো। সেদিন রাতে মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেব, সদর সাহেব ও মুবাল্লেগ ইনচার্জ সাহেব ইজতেমা গাহ পরিদর্শন করেন ও বিভিন্ন দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। উক্ত ইজতেমা ছিল যেহেতু বড় পরিসরে সেহেতু আয়োজনের পরিধিও ছিল বড়। বিভিন্ন তা'লীমি

প্রতিযোগিতার সাথে খেলাধুলার পরিধিও ছিল বৃহৎ। এই ইজতেমায় অনেক নতুনত্ব ছিল, তন্মধ্যে তবলীগি বুথ ছিল একটি। বিজ্ঞান প্রজেক্ট, দেয়ালিকা প্রকাশের সংখ্যা অন্যান্য বছরের তুলনায় বেশি ছিল। তাছাড়া পঞ্চগড়ের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিয়ে প্রীতিভোজ ও মতবিনিময় সভা ইজতেমায় নতুন মাত্রা যোগ করেছিল। ইজতেমার আরও মনোমুগ্ধকর অনুষ্ঠান তরবিয়তী সেমিনার। যা খাদেমদের বাস্তবিক জীবনেও ব্যাপক সম্পর্কযুক্ত। ইজতেমা চলাকালে বৃষ্টির পূর্বাভাস থাকা সত্ত্বেও বৃষ্টি হয় নি ও আবহাওয়া এতটাই ভালো ছিল যে, যা ইজতেমাকে আরও প্রাণবন্ত করেছে।

ইজতেমায় অংশগ্রহণকারী প্রতিটি খোদ্দাম ও আতফালের চোখেমুখে ছিল উচ্ছ্বাস-উদ্দীপনা, তৃপ্তি ও আনন্দের ছোয়া। প্রতিটি খোদ্দাম ও আতফাল উৎসাহের সাথে সকল প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছে, খাবারের সময় শৃঙ্খলার সাথে খাবার খেয়েছে। সকল খোদ্দাম ও আতফালরা তাদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের পরিচয় প্রদান করেছে যা অভাবনীয়। সদর সাহেব, নাযেম আলা সাহেব ও ইজতেমা কমিটির দিকনির্দেশনায় সকল কর্মীরা তাদের সর্বোচ্চ দিয়ে চেষ্টা করেছে ইজতেমাকে সফল করার। ইজতেমা উপলক্ষ্যে মোহতামীম ইশায়াত জনাব মাহমুদ আহমদ সুমন সাহেবের অক্লান্ত পরিশ্রমে ইজতেমার বিভিন্ন সংবাদ দিয়ে ইজতেমার শেষ দিন ৪ পৃষ্ঠার বিশেষ বুলেটিন প্রকাশ করেছিলেন, যা অনেক আকর্ষণীয় ছিল। বিভিন্ন মজলিস থেকে আগত খোদ্দামরা তাদের নির্ধারিত দায়িত্ব যথাযথ পালন করেছে। পঞ্চগড়ের খোদ্দাম ভাইদের কথা না বললেই নয়। তারা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছে। ১৯ তারিখ দোয়ার মাধ্যমে শুরু হওয়া ইজতেমা ২১ তারিখ শেষ হয়। এত প্রতিকূলতা উপেক্ষা করে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে ইজতেমা সফল হয়েছিল। আলহামদুলিল্লাহ। ইজতেমা থেকে বাড়ি ফেরার সময় অনেকে অশ্রুসিক্ত চোখে বিদায় নিচ্ছিল। আল্লাহ্‌র দরবারে চাওয়া একটাই থাকবে যেন এমন ইজতেমা বারবার হয়।

মানবের প্রতি সহানুভূতি

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেন, ‘গোটা মানবজাতির প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করা হল আমার রীতি। কেউ যদি তার কোন হিন্দু প্রতিবেশীর ঘরে আগুন লেগেছে দেখেও আগুন নেভানোর কাজে সহযোগিতা করতে উদ্যত না হয়, আমি সত্যি সত্যিই বলছি, সে আমার সম্প্রদায়ভুক্ত নয়। আমার অনুসারীর মাঝে কেউ যদি দেখে একজন খ্রিস্টানকে কেউ হত্যা করতে উদ্যত– তখন সে যদি তাকে মুক্ত করতে সাহায্য না করে তাহলে আমি নিশ্চিতভাবে বলছি, তার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই।’

(সিরাজে মুনীর, পৃষ্ঠা ২৮)

প্রথম ইজতেমায় যোগদানের অনুভূতি

তাহমীদ আহমদ তারাফ
ঢাকা

বর্তমান যুগে সমবয়সীদের সাথে আধ্যাত্মিক সময় কাটানো প্রায় দুর্লভ। সবাই জাগতিক বিষয় নিয়ে ব্যস্ত। আমরা যারা আহমদী তাদের ইজতেমার মাধ্যমে এই বিষয়টা কিছুটা হলেও কাটানো সম্ভব। ইজতেমার ফলে আমরা এই যুগেও সুস্থ ও আধ্যাত্মিক সময় কাটাতে পারি। ইজতেমার মাধ্যমে সকল আহমদী সন্তানদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টি হয়। একে অপরের সম্পর্কে ভালো ধারণা সৃষ্টি হয়।

আমি ২০১৮ সালে প্রথম ঢাকার বার্ষিক ইজতেমায় অংশগ্রহণ করি। আমার তখন স্কুলে পরীক্ষা চলছিল। ইজতেমা শুরু হওয়ার দুইদিন আগে আমি ইজতেমার সিলেবাস পেয়েছিলাম। আমি আমার মায়ের সাহায্যে প্রতিযোগিতার প্রস্তুতি গ্রহণ করি। আমি আমার মামার সাথে ইজতেমার উদ্দেশ্যে বৃহস্পতিবার দুপুরে বাসা থেকে রওনা করি। আমি প্রথমবার বাবা-মা ছাড়া কোথাও রাতযাপন করব। এই ভেবে আমার খুব ভয় করছিল। কিন্তু মসজিদে পৌঁছানোর পর আমার ভয় অনেকটা কেটে গিয়েছিল। আমার বয়সী অনেক আতফালরা ইজতেমায় যোগদান করেছিল। তাদের সাথে সময় কাটানোর পর আমার ভয় দূর হয়ে গিয়েছিল আর ভালো লাগল।

আমরা সকল আতফাল ও খোদ্দামগণ একত্রে রাতিযাপন করেছিলাম। সকলকে তাহাজ্জুদের সময় ডেকে দেওয়া হলো। নামায শেষ হওয়ার পর দরস ও খেলাধুলা শেষে সকালের নাস্তা দেওয়া হয়েছিল। সকলের নাস্তা খাওয়া শেষ হলে বিভিন্ন প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছিলো।

আমি সকল প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছিলাম। তার মধ্যে বক্তৃতায় ও নযমে আমি পুরস্কারও পেয়েছিলাম। ঢাকার প্রাক্তন আমীর শ্রদ্ধেয় মরহুম মীর মোহাম্মদ আলী সাহেবের কাছ থেকে পুরষ্কার পাওয়ার অনুভূতিই ভিন্ন ছিল। আমরা তিফল ও খাদেমগণ বিভিন্ন ধরনের খেলাধুলাও করেছিলাম। শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে আমরা সকল কার্য সম্পাদন করেছি। মসজিদ থেকে বাসায় ফেরার সময় আমার খুবই মন খারাপ ছিল। ইজতেমার মাধ্যমে আমাদের জ্ঞান বৃদ্ধি হয়। ইসলাম সম্পর্কে অনেক নতুন কিছু জানতে পারি। তাই প্রতিটি ইজতেমায় যোগদানের প্রবল ইচ্ছা রাখি ও যোগদানের চেষ্টা করি।

ইজতেমায় দোয়া কবুলিয়তের ঘটনা

ইয়াসের রহমান তারিফ
খুলনা

আমি খুলনা মজলিসের একজন সাধারণ খাদেম। আল্লাহ্ তা'লা দোয়া কবুলিয়তের জন্য যে শুধু সাধারণ-অসাধারণ দেখে দোয়া কবুল করেন না, আমি নিজে তার উদাহরণ। ৪৮তম কেন্দ্রীয় ইজতেমার একটি ঘটনা। সেবার ছিল আতফাল হিসাবে আমার শেষ ইজতেমা। ইজতেমায় যাওয়ার আগে আমি মজলিসের জন্য, এমনকি নিজে যে অংশগ্রহণ করবো ইজতেমায় সেটার কথা জানিয়ে দোয়া চেয়ে হুযূর (আই.)-এর নিকট পত্র প্রেরণ করি। বরাবরের মতো সব প্রতিযোগিতায় আমি ইজতেমায় অংশগ্রহণ করি। আগে থেকে বলে রাখা ভালো, আমি নযমে আহামরি ভালো না যে সেখানে খুব ভালো একটা পজিশন আমার হয়ে যাবে। তো যাইহোক, ইজতেমার পর খেলাধুলা দেখছিলাম মেডিকেল-এর মাঠে তখন শুনলাম শেখ মোহাম্মদ ওমর প্রিন্স সাহেব (আমাদের তখনকার খুলনা মজলিসের কায়েদ সাহেব) আমাকে ডাকছেন এবং বলছেন আমি নাকি নযমে ফার্স্ট হয়েছি, আমাকে খোদ্দাম অফিসে দেখা করতে বলেছে। আমি নিজে তখন কায়েদ সাহেবের কথা বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। কারণ আমি জানি আমি ঠিক ততোটা পরিপক্ক না।

যাহোক, গেলাম খোদ্দাম অফিসে এবং জানলাম যে আমি আসলেই ফার্স্ট হয়েছি এবং সমাপনী অধিবেশনে আমার নযম। আমার ফার্স্ট হওয়া নিয়ে তখনো আমার সন্দেহ যেন কাটতে চাইছে না। কিন্তু ওই যে বললাম, খোদা তা'লা সেবার আমার মতো সাধারণ বান্দাকেই বেছে নিয়েছেন তার আশ্চর্য ক্ষমতা দেখানোর জন্য।

সমাপনী অধিবেশনে যখন নযমের জন্য আমি প্রস্তুতি নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম, আমি ভয়েই যেন অস্থির হয়ে যাচ্ছিলাম। মসজিদ ভর্তি মানুষ, সদর সাহেব, ন্যাশনাল আমীর সাহেব সকলেই আছেন সেখানে। এত মানুষের সামনে ভয় পাওয়াটা মনে হয় দোষের মধ্যে পড়বে না। যাহোক, নযম গাইলাম **'দুশমান কো জুলম কি বারছিসে তুম সিনা ও দিল বারমানে দো'**। যেখানে আমি নিজেই নিজের নযম নিয়ে কনফিডেন্ট ছিলাম না, সেখানে প্রথম হয়ে এতগুলো মানুষের সামনে নযম গাইলাম, সম্মান পেলাম এটা আমার জন্য অন্যরকম এক পাওয়া।

পুরো আতফাল জীবনে ইজতেমায় পাওয়া সেরা পুরস্কার ছিলো সেটা, আলহামদুলিল্লাহ। সবশেষে বলবো, রেজাল্ট ঠিক নাকি ভুল, আমার নযম ভালো নাকি বাকিদের নযম ভালো, আমার নিজের মনের সন্দেহ সবকিছুকে ছাপিয়ে যেন আমি একটাই উত্তর পাচ্ছিলাম, সেটা হলো খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর দোয়ার বরকত।

হুযূর (আই.)-এর দোয়ার বরকত যেন আমি সেবার এত দ্রুত পেয়েছিলাম যে, আমার মনের ঈমানী শক্তি আরো বেড়ে গেলো। হুযূর (আই.)-কেও চিঠি লিখে জানালাম। হয়তো এভাবেই আল্লাহ্ তা'লা মাঝেমধ্যে তাঁর মহিমা দেখান। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর মহিমা দেখানোর জন্য আমার মতো নগন্য একজনকে বেছে নিয়েছিলেন, আলহামদুলিল্লাহ্। এটাই ছিলো আমার জীবনে ইজতেমায় দোয়া কবুলিয়তের একটা ছোট্ট কিন্তু অনবদ্য ঘটনা। আমীন।

খোদ্দামুল আহমদীয়ার আহাদ নামা/অঙ্গীকার নামা

আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকালাহু
ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু। (৩ বার পড়তে হবে)

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ্ তা'লা ছাড়া কোন উপাস্য নেই।
তিনি এক-অদ্বিতীয়, তাঁর কোন শরীক নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি,
হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাঁর বান্দা এবং রসূল।

আমি প্রতিজ্ঞা করছি, ধর্মীয়, জাতীয় এবং দেশের স্বার্থ রক্ষার্থে নিজ প্রাণ, ধন, সময়
এবং মান-সম্মান কুরবানী করতে সদা প্রস্তুত থাকব।
একইভাবে আহমদীয়া খিলাফতকে অক্ষুন্ন রাখতে
সর্বপ্রকার ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত থাকব এবং যুগ খলীফা যে ন্যায় মীমাংসাই
প্রদান করবেন তা পালন করাকে অবশ্য কর্তব্য বলে মনে করব, ইনশাআল্লাহ্ তা'লা।

আহাদনামা পাঠের পদ্ধতি:

১) খোদ্দামগণ এ আহাদনামা নিজেদের প্রত্যেক সভা ও সমাবেশে একসাথে দাঁড়িয়ে পুরনাবৃত্তি করবেন।
২) সভা বা সমাবেশে খোদ্দামুল আহমদীয়ার মধ্যে দায়িত্বের দিক থেকে যিনি জ্যেষ্ঠ হবেন তিনি আহাদনামা পাঠ করাবেন।
৩) প্রথমে তাশাহুদ আরবিতে তিন বার পাঠ করা হবে। তারপর এর অনুবাদ পাঠ করতে হবে। পরে একবার শুধু বাংলাতে আহাদনাম পাঠ করা হবে। উল্লেখ্য, হুযূর (আই.)-এর সাম্প্রতিক নির্দেশনা মোতাবেক এখন থেকে আহাদনামা মাতৃভাষায় পাঠ করা হবে। উর্দূতে পাঠ করার প্রয়োজন নেই।
৪) ডান হাত দিয়ে বাম হাতের কব্জি ধরে দাঁড়াতে হয়।

[**খোদ্দামদের আহাদনামার উর্দূ অংশ:** ম্যাঁয় ইকরার কারতাহুঁ কে দীনি, কওমী অওর মিল্লী মুফাদ কি খাতের ম্যাঁ আপনি জান, মাল, ওয়াক্ত অওর ইয্যাত কো কুরবান কারনে কে লিয়ে হারদাম তাইয়্যার রাহুঙ্গা। ইসি তারাহ খেলাফতে এ্যাহমাদীয়া কে কায়েম রাখনে কি খাতের হার কুরবানী কে লিয়ে তাইয়্যার রাহুঙ্গা। অওর খলীফায়ে ওয়াক্ত জো ভী মারুফ ফ্যায়স্লা ফারমায়েঙ্গে উসকি পাবন্দী কারনি যারুরী সামঝুঙ্গা। (ইনশাআল্লাহ্ তা'লা)]

আর্ত-মানবতার সেবায়
খোদ্দামুল আহমদীয়া, বাংলাদেশ

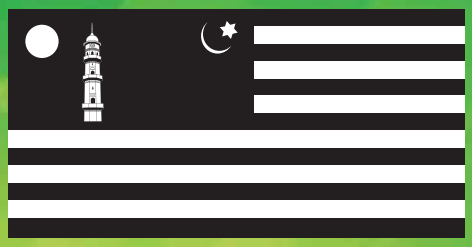

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া শালসিড়ির উদ্দ্যোগে বিনামূল্যে ডেঙ্গুর হোমিও প্রতিষেধক বিতরণ

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, সুন্দরবনের উদ্যোগে স্বেচ্ছাশ্রমে সাঁকো তৈরীর কাজ করছেন খোদ্দামুল আহমদীয়ার সদস্যরা

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, রঘুনাথপুরবাগের উদ্যোগে গ্রামের রাস্তা সংস্কার করা হয়

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, তাহেরাবাদের উদ্যোগে সরকারি বিভিন্ন অফিসে মাস্ক বিতরণ

সিলেট মজলিসের উদ্যোগে স্কুলে মাস্ক ও স্যানিটাইজ বিতরণ করা হয়

করোনা মহামারি চলাকালিন খোদ্দামুল আহমদীয়ার পক্ষ থেকে মাহিল্লা আহমদীয়া বিদ্যালয়ে মাস্ক বিতরণ

কুমিল্লা মজলিসের উদ্যোগে স্কুলে মাস্ক ও স্যানিটাইজ বিতরণ করা হয়

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার পক্ষ থেকে চট্টগ্রামে ফ্রি মাস্ক বিতরণ

নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া খলীফা হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) মহামারী করোনা ভাইরাস (COVID-19) থেকে নিরাময় ও প্রতিষেধক হিসেবে হোমিওপ্যাথিক ব্যবস্থাপত্র প্রদান করেন।

স্বাস্থ্যবিধি মেনে উক্ত ঔষধ রোগী ও সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার সদস্যরা অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে কাজ করেন।

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া কোড্ডার উদ্যোগে
অসহায় ও দুস্থ মানুষের মাঝে খাদ্য বিতরণ

মজলিস খোদ্দমুল আহমদীয়া, খুলনার উদ্যোগে
'ফ্রি মেডিকেল চেকআপ'-এর আয়োজন

জামালপুর হবিগঞ্জের বিভিন্ন স্কুলে মাস্ক, স্যানিটাইজ বিতরণ

মজলিস খোদ্দমুল আহমদীয়া, ক্ষুদ্রপাড়ার উদ্যোগে
ফ্রি ব্লাড গ্রুপিং

মজলিস আতফালুল আহমদীয়া, সুন্দরবনের উদ্যোগে
রাস্তা সংস্কার করছেন তিফলরা

মাঠ পর্যায়ে নিয়োজিত পুলিশ সদস্যদের জন্য খোদ্দমুল আহমদীয়ার পক্ষ থেকে
কুমিল্লার এসপি মহোদয়ের হাতে মাস্ক হস্তান্তর করছেন খোদ্দামুল আহমদীয়ার প্রতিনিধিগণ

জনস্বার্থে বিতরণের জন্য মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া কুমিল্লার উদ্যোগে
কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মহোদয়ের নিকট মাস্ক হস্তান্তর করছেন খোদ্দামুল আহমদীয়ার প্রতিনিধিগণ

সুনামগঞ্জ বন্যা দূর্গত এলাকায় মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, বাংলাদেশের বিবিধ সেবা, ২০২২

সিলেটে জনসাধারণের মাঝে
ফ্রি মাস্ক বিতরণ

ঢাকায় জনসাধারণের মাঝে ফ্রি মাস্ক ও
হ্যান্ড স্যানিটাইজার বিতরণ

ব্রাহ্মণবাড়িয়া সরকারি কলেজসহ ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ১০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাস্ক বিতরণ ও হ্যান্ড স্যানিটাইজার দেয়া হয়

সুন্দরবনে বিনামূল্যে
মাস্ক বিতরণ

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, ভাতগাঁও-এর উদ্যোগে
ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প

খোদ্দামুল আহমদীয়া বিষ্ণুপুরের উদ্যোগে
স্বেচ্ছাশ্রমে রাস্তা সংস্কার করছেন খোদ্দামগণ

খোদ্দামুল আহমদীয়া শালসিঁড়ির উদ্যোগে
স্বেচ্ছাশ্রমে রাস্তা সংস্কার করছেন খোদ্দামগণ

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া সুন্দরবনের উদ্যোগে
বৃক্ষরোপণ কর্মসূচী

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া ব্রাহ্মণবাড়িয়ার উদ্যোগে
বৃক্ষরোপণ কর্মসূচী

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া ঘড়িলালের উদ্যোগে
বৃক্ষ রোপণ কর্মসূচী

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, তারুয়ার উদ্যোগে
বিশেষ ওয়াকারে আমলের মাধ্যমে রাস্তা সংস্কার

Jagonews24.com
বস্তুনিষ্ঠ সংবাদের অসমসাহসী ঠিকানা

২৪ সেপ্টেম্বর ২০২০

সাতক্ষীরায় আম্ফানে ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ

সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর থানার গাবুরা ইউনিয়নে দরিদ্রদের মাঝে খাদ্রসামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে। আহমদিয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশের যুব সংগঠনের উদ্যোগে এ খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

গত ২২ সেপ্টেম্বর সাতক্ষীরার শ্যামনগর থানার গাবুরা ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ডে ঘূর্ণিঝড় আম্ফানে ক্ষতিগ্রস্ত পানিবন্দি ১০৩টি পরিবারের মাঝে খাদ্যসহায়তা প্রদান করে সংগঠনটি। এ কার্যক্রমে গাবুরা ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ডের ইউপি মেম্বার পীজস মৃধা, আহমদিয়া যুব সংগঠনের কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি তসলিম আহমদ ও স্থানীয় প্রতিনিধি মুহাম্মদ সেলিম রেজা উপস্থিত ছিলেন।

আহমদিয়া যুব সংগঠন আর্তমানবতার সেবায় দেশের বিভিন্ন স্থানে নিয়মিত সেবামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

এছাড়া দেশে মহামারি করোনা ভাইরাসের সূচনা থেকেই এ সংগঠন দেশব্যাপী ভাইরাসটি প্রতিরোধে সচেতনতামূলক লিফলেট, ফ্রি হ্যান্ড স্যানিটাইজার বিতরণ, দুস্থদের মাঝে খাবার ও অসহায় পরিবারের মাঝে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করে আসছে।

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া খুলনার উদ্যোগে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্পের আয়োজন। এতে সর্বমোট ৩৫৪ জন অসহায় ব্যাক্তিদের মেডিকেল সেবা ও প্রয়োজনীয় ঔষধ প্রদান করা হয়।

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, চট্টগ্রামের উদ্যোগে চট্টগ্রাম রেলওয়ে স্টেশনে ফ্রি মাস্ক ও হ্যান্ডসেনিটাইজার বিতরণ

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, ঢাকার উদ্যোগে শীতবস্ত্র বিতরণ

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, কোডডার উদ্যোগে শীতবস্ত্র বিতরণ

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার উদ্যোগে চান্দপুর চাবাগানে প্রায় ২হাজার লিটার বিশুদ্ধ খাবার পানি বিতরণ

শীতার্তদের সেবায় মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া সুন্দরবন

খোদ্দামুল আহমদীয়া মাহিল্যার উদ্যোগে স্বেচ্ছাশ্রমে রাস্তা সংস্কার করছেন খোদ্দামগণ

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, চট্টগ্রাম-সিলেট রিজিওনের উদ্যোগে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নাসিরনগর উপজেলার নাসিরপুর গ্রামের নাসিরপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়

বগুড়ার সারিয়াকান্দিতে মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার উদ্যোগে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়

গাইবান্ধায় বন্যার্তদের মাঝে শুকনা খাবার ও বিশুদ্ধ পানি বিতরণ করছেন মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া সদস্যগণ

খোদ্দামুল আহমদীয়া, বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় মজলিসে আমেলা ২০২১-২২

ক্রমিক	পদবী	নাম
১	সদর	জনাব মুহাম্মদ জাহেদ আলী
২	নায়েব সদর-১	জনাব মাহাবুবুর রহমান জেপী
৩	নায়েব সদর-২	জনাব মুহাম্মদ ফাহিম মিয়াজী
৪	নায়েব সদর-৩	জনাব কাউসার আহমদ
৫	নায়েব সদর-৪	জনাব মোস্তাক আহমেদ
৬	মু'আবিন সদর	জনাব মাহমুদ আহমদ, বুয়েট
৭	মোতামাদ	জনাব ইবরিয়াদ হাসান পুলক
৮	মোহতামীম খেদমত-ই-খালক	জনাব খালেদ আহমদ
৯	মোহতামীম তালিম	জনাব মুহাম্মদ গোলাম রাব্বি
১০	মোহতামীম তরবিয়ত	জনাব আল ইকরাম খান সজিব
১১	মোহতামীম মাল	জনাব তারেক আহমদ সবুজ
১২	মোহতামীম উমুমী	জনাব তসলিম আহমদ
১৩	মোহতামীম সেহত-ই-জিসমানী	জনাব সোপান আহমেদ
১৪	মোহতামীম ওয়াকারে আমল	জনাব মোহাম্মদ শামসুদ্দিন ভূঁইয়া
১৫	মোহতামীম সানাত-ও-তেজারত	জনাব দেলওয়ার হোসেন ত্বাহা
১৬	মোহতামীম তাহরীক-ই-জাদীদ	জনাব সোহেল রানা
১৭	মোহতামীম আতফাল	জনাব মারুফ আহমেদ সাগর
১৮	মোহতামীম তবলীগ	জনাব শাহিন আহমেদ চৌধুরী
১৯	মোহতামীম তাজনীদ	জনাব শরিফুল হক মিশু
২০	মোহতামীম ইশায়াত	জনাব মাহমুদ আহমদ সুমন
২১	মোহতামীম উমুর-ই-তোলাবা	জনাব শেখ আতাউল মুজিব রাশেদ
২২	মোহতামীম নও মোবাঈন	জনাব মোহাম্মদ ইলিয়াস হোসেন
২৩	মোহতামীম মোকামী	জনাব জহুরুল ইসলাম মণি
২৪	মোহাসেব	জনাব শাহিনুর রহমান শাহিন
২৫	এ্যাডিশনাল মোতামাদ-১	জনাব মোবাশ্বের আহমদ জুমুআ
২৬	এ্যাডিশনাল মোতামাদ-২	জনাব আবু আল মাসুদ সঞ্চয়
২৭	এ্যাডিশনাল মোহতামীম খেদমত-ই-খালক	জনাব হাফিজুর রহমান তুষার
২৮	এ্যাডিশনাল মোহতামীম তরবিয়ত (রিশতানাতা)	জনাব ইমরান আহমেদ শাকিল
২৯	এ্যাডিশনাল মোহতামীম তরবিয়ত	জনাব আউসাফ আহমদ রাফা
৩০	এ্যাডিশনাল মোহতামীম মাল	জনাব আশরাফ সরকার সানি
৩১	এ্যাডিশনাল মোহতামীম তালিম	জনাব মিশকাতুল হক শাকিল

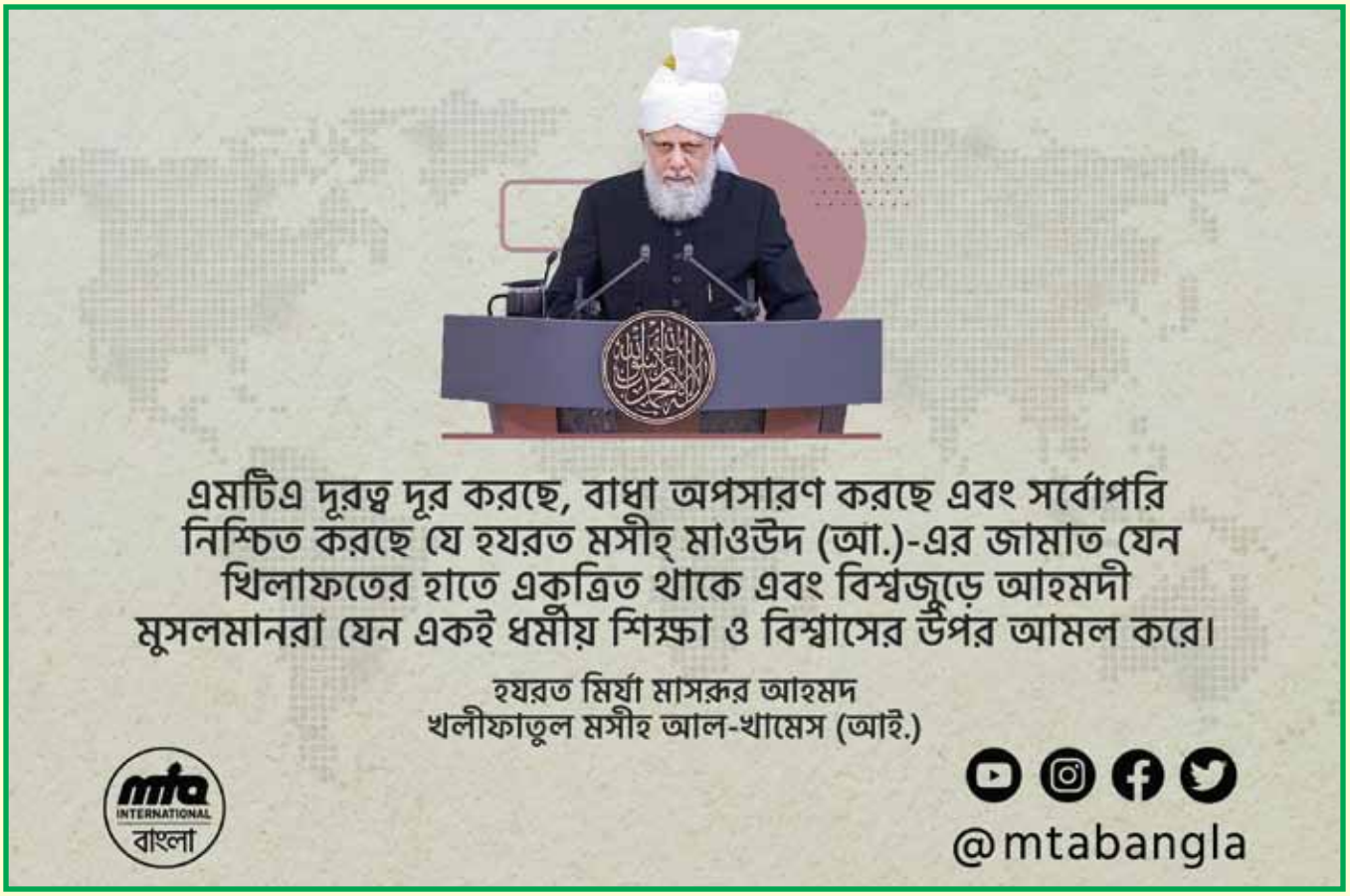

TUSHTU FOODS & BEVERAGE
TUSHTU TRADING CORPORATION
(All kinds of export, import, packaging, marketing, manufacturing and supplier.)
Md. Zahurul Islam Moni
Owner
Mobile: +8801976106658
+8801708169274
33/57, Kazirgoan, Shopno Nir (3rd Floor), Jatrabari, Dhaka-1362, Bangladesh | tushtu.ceo@gmail.com

অনির্বান মেডিসিনাল ইন্ডাষ্ট্রিজ
স্থাপিত: ১৯৮৪ ইং
(একটি আন্তর্জাতিক মানের আয়ুর্বেদিক ঔষধ প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান)
হেড অফিস: ১০৮৬/৩-বি, পূর্ব জুরাইন, বাগান বাড়ী, কদমতলী, ঢাকা-১২০৪
ফ্যাক্টরি: প্লট নং: এস-১১/১২, বিসিক শিল্প নগরী, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা, বাংলাদেশ

মনির হোম টেক্সটাইল
monir HOME TEXTILE
এখানে উন্নতমানের বেডসিট, বেড কভার
ও কমপ্লিট সেট চাদর পাওয়া যায়

Mr. ENGINEER
নতুন বাড়ি বানাচ্ছেন?
দীর্ঘস্থায়ী ড্যাম্পমুক্ত বাড়ি চান?
আপনার স্থাপনাকে দীর্ঘস্থায়ী, ড্যামপ্রুফ এবং
পানিরোধী করতে ব্যবহার করুন মি. ইঞ্জিনিয়ার এর কার্যকরী সমাধান
দেশব্যাপী
জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে
ডিলার নিয়োগ চলছে!
আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন
+88 09604 103355
BUET TESTED
Honhab Chem Limited
+88 02573 01151
contact@mrengineer.com.bd
mrengineer.com.bd
8/1-B, Ground Floor, Bakshibazar Lane, Chawkbazar, Dhaka-1211

A2Z Communication
WE RUN EVERYWHERE TO MAKE YOUR DREAM TRUE
a2z FASHION
ONE STOP FASHION SOLUTION
Promotional Corporate Gift Items
Event Management and Activation
Tours and Travels with Visa processing
Digital Printing on PVC & Sticker
Cutting sticker (Paper & PVC)
LED Indoor & Outdoor Moving and Video Display
Acrylic & Stainless Steel 3D Letter sign
Light Box Sign and Neon Sign
Leaser Cutting & Engrave (Board, Acrylic, Wood & Steel)
UV Print on Pen, Board, Acrylic & Wood
Offset Printing (Dairy, Notebook, Calendar, Special V. Card, Pad & Money receipt)
Readymade Garments Export (Knit, Woven & Sweater)
Export quality Readymade Garments Local Supply
Imported Fabric and Accessories
Local Woven, Knit and Mass Fabric
Garments accessories (Label, Hangtag, Rubber patch & Elastic)
Sonali Bag (Made from Jute)
Leather Readymade Garments
Leather Wallet, Card case and Ladies pars
Leather Passport holder and Mobile case
Leather Key ring
Leather Bag
Rafi Ahmad
+880 1793 777666 +880 167 1166677
11/6 Prominent Housing, 3rd Floor, Road 3, Shekhertek, Mohammadpur, Dhaka - 1207
info@a2zcommunication.agency
rafi@a2z.fashion

দুধে-ভাতে বড় হউক
আমাদের শিশু
হাসিখুশি
ডেইরী ফার্ম

50th NATIONAL IJTEMA 2022

MAJLIS KHUDDAMUL AHMADIYYA, BANGLADESH

LOVE FOR ALL HATRED FOR NONE

ভালোবাসা সবার তরে ঘৃণা নয়কো কারো ‘পরে

“যুবকদের সংশোধন ব্যতিরেকে জাতিসমূহের সংশোধন হতে পারে না”

হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ (রা.)
খলীফাতুল মসীহ্ সানী

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, বাংলাদেশ (আহমদীয়া মুসলিম জামা’তের যুব স্বেচ্ছাসেবী অঙ্গ সংগঠন) | Visit: **www.mkabd.org**

Design & Printed by: **Bud-O-Leaves | +880 1711 527514**